সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—৩৭

ভারত-শাস্ত্র-পিটক

সম্পাদক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌. এ.

সংখ্যা—৪

প্রবর্ত্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্‌. এ.

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

প্রথম খণ্ড

রায় শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর

কর্ত্তৃক অনূদিত

২৪৩/১ নং অপার সারকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩১৯

মূল্য—সভ্যগণের পক্ষে ১৲ টাকা

সাধারণের পক্ষে ১।৹ টাকা

কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

মহারাজ অনন্তদেবের কাশ্মীররাজ্য শাসনকালের পূর্ব্বে মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তদীয় পুত্র সোমেন্দ্র পিতৃকৃত কল্পলতাগ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন যে, মহারাজ অনন্তদেবের রাজ্যকালের সপ্তবিংশ সংবৎসরে (খৃ ১০৩৫) কল্পলতাগ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে রাজতরঙ্গিণী অনুসারে জানা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ক্ষেমেন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র তদানীন্তন সময়ে একজন বিখ্যাত কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্মধ্যে ভারতমঞ্জরী ও বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা এই দুইটী বৃহদাকার। ক্ষেমেন্দ্রকৃত কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ কাব্যমালার মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে এবং চারুচর্য্যাশতক নামে একখানি গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ আমি প্রকাশ করিয়াছি।

বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতাগ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের সারমর্ম্ম অতি সুললিত গল্পচ্ছলে অভিহিত হইয়াছে। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান চিত্তবৃত্তির বিষয় বিশদভাবে এই গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ১০৮টী পল্লব অর্থাৎ অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে শেষ অধ্যায় ক্ষেমেন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র সোমেন্দ্র রচনা করিয়াছেন।

কল্পলতাগ্রন্থের ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্য কালিদাসের তুল্যই বলা যায়। তাহার কিছু নিদর্শনস্বরূপ প্রত্যেক পল্লবেরই প্রথম শ্লোক ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ইহা দ্বারা পাঠকগণ মহাকবির কবিত্বের পরিচয় কতকটা পাইবেন।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র যেমন বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম্মের সারসংগ্রহরূপে রচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ চারুচর্য্যাশতক গ্রন্থও সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সার উপদেশসংগ্রহস্বরূপ রচনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ক্ষেমেন্দ্র সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীই ছিলেন এবং বৌদ্ধ অনুশাসনকেও তিনি আর্য্যধর্ম্মেরই অন্তর্গত বিবেচনা করিতেন।

অবদানকল্পলতাগ্রন্থ ভারতীয় কবি-রচিত হইলেও, কালক্রমে ভারতে ইহার বিলোপ ঘটিয়াছিল। বহু সন্ধান করিয়াও ইহার সম্পূর্ণাংশ পাওয়া যায় নাই। এসিয়াটিক সোসাইটী নেপাল হইতে এ গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধ মাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন।

গত ১৮৮২ সালে আমি যখন তিব্বত (হিমবৎ) প্রদেশের রাজধানী লাসা (দেববৎ) নগরে যাই এবং কিছুকাল সেখানে বাস করি, সেই সময় পোতলনামক রাজপ্রাসাদের পুস্তকাগার হইতে কতকগুলি অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। তন্মধ্যে এই কল্পলতাগ্রন্থ অন্যতম। এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় বিবেচনা করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটী ইহার প্রকাশে বদ্ধপরিকর হওয়ায় মূলগ্রন্থ প্রায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশও দুই-এক বৎসরের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে আশা করি।

ভগবান্ বুদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কি কি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কিরূপে পরে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করেন এই কথাই ইহাতে বিবৃত আছে এবং প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ ধর্ম্মমূলক উপদেশ উদাহরণসহ বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ং ভিক্ষুগণের নিকট এই সকল কথা নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

তিব্বত, চীন এবং শ্যাম দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিবার পর, সময়ে সময়ে কোন কোন মাসিক পত্রিকায় আমি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ উদ্যম সত্ত্বেও এ যাবৎ বঙ্গভাষায় কোন উত্তম গ্রন্থ

লিখিতে সমর্থ হই নাই, এ জন্য অন্তরে একটা ক্লেশ অনুভব করিতে-ছিলাম। ইদানীন্তন সময়ে নাটক, উপন্যাস ও নভেলের অভাব নাই। অনেক সুবিজ্ঞ লেখক অনেক সুপাঠ্য নভেল লিখিয়াছেন, তাহাই প্রচুর। এ বিধায় আমি বিবেচনা করিলাম যে, এই উপাদেয় ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সারসঙ্কলনস্বরূপ কল্পলতা গ্রন্থটী যদি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা যায়, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের একটা অঙ্গ পুষ্ট হইতে পারে এবং বিশেষতঃ বঙ্গবাসীরা এতদ্দারা বুদ্ধের উন্নত শিক্ষার পরিচয় পাইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আমার এই গ্রন্থের প্রকাশভার লওয়ায়, আমি এ কার্য্যে উৎসাহী হইয়াছি। সোমেন্দ্রকৃত উপক্রমণিকা ও শেষপল্লবের অনুবাদ সর্ব্বাগ্রে দেওয়া হইয়াছে এবং তৎপরে ক্ষেমেন্দ্রের প্রথম পল্লব হইতে পঞ্চবিংশ পল্লব পর্য্যন্ত এই প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডে ৫০ পল্লব পর্য্যন্ত হইবে এবং তৃতীয়খণ্ডে ৭৫ পল্লব পর্য্যন্ত হইয়া চতুর্থ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। এক্ষণে সাহিত্যসেবী বিদ্বন্মণ্ডলী ইহাকে সস্নেহনয়নে বিলোকন করিলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

সোমেন্দ্র গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

যাবত্তারা তরুণকরুণালোকনী ভক্তিভাজাং
কল্যাণানাং কুলমবিকলং সিদ্ধয়ে সন্নিধত্তে।
লোকে যাবদ্বিমলকুশলধ্যানধী র্লোকনাথঃ
তাবদ্বৌদ্ধী বিবুধবদনামোদিনীয়ং কথাস্তাম্॥ ১॥

যাবদ্বুদ্ধঃ সকলভুবনোত্তারণায় প্রবুদ্ধো
যাবদ্ধর্ম্মঃ সুকৃতসরণিস্থৈররত্নপ্রদীপঃ।
যাবৎ সঙ্ঘঃ সরসমনসাং দত্তকল্যাণসঙ্ঘঃ
স্থীয়াত্তাবজ্জিনগুণকথাকল্পবল্লী নবেয়ম্॥ ২॥

যাবদ্ভূভূর্রিভূভৃৎস্রুতসলিলচলন্মালিকা শেষশীর্ষে
মায়ূরচ্ছত্রশোভামনুভবতি ফণারত্নরশ্মিপ্রতানৈঃ।
ধত্তে যাবৎ সুমেরুঃ ক্ষিতিতল কমলে কর্ণিকাকারকান্তিং
শাস্তস্তাবৎ কথেয়ং কলয়তু জগতাং কর্ণপূরপ্রতিষ্ঠাম্ ॥ ৫ ॥

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যেই আমি এই সুবৃহৎ ও সুকঠিন গ্রন্থের অনুবাদকার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কারণ বৌদ্ধগ্রন্থের সংস্কৃত সাধারণ সংস্কৃত হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন এবং তাৎপর্য্যার্থ স্বতন্ত্র। ইহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ বৌদ্ধগ্রন্থ-গুলি মাগধী ভাষায় রচিত হয় এবং পরে সিদ্ধ নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব ও দিঙ্‌নাগাচার্য্য প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষাতেও অনেক বিষয় লিখিত হয়। কাজেই উভয় ভাষার সংমিলনে বৌদ্ধ-সংস্কৃত একটা নূতন রকম ভাষাই হইয়াছে।

এতাদৃশ গম্ভীরার্থ বৌদ্ধ-সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা ভারতীয় পণ্ডিত-দিগের মধ্যে অতি বিরল। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ভূষণ মহাশয় ১৮ বৎসর কাল এসিয়াটিক সোসাইটীতে থাকিয়া ও সোসাইটীর সমস্ত পুস্তকের অনুশীলন করিয়া বৌদ্ধ তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার সাহায্য পাইয়াই, আমি এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম হইতে এতাদৃশ পণ্ডিতের সাহায্য পাইলে অনেক কাল পূর্ব্বেই এই অনুবাদকার্য্য সম্পাদিত হইয়া যাইত।

কলিকাতা
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস গুপ্তস্য

অবদান-কল্পলতা

—:০:—

সোমেন্দ্র-কৃত পরিচয়

(কাশ্মীররাজ) জয়াপীড়ের মন্ত্রী সুমতি নরেন্দ্রের বংশে ভোগীন্দ্র (বাসুকি) সদৃশ ভোগবান্ ভোগীন্দ্র নামধেয় এক মহাত্মা উদ্ভূত হন। ১ ॥

তাঁহার পুত্র সিন্ধু। ইনি বহুবিধ গুণরত্নের আকর ছিলেন ও ইহাঁর বাণী সুধাবর্ষিণী ছিল। একারণ ইহাঁর সিন্ধুনাম সার্থক হইয়াছিল। ২ ॥

সিন্ধুর পুত্র প্রকাশেন্দ্র পৃথিবীতে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী হন। ইনি দানপুণ্যে বোধিসত্ত্বসদৃশ গুণবান ছিলেন। ৩ ॥

প্রকাশেন্দ্রের পুত্র মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র। ইহাঁর কীর্ত্তি চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় সজ্জনের মানস উল্লসিত করে। ৪ ॥

রামযশা নামক সজ্জনানন্দদায়ক এক ব্রাহ্মণ ক্ষেমেন্দ্রের সকল প্রবন্ধেরই প্রযোজক ছিলেন। রামযশাই এই কার্য্যে প্রথম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ৫ ॥

একদা ক্ষেমেন্দ্র সুখাসীন আছেন, এমন সময় গুণবানের পরম সুহৃৎ ও বিখ্যাত পুণ্যবান নক্কনামা সৌগত (বৌদ্ধমার্গী) তথায় আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৬ ॥

গোপদত্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক রচিত ভগবান্ জিনের জাতকমালা আছে বটে, কিন্তু উহা অবদান ক্রমানুসারে রচিত হয় নাই এবং গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত থাকায় বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ উহা একমার্গানুসারী এবং অত্যন্ত গম্ভীর ও কর্কশ অথচ উহার বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ।

আপনি অবদানক্রমানুসারে (আবশ্যকমত) সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে তথাগতকথা কোমলরূপে রচনা করিলে ভাল হয়। ৭।৮।৯ ॥

সৌগত নন্দ সবিনয়ে এইরূপ অনুরোধ করিলে পর ক্ষেমেন্দ্র তথাগত-কথা রচনা করিতে উদ্যত হন ও তিনটী মাত্র অবদান রচনা করিয়া অতি দীর্ঘ স্থানে ঐ কার্য্য হইতে বিরত হন। ১০॥

অনন্তর স্বপ্নাবস্থায় এক দিন স্বয়ং ভগবান জিন (বুদ্ধ শাক্যসিংহ) তাঁহাকে প্রেরণা করায় পুনরপি তিনি অবদানার্থ সংগ্রহে উদ্যোগী হন। ১১॥

তৎপরে মহাপ্রাজ্ঞ, বিখ্যাত পুণ্যবান্ ও জিনশাসনশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন আচার্য্য বীর্য্যভদ্র স্বয়ং তাঁহার গৃহে আগমন করিয়া অতি দুর্ব্বোধ অন্ধকারময় জৈনাগমে (বৌদ্ধ শাস্ত্রে) রত্নপ্রদীপবৎ আলোক প্রদান করেন। ১২।১৩॥

মদীয় পিতা ক্ষেমেন্দ্র সপ্তোত্তর শতসংখ্যক অবদান রচনা করিয়াছেন। তদীয় পুত্র সোমেন্দ্র-নামা আমিও আর একটী অবদান রচনা করিয়া অষ্টোত্তর শত মঙ্গল সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছি। ১৪॥

সমস্ত শাস্ত্র যাঁহার হস্তগত হইলে পরিশুদ্ধ হয়, সেই আচার্য্য সূর্য্যশ্রীকে এই গ্রন্থের লিপি কার্য্যের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। ১৫॥

সপ্তবিংশ সংবৎসরে* বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে ভগবান জিনের জন্মমহোৎসব দিনে এই কল্পলতা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ১৬॥

যে লোকনাথের কীর্ত্তি পাপশত্রু-প্রমাথন কার্য্যে তারা-ভৃকুটী-স্বরূপ উদিত হইয়াছে ও যাঁহার অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ দিগন্তব্যাপী, সেই মহারাজাধিরাজ অনন্তদেবের শাসনকালে শান্তিসুখাভিলাষীদিগের সন্তোষার্থ এই কল্পলতা নামক প্রবন্ধ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৭॥

ভগবান জিনের প্রতি ভক্তি তোমাদিগের সাংসারিক বিকারসকল বিনষ্ট করুক। প্রথমতঃ হতবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের শান্তির অভাবই অপার ও দুর্ব্বার,

* কাশ্মীররাজ অনন্তের রাজত্বের সপ্তবিংশ সংবৎসরে অর্থাৎ ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল।

† সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দ্বিতীয় মহাবিদ্যা তারা। মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে আর্য্যতারা বুদ্ধগণের শক্তিরূপে অভিহিত হইয়াছেন। তারা-বিষয়ের বিশেষ বিবরণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদিত স্রগ্ধরা-স্তোত্র গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

তাহার উপর সংসাররূপ বিপুল পথে নানাবিধ বাসনভার বিদ্যমানই আছে এবং অহঙ্কার ও বিদ্বেষের আধারভূত বিষয়বিষও প্রচুর দেখা যায়। এ সমস্ত বিকারই বিনষ্ট হউক। ১৮॥

বিমলাশয় ব্যক্তিদিগের পরমসন্তোষপ্রদ, অতি কমনীয়, প্রসাদ-গুণমণ্ডিত, ভগবান তথাগতের (বুদ্ধের) দেহভূত এই উজ্জ্বল কাব্য জগতের প্রীতিপ্রদ হউক। ১৯॥

* মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র অবদান-কল্পলতার এক শত সাতটি পল্লব রচনা করেন। তৎপুত্র সোমেন্দ্র এই কাব্যের পরিচয় দিয়া উপক্রমণিকা-সহিত অষ্টোত্তরশততম পল্লব রচনা করেন। এইরূপে কল্পলতা একশত আট পল্লবে সম্পূর্ণ হয়। সোমেন্দ্ররচিত গ্রন্থপরিচয় এবং অষ্টোত্তর শততম পল্লব গ্রন্থের প্রথমেই মুদ্রিত হইল।

অষ্টোত্তরশততম পল্লব

উপক্রমণিকা

(মদীয় পিতৃদেব কবিবর ক্ষেমেন্দ্র-কৃত) ভগবান বুদ্ধদেবের অদ্ভুত চরিত্রময় এই বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা গ্রন্থ জিনেন্দ্রবিহিত মহাবিহার-চৈত্যাঙ্গনে কনক-চিত্রময় গুহাগৃহের অভ্যন্তরে লিখিত হইয়াছে। ১॥

(মহাকবি) ক্ষেমেন্দ্র এই গ্রন্থ যাহাতে জগতে লুপ্ত না হয় এই অভিপ্রায়ে বিশিষ্টচিত্ররচনায় রমণীয় ও নানা কল্পের বহুবিধপ্রতিমাপ্রকাশক বহুতর প্রবন্ধে উজ্জ্বল এই কল্পলতাগ্রন্থটী সজ্জনগণের সুকৃতপূর্ণ চিত্তরূপ বিহারে স্থাপিত করিয়াছেন। ২॥

তিনি সপ্তাধিক শতসংখ্যক বোধিসত্ত্বচরিত্র নিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি অষ্টোত্তর একশত সংখ্যা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে আরও একটী চরিত্র নিবদ্ধ করিতেছি। ৩॥

নিরুদ্ধাপরনামক তদীয় তনয় সোমেন্দ্রনামা আমি ভগবান জিনের উদার কথাপ্রবন্ধে শেষ প্রবন্ধটী পূরণ করিতেছি। ৪॥

যে মহাকাব্যের বন্ধপ্রণালী অতিশয় নিবিড় ও যাহার প্রসাদগুণ অতিশয় কোমল এবং যদীয় বাক্যবিন্যাসভঙ্গীরূপ তরঙ্গিণী অতি রমণীয়, রসনিধি (মহাকবি) ক্ষেমেন্দ্রের সেই মধুর বাণীরূপ সাগরকে আমি বন্দনা করি। ৫॥

যাঁহারা সতত ওঁকার ধ্যান করিয়া ওঁকার-সদৃশ কুটিলতা শিক্ষা করিয়াছেন ও যাঁহাদের মুখ হইতে কখনও সাধুবাদ নির্গত হয় নাই এবং যাঁহারা সর্ব্বদাই ক্রোধে বিবর্ণবদন, এতাদৃশ বিদ্যানিধিগণ কিরূপে এই বৃহদাখ্যানময় গ্রন্থ সহ্য করিবেন। ৬॥

মহাবুদ্ধিসম্পন্ন মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র সদ্ধর্ম্মে প্রণিধান পূর্ব্বক নিজবুদ্ধিবলে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদ্বারা এই সংসারস্থ সমস্ত জীব কুশল কর্ম্মে সতত উদ্যত হউক। ৭॥

সংসারের গুরুতর পরিশ্রমে ক্লান্ত, কামাবেশে মত্ত, মোহান্ধকারে মুদ্রিতনয়ন, লুপ্তস্মৃতি ও নিদ্রিতবৎ এই জগতের প্রবোধনে যিনি তৎপর

এবং উহার অশেষ প্রকার দোষের নাশক সেই সূর্য্যসদৃশ প্রবুদ্ধ ভগবান বুদ্ধকে নমস্কার। ৮॥

মহামনা জনগণের আনন্দজনক বন্ধু, সহাস্যবদনে সকলের সুখোপদেষ্টা চন্দ্রসদৃশ মহাযশস্বী মদীয় জনককে নমস্কার। ৯॥

পুণ্যবান মদীয় পিতৃদেব নিজগ্রন্থের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য বাক্যের পবিত্রতাকারক ভগবান জিনের চরিত্রবর্ণনারূপ কুশল কর্ম্মে আমাকে নিয়োগ করিয়া সমাদৃত করিয়াছেন। ১০॥

যে সকল বিহারের গুহামধ্যে ভগবান জিনের নানাবিধ চরিত্রপ্রকাশক সুবর্ণময় চিত্রসমূহ রক্ষিত ছিল এবং ঐ সকল চিত্র সজ্জনগণের নেত্রানন্দ বিধান করিতেছিল, কালক্রমে সে সকল বিহারস্থানই বিলুপ্ত হইয়াছে। ১১॥

পিতৃদেব বাণীময় তূলিকা দ্বারা বর্ণবিন্যাসক্রমে ভগবান বুদ্ধের যে সকল চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহাও একটী সজ্জনানন্দদায়ক পুণ্যময় বিহারসদৃশ হইয়াছে। ১২॥

(পিতৃদেবকৃত) এই চিত্র দিগ্‌দিগন্তে প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায় প্রলয়কালে বা জলপ্লাবনে ও অনলোৎপাতেও ইহার ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই। ১৩॥

আমিও অক্ষয়পুণ্যলাভলোভে নানাচিত্রময় এই গ্রন্থমধ্যে একটী চিত্র অঙ্কিত করিলাম। মহতের পদাঙ্কানুসারী ক্ষুদ্রও মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে। ১৪॥

ভৃঙ্গীর ন্যায় আমোদগৃহের সুখময় পদ্মে উপবিষ্ট হইয়া অমৃতসদৃশ মধুর-ধ্বনিকারিণী মদীয় পিতৃদেবের বাণীকে প্রণিপাত করিয়া এই মহাকাব্যের শেষাংশ আমি পূরণ করিতেছি। ১৫॥

জীমূতবাহনাবদান

যাঁহারা পরের প্রাণরক্ষার জন্য নূতন সঙ্গমোৎসুকা, দিব্যকান্তি, উপভোগক্ষমা তরুণীর সদৃশ রাজলক্ষ্মীকে তৃণজ্ঞানে ত্যাগ করিয়া অক্লেশে নিজদেহ দান করেন, পরমকারুণিক ঈদৃশ মহাপুরুষগণকে নমস্কার করি। ১ ॥

কাঞ্চনপুর নামক নগরে শ্রীমান জীমূতকেতু নামে এক বিদ্যাধররাজ উদ্ভূত হইয়াছিলেন। যিনি জীমূতসদৃশ অর্থিগণের তাপহারী ছিলেন। ২ ॥

যাঁহার কল্পদ্রুমসমুদ্ভূত নব নব সম্পদ যশোময় পুষ্পে শোভিত ও পুণ্যময় সৌরভে আমোদিত ছিল। ৩ ॥

সমুদ্র হইতে চন্দ্রের ন্যায় তাঁহা হইতে তদীয় পুত্র জীমূতবাহন উদ্ভূত হইয়াছিলেন। জীমূতবাহন উৎকট পুণ্যের নূতন একটী রাশিসদৃশ ছিলেন।৪॥

গুণবান যেরূপ বিনয়ের দ্বারা শোভিত হয় ও সম্পত্তিশালী যেরূপ দানের দ্বারা শোভিত হয় এবং সজ্জন যেরূপ পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা শোভিত হয়, তদ্রূপ জীমূতকেতু সর্ব্বভূতহিতকারী পুত্র জীমূতবাহনের দ্বারা অতিশয় শোভিত হইয়াছিলেন। ৫ ॥

বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতু স্বীয় কল্পবৃক্ষ ও সাম্রাজ্য পুত্রকে সমর্পণ করিয়া তপশ্চরণ মানসে শান্তিধাম মলয় পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছিলেন। ৬ ॥

জীমূতকেতু সপত্নীক রাজ্যত্যাগ করিয়া তপোবনে গমন করিলে পর জীমূতবাহন মহাবিভব লাভ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৭ ॥

আমি গুরুজন সেবায় নিযুক্ত। এই বিপুল রাজ্যলক্ষ্মী আমার অধীন হইয়া সুখিনী হইল না। ইহা অন্ধের চিত্রশালা দর্শনের ন্যায় নিষ্ফলই হইয়াছে। ৮ ॥

পূর্ব্বে আমি পিতৃদেবের পাদতলে মস্তক নত করিতাম ও তদীয় নখরশ্মিমালায় মদীয় মুকুট শোভিত হইত এবং তদীয় আজ্ঞাশ্রবণরূপ কুণ্ডলে কর্ণযুগল যেরূপ শোভিত ছিল, অধুনা চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াও আমার সেরূপ শোভা হইতেছে না। ৯ ॥

জীমূতবাহন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কনকবর্ষী স্বকীয় কল্পবৃক্ষটী সর্ব্ব প্রাণীর উপকারার্থ উৎসর্গ করিলেন, ও সেই প্রভূত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পিতার আশ্রমে গমন করিলেন। উদারচিত্ত মহাপুরুষগণের নিকট ত্রৈলোক্যসার ঐশ্বর্য্যও তৃণবৎ প্রতীয়মান হয়। ১০। ১১ ॥

জীমূতবাহন সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া মলয়াচলে গেলে পর কল্পবৃক্ষটীও পৃথিবী স্বুবর্ণপূর্ণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। ১২ ॥

জীমূতবাহন চন্দনদ্রুমমণ্ডিত মলয়গিরিতে গমন করিয়া পিতা ও মাতার পাদসেবা করতঃ বিয়োগ দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন। ১৩ ॥

এই সময়ে কামদেবের পরমসুহৃৎ বসন্ত তথায় সমাগত হইয়া মন্দমারুতে আন্দোলিত চন্দনলতাকে কামাভিলাষোচিত ব্যবহার উপদেশ দিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন চন্দনলতা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ও জৃম্ভাভাব প্রকাশ করিতেছে। ১৪ ॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকা কামিনীদিগের অসহনীয় দক্ষিণবায়ু মুহুর্মুহুঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন মকরধ্বজ কামদেব জগৎজয়ার্থে বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ১৫ ॥

ভ্রমরগণের আক্রমণভরে ও নিবিড়ভাবে উদিত মঞ্জরীভরে অবনত চূতদ্রুমগণ সঙ্কেতের দ্বারা যুবজনের অভিলাষ বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিল। ১৬ ॥

বসন্তলক্ষ্মীর কর্ণপূরভূত অশোকপুষ্প শৈলতটে স্ফুটিত হইতে লাগিল, এবং নাগরিক কামিনীগণের পাদপ্রহারে সংক্রামিত অলক্তকরাগে রঞ্জিত হইয়া নবপল্লব উদ্গত হইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

আমারই এই কামাভিলাষ অতি রমণীয়, যেহেতু আমি কামিনীগণের বদনমদিরায় সিক্ত হইয়া ধন্য হইতেছি, বকুল বৃক্ষের ঈদৃশ মনোভাবজনিত হাস্যচ্ছটা কুসুমচ্ছলে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৮ ॥

মানিনীগণ পূর্ব্বে মানভরে মৌনাবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহারা স্বয়ং পাদপ্রণাম দ্বারা দয়িতকে প্রসন্ন করিতেছে। ইহা দেখিয়া সিন্ধুবারবৃক্ষ পুষ্পবিকাশচ্ছলে হাস্য করিতে লাগিল। ১৯ ॥

অরুণবর্ণ নবপল্লবগণ পুষ্পকেশররূপ জটাভারে শোভিত বসন্তরূপ সিংহের নখরাবলীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং মানিনীগণের মানরূপ গজের বিঘাত করায় ঐ নখরাবলী রক্তাক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ২০ ॥

কুসুমাকর-বসন্ত-শোভা-কোকিলাগণের মধুরধ্বনি দ্বারা বিলাসিগণের কর্ণের, কোমল শিরীষ পুষ্পদ্বারা চর্ম্মের, মনোরম কর্ণিকার পুষ্প সন্দর্শন দ্বারা চক্ষুর এবং বায়ুসংযোগে উড্ডীয়মান পুষ্পরেণুদ্বারা ঘ্রাণের হর্ষ সম্পাদন করিতে লাগিল।২১॥

নানাবিধ পুষ্পের মধুপানে মত্তা ও ইতস্ততঃ ভ্রমণকারিণী ভৃঙ্গাঙ্গনাগণের বিলাসভোগযোগ্য ঈদৃশ সুখময় বসন্তকালে বিদ্যাধররাজপুত্র উৎফুল্ললতাশোভিত বনস্থলীতে বিচরণ করিতেছিলেন। ২২ ॥

তিনি সেই বনোদ্দেশে দেখিলেন যে চন্দ্রকলাসদৃশ রমণীয়কান্তি একটী কন্যা সুবর্ণময় মন্দিরে সিদ্ধগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত রত্নময়ী গৌরীমূর্ত্তিকে পূজা করিয়া বীণাস্বরে গান করিতেছে। ২৩ ॥

জীমূতবাহন এই কন্যাটীকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন যে বোধ হয় কামপত্নী রতি স্বকীয় পতি কন্দর্পের পুনর্জীবন লাভের প্রার্থনায় গৌরীর আরাধনার জন্য এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। ২৪ ॥

হরিণনয়না কন্যা গীতাবসান হইলে ক্রোড়দেশ হইতে বীণাটী অধঃস্থাপিত করিয়া লজ্জায় নতশির হইলেন এবং চাপরহিত সাক্ষাৎ স্মরের সদৃশ বিদ্যাধর রাজপুত্রকে দেখিলেন। ২৫ ॥

পরস্পর বিলোকনজনিত অভিলাষ নেত্রশোভায় ভূষিত হইয়া ইহাঁদের উভয়ের মধ্যে গতায়াত করিতে লাগিল এবং মনকে সন্ধিবিষয়ে দূতস্বরূপ নিযুক্ত করিল ॥ ২৬ ॥

কামরূপ পদ্মাকরের হংসীস্বরূপ সেই কন্যা নূতনমাত্র দৃষ্ট রাজপুত্রের প্রতি অতিশয় অনুরাগবতী হইলেন। বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস বশতই এত সত্বর ইনি রাজকুমারের স্বচ্ছ ও উদার মনে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। ২৭ ॥

শশী যেরূপ নির্ম্মল চন্দ্রকান্ত মণিতে প্রবেশ করেন, কামবাণ যেরূপ নিজ লক্ষ্য কন্যাকুলে প্রবেশ করে ও প্রাভাতিক সূর্য্যকিরণ যেরূপ প্রস্ফুটিত-কমলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ রাজপুত্রও অনুরাগযুক্ত তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২৮ ॥

বিদ্যাধরকুলচন্দ্র রাজকুমার একটীমাত্র বালিকা সখীর সহিত উপবিষ্টা লজ্জা ও কামোদ্রেকবশতঃ জৃম্ভাবতী কন্যার নিকট আসিলেন। ইনি ধীরস্বভাব হইলেও তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় বলিতে লাগিলেন। ২৯ ॥

অয়ি সুভ্রূ, সম্ভাষণ দ্বারাও এই অভ্যাগতজনকে সন্তুষ্ট করিতেছ না কেন? ভব্যজনানুরূপ তোমার রূপ সদাচারগুণে অধিকতর শোভিত হইবে। ৩০ ॥

অয়ি কোমলাঙ্গি, মন্মথের অলঙ্কারভূত ও চন্দ্রবৎ কমনীয় ত্বদীয় এই সুন্দর দেহ, মুক্তামণির ন্যায় কোন্ উন্নত বংশের শোভাকারী, তাহা কীর্ত্তন কর। ৩১॥

সুন্দরি, তোমার দর্শনলাভে আমি পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। চন্দ্রকলা যদিও কাহারও সহিত সম্ভাষণ করে না, তথাপি তদীয় লাবণ্য দর্শনে লোকে হৃষ্ট হয়। ৩২॥

আমাদের একটিমাত্র কৌতুক অপনোদন করিবার জন্য তুমি বল, সজ্জনের পক্ষপাতী বিধাতা তোমাকে কোন্ বংশের আভরণরূপে সৃজন করিয়াছেন। ৩৩॥

বিদ্যাধররাজকুমারের ঈদৃশ ঔৎসুক্যগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা লজ্জাবশতঃ মৌনভাব অবলম্বন করিলে তদীয় সখী মালতিকা বলিতে লাগিলেন। ৩৪॥

রাজকুমার, আপনি বিদ্যাধর-রাজবংশরূপ সুধার্ণবের চন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের পুরবাসিনী বিলাসিনীরা আপনাকে সাক্ষাৎ কন্দর্প বলিয়া উল্লেখ করে। ৩৫॥

বিখ্যাত কল্পদ্রুম-দান-জনিত ত্বদীয় যশ ত্বদীয় গুণগৌরবে অলঙ্কৃত হইয়াছে। মদীয় সখীর অগ্রজ মিত্রাবসু চন্দ্রবৎ-শুভ্র ত্বদীয় যশ শ্রবণ করিয়াছেন। ৩৬॥

হে মহাসত্ত্ব, ঈদৃশ গুণবান তুমি কিরূপে আমাদিগের নিঃশঙ্ক আলাপপাত্র হইতে পার। বিশেষতঃ কন্যকাগণ প্রায়ই মহজ্জনের সম্মুখে লজ্জিতা হইয়া থাকে। ৩৭॥

ইনি সিদ্ধবংশরূপ সাগরের সুধাকরসদৃশ সিদ্ধপতি বিশ্বাবসুর কন্যা। ইনি যখন উদ্যানক্রীড়া করেন, ইহাঁর শুভ্রকান্তি কুসুমচয়কে বিকসিত করে। ৩৮॥

নবোদ্গত পল্লবের ন্যায় অরুণবর্ণ ওষ্ঠশোভিত তোমার এই দেহ চন্দনলতার ন্যায় কমনীয় এবং সুরাসুর-নারীগণের অভিলাষভূমি। ৩৯॥

সখী মালতিকা এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ কঞ্চুকী সত্বর আগমন বশতঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করিতে করিতে সিদ্ধরাজকন্যাকে বলিলেন। ৪০॥

কল্যাণি, ত্বদীয় পিতা মিত্রাবসুর সহিত অন্তঃপুরে উপবিষ্ট আছেন ও তোমার বিবাহের কথার আলোচনা করিতেছেন, একারণ তোমাকে দেখিতে চাহেন। ৪১ ॥

সহসা কঞ্চুকিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সুলোচনা কন্যা সখীর সহিত শনৈঃ শনৈঃ অন্তঃপুরে গেলেন; পরন্তু তাঁহার মন জীমূতবাহনেই আসক্ত রহিল। ৪২ ॥

কন্যা পশ্চাদ্‌গামিনী সখীর সহিত কথাচ্ছলে পুনঃ পুনঃ কান্তকে নিরীক্ষণ করতঃ অলস পদবিক্ষেপে গমন করিলে পর রাজকুমার কন্যার পথে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে আমি নূতন উৎকণ্ঠাকে আশ্রয় করিয়াছি দেখিয়া বোধ হয় ধৃতি (ধৈর্য্য) ঈর্ষ্যাবশতঃ আমায় ত্যাগ করিল। ৪৩—৪৪ ॥

কি আশ্চর্য্য! মৃগনয়না কন্যা পিতৃ-আজ্ঞা-বশতঃ পিতৃসকাশে গেল বটে, কিন্তু তাহার অনুরাগযুক্ত মনকে বোধ হয় ভয়প্রযুক্তই আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে। ৪৫ ॥

দীর্ঘনিঃশ্বাস নিরোধে যত্নবতী, নিঃশব্দে অর্থাৎ আকার ও ইঙ্গিতের দ্বারাই প্রত্যুত্তরদায়িনী, শীৎকারবতী ও মন্মথবাণ-পাতভয়ে লজ্জায় লীনা ঐ কন্যা চোরের ন্যায় কোন্ পথ দিয়া আমার মনে প্রবেশ করিল তাহা জানিনা। ৪৬ ॥

রাজকুমার বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন ও মন্মথের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া সংকল্পরূপ তূলিকাদ্বারা সম্মুখে ঐ মৃগনয়নার চিত্র অঙ্কন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। ৪৭ ॥

অনন্তর তাঁহার ক্রীড়াসখা সুবন্ধু চক্র ও ধ্বজ দ্বারা লাঞ্ছিত তদীয় পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া নানাবিধ পুষ্পরেণুসুরভি সেই বিজন বনে তাঁহার নিকট আসিলেন। ৪৮ ॥

সুবন্ধু রাজকুমারকে তাদৃশ নবাভিলাষবশতঃ বিশেষ চিন্তান্বিত ও মন্মথের আজ্ঞার বশবর্ত্তী এবং নিতান্ত অধীর অবলোকন করায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৯ ॥

সখে, তোমার লোচনদ্বয় প্রগাঢ় চিন্তায় নিস্তব্ধ দেখিতেছি। তুমি ধৈর্য্যনিধি, তোমার ঈদৃশ নিতান্ত সন্তাপপ্রদ অধৈর্য্যভাব বড়ই বিস্ময়কর। ৫০ ॥

রাজকুমার তাঁহার পরম বিশ্বাসভাজন সুহৃৎ সুবন্ধু কর্ত্তৃক প্রণয় সহকারে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ দ্বারা মদনের নিদারুণ বাণাঘাত প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৫১ ॥

সখে, সিদ্ধবংশরূপ মহাসাগরের চন্দ্রসদৃশ পরমকান্তিময়ী এক কন্যা আমি দেখিয়াছি। তাহাকে দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, বিধাতা অনবরত এক রকম সৃষ্টি করিয়া বিরক্ত হইয়া এই একপ্রকার নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন। ৫২ ॥

উহার বদনারবিন্দের লাবণ্যে চন্দ্রের কান্তি লুপ্ত হইয়াছে ও উহার লোচনকান্তি দ্বারা মৃগগণের নেত্রশ্রী পরাজিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি সম্ভাবনা করি যে চন্দ্র ও মৃগ উভয়েরই সৌন্দর্য্য-জনিত যশঃ নষ্ট হওয়ায় উভয়েই সমান দুঃখে দুঃখিত হইয়া লজ্জায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন। প্রতি রাত্রে এই জন্যই এই উভয়ের চিন্তাপ্রযুক্ত নিশ্চল সমাগম পরিদৃষ্ট হয়। ৫৩ ॥

কর্ণান্তাকৃষ্টনয়না ঐ কন্যা যদিও পূর্ব্বে কখনও আমায় দেখে নাই, তথাপি প্রথমসন্দর্শনেই আমার প্রতি তদীয় সাভিলাষ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। ৫৪॥

আমাদিগের পরস্পর সন্দর্শনকালে কম্পজন্য তাহার মেখলা ধ্বনিত হইতেছিল। তিনি বস্ত্রের দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া মেখলাধ্বনি রোধ করিয়াও লজ্জায় মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদন হইয়াছিলেন। তখন কর্ণোৎপল স্রস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ায় তদুপবিষ্ট ভ্রমরগণ গুনগুন ধ্বনি সহকারে উড্ডীন হইল, তাহাতেই তিনি আমার সহিত স্বাগত সম্ভাষণ করিয়াছেন। ৫৫ ॥

কন্দর্প ঐ বরবর্ণিনীর বদনমণ্ডল নির্ম্মাণের জন্য উপকরণ স্বরূপ শতচন্দ্রের পরমাণু, লোচনযুগল নির্ম্মাণের জন্য নীলোৎপলরাশির পরমাণু, বাহুদ্বয় নির্ম্মাণের জন্য মৃণালিকা-পরমাণু ও চরণদ্বয়ের নির্ম্মাণের জন্য উৎফুল্ল পদ্মাকরের পরমাণু গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈদৃশ শীতল উপকরণে

নির্ম্মিত হইয়াও তিনি কেন বহ্নিময়ীর ন্যায় মদীয় স্নেহানুবিদ্ধ মনকে দগ্ধ করিতেছেন জানি না। ৫৬॥

কামরূপ কুমুদাকরের বিকাশিনী চন্দ্রলেখাসদৃশ ও নয়নপদ্মের বিকাশহেতু সেই অনির্ব্বচনীয় কন্যাকে আমি দেখিয়াছি। তাহার লাবণ্যরূপ সুধাধারা নিপীত (অর্থাৎ নয়নগোচর) হইলে বিষসন্তাপসূচিকা মূর্চ্ছা প্রকটিত হয়। ৫৭॥

লীলাগুরু কুসুমায়ুধেরও বিলাসজননী মৃগনয়না সেই কন্যার নাম মলয়বতী। আমি শুনিয়াছি যে, ইনি নির্ম্মল সিদ্ধবংশরূপ সাগরের তারাপতি-সদৃশ বিশ্বাবসুর কন্যা। ৫৮॥

পরম বিশ্বাসভাজন ও প্রণয়ী গন্ধর্ব্বকুমার সুবন্ধু নবোদ্ভূতকাম বিদ্যাধর-রাজকুমারের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৫৯॥

সখে, বড়ই সুখের বিষয় যে তুল্যগুণ ব্যক্তিতেই তোমার মনোভি-লাষ হইয়াছে। পুণ্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদিগের মনোরথ অবশ্যই সৎপথগামী হয়। ৬০॥

রতিবল্লভ কামদেবের বিজয়বৈজয়ন্তীস্বরূপ ত্রিলোকসুন্দরী সেই কন্যাই ধন্যা। যেহেতু তিনি সুরাঙ্গনাবিলোকনেও নির্ব্বিকারচিত্ত ভবাদৃশ জনেরও ধৈর্য্যচ্যুতি সম্পাদন করিয়াছেন। ৬১॥

যেরূপ রজনীর মধ্যে একমাত্র পূর্ণিমা রজনীই ধন্যা, তদ্রূপ সৌভাগ্যশালিনী সেই কন্যাই শ্যামা নারীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ঐ পূর্ণিমা রজনীর অভাবে অমৃতরশ্মি চন্দ্র দিন দিন ক্ষীণদ্যুতি হন, অবশেষে অতিসূক্ষ্ম নখক্ষতসদৃশ ক্ষীণাকার ধারণ করেন। ৬২॥

এখন ধৈর্য্য অবলম্বন কর। যাহা তোমার বাঞ্ছিত বস্তু, অনায়াসেই তাহা করায়ত্ত হইবে। তোমার পিতা সিদ্ধপতি বিশ্বাবসুর নিকট তোমার জন্য সেই কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছেন। ৬৩॥

"আমি ধন্য হইলাম, যেহেতু ত্রিজগৎপ্রিয় ত্বদীয় পুত্রের সহিত মদীয় কন্যার সংযোজনা হইতেছে; ইহা দ্যুতিমান্ নিশানাথের সহিত নিশার যোজনার ন্যায় বড়ই প্রীতিজনক" সিদ্ধপতিও এই কথা বলিয়া মহানন্দে কন্যার বিবাহের আয়োজনে তৎপর হইয়াছেন। ৬৪॥

সখে, কল্য প্রাতেই বিপুল উৎসবের সহিত কান্তাসমাগমরূপ সুধায়

সিক্ত ঐ বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে। ঐ স্থলে সমানগুণসম্পন্ন দম্পতীর সমাগম-দর্শনে পুলকিত হইয়া জনগণ বিধাতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিবেন। ৬৫ ॥

গন্ধর্ব্বরাজকুমার এবংবিধ সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্ছলিত আনন্দে পুলকিত হইলেন ও সেই দিবসের অবশিষ্ট কালকে যুগসদৃশ জ্ঞান করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। ৬৬ ॥

অনন্তর সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করিলেন। বোধ হইল যেন তিনি গগনোদ্যানে সন্ধ্যাবধুর সহিত সঙ্গত হইয়া তদীয় কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হইলেন।৬৭॥

দিনান্তসময়ে পদ্মিনীকান্ত সূর্য্য বিশ্রান্তির জন্য পর্ব্বতশিখররূপ গৃহে গমন করিলে পর সন্ধ্যা যেন তাঁহার পাদসেবা করিবার জন্য তন্নিকটে শোভিত হইলেন। ৬৮ ॥

তৎপরে দিনপতি সূর্য্য পশ্চিম সাগরে প্রবিষ্ট হইলে পর আকাশমণ্ডল বহুসহস্র নক্ষত্রে শোভিত হইল। বোধ হইল যেন সূর্য্যদেবের জলোপরি পতন জন্য উদ্‌গত বারিবিন্দুসকল আকাশে গিয়া লাগিল। ৬৯ ॥

ক্রমে ঈষৎশ্যামবর্ণা সন্ধ্যা ভুবনরূপ ভাজন হইতে সন্ধ্যারাগরূপ মদিরা পান করিয়া ক্ষণকাল যেন মত্ত হইয়া ঘূর্ণিত হইলেন। ৭০ ॥

অনন্তর ইন্দ্রের বিলাসবসতিভূতা প্রাচী দিক্ আসন্ন চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপ চন্দন সর্ব্বাঙ্গে বিলেপন করিলেন। ৭১ ॥

ক্রমে ভোগিগণের সৌভাগ্যভোগলীলার পোষক সুধাকিরণ চন্দ্র রজনী-মুখের তিলকের ন্যায় উদিত হইলেন। ৭২ ॥

কুমুদ্বতী বিলাস ও হাস্য সহকারে চন্দ্রের অভিমুখী হইতেছে দেখিয়া নলিনী ঈর্ষ্যা প্রযুক্ত লীন হইলেন ও তাহার কান্তিও বিলুপ্ত হইল। ৭৩ ॥

চন্দ্ররূপ নূতন তিলকে ভূষিতা ও তারাগণচিত্রিতা রজনী মুনিগণেরও সংযমগুণের বিরোধিনী হইয়া উঠিল। ৭৪ ॥

ঈদৃশ নিশাকালে মলয়বতী নিজগৃহে অতিশয় উৎকণ্ঠিত ভাবে জীমূতবাহনেরই চিন্তা করতঃ বিনিদ্র অবস্থাতেই রাত্রি যাপন করিলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ৭৫ ॥

মদীয় বিবাহের অন্তরবর্ত্তিনী এই যামিনী বামা (অর্থাৎ প্রতিকূলা) হইয়া শত যামার ন্যায় হইয়াছে (অর্থাৎ প্রভাত হইতেছে না)। ৭৬ ॥

অহো! শশির সঙ্গমে সুনির্বৃতা রজনী (মদীয় অবস্থা দেখিয়াও) তারকাবিকাশরূপ হাস্য পরিত্যাগ করিতেছে না। ৭৭॥

এই মহাদীর্ঘা যামিনীই আমার প্রিয়সঙ্গমের বিঘ্নরূপা হইয়াছে। সুখ-রসাসক্ত কোন্ জনেই বা পরের মনোব্যথা অনুভব করে! ৭৮॥

মলয়বতী এবংবিধ সন্তাপকারী নানা চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিলেন। বোধ হয় তাঁহার নিতান্ত অনুরোধেই রজনী ক্রমে ক্রমে অদর্শন হইলেন। ৭৯॥

অনন্তর অরুণ-বস্ত্রপরিহিতা প্রাভাতিকী প্রভা ত্বরা বশতঃ ইন্দুরূপ দর্পণ পরিত্যাগ করিয়াই উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ৮০॥

ক্রমে পদ্মিনীকান্ত সূর্য্য উদিত হইলে ও নৈশ অন্ধকার দূরীভূত হইলে পর যাবতীয় প্রাণিগণের সুখকর নয়নোৎসব হইল! ৮১॥

অনন্তর পদ্মিনী দিবাকরের কর গ্রহণ করিলে পর ভ্রমরগণ সঙ্গমের মঙ্গলগীতি গাহিতে গাহিতে উড্ডীন হইল। ৮২॥

তদনন্তর মহাধনী সিদ্ধপতির গৃহে সমারোহের সহিত কন্যাবিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। ৮৩॥

তখন সিদ্ধপতির পুরন্ধ্রীগণ দিব্য বস্ত্রাভরণভূষিতা কন্যাকে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন। ৮৪॥

এই কন্যাকে হার পরাইয়া কেবল স্তনদ্বয়ের উপর একটা ভার অর্পণ করা হইয়াছে; এবং ইহার কান্তিকে কতকটা আবৃত করা হইয়াছে। স্বাভাবিক লাবণ্য আচ্ছাদনকারী অধিক আভরণের প্রয়োজন নাই। ৮৫॥

সখি, এই তন্বঙ্গীর স্তনতটে রত্নাবলী দিয়া কেন একটা ভার দিয়াছ? তুমিত বেশ সাজাতে জান দেখিতেছি, ইহার চক্ষে অঞ্জন দিবার প্রয়োজন কি! ইহার কপোলদেশে চিত্রিত কস্তুরিকামঞ্জরী ইহার মুখচন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় দেখাইতেছে। ৮৬॥

সখীগণ এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে কন্যার চারিদিকে ভ্রমণ করতঃ উহার মঙ্গল প্রদক্ষিণ কার্য্য সমাধা করিলেন। ৮৭॥

অনন্তর জীমূতবাহন মণিমালাবিরাজিত বিমান দ্বারা আকাশ মার্গে তথায় আগমন করিলেন। ৮৮॥

ত্রিজগৎপূজ্য গুণগ্রাহী সিদ্ধাধিনাথকর্ত্তৃক পূজ্যমান জীমূতবাহনও বিদ্যাধর শতানুগত হইয়া সুসজ্জিত মঙ্গল ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। ৮৯ ॥

অনন্তর মনোজের বিলাসবল্লীস্বরূপা কন্যা রত্নময় বিমানে আরোহণ করিয়া তথায় আসিলেন। তখন বিবাহহর্ষে উৎফুল্ল তদীয় কান্তিদ্বারা দশদিক্ উজ্জ্বল হইল। ৯০ ॥

সখীর করদ্বারা আন্দোলিত চামরবাতে তদীয় কর্ণপল্লব কপোলে সংযুক্ত হওয়ায় তদানীং সকলঙ্ক চন্দ্রভূষিত নিশার ন্যায় তাঁহার শোভা হইয়াছিল। ৯১ ॥

অনন্তর রাজকন্যার বিবাহ মহোৎসব প্রবৃত্ত হইলে বিদ্যাধররাজকুমার জীমূত-বাহন পাণিস্পর্শামৃত লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ৯২ ॥

নবদম্পতী পরস্পর মহামূল্য হাররত্নে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বোধ হইল যেন অত্যনুরাগবশতঃ পরস্পরের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ৯৩ ॥

এইরূপে বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইলে নবদম্পতী অর্ঘ্য লাভ করিয়া নৃত্যগাত-মুখরিত রত্নাসনশোভিত উৎসবার্হ রাজপ্রাঙ্গণে গমন করিলেন। ৯৪ ॥

অনন্তর অংশুমান্ সূর্য্যের অংশুমালা সমস্তদিন উৎসব ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া এবং প্রচুর পদ্মমধু পান করিয়া খিন্ন হওয়ায় বিশ্রামের জন্য অস্তাচলতটে নিষণ্ণ হইলেন। ৯৫ ॥

রশ্মিমালী সূর্য্য নিজ করায়ত্ত দিনশ্রী ও রাগবতী সন্ধ্যাকে গ্রহণ করিয়া উদ্যানবিহার বাসনায় মেরুর অপর পার্শ্বে গমন করিলেন। ৯৬।

তখন দিনান্তে নীলাম্বরা বিলোলতারকা সন্ধ্যা সভয়ে দিগন্ত দর্শন করিতে করিতে অভিসারিকার ন্যায় আগমন করিলেন। ৯৭ ॥

তৎপরে শশাঙ্ক স্বীয় জ্যোৎস্নারূপ শুক্লবস্ত্র বিস্তার করিয়া উদয়াচলের শিখরে আরোহণ করিলেন। বোধ হয় তিনি সিদ্ধপুরস্ত্রীগণের নৃত্যোৎসব দেখি-বার জন্যই উচ্চ হর্ম্ম্যশিখরে উঠিয়াছিলেন। ৯৮ ॥

তারকাগণ নিশা ও চন্দ্রের সদৃশ এই দম্পতীর বিবাহোৎসবে প্রকীর্ণ লাজবৎ ও পুষ্পবৎ শোভিত হইয়াছিল এবং কুমুদাকরস্থ ভ্রমরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া অতিশয় প্রমোদিত হইয়াছিল। ৯৯ ॥

এই বিবাহ-মহোৎসবে উজ্জ্বল ফেনসদৃশ মাল্যে ও হারে ভূষিত হইয়া পুরন্ধ্রী-গণ চন্দ্রোদয়-বর্দ্ধিত সাগরের ন্যায় নৃত্য করিয়াছিল। ১০০ ॥

তৎপরে প্রভাত হইলে বহুতর মিত্রগণের সমাগমে মহোৎসব আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। তদানীং সিদ্ধপুরী বালাতপে রঞ্জিত হওয়ায় বোধ হইল যেন পুরবাসিগণ সিন্দুর ছড়াইয়া ক্রীড়া করিতেছে। ১০১ ॥

এইরূপ অদ্ভুত ও পরমানন্দপ্রদ মহোৎসবে ছয় দিন অতীত হইলে পর সপ্তমদিনে বিদ্যাধররাজকুমার কৌতুকবশতঃ গিরিতটে বিচরণ করিতে গিয়াছিলেন। ১০২ ॥

তথায় অত্যুজ্জ্বল ফণামণি-বিরাজিত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ-মুখ এক নাগকুমারকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন; তাঁহার মাতাও তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিলেন। ১০৩ ॥

রাজকুমার অতি উগ্রশোকে কম্পিতকলেবরা ও অজস্র অশ্রুধারায় আর্দ্রস্তনমণ্ডলা সেই নাগমাতার অতি করুণ বক্ষ্যমাণ বিলাপ শ্রবণ করিলেন। ১০৪ ॥

হা বৎস পাতালের মণিপ্রদীপ! তুমি ত মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে। হায় আমি পরমানন্দদায়ক কমনীয় তোমার মুখপদ্ম কোথায় দেখিতে পাইব। ১০৫ ॥

এই রমণীয় মন্মথের সন্ধিকাল যৌবনকালেই তুমি ভক্ষিত হইতেছ। হায়, বান্ধবগণের প্রাণতুল্য কুমার! তুমি কালহস্তী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে। ১০৬ ॥

তাহার এইরূপ অতি করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া বিদ্যাধররাজকুমারের অন্তঃকরণ বিষাদশল্যে বিদ্ধ হইল। তিনি নিকটে গিয়া তাহার দুঃসহ দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১০৭ ॥

মাতঃ, কিজন্য এত শোকসূচক বিলাপ করিতেছ? কেনই বা এই কল্যাণমূর্ত্তি সাধুর দেহে এত কম্প হইতেছে? কি শঙ্কা হইয়াছে? ১০৮ ॥

এবংবিধ সৌজন্যসূচক দেহ মঙ্গললাভেরই যোগ্য, ইহা কখনই বিপদ বা যাতনার আস্পদ হইতে পারে না। ১০৯ ॥

দয়াময় রাজকুমার তাহার দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর বিয়োগভয়ে পুত্রমুখে সংসক্তলোচনা সর্পমাতা তাঁহাকে উত্তর করিলেন। ১১০ ॥

আমার এই দুঃখের কথা শুনিয়া কি ফল হইবে। ইহার ত কোনই প্রতিকার নাই। আমার দুষ্কর্ম্মের এই দুঃসহ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য অকালে আমার পুত্র বিনষ্ট হইতেছে। ১১১ ॥

মহাযশস্বী শঙ্খপালের বংশের অঙ্কুরস্বরূপ আমার এই পুত্রটী বিনাশ করিবার জন্য বিধাতা এই কঠিনকুঠার উদ্যত করিয়াছেন। ১১২॥

ফণিপতি, গরুড় কর্ত্তৃক সর্পবংশ বিধ্বস্ত হইতেছে দেখিয়া উহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গরুড়ের সহিত একটী বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে প্রত্যহ একটী করিয়া সর্প রক্তবস্ত্র চিহ্নিত করিয়া তাঁহার ভক্ষণের জন্য পাঠাইবেন। তিনি যেন সর্পকুল নির্ম্মূল না করেন। ১১৩॥

এই যে তুষারপর্ব্বতের ন্যায় অদৃশ্যপার অস্থিরাশি দেখা যাইতেছে ইহা সমস্তই ভুক্তোজ্ঝিত ফণিগণের অস্থিকঙ্কালরাশি। ১১৪॥

অদ্য বারক্রমানুসারে মদীয় পুত্র রক্তবস্ত্র ও আজ্ঞাপত্র গ্রহণ করিয়া গরুড়ের নিকটে গমন করিতেছে। এখনই গরুড় ইহাকে বিনাশ করিবে॥ ১১৫॥

সর্পমাতা এইরূপ বলিলে পর তদীয় পুত্র তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন কিন্তু তিনি বস্ত্রাঞ্চলে পুত্রকে ধারণ করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ১১৬॥

"হা জগদ্ভূষণ শঙ্খচূড়! বধ্যভূমিতে যাইবার জন্য কেন এত ত্বরা করিতেছ।" সর্পমাতা এইরূপ বিলাপ করতঃ পুত্রের কণ্ঠ ধারণ করিয়া তদীয় স্কন্ধে মুখ বিন্যাস করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ১১৭॥

দয়ার্দ্র রাজকুমার একবৎসা ধেনুর ন্যায় অতিকাতরা সর্পমাতাকে লব্ধসংজ্ঞা দেখিয়া মনে মনে এই দুঃখের নিবারণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ১১৮॥

অহো! পতগরাজ গরুড়ের কি ক্রূরতম মলিন ব্যবহার! যে প্রতিদিন নির্দ্দয়ভাবে অন্যের শরীরের দ্বারা নিজশরীর পরিপুষ্ট করে। ১১৯॥

সর্পমাতা পুত্রবিরহিতা হইয়া বিবৎসা গাভীর ন্যায় কখনই জীবন ধারণ করিবেন না। অতএব আমিই নিজদেহদানের দ্বারা সর্পকুমারকে রক্ষা করিব। ১২০॥

রাজকুমার ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্পমাতাকে বলিলেন মাতঃ! তুমি পুত্রের সহিত নিজ ভূমিতে গমন কর। আমি বধ্যভূমিতে যাইতেছি রক্তবস্ত্র চিহ্নটী আমায় দাও। ১২১॥

রাজকুমার এই কথা বলিলে পর কম্পিতকলেবরা সর্পমাতা তাঁহাকে বলিলেন। আপনি এরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিবেন না। আপনি শঙ্খচূড় অপেক্ষায়ও আমার অধিক প্রিয় পাত্র। ১২২॥

আমি স্বকীয় পাপফলে অগাধ মোহসাগরে প্রবেশ করিতেছি। পাপিগণ এইরূপ দুঃসহ দুঃখ পাইয়াই থাকে ॥ ১২৩ ॥

হে পরম সাত্ত্বিক সাধো! আশ্রিত জনের পক্ষে সুধাসদৃশ ও জগজ্জনের নয়নানন্দকর ত্বদীয় তনু স্বস্তিমতী ও কল্পক্ষয়েও অক্ষয় হউক। ১২৪ ॥

রাজকুমার সর্পমাতা কর্তৃক এইরূপে নিষিদ্ধ হইলেও যখন নিজদেহ দানে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইলেন তখন শঙ্খচূড় তাঁহাকে বলিলেন। ১২৫ ॥

বিধাতা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই আমাদিগকে গরুড়ের ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন অতএব আপনি অকারণ দয়া করিয়া কেন নিজদেহ নষ্ট করিতেছেন। ১২৬ ॥

নানাগুণালঙ্কৃত, সৌজন্যনিধি ভবদীয় দেহ ত্রৈলোক্যবর্ত্তি-জীবের রক্ষণীয়। ইহা কখনই তৃণতুল্য অতিতুচ্ছ মদীয় দেহের জন্য ত্যাগ করা উচিত নহে। ১২৭ ॥

অস্মদ্বিধ কাশপলাশসদৃশ কত লোক প্রতিদিন উৎপন্ন হইতেছে পরন্তু ভবাদৃশ অমৃতসোদর পারিজাতের উদ্ভব বড়ই বিরল ॥ ১২৮ ॥

আমাদের বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে সৌজন্যসুধাময় সুধাংশুসদৃশ আপনি দৃষ্ট হইয়াছেন। অতএব আমাদের বিষাদে আপনি কোনপ্রকারে মনঃকষ্ট করিবেন না ॥ ১২৯ ॥

আমি সমুদ্রে গিয়া নিবিষ্টচিত্তে গোকর্ণতীর্থে প্রণিপাত করিয়া মাতাকে পাতালগৃহে প্রেরণ পূর্ব্বক শীঘ্রই তার্ক্ষ্যশিলায় গমন করিতেছি ॥ ১৩০ ॥

নাগকুমার এই কথা বলিয়া জীমূতবাহনকে প্রণিপাত করিলেন এবং জননীর সহিত গোকর্ণতটে গিয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৩১ ॥

বিদ্যাধররাজকুমার তাহার প্রাণরক্ষার নিশ্চয় করিয়া গমন করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে অন্তঃপুর হইতে একটী লোক রক্তবস্ত্র হস্তে করিয়া আসিতেছে ॥ ১৩২ ॥

অন্তঃপুর হইতে সমাগত পূর্ব্বোক্ত বর্ষবর তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া মঙ্গল কার্য্যের পট্টবস্ত্রযুগল দিল ও বলিল যে সপ্তম রাত্রের উৎসবের জন্য সমস্ত আয়োজন করা হইয়াছে আপনি সত্বর আসুন। ১৩৩ ॥

রাজকুমার বর্ষবরকে বলিলেন ভদ্র! তুমি সত্বর যাও আমি এখনই যাইতেছি। এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া সত্ত্বুদ্ধিবশতঃ অতি আনন্দ সহকারে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৪ ॥

ভাগ্যবলে আমি বধ্যসর্পের চিহ্নভূত রক্তবস্ত্র বিনাযত্নেই পাইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমি ভুজঙ্গভুক্ গরুড়ের নির্দ্দিষ্ট শিলায় গমন করি॥ ১৩৫॥

রাজকুমার মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া চূড়ামণির ন্যায় প্রদীপ্ত রশ্মিশালী পট্টবস্ত্র মস্তকে নিহিত করিয়া উত্তরীয় বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তার্ক্ষ্যশিলায় গমন করিলেন। ১৩৬॥

কুমার, ভুজঙ্গগণের শোণিত ও বসালিপ্ত সেই তার্ক্ষ্যশিলায় গমন করিয়া দেহের উপরিভাগ আচ্ছাদনপূর্ব্বক গরুড়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৩৭॥

অনন্তর কাঞ্চনদ্রবের ন্যায় উদ্দীপ্ত ও তড়িৎপুঞ্জের ন্যায় প্রচণ্ড এক জ্যোতি সমুদিত হইল। তাহাতে আকাশমণ্ডল বাড়বানলোদ্গারী সমুদ্রজলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। ১৩৮॥

অনন্তর সূর্য্যকিরণাক্রান্ত সুবর্ণাচলের ন্যায় উজ্জ্বলাকার পক্ষীন্দ্র গরুড় পক্ষদ্বয়ের আস্ফোটন দ্বারা সমুদ্রজল আলোড়িত করিয়া দৃষ্টিপথে আরূঢ় হইলেন। তাহার আগমন বেগজনিত প্রবলবাতায় পর্ব্বত হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসশব্দে অবনী-পৃষ্ঠে পতিত হওয়ায় পৃথিবী যেন চকিতা ও ব্যাকুলা হইয়াছেন বোধ হইল। ১৩৯॥

অনন্তর গরুড় স্থিরবিগ্রহ রাজকুমারের পৃষ্ঠদেশে বজ্রসদৃশ কঠিন নখাগ্রদ্বারা প্রহার করিয়া তাহার উপরে পতিত হইলেন। বোধ হইল যেন পর্ব্বতগাত্রে একটী বজ্রপাত হইল। ১৪০॥

কুমার গরুড়কর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইয়াও পরের প্রাণরক্ষাজনিত হর্ষবশাৎ পুলকিতগাত্র হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে এইরূপ দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির রক্ষার উপযোগী যেন আমার দেহ সততই হয়। ১৪১॥

রাজকুমার বজ্রনির্ঘোষসদৃশ ঘোর শব্দ সহকারে গরুড়ের তুণ্ডাঘাতে বিদারিত হইলেও নিশ্চল ও দৃঢ়ভাবেই ছিলেন। তদ্দর্শনে গরুড় অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া এ ভুজঙ্গটী কে তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ১৪২॥

অনন্তর গরুড় প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডসদৃশ কপিলবর্ণ বিপুল তেজঃপুঞ্জদ্বারা দিঙ্মুখ পিঞ্জরিত করিয়া আকাশে লম্ফ প্রদান করতঃ রাজকুমারের মস্তক হইতে মণিটী উৎপাটন করিলেন। উহার অরুণবর্ণ কিরণজাল রক্তপ্রবাহের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। ১৪৩॥

এই সময়ে জীমূতকেতু পত্নী ও স্নুষা সমভিব্যাহারে বালহরিচন্দন-কাননে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চন্দ্রদর্শনোৎসুক উদধির ন্যায় পুত্রদর্শনের জন্য অত্যন্ত সমুৎসুক এবং শঙ্কাবশতঃ বিষণ্নহৃদয় হইয়া চিন্তাশ্রান্তের ন্যায় বলিলেন। ১৪৪-১৪৫ ॥

অহো! গিরিবরের প্রান্তভাগ দর্শনে কৌতুহলী বৎস জীমূতবাহন এখনও আসিতেছে না কেন। ১৪৬ ॥

এই গিরিতটে এই সময় গরুড় আসিয়া থাকেন। তাঁহার তেজ আকাশমার্গে দিগ্দাহ তেজের ন্যায় দারুণমূর্ত্তি ধারণ করে। ১৪৭ ॥

গরুড় এই সময়েই ভয়ে ভগাঙ্গ ভুজঙ্গের গ্রাসের জন্য লোলুপ হইয়া বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ শব্দ করিতে করিতে আগমন করিয়া থাকেন। ১৪৮ ॥

জীমূতকেতু এইরূপ ভয়সহকারে সংশয় করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার সম্মুখেই আকাশ হইতে রক্তাক্ত সেই চূড়ামণিটী পতিত হইল। ১৪৯ ॥

তিনি অসহনীয় দুর্নিমিত্ত সদৃশ মাংস, কেশ ও শোণিতসম্বলিত সেই চূড়ামণিটী দেখিয়াই সহসা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ১৫০

মলয়বতীও পতির চূড়ামণি চ্যুত হইয়াছে দেখিয়া মোহপ্রাপ্তা হইয়া শ্বশ্রূর সহিত ভূতলে পতিতা হইলেন। ১৫১ ॥

ক্রমে ধীমান্ বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতু সংজ্ঞা লাভ করিয়া জায়াকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্নুষাকে বলিলেন। ১৫২ ॥

আমি স্বয়ং গিয়া নির্জনচারী বৎসকে দেখিতেছি। যে হেতু এখন অতিশয় ঘোর গরুড়ের আগমন বেলা এজন্য নানা প্রকার সন্দেহ হইতেছে। ১৫৩ ॥

এই যে চূড়ামণিটী চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে ইহাতে কিছু স্থির করা যায় না। সম্ভবতঃ ইহা গরুড়কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ কোন সর্পেরই হইবে। ১৫৪ ॥

এইরূপ অনেক সর্পগণের মণি উৎপাতবাতাহত তারকার ন্যায় সততই পড়িতে দেখা যায়। ১৫৫ ॥

বিদ্যাধররাজ এই বলিয়া মহিষী, পুত্রবধূ ও অন্যান্য অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ঐ পর্ব্বতের তট প্রদেশে সর্পগণের বধ্যশিলায় গমন করিলেন। ১৫৬ ॥

ইত্যবসরে পূর্ব্বোক্ত শঙ্খচূড় নামক নাগকুমার শোণবর্ণ বধ্যপটে আচ্ছাদিত হইয়াও সমুদ্রতটে গোকর্ণকে প্রণাম করিয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। ১৫৭ ॥

শঙ্খচূড় গরুড়ের আঘাতে বিদীর্ণকলেবর জীমূতবাহনকে দেখিয়াই "হা হতোঽস্মি" বলিয়া বিলাপ করতঃ ভূমিতে পতিত হইলেন। ১৫৮॥

অনন্তর বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনধ্বনিতে পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনি হওয়ায় বোধ হইল যেন তাহারাও কাঁদিতেছে। ১৫৯॥

হা নিষ্কারণ বান্ধব! হা বিপন্নগণের পক্ষে করুণাসাগর! তোমার এ কিরূপ কোমলতা যে তুমি পরের দুঃখ মোচনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিলে। হা সৌজন্যনিধে! ত্রিজগৎ তোমাধনে বঞ্চিত হইয়া রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্তচন্দ্র গগণের দশা প্রাপ্ত হইল। ১৬০॥

হায়! পরের প্রতি কৃপাবশতঃ তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য নিজদেহত্যাগ করিয়া তুমি যশোময়ী ও কল্পান্তস্থায়িনী নূতন একটী তনু লাভ করিলে। কিন্তু মহাপাপী শঙ্খচূড়কে বিনশ্বর, পাপপঙ্কবহুল, ও ঘোরাপবাদময় এই ক্ষয়ধামে কেন নিক্ষেপ করিলে। ১৬১॥

ফণিকুমার শঙ্খচূড় এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে গরুড়ের নিকটে যাইতেছেন এমন সময় দেখিলেন জীমূতকেতু অনুচরগণসহ আসিতেছেন। ১৬২॥

শঙ্খচূড় তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া হস্ত উত্তোলন করতঃ তিরস্কার করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়কে বলিলেন। ১৬৩॥

রে গরুড়! অত বেশী সাহস করিও না। তুমি যেরূপ মহাপাপ করিতেছ তাহার আর উদ্ধার নাই। নিশ্চয়ই তুমি মহাবিপদে পতিত হইবে। রে হিংস্র! সর্পোচিত কোনওরূপ চিহ্ন না দেখিয়াই তুমি ইহাঁকে আঘাত করিতেছ। জাননা ইনি যে বিদ্যাধররাজকুমার। ১৬৪॥

জীমূতকেতু এই কথা শুনিয়া ও সম্মুখেই বিদীর্ণকলেবর জীমূতবাহনকে দেখিয়াই মহিষীর সহিত মোহ প্রাপ্ত হইলেন। ১৬৫॥

মলয়বতীও পতগরাজের উগ্রদংষ্ট্রা প্রহারে জর্জরিতগাত্র নিজ পতিকে সম্মুখে দেখিয়া একেবারে কণ্ঠগতপ্রাণা হইলেন। ১৬৬॥

মলয়বতী পর্ব্বতের তলদেশে অবস্থিত থাকিলেও যেন পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়াছেন বোধ করিলেন। যদিও কেহই তাঁহাকে আঘাত করে নাই তথাপি যেন অত্যন্ত আহত হইয়াছেন বোধ করিলেন। এবং যদিও তিনি জীবিতাই ছিলেন

কিন্তু তাঁহাকে মৃতার ন্যায়ই বোধ হইয়াছিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া ও নিস্তব্ধা হইয়া রহিলেন। ১৬৭॥

মূর্চ্ছা সখীর ন্যায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া রোধ করিয়া রাখিয়াছিল এজন্য তিনি মুহূর্ত্তকাল কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ১৬৮॥

ক্রমে সকলে সংজ্ঞালাভ করিয়া আর্ত্তস্বরে প্রলাপ করিতে লাগিলে গরুড় বৈরাগ্য ও লজ্জাবশতঃ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। ১৬৯॥

জনক ও জননী তৎকালে জীবনত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শিথিলিতগাত্র জীমূতবাহনকে বলিয়াছিলেন। ১৭০॥

হে পুত্র তুমি পরের প্রতি এতই করুণাসম্পন্ন কিন্তু তোমার দেহে এত কঠোরতা কেন। এই কঠোরতা আমাদের দুইজনেরি জীবন নাশ করিল। ১৭১॥

হে পুত্র আপন্ন জনগণের রক্ষাকর রত্নস্বরূপ ত্বদীয় শরীর রক্ষা না করিয়া তুমি কি পুণ্য কার্য্য করিলে? ১৭২

জীমূতবাহন শিরঃকম্প দ্বারা এবংবাদী জনক ও জননীর বাক্য নিরাকরণ করিয়া প্রাণামপূর্ব্বক অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিলেন। ১৭৩॥

তাত! তোমার আজ্ঞাগ্রহণ না করিয়াই আমি এই কার্য্য করিয়াছি তজ্জন্য আমি অপরাধী অতএব আমার এই শেষ প্রণাম গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হউন্। ১৭৪॥

এই শরীর ক্ষণস্থায়ী ও ইহার পরিণাম কি হইবে তাহাও নিশ্চিত নহে। অতএব পরোপকারই প্রাণিগণের জন্মগ্রহণ করার সার কার্য্য। ১৭৫॥

দেহিগণের আয়ুঃকাল বেগবান্ পবনের আঘাতে আন্দোলিত লতার পত্রৈক-দেশস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল। অতএব এই দেহ যদি অক্ষয় অমৃতত্ব লাভের জন্য আর্ত্তগণের উপকারে বদ্ধপরিকর হয় তবেই পুণ্যধামে যাইতে পারা যায়। ১৭৬॥

জীমূতবাহন জনক ও জননীকে এই কথা বলিয়া সম্মুখবর্ত্তী ও অত্যন্ত অনুতাপ বশতঃ নিজদুষ্কর্ম্মের নিন্দাকারী গরুড়কে বৈরাগ্যসম্বলিত সর্ব্ব প্রাণীতে দয়া প্রকাশপূর্ব্বক সর্পভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য স্থিরসংকল্প করিলেন। ১৭৭, ১৭৮॥

তৎপরে দীর্ঘশ্বাসবশতঃ আর কথা কহিতে পারিলেন না এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার সত্ত্বগুণ প্রকাশেরও শেষ হইল। ১৭৯॥

অনন্তর তদীয় প্রিয়া মলয়বতী সুসজ্জিত, পুষ্প ও অংশুকে সুশোভিত সমুচিত চিতায় প্রবেশ করিবার জন্য অগ্নির সম্মুখে আসিয়া বলিলেন। ১৮০॥

আমি ভগবতী শঙ্করীকে ভক্তিসহকারে তুষ্ট করিয়াছি। শঙ্করীও আমাকে বর দিয়াছেন যে আমি সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন চক্রবর্ত্তী পতি লাভ করিব। তবে আমার পক্ষে সতীবাক্য কেন মিথ্যা হইল যে আমি সপ্তরাত্রি মধ্যেই বিধবা হইলাম। যাহা হউক জন্মান্তরেও যেন ইনিই আমার পতি হন। মলয়বতী এই কথা বলিয়া অগ্নিতে মন্দার পুষ্পের অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ১৮১, ১৮২, ১৮৩॥

ইত্যবসরে গিরিজা শঙ্করী স্বয়ং অমৃতকলসী হস্তে ধারণ করতঃ তথায় আগমন করিলেন ও নিজ কিরণচ্ছটায় দিঙ্মুখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন। পুত্রি এই তোমার পতি জীবিতই আছে। এই কথা বলিয়া সুধাসারদ্বারা জীমূতবাহনকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। ১৮৪, ১৮৫॥

তৎপরে পার্ব্বতী অন্তর্হিত হইলে জীমূতবাহন সুস্থ হইয়া গরুড়ের নিকট বিনষ্ট নাগগণের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিলেন। ১৮৬॥

তাঁহার প্রার্থনা গরুড় কর্ত্তৃক সৃষ্ট অমৃত বৃষ্টির দ্বারা সমুদয় বিনষ্ট নাগগণ পুনর্জ্জীবিত হইল ও ফণামণি কিরণে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিল। ১৮৭॥

সিদ্ধকন্যা মলয়বতী এই সকল বৃত্তান্ত অবলোকন করিয়া যুগপৎ প্রহর্ষ, অদ্ভুত ও মন্মথ রসে আপ্লুত হইলেন ও সঞ্চারিণী কল্পলতার ন্যায় পতির সমীপে আসিলেন। ১৮৭॥

অতঃপর পক্ষবান্ সুমেরু সদৃশ গরুড় কুমারকে প্রণাম করিয়া গমন করিলে পর জীমূতবাহনের সম্মুখবর্ত্তী নাগকুমার শঙ্খচূড়ের দৃষ্টি তদ্দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করিল না। ১৮৯॥

তৎপরে বোধিসত্ত্বের মস্তকোপরি সুরপতিকান্তার পাণিপদ্ম হইতে বিকচ-কুসুম বৃষ্টি পতিত হইল। বোধ হইল যেন নির্ম্মল রত্ন বৃষ্টি হইতেছে ও পতন শব্দে যেন তদীয় গুণগান করতঃ প্রণামস্তুতি করিতেছে। ১৯০॥

সত্ত্বগুণসাগর জীমূতবাহন নিজ চূড়ামণি দ্বারা জনক ও জননীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের পরস্পর অশ্রুবর্ষণে প্রেমাভিষেকোৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। জীমূতবাহন ক্ষণকাল পরেই স্বীয় পুণ্য প্রভাবে প্রচুর রত্ন ও চক্রবর্ত্তি চিহ্ন লাভ করিলেন। ১৯১॥

অনন্তর প্রেমবান্ সুরপতি হর্ষ সহকারে স্বয়ং তথায় আগমন করিয়া জীমূতবাহনকে অভিষেক করিলেন। বন্দ্যমানকীর্ত্তি জীমূতবাহন ত্রিদশগণ দ্বারা চক্রবর্ত্তিপদ ও মহৈশ্বর্য্য লাভ করিলেন। ১৯২ ॥

ভগবান্ জিন পুণ্যোপদেশকালে এইরূপ নিজ জনমান্তর বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। এই কথা উল্লেখ করিয়া আমার যাহা কিছু পুণ্যলাভ হইল তাহা সর্ব্ব প্রাণীর অভ্যুদয়ের নিমিত্ত হউক। ১৯৩ ॥

ইতি ক্ষেমেন্দ্রকৃত বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতাগ্রন্থে তদাত্মজ সোমেন্দ্র কৃত জীমূতবাহনাবদান নামক অষ্টোত্তর শততম পল্লবের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ০ ॥

মন্তব্য।

ভগবান বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত সদ্ধর্ম্ম যে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মেরই একটী সুপ্রশস্ত নির্ব্বাণ লাভোপযোগী ধর্ম্মমার্গ মাত্র তাহা এই জীমূতবাহনাবদান পাঠে বেশ জানিতে পারা যায়। ভগবান্ বুদ্ধই পূর্ব্বজন্মে জীমূতবাহনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন। ১৯৩ সঙ্খ্যক শ্লোকে একথা জানা যাইতেছে। বুদ্ধ যে পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনায় বিরোধী ছিলেন না তাহাও এই জীমূতবাহনচরিতে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। কারণ শেষে শঙ্করীর কৃপায় সুধাসেকের দ্বারা ইহাঁর পুনর্জীবন লাভ হইয়াছে এবং দেবরাজ ইন্দ্র ইহাঁর পরম সাত্ত্বিক ভাব দর্শনে তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে স্বহস্তে অভিষেক করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন দান করেন।

ভগবান্ বুদ্ধের বিবাহাদি সকল সংস্কার কার্য্যই বৈদিক বিধানানুসারেই হইয়াছিল এবং তিনি নিজে সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীই ছিলেন। বুদ্ধ যে সকল উপদেশ লোকসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের কিছুমাত্র বিরোধিতা প্রকাশ করেন নাই বরং পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনাতে সাংসারিক বিষয়ে উপকারের কথাই বলিয়াছেন।

তিনি নির্ব্বাণ লাভই পরমপুরুষার্থ স্থির করিয়াছিলেন, এবং সেজন্য সকলকে চিত্তশুদ্ধির জন্য দান, প্রজ্ঞা, ক্ষমা, শীল, বীর্য্য ও সমাধি প্রভৃতি পারমিতা বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। এই জীমূতবাহনাবদান একটী দান পারমিতার দৃষ্টান্ত। ইতি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত।

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

———:*:———

মঙ্গলাচরণ

চিত্তং যস্য স্ফটিকবিমলং নৈব গৃহ্ণাতি রাগং
কারুণ্যার্দ্রে মনসি নিখিলাঃ শোষিতা যেন দোষাঃ ।
অক্রোধেন স্বয়মভিহতো যেন সংসারশত্রুঃ
সর্ব্বজ্ঞোঽসৌ ভবতু ভবতাং শ্রেয়সে নিশ্চলায় ॥ ১ ॥

সচ্ছায়ঃ স্থিরধর্ম্মমূলবলয়ঃ পুণ্যালবালস্থিতিঃ
ধীবিদ্যাকরুণাম্ভসা হি বিলসদ্বিস্তীর্ণশাখান্বিতঃ ।
সন্তোষোজ্জ্বলপল্লবঃ শুচিযশঃপুষ্পঃ সদা সৎফলঃ
সর্ব্বাশাপরিপূরকো বিজয়তে শ্রীবুদ্ধকল্পদ্রুমঃ ॥ ২ ॥

যাঁহার চিত্ত স্ফটিকবৎ নির্ম্মল ও কদাপি রাগাদি দোষ গ্রহণ করে না, যাঁহার করুণার্দ্র মনে নিখিল দোষ শোষিত হইয়াছে, যিনি অক্রোধদ্বারা সংসারশত্রুকে স্বয়ং অভিহত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তোমাদিগের অবিনশ্বর মঙ্গলের হেতু হউন। ১।

যাহার ছায়া অতি শীতল, সনাতন ধর্ম্মই যাহার মূল, পুণ্য-রূপ আলবালমধ্যে যাহা অবস্থিত, বুদ্ধি বিদ্যা ও করুণারূপ জল সেচনে যাহার শাখাসকল বিস্তীর্ণ হইয়াছে, সন্তোষই যাহার উজ্জ্বল পল্লবস্বরূপ ও বিশুদ্ধ যশই যাহার পুষ্প, এতাদৃশ সর্ব্বদা

উত্তম-ফলশালী ও সর্ব্বাশাপরিপূরক শ্রীবুদ্ধ-রূপ কল্পবৃক্ষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ২।

কল্পলতাগ্রন্থের প্রতিপল্লবের প্রথমেই একটী করিয়া পল্লবসারার্থ শ্লোক আছে। ঐগুলি সকল পল্লবের অগ্রেই নিবিষ্ট হইতেছে। সোমেন্দ্রকৃত অষ্টোত্তর শততম পল্লব যাহা পূর্ব্বে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে উক্ত সারার্থ শ্লোকটী সন্নিবেশ না করায় এইস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

কান্তাং নূতনসঙ্গমোৎসুকবতীং দিব্যপ্রভাবাং শ্রিয়ং
লাবণ্যাভরণোপভোগলহরীং ত্যক্ত্বা তৃণক্রীড়য়া।
প্রাণত্রাণবিধৌ পরস্য কৃপয়া কুর্ব্বন্তি যে সাদরাঃ
নির্ব্যাজং নিজদেহদানমচলাস্তানেব বন্দামহে॥

প্রথম পল্লব

প্রভাসাবদান

जायते जगदुद्धर्तुं संसारमकराकरात् ।
मतिर्महानुभावानामस्मानुस्मूयते यथा ॥ २ ॥

সংসার সাগর হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য মহানুভাবগণের বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়। এবিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি। ৩।

পুণ্যকর্ম্মাদিগের বিমানগণমণ্ডিতা স্বর্গনগরী অমরাবতীর ন্যায় প্রভাশালিনী সুবর্ণময়-অট্টালিকাবেষ্টিতা প্রভাবতী নামে এক মহা-নগরী আছে। ৪।

যে নগরীতে সিদ্ধ বিদ্যাধর ও গন্ধর্ব্বগণ সতত বিদ্যমান থাকায় বোধ হয় যেন নগরীবাসী লোকগণের পুণ্যবলে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ৫।

পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরশোভিতা ঐ নগরী সতত সত্যব্রত দানপরায়ণ ও দয়াবান্ ব্যক্তিগণের অধিষ্ঠিত বলিয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মের রাজধানী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ৬।

পৃথিবীর তিলকস্বরূপ প্রভাস নামে ভূপতি এই নগরীর রাজা ছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তি দেবতাগণও আদর করেন। ৭।

সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে সম্পন্ন তাঁহার যশোরূপ পুষ্পমঞ্জরী পৃথিবী-বাসী সমস্ত নারীগণের কর্ণভূষণ স্বরূপ হইয়াছিল। ৮।

সামন্ত মহীপালগণ সামাদি উপায়জ্ঞ মহারাজ প্রভাসের আজ্ঞা সুবর্ণময় পুষ্পে গ্রথিত মালার ন্যায় জ্ঞান করিয়া মস্তকে গ্রহণ করিতেন। ৯।

একদা নাগবনের অধিপতি তথায় আগমন করিয়া জানুদ্বয় দ্বারা ক্ষিতিতল স্পর্শপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া সভাসীন জগতীপতি মহারাজ প্রভাসের নিকট নিবেদন করিলেন। ১০।

মহারাজ দিব্যকান্তি একটী অদ্ভুত হস্তী আমরা পাইয়াছি। বোধ করি স্বর্গরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত আপনার কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ১১।

দেবতার ব্যবহারযোগ্য সেই হস্তীটী আপনার দ্বারে উপস্থিত; কৃপাপূর্ব্বক একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিলে কৃতার্থ হই। প্রভুর দৃষ্টিপাত হইলেই ভৃত্যের শ্রম সফল হয়। ১২।

মহারাজ প্রভাস এই কথা শ্রবণ করিয়া অমাত্য সহ বহির্গত হইলেন ও গতিশীল কৈলাসপর্ব্বতসম হস্তীটীকে দ্বারদেশে দেখিলেন। ১৩।

উহার উৎকট মদগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরগণ গণ্ডদেশে বসিয়া গুনগুন ধ্বনি করিতেছে; তাহাতে বোধ হইয়াছিল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা দ্বারা উহার গণ্ডদেশ অলঙ্কৃত করা হইয়াছে। হস্তীটী উপযুক্ত নানাবিধ আভরণ দ্বারাও সজ্জিত ছিল, একারণ সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায় সুন্দরাকৃতি হইয়াছিল। ১৪।

উহার বৃহদাকার দন্তের একদেশে শুণ্ডটী বিন্যস্ত ছিল এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত থাকায় বোধ হইতেছিল হস্তী যেন বিন্ধ্যগিরির কদলীবন ও শল্লকীবনের শোভা স্মরণ করিতেছে। ১৫।

সপ্তচ্ছদসদৃশ মদগন্ধশালী ঐ হস্তীটী দেখিয়া স্বতই বোধ হইতেছিল যে স্বয়ং বিন্ধ্যাচল তদীয় গুরু অগস্ত্যমুনির আজ্ঞানুসারে কুঞ্জররাজরূপ ধারণ করিয়াছেন। ১৬।

ক্ষিতিপতি স্তম্ভাকৃতি দন্তদ্বয়ে ভূষিত সেই হস্তীটী দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্মীর বাসভবন বলিয়া জ্ঞান করিলেন ও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ১৭।

অহো, সংসার স্থষ্টির মধ্যে কতশত নূতন নূতন উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় ; আশ্চর্য্য স্থষ্টিকার্য্যের ইয়ত্তা করা যায় না। ১৮।

সুধাসাগরের মন্থন না করিয়া ও বাসুকিকে কোন ক্লেশ না দিয়া এবং শৈলরাজ মন্দরকে আকর্ষণ না করিয়াই কে এই গজরত্নটী উৎপাদন করিল। ১৯।

অনন্তর ভূপতি আজ্ঞাকারী সংযাতনামক মহামাত্রকে আদেশ করিলেন যে এই হস্তীটীকে তুমি শিক্ষিত কর। ২০।

মহীপাল এই কথা আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে পর মহামাত্র সংযাত সর্ব্ববিধ শিক্ষার যোগ্য নাগরাজকে গ্রহণ করিলেন। ২১।

প্রাজ্ঞ নাগরাজ পূর্ব্বজন্মের সংস্কারসম্পন্ন সৎশিষ্যের ন্যায় সংযাত কর্ত্তৃক প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষিত হইয়াছিল। ২২।

হস্তীটী বহুতর মদস্রাবী হইলেও উদ্বেগজনক হয় নাই ; শক্তিমান্ ও উৎসাহসম্পন্ন হইলেও ক্ষমাশীল ছিল এবং শত্রুবিনাশকার্য্যে ত্বরিতগতি ছিল। একারণ সেও রাজার তুল্যই ছিল, অর্থাৎ রাজগুণ সাদৃশ্য উহাতে ছিল। ২৩।

অনন্তর মহামাত্র সংযাত তাহার আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন যে গজরাজ শিক্ষাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ২৪।

রাজা অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন, নির্বিকার এবং বলশালী গজ-রাজকে অঙ্কুশের আয়ত্ত দেখিয়া জয়লক্ষ্মীকে করায়ত্ত বোধ করিলেন। ২৫।

অনন্তর হর্ষান্বিত হইয়া গজরাজের কিরূপ দক্ষতা হইয়াছে তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিয়া উৎসাহ সহকারে গজোপরি আরোহণ করিলেন। তখন বোধ হইল যেন সূর্য্যদেব উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। ২৬।

অনন্তর মহামাত্র সংযাত মন্ত্রীর ন্যায় স্ববশবর্ত্তী গজরাজের সমস্ত রাজ্যমণ্ডল সঞ্চারণের চাতুর্য্য দেখাইলেন। ২৭।

এই পরীক্ষা প্রসঙ্গে মহারাজ মৃগয়াক্রীড়াভিলাষী হইয়া অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে মহাবনে অবগাহন করিলেন। ২৮।

মহারাজ দূরপ্রসারি রত্নময় কেয়ূরের কিরণরূপ শল্লকীপল্লবদ্বারা যেন দিঙ্‌নাগগণকে আহ্বান করিতে করিতে গিয়াছিলেন। ২৯।

বনদেবতাগণ আনন্দ ও বিস্ময় বশতঃ আকর্ণ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া গজারূঢ় মহারাজ বনে যাইতেছেন দেখিয়াছিল। ৩০।

শবরীগণের কবরীপাশনিহিত পুষ্প-সৌরভে সুরভিত বিন্ধ্যগিরির পবন বসুধাধিপতি প্রভাসকে সেবা করিয়াছিল। ৩১।

অনন্তর গজরাজ স্বচ্ছন্দপ্রচার ও সুখকর বিন্ধ্যগিরির উপকণ্ঠ প্রদেশে স্বীয় বিলাসবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। ৩২।

গজরাজ প্রেমবদ্ধ করিণীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, গর্ব্বিত রাজা যেরূপ নীতি পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ অঙ্কুশাঘাত আর লক্ষ্য করিল না। ৩৩।

অতিবেগে ধাবমান ও অনুরাগাকৃষ্ট হস্তী সংসারমূঢ় ব্যক্তির ন্যায় কিছুতেই বিরত হইল না। ৩৪।

রাজা বায়ুবেগে ধাবমান কুঞ্জরকে দেখিয়া শিক্ষাবিষয়ে সন্দিহান হইয়া মহামাত্র সংযাতকে বলিলেন। ৩৫।

এই গজটীকে তুমি ত বেশ আশ্চর্য্য শিক্ষিত করিয়াছ! দেখিতেছি যে শিক্ষাগুরুরও অঙ্কুশের বাধ্য না হইয়া বিমুখে ধাবিত হইতেছে। ৩৬।

ইহার গতিবেগে বোধ হইতেছে যেন দিক্-মণ্ডল ঘুরিতেছে ও পাদপগণ আমাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। ইহার পদবিন্যাসভারে পৃথিবী যেন অতিশয় নত হইয়া ঘুরিতেছে। ৩৭।

এরূপ সময়ে হস্তীটী প্রতিকূল হওয়ায়, দৈবপ্রতিকূলতায় পুরুষকার যেমন নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ আমাদের সমস্ত প্রযত্নই বিফল হইল। ৩৮।

মহামাত্র সংযাত প্রভুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিক্ষাদানেরই দোষ হইয়াছে বুঝিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন ও সভয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন। ৩৯।

দেব, এই হস্তীটীকে আমি সর্ববিধ কার্য্যেই আয়ত্ত করিয়াছিলাম, পরন্তু অদ্য করিণীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বিকৃত হইয়াছে। ৪০।

কামবশ জন্তুরা কখনই উপদেশ নিয়ম সরলতা বা সাধুতা কিছুই স্মরণ করে না। ৪১।

রতিরসাপ্লুত বিষয়াভিমুখী বুদ্ধিকে গর্ত্তোন্মুখী গিরিনদীর ন্যায় কেহই নিবারণ করিতে পারে না। ৪২।

আমরা হস্তীকে শিক্ষা দিয়া থাকি। কেবল মাত্র শারীরিক পরিশ্রমেরই শিক্ষা দিতে আমরা সমর্থ। পরন্তু মানসিক শিক্ষাদানে মুনিরাও অক্ষম। ৪৩।

এই হস্তী মুর্খ খলের ন্যায় কোনরূপ ক্লেশ গণ্য না করিয়া ও বন্ধন ছিন্ন করিয়া কুমার্গে ধাবিত হইতেছে। ৪৪।

মহারাজ, আপনি বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া ইহাকে সত্বর ত্যাগ করুন। যেহেতু ব্যসনাসক্ত দুর্জ্জন স্বয়ং পতিত হয় ও অপরকেও পতিত করে। ৪৫।

রাজা সংযাতের কালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত একযোগে একটী মহাতরুর শাখা অবলম্বন করিলেন। ৪৬।

রাজা তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বারোহণে চলিয়া গেলে পর গজরাজ গহনবনে অবগাহন করিয়া করিণীর সহিত সংমিলিত হইল। ৪৭।

অনন্তর সাতদিন যাবৎ করিণীর সহ যথেচ্ছ বিহার করিয়া শারীরিক শান্তি সম্পাদন করতঃ স্বয়ং আসিয়াই বন্ধনস্তম্ভের নিকট দাঁড়াইল। ৪৮।

মহামাত্র সংযত স্বয়মাগত হস্তীকে দেখিয়া নিজেরই শিক্ষার কৌশল জ্ঞান করিলেন ও অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া রাজার নিকট নিবেদন করিলেন। ৪৯।

যে হস্তী অনুরাগজালে আকৃষ্ট ও অত্যন্ত কামাতুর হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে আমার শিক্ষাপ্রভাবে স্বয়ং আসিয়াছে। ৫০।

শল্লকীভূমির রসজ্ঞ সেই হস্তীটী এখন আমার সঙ্কেতের বাধ্য ও অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছে। এখন এতদূর বিনীত হইয়াছে যে তপ্ত লৌহশলাকা গ্রহণ করিতে বলিলেও গ্রহণ করে। ৫১।

এই হস্তী কামরসাকৃষ্ট হইয়াই বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধুনা ইহার মদনজ্বর প্রশান্ত হইয়াছে এবং হস্তী পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। ৫২।

মহারাজ, সিংহ ব্যাঘ্র ও গজ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণকে দমন করা যাইতে পারে। পরন্তু রাগমদমত্ত ও বিষয়সুখাভিমুখ মনকে দমন করা যায় না। ৫৩।

রাজা সংযাতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মনে মনে আলোচনা পূর্ব্বক বলিলেন, সংযাত, তুমি সত্য ও উচিত কথাই বলিয়াছ। ৫৪।

ইহ জগতে কি এরূপ কোনও লোক আছে যে চিত্তরূপ মত্তহস্তীকে প্রশমস্বভাবদ্বারা সংযমরূপ বন্ধনস্তম্ভে বদ্ধ করিতে পারিয়াছে। ৫৫।

রাজা এই কথা বলিলে পর দেবতাধিষ্ঠিত মহামাত্র সংযাত বলিলেন, মহারাজ, জগতের ক্লেশরাশি নিঃশেষরূপে উন্মূলন করিবার জন্য অনেক মহাপুরুষ উদ্যত আছেন। ৫৬।

যাঁহারা বিবেকালোকে আলোকিত, বৈরাগ্যে অতিশয় আগ্রহবান্, শান্তি ও সন্তোষে বিশদ এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্, তাঁহাদিগকে বুদ্ধ বলা হয়। ৫৭।

সংঘাতকথিত বুদ্ধ-নাম শ্রবণ করিয়াই সম্যক্-সম্বুদ্ধচেতা রাজার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তে প্রণিধান হইল। ৫৮।

রাজা কহিলেন, সংসাররূপ অপার পারাবারে নিমজ্জমান এই জগৎকে কিরূপে কুশলময় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া পারে লইয়া যাইব। ৫৯।

ইত্যবসরে বিশুদ্ধবেশ ও বিশুদ্ধদেহধারী দেবতাগণ আকাশ হইতে বলিলেন, মহামতে, তুমি সম্যক্‌রূপ সম্বোধিসম্পন্ন হইবে। ৬০।

রজোগুণবর্জিত জাতিস্মর ও দিব্যচক্ষু রাজা দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধিসত্ত্বভাব গ্রহণ করিলেন। ৬১।

অনন্তর বিপুলসত্ত্বসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী মহারাজ প্রভাস* সংসার-সাগরে মজ্জমান সকল প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া নবোদিত (চিত্তোৎপাদ) জ্ঞান ও উৎসাহযোগে সর্ব্বপ্রাণীর পারগমনোপযোগী একটী কুশলময় সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। ৬২।

* মহারাজ প্রভাস ভগবান্ বুদ্ধের আদি জন্ম বলিয়া মহাযানী বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন।

দ্বিতীয় পল্লব

শ্রীসেনাবদান

তে জয়ন্তি জগত্যস্মিন্ পুণ্যচন্দনপাদপাঃ ।
ছেদনির্ঘর্ষদাহেঽপি যে পরার্থেষু নির্ব্যথাঃ ॥

যাঁহারা চন্দন কাষ্ঠের ন্যায় পরোপকারার্থে ছেদন ঘর্ষণ ও দহন পর্য্যন্ত অক্লেশে সহ্য করিয়া থাকেন, ঈদৃশ পুণ্যশীলগণই ইহ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ১।

অরিষ্টা নামে নানাগুণে গণনীয়া এক পুরী আছে। শক্রনগরী অমরাবতীও তাহার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া গরীয়সী হইতে পারে না। ২।

সেই অরিষ্টা নগরীতে রত্নাকরের ন্যায় সমগ্র গুণরত্নের আকর অতি বিখ্যাত শ্রীসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ৩।

পরোপকারে অতিশয় আসক্ত চতুর ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী শ্রীসেনের প্রভাবে সর্ব্বদিগ্বর্ত্তী প্রজাগণ অনুরক্ত ছিল। ৪।

ইনি প্রভূত দানজনিত কল্পবৃক্ষসদৃশ শুভ্র যশ দ্বারা ও মদস্রাবী বহু গজ দ্বারা জগৎ শোভিত করিয়াছিলেন। ৫।

ইনি কলাবিদ্যায় সুনিপুণ হইলেও সরল ছিলেন, সরল হইয়াও মহামতি ছিলেন এবং মহামতি হইয়াও বঞ্চক-ছিলেন না। অধিক কি প্রজাগণের মহাপুণ্যেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ৬।

সূর্য্যদেব যাবৎকাল উত্তাপ প্রদান করিবেন ও পবনদেব যাবৎকাল প্রবাহিত থাকিবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহার কীর্ত্তি ও আজ্ঞা অপ্রতিহত থাকিবে। ৭।

সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্‌গুণশাস্ত্রে পরম ব্যুৎপন্ন ও ব্যায়াম বিদ্যায় সুপটু দ্বাদশ সহস্র মন্ত্রিগণ তাঁহার পর্য্যুপাসনা করিতেন। ৮।

পরমধার্ম্মিক শ্রীসেনের রাজ্যকালে প্রজাগণ সকলেই সুকৃতী ছিল। কামিনীগণ ও প্রজাগণ ভর্ত্তৃসদৃশই হইয়া থাকে। ৯।

তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে তদীয় প্রজাগণ সকলেই স্বর্গগামী হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের বিমানপরম্পরায় শক্রনগরীর পথ দুঃসঞ্চার হইয়াছিল। ১০।

দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গলোকে মনুজগণের অত্যধিক সমাগম দেখিয়া রাজা শ্রীসেনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ও চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১১।

শ্রীসেন আশ্চর্য্য দানশীল। ইনি বসুধার সমস্ত সম্পদই নিত্য দান করেন। এই কল্যাণস্বভাব শ্রীসেনের দান প্রভাবে আমাদের মন বিচলিত হইয়াছে। ১২।

অতএব আমি মায়াবিধান দ্বারা ঐ দৃঢ়চিত্ত ও মহানুভাব শ্রীসেনের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিব। ১৩।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেন। ১৪।

এই অবসরে প্রজাকার্য্য পর্য্যালোচনাপরায়ণ ও রাজ্যরক্ষাগুরু মহামতি মন্ত্রী রাজাকে বলিয়াছিলেন। ১৫।

রাজন্, আপনি কোনরূপ দম্ভ না করিয়া রাজ্যশাসন করায় অতিশয় যশস্বী হইয়াছেন। আপনার অকপট দান দেখিয়া দেবরাজও লজ্জিত হইতেছেন। ১৬।

অন্যের গুণাধিক্য ও নিজের গুণহীনতা দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি মাৎসর্য্যপরায়ণ না হয়? ১৭।

ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তি প্রায়ই পরের উৎকর্ষ দেখিয়া মর্ম্মাহত হয় এবং মহতের পুণ্যকর্ম্ম দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। ১৮।

আপনি সর্ব্বস্বদান ও মর্য্যাদাদানে অভিলাষুক হইয়াছেন, কিন্তু পুত্র দারা ও আত্মদানে সংকল্প করা অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য্য হইয়াছে। ১৯॥

আমি রাত্রিকালে অতি দারুণ ও ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখিতে পাই। তাহাতে অতি ভয়াবহ জগতের চূড়ামণির পতন সূচিত হইতেছে। ২০।

তত্ত্ববাদী দৈবজ্ঞগণের মুখেও অতি দুঃসহ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে পৃথিবীপাল নিজ শরীরও দান করিবেন। ২১।

আপনি শরীর দান করিলে সমুদয় অর্থিগণই নিষ্ফল হইবে। যেহেতু সর্ব্বপ্রদ আপনাতেই কল্পবৃক্ষগণ অবস্থান করিতেছেন। ২২।

অতএব হে মহীপাল, ঈদৃশ দানসাহস হইতে বিরত হউন। আপনার দেহই প্রজাগণের আয়ত্ত রক্ষারত্নস্বরূপ। ২৩।

রাজা শ্রীসেন মন্ত্রিবরকথিত ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যদ্বারা অধরকান্তি অধিকতর ধবল করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ২৪।

মন্ত্রিবর, আপনি মন্ত্রীর উচিত হিতবাক্যই বলিয়াছেন, পরন্তু আমি অর্থিজনের বৈমুখ্যজনিত সন্তাপ কখনই সহিতে পারিব না। ২৫।

যাচকগণ দেহি বলিলে যাহারা নিষেধ বাক্যে কঠোরতা প্রকাশ করে, তাহারা সজীব হইলেও মৃত বলিয়া গণ্য হয়। ২৬।

যাচক, ইহাঁর নিকট আমি এইটী পাইব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়া যাহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার বাঁচিয়া থাকায় ফল কি ? ২৭।

যে ব্যক্তির মন আর্ত্তজনের সন্তাপ শ্রবণ করিয়াও শীতল থাকে, ঈদৃশ নিষ্করুণ পুণ্যহীন জনের জন্মে ধিক্। ২৮।

এ দেহ বিনশ্বর বলিয়া প্রার্থনীয় না হইলেও যদি কখনও কোথাও কাহারও উপকারে লাগে, এই জন্যই সজ্জনের প্রীতিপাত্র। ২৯।

অমাত্য সত্ত্বশালী নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভবিতব্যতাকেই অচলা বিবেচনা করিলেন এবং কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। ৩০।

তৎপরে একদিন একটী বেদাধ্যাপক মুনি রতিপতির রতিসদৃশী ও চিত্তমৃগের বন্ধনজালস্বরূপা যদৃচ্ছাগতা লীলাবিহারী রাজা শ্রীসেনের জায়া জয়প্রভাকে দূর হইতে নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করিয়াছিলেন। ৩১—৩২।

পরম ধীর মুনি পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস সম্বন্ধ ও স্নেহবশতঃ পরিচিতার ন্যায় জয়প্রভাকে দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন নাই। ৩৩।

তিনি বীতস্পৃহ হইলেও তাঁহার মন বাসনায় উল্লসিত হইয়া মুক্তিপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিলাষ ভূমিতে গমন করিল। ৩৪।

এই পূর্ব্বজন্মবাসনা সন্তত প্রীতিতন্তুদ্বারা অনুস্যূত থাকে এবং কাহাকেও কখন পরিত্যাগ করে না। ৩৫।

এমন সময়ে তাঁহার এক শিষ্য অধ্যয়নব্রত সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য সেই আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, গুরুদেব দক্ষিণা গ্রহণ করুন। ৩৬।

মুনিবর শিষ্যকে বলিলেন, বৎস, আমি বনবাসী, আমার কোনও বৃত্তির প্রয়োজন নাই। তথাপি তুমি যদি আগ্রহ কর, তাহা হইলে আমার কি ইচ্ছা শুন। ৩৭।

মহারাজ শ্রীসেনের মহিষী জয়প্রভাকে যদি লাভ করিয়া আমাকে দিতে পার, তাহা হইলেই আমার দক্ষিণা দেওয়া হইবে। ৩৮॥

শিষ্য গুরুকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিতমানস হইলেন এবং নিতান্ত অসম্ভব প্রার্থনায় অত্যন্ত সংশয়াকুলিত হইলেন। ৩৯।

অনন্তর শিষ্য অর্থিগণের জন্য সততই অবারিতদ্বার মহারাজ শ্রীসেনের বিশ্রম্ভভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪০।

শিষ্য নিতান্ত অলভ্য বস্তুর প্রার্থনা করিতে গিয়া দৈন্য ও চিন্তায় ক্লিষ্টমনা হইয়া মুখমণ্ডল নত করিয়া মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। ৪১।

মহীপতি শ্রীসেন ঐ মুনিশিষ্যকে অর্থিরূপে সমাগত দেখিয়া চন্দ্রোদয় কালে সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত প্রহৃষ্ট হইলেন। ৪২।

মহারাজ তাঁহাকে পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি চাহেন? মুনি-শিষ্য নিতান্ত অনুচিত প্রার্থনা বশতঃ লজ্জায় গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন। ৪৩।

মহারাজ, আমি পূর্ব্বে কখনও কাহারও নিকট প্রার্থনা করি নাই। সম্প্রতি গুরুদক্ষিণার জন্য আমি অর্থিকল্পতরু আপনার নিকট অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। ৪৪।

রাজন্, আমার বিদ্যাব্রত পূর্ণ হইয়াছে। গুরুদেব ভবদীয় মহিষী জয়প্রভাকে দক্ষিণারূপে অভিমত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি যদি পারেন ত দান করুন। ৪৫।

মুনিশিষ্য এই কথা বলিলে সহসা মহীপতির মন স্নেহ ও দান-রসে আবিদ্ধ হইয়া দ্বিধাভূত হইয়াছিল। ৪৬।

অনন্তর মহারাজ অগ্রবিস্তারী দন্তজ্যোতিরূপ স্বচ্ছ বস্ত্র দ্বারা দ্বিজকে আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, এই আমার দয়িতাকে গ্রহণ করুন। ৪৭।

আপনার গুরুর অভিলষিত বস্তু আমি কোনরূপ বিচার না করিয়াই দান করিলাম। আমার মন বিয়োগে ভীত হইয়াছিল, কিন্তু সত্য বলি-তেছি, আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। ৪৮।

মহারাজ এই কথা বলিয়া গুরুতর বিয়োগদুঃখাগ্নি কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও এবং কামসহকৃত বহুকালপ্রবৃদ্ধ স্নেহকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলেও প্রাণপ্রতিমা প্রাণপ্রিয়া রাজীবলোচনা এবং এ কি হইল এই বলিয়া

ভয়ে হরিণীর ন্যায় তরলেক্ষণা, হৃদয়দয়িতাকে তৎক্ষণাৎ মুনিশিষ্যকে প্রদান করিলেন। ৪৯—৫১।

ত্যাগশীল মহারাজ এইরূপে মহিষীকে প্রদান করিলে পর সমুদ্র-মেখলা পৃথিবীও যেন ত্যাগভয়ে কম্পিত হইলেন। ৫২।

ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি দেবগণ যাহার জন্য দেহে অতি দুঃসহ দুর্দ্দশা সহ্য করিয়াছেন, ঈদৃশ প্রেয়সী কাহার না প্রীতিপাত্র হয়। ৫৩।

প্রেয়সীর জন্য কেহ বা সুশীলতা, কেহ বা ধনসম্পদ, কেহ বা ধর্ম্ম, কেহ বা তপস্যা, কেহ বা লজ্জা, কেহ বা দেহ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া থাকেন। ৫৪।

যাহা অনুরাগসর্ব্বস্ব পুরুষের জীবনের জীবন, সেই বস্তুই দান কালে মহাসত্ত্ব ব্যক্তির নিকট তৃণবৎ গণ্য হয়। ৫৫।

মুনিশিষ্য রাজমহিষীকে গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে বিরহাকুলিত মহারাজ মনোভবের ন্যায় বিরহীর সুখদ্বেষী হইয়াছিলেন। ৫৬।

মুনিবর শিষ্যকর্ত্তৃক আনীত জীবন্মৃতসদৃশা রাজমহিষীকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন ও অত্যন্ত অনুতাপ করিয়া নিজের অনুচিত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫৭—৫৮।

অহো আমি বালকের ন্যায় চপলতাবশতঃ আপনাকে নিঃসংশয়ে অযশঃপঙ্কে নিক্ষিপ্ত করিয়াছি। ৫৯।

ইনি ধার্ম্মিকা, প্রজাগণের জননীস্বরূপা, বর্ণ ও আশ্রমের গুরু রাজার মহিষী। আমি নিতান্তই অধার্ম্মিক, যেহেতু ইহাঁকে দুঃখানলে নিক্ষেপ করিয়াছি। ৬০।

কেন আমি সুশীলতার মুখাপেক্ষা করিলাম না, কেন বা সংযমের বিষয় স্মরণ করিলাম না, কেন আমি বৈরাগ্যকেও গণ্য করি নাই, কেনই বা বিবেকের দিকে দেখি নাই। ৬১।

অহো নির্ব্বিচারক জনের মন কিরূপ সন্মার্গ-বিমুখ ও অসংযমমদে মত্ত হইয়া অপথগামী হয়। ৬২।

মুনিবর এইরূপ চিন্তা করিয়া লজ্জায় হীনপ্রভ হইলেন ও রাজ-দয়িতার নিকট আগমন করিয়া বিনতবদনে বলিতে লাগিলেন। ৬৩।

মাতঃ, সমাশ্বস্ত হও, শোক করিও না। এটা নিতান্তই ভবিতব্যতা। যেহেতু তোমার ঈদৃশ ক্লেশ ও আমার এরূপ দুর্নীতি প্রকাশ হইল। ৬৪।

এই তীরতরুতলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া এখনই তুমি আত্মীয়গণ সহকারে নিজধামে যাইবে। ৬৫।

মুনিবর এই কথা বলিলে মহিষী যেন অমৃতবৃষ্টি দ্বারা সিক্ত হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিলেন ও ভয় ও সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিলেন। ৬৬।

দাতার এতাদৃশ ত্রিদিবব্যাপি অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিয়া দেবরাজ বাসব রাজার সত্ত্ব ও দয়া জানিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। ৬৭।

বাসব এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার শরীরের অধোভাগ বিজনবনে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে; তদীয় চারিটী পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে ধরিয়া আছে; তাঁহার দেহ হইতে রক্তস্রাব হইতেছে এবং নাড়ীগুলি ঝুলিয়া রহিয়াছে; কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার জীবন যায় নাই। পাপ যেন তাঁহাকে দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে। অর্থবান্ ব্যক্তি যেমন লুব্ধ রাজা ও চৌর হইতে সমুত্থিত অনর্থে বেষ্টিত থাকে, তদ্রূপ তাঁহার চতুর্দ্দিকে আমিষগন্ধে আকৃষ্ট মাংসাশী জন্তুগণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ৬৮—৭০।

বাসব এইরূপ বীভৎসাকার ধারণ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কারুণ্য ও দৈন্যদুঃখ প্রকাশ করিয়া পুরবাসিগণের ভ্রম ও বিস্ময়ের হেতু হইয়াছিলেন। ৭১।

তিনি মূর্ত্তিমান্ শোক ও মূর্ত্তিমান্ ত্রাসের ন্যায় সহসা পুরযোষিদ্‌-গণের ভয় ও ক্লেশ বিধান করিয়াছিলেন। ৭২।

অনন্তর তিনি যাচকসন্দর্শনস্থানে স্থিত মহারাজ শ্রীসেনের সম্মুখে পুত্ররূপধারী দেবতা চারিজন কর্ত্তৃক নীত হইয়া স্থাপিত হইলেন। ৭৩।

তত্রত্য জনগণ এতাদৃশ বিষমক্লেশবিহ্বল জীব দেখিয়া মুখ কুঞ্চিত করিয়া নয়ন মুদিত করিল। ৭৪।

তখন তিনি কম্পবিহ্বল দক্ষিণবাহু উত্তোলন করিয়া ও ব্যথায় স্খলিতাক্ষর হইয়া রাজাকে বলিলেন। ৭৫।

মহারাজ, আপনার মঙ্গল হউক ; আমি মহাপাপী ব্রাহ্মণ ঈদৃশ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে করুণানিধে, আমার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করুন। ৭৬।

আমি ঘোর বনে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছি, কিন্তু এই গুরুতর দুঃখ আমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে বলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি। ৭৭।

এই বিপৎকালে প্রাণ তীব্রক্লেশ সহ্য করিয়াও সজ্জন সুহৃদের ন্যায় আমায় ত্যাগ করিতেছেনা। ৭৮।

যদি কেহ দেহার্দ্ধ ছেদন করিয়া দান করে, তাহা হইলে আমার জীবন রক্ষা হয়। আকাশ-দেবতা আমায় এই কথা বলিয়াছেন। ৭৯।

হে করুণানিধে, ইহ জগতে কে নিজ জীবন দান করে? লোকে প্রায়শই নিজসুখান্বেষী ও পরার্থবিমুখ হইয়া থাকে। ৮০।

আপনি সর্ব্বদাই সকল বস্তু দান করিয়া থাকেন ও আপনি দীন-জনের পরম বন্ধু, এমন কি দেহদানেও আপনি কাতর নহেন ; একারণ আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৮১।

ইহ জগতে একমাত্র আপনিই সুকৃতপাদপস্বরূপ উদ্ভূত হইয়া-ছেন ; যেহেতু আপনার দান অকপট ও সমাদরযুক্ত। এইরূপ দানেরই ফল হয়। ৮২।

হে বদান্যপ্রধান, আপনার অন্যান্য গুণ কীর্ত্তন করা নিষ্প্রয়োজন। একমাত্র দানই আপনার পুণ্যের ঢক্কা জগতে বাজাইতেছে। ৮৩।

ভবদ্বিধ বিপন্নজনের দুঃখমোচনে দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিকে বিপৎকালে লাভ করা পুণ্য ব্যতিরেকে ঘটে না। ৮৪।

দক্ষিণ পবনের ন্যায় অমন্দানন্দদায়ক ও হরিচন্দনসদৃশ শীতল সরল ও উদার সজ্জনগণ লোকের সন্তাপ হরণ করিয়া থাকেন। ৮৫।

পূর্ণেন্দুসদৃশ ত্বদীয় বদন হইতে সমুদিতা জ্যোৎস্নার ন্যায় পীযূষ-বর্ষিণী বাণী লোকের জীবন দান করে। ৮৬।

কপটরূপী বাসব এইরূপ বাক্য বলিলে পর রাজার হৃদয়ে সহসা তদীয় ব্যথা সংক্রান্ত হইল। তখন তিনি সম্মোহমূর্চ্ছিত ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন। ৮৭।

তুমি আশ্বস্ত হও; প্রাণবিয়োগজনিত ভয় ত্যাগ কর; হে দ্বিজ, আমি কোন বিচার না করিয়াই শরীরার্দ্ধ দান করিতেছি। ৮৮।

ধন্য জনেরই এই নশ্বর দেহ পরোপকারার্থে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ দেহ ক্ষণস্থায়ী; ইহা যত্ন করিয়া রাখিলেও কখনই অক্ষয় হয় না। ৮৯।

রাজা এই কথা বলিলে পর মহামাত্য মহামতি বজ্রাহতবৎ কম্পিত-মানস হইয়া বলিলেন। ৯০।

অহো, মহারাজ সাহসাভ্যাসবশতঃ মহাক্লেশ সহ্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রজাগণের নিশ্চয়ই পুণ্যক্ষয় হইয়াছে, যেহেতু প্রভু হিতকথাও গ্রহণ করিতেছেন না। ৯১।

মহারাজ, আপনার ন্যায় প্রজাগণের মঙ্গলবিধানে সমর্থ গুণী রাজা অন্য কে আছে! যেহেতু ভৃত্যগণ ভক্তিভরে কেবল আপনার গুণগান করে, আপনি তাহা শ্রবণ করিয়াও নিজ কর্ত্তব্য করিয়া থাকেন। ৯২।

রাজা প্রায়শই গজের ন্যায় মুদিতনয়ন হইয়া থাকেন। প্রজাহিত

করিবার চেষ্টা খুব কমই দেখা যায়। পরন্তু আপনার ভৃত্যগণের কিরূপ সুখসম্পদ, তাহা গণনা করিয়া দেখুন। ৯৩।

আপনি ত চিরকালই বিনয়বাদী ও অল্পবাদীর বাক্য মধুমঞ্জরীর ন্যায় সমাদরের সহিত কর্ণে গ্রহণ করেন। ৯৪।

এব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন রাক্ষস বা পিশাচ হইবে; ব্রাহ্মণের আকার গ্রহণ করিয়া জগতের রক্ষারত্নস্বরূপ আপনার দেহ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। ৯৫।

ইহা যদি ইহার একটা মহীয়সী মায়া না হইবে, তাহা হইলে ছিন্ন দেহে ক্ষণকালের জন্যও কিরূপে জীবন আছে। ৯৬।

আপনি কোন বিচার না করিয়াই দুর্গ্রহবশতঃ এই পুণ্যকর্ম্ম করিতেছেন। কিন্তু ইহা কেবল আত্মপীড়াদায়ক। পরকালেও ইহাতে সুখ নাই। ৯৭।

যাহা দিতে পারা যায়, তাহাই লোকে দিয়া থাকে। অসম্ভব বস্তু কখনও কেহ দিতে পারে না। সর্ব্বস্বদান ও দেহদান প্রভৃতি কথা প্রবাদেই শোভা পায়। ৯৮।

ইনি বড় দাতা, ইনি অর্থিগণকে মহামূল্য মণিমুক্তাদি দান করেন, এ কথাটা দূর হইতেই শুনিতে ভাল। কিন্তু সেই দাতার নিকটে গিয়া সকল অর্থীর সকল বস্তু লাভ ঘটে না। ৯৯।

মহারাজ, আপনি প্রজাগণের জীবনস্বরূপ ও অর্থীর পক্ষে চিন্তামণিস্বরূপ। অতএব অন্যের জীবন দ্বারাও আপনার জীবন রক্ষা করা উচিত। ১০০।

হে দেব, দয়া করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। এরূপ দুঃসাহস কার্য্য করিবেন না। সামান্য একখণ্ড কাচের জন্য কেন আত্ম বিক্রয় করিতেছেন? ১০১।

অমাত্যপুঙ্গব মহামতি এই কথা বলিয়া রাজার পায়ে পতিত হই-

লেন। তথাপি রাজা শরীরদানসঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। ১০২।

তখন রাজা সপ্রণয় হাস্য দ্বারা দশনকান্তি বিকীর্ণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন জীবনের প্রতি মমতাবশতঃ যে মোহান্ধকার বিদ্যমান ছিল, তাহা পরিহার করিলেন। ১০৩।

মন্ত্রিবর, তুমি কেবল ভক্তিযুক্ত বাক্যই বলিতেছ। পরন্তু আমি এই ব্রাহ্মণের প্রাণসংশয় সহ্য করিতে পারিব না। ১০৪।

অর্থী বিমুখ হইলে আমার অন্তরে যে সন্তাপ হইবে, তাহা অতি শীতল হার তুষার কমল মৃণাল চন্দ্র বা চন্দন দ্বারাও শান্ত হইবে না। ১০৫।

হে সুমতি, যে কোন প্রকারেই হউক আমি সকলের দুঃখ মোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। অতএব ইহাতে তোমার বাধা দেওয়া উচিত নহে। ১০৬।

পূর্ব্ব জন্মেও আমি দেহ দান করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার কোনও ক্লেশ হয় নাই। আমি সম্বোধি চিত্ত দ্বারা অতীত বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপ উপলব্ধ করিতেছি। ১০৭।

পূর্ব্বে আমি ক্ষুধার্ত্তা এক ব্যাঘ্রীকে নিজ শাবক ভক্ষণে উদ্যতা দেখিয়া সেই শাবকের রক্ষার জন্য অবিচারে নিজশরীর দান করিয়াছিলাম। ১০৮।

আমি শিবিজন্মে এক অন্ধকে নিজ নেত্রদ্বয় দিয়াছিলাম এবং দেহদান করিয়া শ্যেন পক্ষী হইতে ভয়াতুর কপোতকে রক্ষা করিয়াছিলাম। ১০৯।

চন্দ্রপ্রভ-জন্মে আমি রৌদ্রাক্ষকে নিজ মস্তক দান করিয়াছিলাম; এবং অন্যান্য জন্মেও আমি সর্ব্বস্ব পুত্রদারাদি দান করিয়াছি। ১১০।

রাজরূপী বোধিসত্ত্ব এই কথা বলিলে পর অমাত্যবর অত্যন্ত ব্যথিত

হইলেন। তৎকালে তিনি সজীব কি নির্জীব ছিলেন, তাহা বুঝা যায় নাই। ১১১।

অলঙ্ঘ্যশাসন রাজা পল ও গণ্ডনামক দুই ব্যক্তিকে ক্রকচদ্বারা নিজদেহ ছেদন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ১১২।

তাহারা শোকে বিবশাঙ্গ ও ইন্দ্রের মায়ায় মোহিত হইয়া অতিকষ্টে রাজার দেহচ্ছেদে উদ্যত হইল। ১১৩।

নির্ব্বিকার নৃপতির দেহার্দ্ধ কঠিন ক্রকচধারায় বিদার্য্যমাণ হইলে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। ১১৪।

তখন আকাশ হইতে রক্তবর্ণ উল্কাপাত হইল, বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল এবং ঘন ঘন তারকাপাত হইল। বোধ হইল যেন আকাশ অশ্রুপাত করিয়া সশব্দে রোদন করিতেছে। ১১৫।

সূর্য্যদেব ঈদৃশ অভাবনীয় রাজার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তীব্র দুঃখ সহ্য করিতে না পারায় ঝটিতি ধূলিরূপ পটের দ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিলেন। ১১৬।

প্রজানাথ শ্রীসেন ক্রকচদ্বারা আক্রান্তদেহ হইলে সমস্ত প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল; এবং এই শব্দের প্রতিধ্বনিতে দিগ্বধূগণও কাঁদিলেন। ১১৭।

দ্বিজাকারধারী ইন্দ্র রাজার ঈদৃশ মহাসত্ত্ব অবলোকন করিয়া বিস্ময় ও পশ্চাত্তাপে আক্রান্তচিত্ত হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন। ১১৮।

অহো মহামতি রাজা শ্রীসেনের মন কি করুণার্দ্র ও কোমল। ইনি পরের জন্য বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হইয়া এত ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। ১১৯।

অহো মহাত্মা ব্যক্তির চরিত্র সাগর অপেক্ষাও গম্ভীর ও মেরু অপেক্ষাও উন্নত এবং স্বর্গ অপেক্ষাও আশ্চর্য্যজনক। ১২০।

অহো মহাসত্ত্ব রাজার কি বিপুল সত্ত্বগুণ যে, প্রাণগমনকালেও বিপৎকালে সাধুজনের ন্যায় ইঁহার মহত্ত্ব বিলুপ্ত হইতেছেনা। ১২১।

ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মহারাজ শ্রীসেনের নাভিদেশ হইতে শরীরের অধঃস্থ অর্দ্ধভাগ ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। ১২২।

তিনি দ্বিধাভূতদেহ হইয়াও হর্ষময় ও উৎসাহময় ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রাণীর পরিত্রাণকারী সত্ত্ববলে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ১২৩।

তাঁহার আজ্ঞানুসারে শরীরার্দ্ধ যোজনা করিয়া ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণদেহ লাভ করিলেন এবং স্বচ্ছচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।১২৪।

অহো মহারাজ, তুমি যথার্থই রজোগুণবর্জিত। এই অকপটভাবে দেহ দান করাতে তোমার যশ বিশেষরূপ বিখ্যাত হইল। ১২৫।

তোমার মনের বিমলতার সদৃশ কোন বস্তু সৃষ্টি না করায় বিধাতা মূর্খতা করিয়াছেন। যেহেতু ইহার উপমা খুঁজিয়া পাইতেছিনা। ১২৬।

উন্নত ব্যক্তি ইক্ষুকাণ্ডের ন্যায় সুবৃত্ত, সরল ও মধুরাশয় হইয়া থাকেন। আপনি পরের জন্য কর্ত্তিত হইয়া দুঃসহ পীড়া সহ্য করিতেছেন। ১২৭।

ব্রাহ্মণাকারধারী ইন্দ্র রাজা শ্রীসেনকে এই কথা বলিয়া সুধাকে স্মরণ করিলেন ও তদ্দ্বারা রাজাকে অভিষিক্ত করিয়া সঞ্জীবিত করিলেন। ১২৮।

তৎপরে পুরন্দর নিজ আকার প্রকট করিয়া ও রাজার দেহার্দ্ধ সংযোজন করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে প্রশংসা করিলেন। ১২৯।

তখন আকাশ হইতে শ্বেতবর্ণ পুষ্পরাশির বৃষ্টি হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন তৎকালে পৃথিবীর হর্ষজনিত হাস্যবিকাশ হইয়াছিল। ১৩০।

ইত্যবসরে পূর্ব্বোক্ত মুনি তদীয় প্রিয়া মহিষী জয়প্রভাকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ১৩১।

নিজকীর্ত্তিসদৃশ বিশুদ্ধ ও পবিত্রচরিত্রা পত্নীর সহিত সঙ্গত মহারাজ শ্রীসেন ইন্দ্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন; এরূপ পরাভবেও তাঁহার কোনরূপ বিকার হয় নাই। ১৩২।

তৎপরে দেবরাজ জম্বুদ্বীপমধ্যে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত রত্নবর্ষী সিংহাসনে দয়িতাসহ মহারাজ শ্রীসেনকে অভিষিক্ত করিয়া প্রসন্ন করিলেন। তাঁহার দান-পুণ্য-সমুদিত কুশল প্রজাবর্গে পরিব্যাপ্ত হইল। ১৩৩—১৩৪।

সংসারস্থ প্রাণিগণের উদ্ধারের জন্য উদ্যত মহারাজ শ্রীসেন সম্যক্ সম্বোধিতে প্রবুদ্ধমনা হইয়া প্রমুদিত হইয়াছিলেন। ১৩৫।

দেবরাজ মহারাজ শ্রীসেনের মৈত্রীসম্পন্ন, করুণার্দ্র ও সত্ত্বপ্রধান বিশুদ্ধ চিত্ত এবং বিপন্নের দুঃখমোচনার্থে আত্মদান অবলোকন করিয়া হর্ষাতিশয়ে আপ্লুতনয়ন ও লজ্জিত হইয়া নিজপুরী অমরাবতীতে গমন করিলেন। মহারাজের যশে অমরাবতী পূর্ণ হইল। ১৩৬।

পুলকিতাঙ্গ দেববৃন্দ ও সিদ্ধ যক্ষ এবং উরগগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্চ্যমান-প্রভাব সর্ব্বভূতের রক্ষাকারী ভগবান্ বোধিসত্ত্ব এইরূপে পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। ১৩৭।

ভগবান্ জিন পূর্ব্বাবতার সংবাদকালে দানের উৎকর্ষ উদাহরণ করিবার জন্য ভিক্ষুগণের উপদেশার্থ এই কথা বলিয়াছিলেন। ১৩৮।

তৃতীয়পল্লব

—:*:—

মণিচূড়াবদান

অস্মিন্নদ্ভুতসর্গে মকরাকরজায়মানমণিবর্গে ।
কোঽপি প্রকটিতসুগতিঃ পুরুষমণির্জায়তে জগতি ॥

জগৎসৃষ্টি অত্যন্ত অদ্ভুত, যেহেতু মকরপ্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকুল সমুদ্রমধ্যেই (মহামূল্য) মণিমুক্তাদির উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্রূপ (দুঃখশোকাদিসমাকুল) এই সংসারেও বিখ্যাত পুণ্যবান্ পুরুষরত্ন উদ্ভূত হন। ১।

সুধাধবল অট্টালিকা সমূহের প্রভাপ্রবাহে কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পৃথিবীর সৌভাগ্যতিলকস্বরূপ সাকেত নামে একটী নগর আছে। ২।

ঐ নগরে সজ্জনের সেব্য, প্রভাময় ও সত্ত্বময়, গঙ্গার ন্যায় নির্ম্মলমনা এবং তীর্থসদৃশ পবিত্র পুণ্যকর্ম্মা লোকসকল বাস করেন। ৩।

যশঃ দ্বারা কুসুমিত ও পুণ্যসৌরভে সুরভিত সুকৃতের উদ্যান সদৃশ ঐ নগরে বাস করিয়া পুরবাসিগণ নন্দনকাননবাসের সুখভোগ করেন। ৪।

এই নগরে প্রভূতগুণরত্নের উৎপত্তিস্থান মহোদধিস্বরূপ ও যশোরূপ চন্দ্রের উদ্ভব স্থান হেমচূড় নামে এক রাজা ছিলেন। ৫।

ইনি সততই সজ্জনসঙ্গদ্বারা কলিকালদোষ হিংসা-প্রবঞ্চনাদি দূরীভূত করিয়া সত্যযুগের ন্যায় প্রজাগণকে ধর্ম্মচারী করিয়াছিলেন। ৬।

ইনি ক্ষমাসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী ও বিজিতেন্দ্রিয় ছিলেন বলিয়া প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ৭।

তিনি অহিংসাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া পবিত্র অভয় দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। ৮।

তিনি প্রভাবসম্পন্ন হইলেও নিরহঙ্কার, বিভববান্ হইলেও প্রিয়ভাষী, শক্তিশালী হইলেও ক্ষমাশীল, এবং যৌবনেও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। ৯।

তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি, উন্নতিশীল, শূর ও চন্দ্রবৎ কমনীয়, এবং সজ্জনের পক্ষপাতী অথচ নিরপেক্ষ রাজা হওয়ায় বিস্ময়কর হইয়াছিলেন। ১০।

সেই অদ্বিতীয় রাজা হেমচূড়ের দুইটী প্রধান আভরণ ছিল; একটি ত্যাগপূর্ণ কারুণ্য ও অপরটি পুণ্যশ্রীর সম্যক্ বিকাশ। ১১।

লক্ষ্মীর আবাসস্থান রাজা হেমচূড়ের প্রভাবশ্রীর ন্যায় নির্দ্দোষা ও অভ্যুদয়োৎসুকা কান্তিমতী নামে পরমপ্রিয়া মহিষী ছিলেন। ১২।

মহিষী কান্তিমতী প্রভুগুণদ্বারা নীতির ন্যায়, দানদ্বারা সম্পত্তির ন্যায় ও সুশীলতা দ্বারা সৌন্দর্য্যের ন্যায় রাজা হেমচূড় দ্বারা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিলেন। ১৩।

রাজশ্রেষ্ঠ হেমচূড়ও স্বর্গপুরীর শোভাদ্বারা মেরুপর্ব্বতের ন্যায় বিখ্যাত যশোমতী মহিষী কান্তিমতী দ্বারা অধিকতর শোভিত হইয়াছিলেন। ১৪।

কালক্রমে মহিষী কান্তিমতী, ত্রিভুবনস্থ পদ্মের অভ্যুদয়ের জন্য অদিতি যেরূপ দিবাকরকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরমকল্যাণনিলয় গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৫।

অরণি কাষ্ঠ যেরূপ অগ্নিদ্বারা শোভিত হয় ও সমুদ্রের তটভূমি যেরূপ চন্দ্রকিরণ দ্বারা শোভিত হয় এবং ব্রহ্মার নাভিপদ্ম যেরূপ ভগবান্ গোবিন্দ দ্বারা শোভিত হইয়াছিল, মহিষী কান্তিমতীও গর্ভদ্বারা তদ্রূপ শোভিত হইয়াছিলেন। ১৬।

রাজা তদীয় গর্ভ দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া মহিষীর ইচ্ছানুসারে সমস্ত প্রার্থিগণকে বাঞ্ছিতের অধিক ধন দান করিয়াছিলেন। ১৭।

রাজা পুনঃপুনঃ দোহদ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে পর শুভগর্ভা মহিষী সরস্বতীর ন্যায় স্বয়ং সদ্ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। ১৮।

পুণ্যরূপ মণিপরিপূর্ণ বিধিসম্বদ্ধ ধর্ম্মরূপ নিধি সুরক্ষিত হইলে উহা বিপদ ও বিপুল দুঃখ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। ১৯।

অতি দুর্গম পরলোকমার্গের পথিক ও সংসারস্থিত দুঃখতাপে তাপিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্ম্মসদৃশ স্নিগ্ধ ও ফলপূর্ণ মহান্ ছায়াবৃক্ষ অন্য আর নাই। ২০।

ধর্ম্মই অন্ধকারে আলোকস্বরূপ। ধর্ম্মই বিপদ্-বিষের নাশক মণি-স্বরূপ। ধর্ম্মই যাচকের পক্ষে কল্পতরুস্বরূপ। ধর্ম্মই পতন কালে হস্তাবলম্বনস্বরূপ। ধর্ম্মই জগজ্জয়ের রথস্বরূপ। ধর্ম্মই পথিকের অবলম্বন পাথেয়স্বরূপ। ধর্ম্মই দুঃখ ও ব্যাধির মহৌষধ। ধর্ম্মই সংসারে ভয়োদ্বিগ্ন জনের আশ্বাসক। ধর্ম্মই তাপনাশক চন্দনকানন-স্বরূপ। ধর্ম্ম ব্যতীত সজ্জনের স্থিরপ্রেমা অন্য বান্ধব আর নাই। ২১।

রাজা মহিষীর এইপ্রকার ধর্ম্মধবল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভুবন ও জনমধ্যে একমাত্র ধর্ম্মকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিলেন। ২২।

তৎপরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে মহিষী কান্তিমতী, আকাশ যেরূপ চন্দ্রকে প্রসব করে, তদ্রূপ জগতের তিমির নাশক একটী কুমার প্রসব করিলেন। ২৩।

এই বালকের মস্তকে স্বাভাবিক অলঙ্কারস্বরূপ একটী মণি সংযুক্ত ছিল। উহা তাহার পূর্ব্বজন্মসংসক্ত বিবেকের ন্যায় নির্ম্মল ছিল। ২৪।

বালকের মস্তকস্থিত পুণ্যময় সেই সুন্দর মণিটী এত উজ্জ্বল ছিল যে তাহার প্রভায় রাত্রিকালও দিনের আকার ধারণ করিয়াছিল। ২৫।

বালকের মস্তকস্থিত ঐ উষ্ণীষমণি হইতে প্রস্রুত অমৃতবিন্দুর সম্পর্কে লৌহ সুবর্ণ হয় ও তাপের শান্তি হয়। ২৬।

রাজা জাতিস্মর ঐ শিশুটীর বাক্যানুসারে তদীয় উষ্ণীষ মণির রসসম্পর্কে উদ্ভূত সমস্ত সুবর্ণই সর্ব্বদা অর্থিদিগকে দান করিতেন। ২৭।

দেবতাগণ ঐ কুমারের জন্মকালে আকাশে পুষ্প রত্ন ধ্বজ ছত্র পতাকা ব্যজন ও অংশুকমণ্ডিত একটী পুরী প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন। ২৮।

রাজা উজ্জ্বলকান্তি ও সর্ব্ববিদ্যায় সুনিপুণ ঐ কুমারের মণিচূড় নাম রাখিয়াছিলেন। ২৯।

ঐ সুন্দরাকৃতি কুমার উৎপন্ন হইয়া চন্দ্র যেরূপ জ্যোৎস্না দ্বারা সমুদ্রকে উচ্ছলিত করে, তদ্রূপ পিতার মনকে হর্ষামৃত দ্বারা উচ্ছলিত করিয়াছিল। ৩০।

তদীয় জননী কান্তিমতী ইন্দ্রাণী যেরূপ জয়ন্ত নামক পুত্রের দ্বারা ও পার্ব্বতী যেরূপ কার্ত্তিকের দ্বারা শোভিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ঐ সুকুমার কুমার দ্বারা অধিকতর শোভিত হইয়াছিলেন। ৩১।

কিছুকাল পরে রাজা হেমচূড় পুণ্যময় সোপানদ্বারা স্বর্গধামে আরূঢ় হইলে মণিচূড়ই রাজা হইয়াছিলেন। ৩২।

অর্থীর পক্ষে চিন্তামণিসদৃশ মণিচূড়ের দানপ্রভাবে তদীয় রাজ্য পুণ্যময় ও সুখময় হইয়াছিল। তদীয় প্রজাগণের মধ্যে কেহই আর্ত্ত বা যাচক ছিল না। ৩৩।

রাজা মণিচূড়ের ভদ্রগিরি নামে একটী প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। ঐ হস্তীটীও প্রভুর ন্যায় দানার্দ্র-কর ছিল অর্থাৎ তাহার শুণ্ড হইতে অজস্র মদস্রাব হইত। ৩৪।

একদা ভৃগুবংশীয় ভবভূতি নামক মুনি লাবণ্যময়ী সুমুখী মূর্ত্তিমতী

তদীয় প্রভালক্ষ্মীর ন্যায় একটী দিব্যকন্যা সঙ্গে লইয়া রাজসভাস্থিত জগতীপতি হেমচূড়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৩৫—৩৬।

ঐ কন্যা তদীয় কুচদ্বয়ের সমধিক উন্নতিরূপ অবিবেক দ্বারা ও চরণ পদ্মদ্বয়ের সমধিক রাগদ্বারা এবং নেত্রদ্বয়ের চপলতাদ্বারা অতি-লজ্জিতা বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ৩৭।

রাজা তপঃশ্রী-সদৃশ ঐ কন্যাসমন্বিত মুনিবর ভবভূতিকে আসন-দানাদি দ্বারা সমাদর করিয়া যথোচিত পূজা করিয়াছিলেন। ৩৮।

ঐ কন্যাটীও ধীর গম্ভীর অথচ সুন্দর রাজাকে অবলোকন করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প, পরপীড়া নিবারণার্থে করুণা-পরতন্ত্র হইয়া ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়াছেন। পাপনাশক এতদীয় চূড়ারত্নের কিরণ দ্বারা যেন দশদিকে কুঙ্কুমবর্ণে রক্ষালিপি লিখিত হইতেছে। আহা দোদুল্যমান চামর দ্বারা কি শোভা হইয়াছে। বোধ হয় যেন জগতের উদ্ধারের নিমিত্ত সোচ্ছ্বাস সত্ত্বগুণ বিকীর্ণ করিতেছেন। আহা ইনি কি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী রত্নহার পরিধান করিয়াছেন। বোধ হয় নাগরাজ বাসুকি পাতাল-লোকের বিপৎশান্তি কামনায় ইঁহার সেবা করিতেছেন। কি সুন্দর আজানুলম্বিত বাহু! ইনি এই বাহুদ্বারা সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন এবং চিত্তে প্রচুর ক্ষমাগুণও ধারণ করিয়াছেন। কন্যাটী মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং তাহার প্রতি অভিলাষিণী হইলেন। ৩৯—৪৩।

মুনিবর ভবভূতি কুরঙ্গনয়না অনঙ্গের জীবনীশক্তিস্বরূপা ঐ কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া মহারাজ হেমচূড়কে বলিলেন। ৪৪।

জগজ্জনের নয়নরূপ শতদলপদ্মের বিকাশকারী আপনি ও ভগবান্ সূর্য্য এই দুইজন দ্বারাই জগজ্জনের অধিকতর শোভা হইয়াছে। ৪৫।

ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে আপনি এতই সাধুস্বভাব যে আপ-নার এতাদৃশ বিপুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও কোনরূপ মোহ বা গর্ব্ব নাই। ৪৬।

মহারাজ, আপনি লোকের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরায়ণ রাজা। আপনার এই মৈত্রীবুদ্ধিজনিত কীর্ত্তি অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছে। ৪৭।

আপনি অতি সরল দাতা ; দানজন্য আপনার কোন খেদ হয় না। আপনার পুণ্যকর্ম্মে কোনও ছলনা দেখা যায় না; এজন্য আপনি মনীষিগণের বিশেষ মাননীয়। ৪৮।

এই কমললোচনা কন্যাটী পদ্মগর্ভে উদ্ভূত হইয়াছে এবং মদীয় আশ্রমে হোমাবশিষ্ট দুগ্ধ আহার করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৪৯।

মহারাজ, আপনি এই কন্যাটীকে প্রধানা মহিষীরূপে গ্রহণ করুন। হে পুরুষোত্তম, লক্ষ্মী যেরূপ বিষ্ণুর যোগ্য, তদ্রূপ ইনি আপনারই যোগ্য। ৫০।

যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ফল যথাকালে তুমি দিবে। মুনিবর এই কথা বলিয়া যথাবিধি রাজাকে কন্যা দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। ৫১।

রাজা প্রিয়মহিষী পদ্মাবতীকে লাভ করিয়া, মন্মথ যেরূপ রতিকে পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন এবং পুণ্যবান্ লোক যেরূপ পুণ্যকার্য্যে রত হয়, সেইরূপ ইনিও মহিষীর সহিত রমণীয় উদ্যানবিহারে রত হইলেন। ৫২।

কিছুকাল পরে মহিষী পদ্মাবতী বংশবল্লীজাত মৌক্তিকের ন্যায় গুণে পিতার আদর্শস্বরূপ পদ্মচূড় নামে একটী কুমার প্রসব করিলেন। ৫৩।

শক্রাদি লোকপালগণ যাঁহার শাসন লঙ্ঘন করেন না এবং স্বয়ং ব্রহ্মাও যাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করেন, যদীয় সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ ও যিনি প্রার্থিগণের অভিলষিত বস্তু-প্রদানকারী কল্পপাদপসদৃশ, সেই রাজা মণিচূড় মুনিবচন স্মরণ করিয়া যথোচিতকালে বিপুল আয়োজন ও বিপুল দক্ষিণা দ্বারা অহিংসাযজ্ঞের আহরণ করিয়াছিলেন। ৫৪—৫৬।

সর্ব্বকামপ্রদ অবারিতদ্বার সেই যজ্ঞস্থলে ভার্গবপ্রমুখ মুনিগণ ও দুষ্প্রসহ প্রভৃতি নৃপতিগণ আগমন করিয়াছিলেন। ৫৭।

অসংখ্যধনবর্ষী সেই যজ্ঞ সমারব্ধ হইলে দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিয়া অগ্নিমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। ৫৮।

কৃশ ও বিকৃতবিগ্রহ রক্ষোরূপী ইন্দ্র রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত ভাব জ্ঞাপন করতঃ পান ও ভোজন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৫৯।

অনন্তর রাজার আজ্ঞানুসারে পরিচিত পরিজনগণ তাহাকে বিবিধ ভোজন দ্রব্য ও পানীয় আহরণ করিয়া দিল। ৬০।

তৎপরে রাক্ষস কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া রাজাকে বলিল, রাজন্, এসকল আমাদের প্রিয় নহে। আমরা মাংসাশী। ৬১।

সদ্যোহত প্রাণীর মাংস ও প্রচুর রুধির পাইলেই আমাদের তৃপ্তি হয়; অতএব ঐরূপ বস্তু যদি আপনার অভিপ্রেত হয় ত দিউন। ৬২।

আপনি সকলের সকল কামনা পূর্ণ করেন শুনিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনিও দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। এক্ষণে না বলা আপনার উচিত নহে। ৬৩।

করুণাপরায়ণ রাজা রাক্ষসের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং অহিংসা নিয়ম বশতঃ অর্থীর বৈমুখ্য হয় বিবেচনা করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। ৬৪।

তখন রাজা চিন্তা করিলেন যে দৈবাধীন এই ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। পরন্তু আমি দুঃসহ হিংসা সহ্য করিতে পারিব না; অথচ অর্থি-বৈমুখ্যও বড়ই দুঃসহ। ৬৫।

হিংসা ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই শরীর হইতে মাংস পাওয়া যায় না; কিন্তু আমি একটী পিপীলিকার পর্য্যন্ত কায়ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। ৬৬।

আমি সর্ব্বপ্রাণীকেই পবিত্র অভয় দক্ষিণা দিয়া কি প্রকারে এখন প্রাণী বধ করিয়া মাংস প্রদান করি। ৬৭।

করুণাকুল রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া রাক্ষসকে বলিলেন, আচ্ছা আমি নিজ শরীর হইতে মাংস ছেদন করিয়া রুধির ও মাংস তোমায় দিতেছি। ৬৮।

রাজা এঁই কথা বলিলে পর জগৎশুদ্ধ লোক ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং মন্ত্রিগণ কোন প্রকারেই তাঁহার দেহনাশের উদ্যমে অনুমোদন করিলেন না। ৬৯।

মহারাজ সমাগত নৃপতিগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক অতি আগ্রহসহকারে নিবারিত হইয়াও নিজ দেহ কর্ত্তন করিয়া তাহাকে মাংস রুধির ও বসা প্রদান করিলেন। ৭০।

যখন ঐ রাক্ষস মহারাজের রক্ত আকণ্ঠ পান করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতেছিল, তখন পৃথিবী ক্ষণকাল কম্পিতা হইয়াছিলেন। ৭১।

তৎপরে মহিষী পদ্মাবতী স্বামীর ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া বিলাপ করতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া ভূপতিতা হইলেন। ৭২।

রাক্ষসরূপী দেবরাজ মহারাজের এবম্ভূত বিপুল সত্ত্ব দেখিয়া রাক্ষস-রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন। ৭৩।

মহারাজ, আপনার এই আশ্চর্য্য ও দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া কোন ব্যক্তির দেহ রোমাঞ্চিত না হয়। ৭৪।

মহারাজ, আপনাতে রজোগুণের লেশমাত্রও নাই। আপনার পুণ্য আশ্চর্য্য ও অসামান্য। আপনার সত্ত্বগুণের উপমা নাই এবং ধৈর্য্যেরও সীমা নাই। ৭৫।

পুণ্যময় সজ্জনগণ এইরূপই পরদুঃখে দুঃখিত হয় ও দুর্ল্লভবস্তুতেও তাঁহাদের লোভ হয় না এবং শত্রুর প্রতিও তাঁহারা ক্ষমাবান্ হন। ৭৬।

মহাত্মগণের কি এক অপূর্ব্ব সত্ত্বোৎসাহ দেখা যায়, যাহা

দ্বারা তাঁহারা এতই করুণার্দ্র হন যে ত্রৈলোক্যশুদ্ধ প্রাণিমাত্রেই তাঁহাদের অনুকম্পাপাত্র হন। ৭৭।

দেবরাজ এই কথা বলিয়া দিব্য ঔষধ দ্বারা মহারাজকে সুস্থ ও প্রসন্ন করিয়া লজ্জাবনত হইয়া নিজধামে গমন করিলেন। ৭৮।

তৎপরে দেবপূজিত মহীপতি মণিচূড় যথাবিধি যজ্ঞ সমাপ্তি করিয়া সমাগত মুনিগণের পূজা করিয়াছিলেন। ৭৯।

রাজা মণিচূড় যজ্ঞান্তে রত্নবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং কন্যা গ্রাম ও পুরী দান করিয়াছিলেন; এবং ব্রহ্মরথ নামক তদীয় পুরোহিতকে একটী সুবর্ণালঙ্কারভূষিত দেবভোগ্য অশ্ব ও সেই ভদ্রগিরি নামক গজরাজটীও দান করিয়াছিলেন। ঐ গজটী একদিনে শতযোজন পথ যাইতে পারিত। ৮০—৮১।

মহারাজ ঐ গজরাজটী দান করিলেন দেখিয়া সমাগত রাজগণের মধ্যে দুষ্প্রসহ নামক একজন রাজা ঐ গজটীর প্রতি স্পৃহাবান্ হইয়াছিলেন। ৮২।

সমাগত রাজগণ যজ্ঞ দর্শন করিয়া বিস্ময় সহকারে প্রস্থান করিলে পর মহীপতি মণিচূড় যজ্ঞের ফল ভার্গবকে প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে মরীচিশিষ্য বাহীক নামক মুনি তথায় উপস্থিত হইয়া সমাদরের সহিত আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং স্বস্তিবচন সহকারে মহারাজকে বলিলেন। ৮৩—৮৪।

মহারাজ আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি; এক্ষণে মদীয় গুরু পরিচর্য্যার্থী হইয়া সামান্য জনের পক্ষে দুর্ল্লভ গুরু দক্ষিণা চাহিতেছেন।৮৫।

ইহ জগতে একমাত্র আপনাকেই বিধাতা দুর্ল্লভ বস্তুর প্রদানকারী সৃষ্টি করিয়াছেন। কল্পবৃক্ষ কখনইত বহু হয় না; উহা চিরকালই এক।৮৬।

অতএব তপঃকৃশ ও বৃদ্ধ মদীয় গুরুর পরিচর্য্যার্থে পুত্র সহিত পদ্মাবতী দেবীকে আপনি দান করুন। ৮৭।

বাহীক মুনি এই কথা বলিলে রাজা মনে মনে দয়িতাবিরহজনিত বেদনা সম্যক্‌রূপে স্তম্ভিত করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন। ৮৮।

মুনিবর, আমি আপনার অভীপ্সিত গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেছি। আমার জীবনাধিক প্রিয়তমাকে যুবরাজের সহিত প্রদান করিলাম। ৮৯।

রাজা এই বলিয়া সপুত্রা পদ্মাবতীকে মুনির পরিচর্য্যার্থে দান করিলেন। সত্ত্বময় মহাত্মগণের দান এইরূপই নিজজীবনের প্রতি নিঃস্নেহ হয়। ৯০।

বাহীক মুনিও বিরহক্লেশে কাতরা সপুত্রা রাজমহিষীকে গ্রহণ করিয়া আশ্রমে গমন পূর্ব্বক গুরুকে দান করিলেন। ৯১।

ইত্যবসরে বলদৃপ্ত কুরুরাজ দুষ্প্রসহ দূতমুখে রাজার নিকট ঐ ভদ্রগিরিনামক গজটী প্রার্থনা করিলেন। ৯২।

রাজা মণিচূড় গজটী পুরোহিতকে অর্পণ করিয়াছেন বিবেচনায় উহা দিলেন না। তখন দুষ্প্রসহ বিপুল সৈন্য সহকারে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলেন। ৯৩।

বলবান্ কুরুরাজ নগরের মার্গসকল রোধ করিলে পর মণিচূড়েব সৈন্যগণও রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়াছিল। ৯৪।

বীরকুঞ্জর রাজা মণিচূড় শত্রুবিদারণে সমর্থ হইলেও লোকক্ষয় ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া করুণাবশতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৯৫।

অহো রাজা দুষ্প্রসহ আমার পরম মিত্র ও অনুকূল; অধুনা এই গজটীর লোভে সহসা শত্রু হইয়াছেন। ৯৬।

সুজনের স্নেহ চিরকালই থাকে; মধ্যম লোকের স্নেহ শেষে বিলুপ্ত হয়; এবং দুর্জ্জনের স্নেহ পরিণামে ঘোর শত্রুতায় পরিণত হইয়া প্রাণনাশক হয়। ৯৭।

অহো, সামান্য বিভব লোভে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমাদের এই-রূপ পরপ্রাণনিপাতের জন্য উদ্যম হইতেছে। ৯৮।

অহো, কলহ কার্য্যে সমর্থ ও হিংসা দ্বারা অপ্রশান্তচিত্ত এবং রণরক্তে অভিষিক্ত রাজগণের ভোগের জন্য এরূপ সমুদ্যম হইয়া থাকে। ৯৯।

সেবার জন্য জীবন বিক্রয় করিয়াছে ঈদৃশ পিণ্ডার্থী কুক্কুরের সদৃশ ক্রূর ও খল রাজগণের কলহ বড়ই দুঃসহ। ১০০।

অহো, বিভবলুব্ধ রাজগণের বুদ্ধি কি নৃশংস যে উহা পরের সন্তাপে শীতল হয় এবং নিজের সুখের জন্যই ধাবিত হয়। ১০১।

যাহারা যুদ্ধজয়রূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া শোণিতপাতে রঞ্জিতা রাজশ্রী ভোগ করে, তাহাদের ক্রূরতর হৃদয়ে কিরূপে করুণালেশ থাকিতে পারে। ১০২।

এই রাজা দুষ্প্রসহ বিভবলোভে মোহিত হইয়া অপরাধী হইলেও আমার বধ্য নহে, বরং আমার কারুণ্যেরই পাত্র। ১০৩।

রাজা কারুণ্যবশতঃ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন ও বনে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইত্যবসরে চারিজন প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশ-মার্গে তথায় উপস্থিত হইলেন। ১০৪।

তাঁহারা রাজকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রশমশীল রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অভিলষিত তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিয়া-ছিলেন। ১০৫।

হে ভূপাল, মোহান্ধকারে অন্ধ সংসারী লোকের প্রতি সত্ত্বদর্শনজনিত বিবেক-সম্পন্ন তোমার দয়ালুতা বড়ই শোভা পাইতেছে। ১০৬।

রাজন্, আপনি আপনার অভিপ্রেত কার্য্যই করুন। বোধিতেই বুদ্ধি নিহিত করুন। সম্প্রতি আপনার নগর শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে। আপনি বনেতেই অবগাহন করুন। ১০৭।

নির্ঝরিণীর মধুর ঝঙ্কার ও শীতলবারিকণায় পরম সন্তোষপ্রদ নির্জন কানন-প্রদেশ প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তিরই প্রীতিপ্রদ। ১০৮।

প্রত্যেকবুদ্ধগণ এই কথা বলিয়া আকাশমার্গে রাজার গতি বিধান পূর্ব্বক প্রভাদ্বারা দিগন্ত আলোকিত করিয়া রাজার সহিত গমন করিলেন। ১০৯।

তাঁহারা নিজ আশ্রম হিমালয়তট-কাননে গমন করিলে পর রাজা মণিচূড় সম্যক্ শান্তি লাভ করিলেন। ১১০।

সত্ত্বসম্পন্ন রাজার বুদ্ধি বিবেক দ্বারা নির্ম্মল ছিল, এজন্য তিনি কাননভূমিকে প্রিয় বোধ করিয়াছিলেন। ১১১।

রাজরূপ সূর্য্য ভূধরে অন্তরিত হইলে প্রজাগণ মোহান্ধকারে পতিত হইয়া শোক করিয়াছিল। ১১২।

তৎপরে তাঁহার মন্ত্রিগণ মরীচি মুনির আশ্রমে গিয়া তাঁহার নিকট রাজ্য রক্ষায় সমর্থ রাজপুত্রকে প্রার্থনা করিলেন। ১১৩।

মুনিবর কর্ত্তৃক অকপটহৃদয়ে অর্পিত রাজকুমারকে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণ স্বনগরে গমনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে উদ্যোগী হইতে আদেশ করিলেন। ১১৪।

তৎপরে সৈন্যগণের উৎসাহদাতা রাজপুত্র সৈন্যগণের অগ্রসর হইয়া যুদ্ধস্থলে কুরুরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১১৫।

কুরুরাজ রাজপুত্র কর্ত্তৃক হতবিধ্বস্ত হইয়া এবং রথ ও কুঞ্জরাদি সমস্ত নষ্ট হওয়ায় পলায়নপরায়ণ হইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। ১১৬।

রাজা দুষ্প্রসহ বলবান্ রাজপুত্র কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইলে পর মন্ত্রিগণ তাঁহার হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিলেন এবং ভূমি ও ধৃতি দুইই প্রাপ্ত হইলেন। ১১৭।

কিছুকাল পরে কলুষাত্মা রাজা দুষ্প্রসহের নগরে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল এবং তৎসঙ্গে মড়কও উপস্থিত হইল। ১১৮।

রাজা দুষ্প্রসহ প্রজাগণের ভীষণ আপদ উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং যাহা কিছু মঙ্গল কার্য্য করিলেন তৎসমুদয়ই বিফল হইল দেখিয়া কোনরূপেই পরিত্রাণ পাইবার উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। ১১৯।

রাজা দুষ্প্রসহ অমাত্যগণকে বিপদের প্রতীকারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, যে মহারাজ, প্রজাগণের এই বিপৎ-পাত বড়ই দুঃসহ। যদি রাজা মণিচূড়ের সুধাবর্ষী চূড়ামণিটী লাভ করা যায়, তাহা হইলে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হয়। ১২০-১২১।

আমরা চারমুখে শুনিয়াছি যে মহারাজ মণিচূড় সংসারে বিমুখ ও বিবেকদ্বারা বিমলাশয় হইয়া হিমবান্ পর্ব্বতের তটভূমিতে বাস করিতেছেন। ১২২।

ভূমণ্ডলে চিন্তামণিসদৃশ মহারাজ মণিচূড় প্রার্থিত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মস্তক হইতে মণি দান্ করিবেন। তাঁহার নিকট এমন কি শরীর পর্য্যন্ত অদেয় নাই। ১২৩।

রাজা দুষ্প্রসহ মন্ত্রিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই অবধারণ করিলেন এবং মণিপ্রার্থনার্থে কয়েকটী ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। ১২৪।

ইত্যবসরে রাজা মণিচূড় বনে বিচরণ করিতে করিতে মুনিবর মরীচির আশ্রমের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১২৫।

তথায় মুনির আজ্ঞানুসারে ফলমূলাশিনী ধৃতব্রতা পদ্মাবতী দেবী বিজন বনে ভীতভাবে গমন করিতেছেন, এমন সময় মৃগয়াপ্রসঙ্গে তথায় সমাগত শবরগণ তাঁহাকে দেখিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় তিনি কম্পমানকলেবরা হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতেছিলেন। ১২৬-১২৭।

রাজা মণিচূড়, "হা মহারাজ মণিচূড়, রক্ষা কর" এইরূপ সুদুঃসহ কুরঙ্গীকূজিতসদৃশ সকরুণ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সবেগে ধাবিত

হইলেন ও রাহুসন্ত্রাসিত চন্দ্রের নিপতিত দ্যুতির ন্যায় নিজকান্তাকে দেখিলেন। ১২৮-১২৯।

রাজা মণিচূড় অঙ্গরাগবসনাদিরহিতা, কজ্জলপরিগ্রহবর্জিতা, হাররহিতস্তনমণ্ডলা ও অশ্রুকষায়নয়না কলহংসগামিনী পদ্মাবতী দেবীকে সম্ভোগসংযোগের অনিত্যতার সাক্ষিস্বরূপ অবলোকন করিলেন। তখন তাঁহার মর্ম্ম সংসারের অনার্য্য আচরণ বিচার করিয়া কর্কশ হইলেও কৃপারূপ ছুরিকা দ্বারা যেন ছিন্ন হইয়াছিল। ১৩০-১৩২।

অনাথা দেবী পদ্মাবতী ছত্রচামরবর্জিত লোকনাথ নিজনাথকে একাকী তথায় আগত দেখিয়া তাঁহার বিয়োগবিষে জর্জ্জরিতা ও তদ্দর্শনরসে আপ্লুতহৃদয়া হওয়ায় শোক ও হর্ষ উভয়েই অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন। ১৩৩—১৩৪।

শবরগণ রাজাকে দেখিয়া শাপভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। সূর্য্যের উদয় হইলে অন্ধকার কোনমতেই অবস্থান করিতে পারে না। ১৩৫।

ইত্যবসরে সর্ব্বপ্রাণীর আশয়শায়ী শান্তিবিদ্বেষ্টা কামদেব পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন। ১৩৬।

হে রাজীবলোচন মহারাজ, আপনার এই প্রণয়িনী প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এইরূপে বিজন বনে ত্যাগ করা উচিত নহে। ১৩৭।

হে রাজরাজ, ইনি আপনার মনোবৃত্তি অনুসারেই রাজ্যভোগসুখ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা ভাল দেখাইতেছে না। ১৩৮।

রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উহাকে বিবেকের অন্তরায় মনোভব বলিয়া চিনিতে পারিলেন ও হাস্য সহকারে প্রত্যুত্তর দিলেন। ১৩৯।

কামদেব, আমি তোমাকে জানি। শান্তি বা সংযমে তোমার ইচ্ছার লেশও নাই। সন্তোষশীলদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তোমার দ্বারা মোহিত হয় নাই। ১৪০।

রাজা এই কথা বলিলে পর কামদেব সহসা অন্তরিত হইলেন। বিরহাগ্নিসন্তপ্তা দেবী পদ্মাবতীও অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়াছিলেন। ১৪১।

কামবিজয়ী রাজা মণিচূড় পতিবিয়োগিনী অতিদুঃখিতা নিজজায়াকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ১৪২।

দেবি, তুমি ধর্ম্মকর্ম্মে লিপ্ত আছ। ইহাতে কোনরূপ দুঃখ করিও না। ভোগবিলাসাদি সমুদয়ই পরিণামে বিরস ও দুঃখপ্রদ। ১৪৩।

তরঙ্গসদৃশ-তরল-আয়ুঃসম্পন্ন দেহিগণের দয়িতাসঙ্গও পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় অতি চঞ্চল। ১৪৪।

সম্পদাদি কৃষ্ণবর্ণমেঘে বিদ্যুল্লতার ন্যায় মুহূর্ত্তকালমাত্র নৃত্য করিয়া লীন হয়। উহা সংসাররূপ সর্পের জিহ্বাস্বরূপ ও অতি চপল। ১৪৫।

ভোগবাসনার ক্ষণকাল পরেই বিয়োগ উপস্থিত হয়। বিভবসম্পত্তি স্বপ্নসময়ে বিবাহসদৃশ। সুখশ্রী বাতাহত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চলা। যাহা কিছু সংসারের ব্যবহার দেখিতেছ, তৎসমুদয়ই ভূতের নৃত্য জানিবে। ১৪৬।

করুণাই সকলের আশ্রয়ণীয়; লক্ষ্মী নহে। ধর্ম্মই আলোকপ্রদ; দীপ নহে। যশই রমণীয়; যৌবন নহে। তদ্রূপ পুণ্যই চিরস্থায়ী। জীবন চিরস্থায়ী নহে। ১৪৭।

সত্যব্রত রাজা এইরূপে নিজপত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া মহর্ষির আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন ও নিজে সন্তোষ ও পুণ্যময় সংসার-পরাঙ্মুখ মুনিগণের তপোবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৪৮।

ইত্যবসরে রাজা দুষ্প্রসহকর্ত্তৃক প্রেরিত পাঁচটী ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া অর্থিগণের একমাত্র বন্ধু বিশুদ্ধসত্ত্ব মহারাজ মণিচূড়কে বনান্তে দেখিতে পাইলন। ১৪৯।

তাঁহারা ভয়প্রযুক্ত অধীর হইয়া মন্দস্বরে স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ

করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস দ্বারা তীব্র দুঃখ জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন। ১৫০।

মহারাজ, রাজা দুষ্প্রসহের নগরে ক্রূর উপসর্গদ্বারা শান্তি নষ্ট হইয়াছে; তত্রত্য লোকগণের সমস্ত কামনাই নির্মূল হইয়াছে; কেবল আর্ত্তস্বরমাত্র আছে। ১৫১।

হে দেব, অশেষদোষের শান্তির একমাত্র কারণ ও ত্রৈলোক্য-রক্ষাকার্য্যে বিখ্যাতপ্রভাব ভবদীয় চূড়ামণিটী যদি দান করেন, তাহা হইলে সমস্ত উপসর্গের শান্তি হয়। ১৫২।

দয়াপরায়ণ চন্দনপল্লববৎ শীতল স্বচ্ছাশয় ও চন্দ্রকান্তমণিবৎ প্রকাশমান ভবাদৃশ মহাত্মগণই লোকের সন্তাপকালে রক্ষক হইয়া থাকেন। ১৫৩।

ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া করুণারসে আপ্লবমান রাজা মণিচূড় শ্রবণমার্গদ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্ট জনগণের সন্তাপের কথা চিন্তা করিয়া বলিলেন। ১৫৪।

আহা রাজা দুষ্প্রসহ দৈব উপসর্গে নিপীড়িত প্রজাগণের বিয়োগ-দুঃখজনিত মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ কিরূপে সহ্য করিতেছেন। ১৫৫।

এই আমার মস্তকমূলসমুদ্ভূত মণি সত্বর কর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করুন। অদ্য আমি ধন্য হইলাম; যেহেতু ক্ষণকালের জন্যও অর্থিজনের দুঃখক্ষয়ের কারণ হইলাম। ১৫৬।

রাজা মণিচূড় এই কথা বলিবামাত্র সসাগরা ধরিত্রী রাজার শির-স্তটের উৎপাটন জনিত তীব্র দুঃখ বশতই যেন বহুক্ষণ কম্পিতা হইয়া-ছিলেন। ১৫৭।

তৎপরে করুণাকোমলচিত্ত ও (ইদানীং অর্থিকার্য্যবশতঃ) সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র অপেক্ষাও তীক্ষ্ণচিত্ত রাজা মণিচূড় নিজহস্তে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা মস্তক পাটন করিতে উদ্যত হইলেন। ১৫৮।

মহারাজ মণিচূড়ের এই দুষ্কর কর্ম্ম অবলোকন করিবার জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সিদ্ধবিদ্যাধরগণ সমভিব্যহারে আকাশমার্গে আগমন করিয়াছিলেন। ১৫৯।

অর্থিগণের সুখের নিমিত্ত উদ্যুক্ত রাজা মণিচূড় মস্তক হইতে মণি উৎপাটনকালে রত্নপ্রভার ভ্রান্তিপ্রদ রক্তপ্রবাহে অভিষিক্তদেহ হইয়া প্রবল ব্যথা সহ্য করিয়াছিলেন। ১৬০।

রাক্ষসভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ সত্ত্ব ও ধৈর্য্যসম্পন্ন রাজা মণিচূড়কে তৎকালে তীব্রবেদনায় নিমীলিতনয়ন দেখিয়াও ক্ষণকালের জন্য নৃশংস ব্যবহার হইতে বিরত হন নাই। ১৬১।

রাজা নিজ শরীরে দুঃখ অনুভব করিয়া সংসারিগণের শরীর এবম্বিধ লক্ষ লক্ষ দুঃখে আক্রান্ত হয় বিবেচনা করিয়া অধিকতর দুঃখিত হইয়াছিলেন। ১৬২।

রাজা মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে এই দেহসংলগ্ন মণিদানদ্বারা আমি যাহা কিছু পুণ্যফল প্রাপ্ত হইলাম, তদ্দ্বারা আমি কামনা করি যে জনগণের পাপজনিত নরকে যেন উগ্র দুঃখ না হয়। ১৬৩।

রক্তলিপ্ত ও বসালিপ্ত সেই মণিটী নিশ্চল তালুমূল হইতে উৎপাটিত হইলে পর রাজা মূর্চ্ছাকুল হইয়াও অর্থীর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে বিবেচনায় সহর্ষ হইয়াছিলেন। ১৬৪।

রাজা কম্পিতাঙ্গুলিপল্লব নিজ হস্তদ্বারা ঐ মণিটী ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া মোহবশতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। ১৬৫।

সত্ত্বসম্পন্ন রাজা মণিচূড় দেবগণের পুষ্পবৃষ্টির সহিত ভূমিতে পতিত হইলে পর দ্বিজগণ মণি গ্রহণ করিয়া সত্বর রাজা দুষ্প্রসহের নগরে গমন করিলেন। ১৬৬।

রাজা তুষ্প্রসহ সেই মণি লাভ করিলে তাঁহার সমস্ত উপসর্গ প্রশমিত হইল এবং তিনি স্বর্গোচিত ভোগ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি বোধিসত্ত্বের সমস্ত সত্ত্বসন্তারণের উপযুক্ত সত্ত্বগুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৬৭।

ইত্যবসরে মরীচি, ভার্গব ও গৌতম প্রভৃতি মুনিগণ রত্নদানে বিখ্যাত সংজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজা মণিচূড়ের নিকট সমাগত হইলেন। ১৬৮।

মরীচিমুনির অনুগামিনী পদ্মাবতী দেবী রাজাকে পরিক্ষত অবস্থায় বিলোকন করিয়া ক্ষণকাল মোহবেগবশতঃ ছিন্ন বাললতার ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। ১৬৯।

তৎপরে নভশ্চর চারণগণকর্ত্তৃক রাজার প্রশংসাবাদ দিগন্তে সঞ্চারিত হইলে রাজপুত্র ও মন্ত্রিগণ সহ সমস্ত প্রজাগণ রাজার নিকট আগমন করিল। ১৭০।

তাহারা রক্তাক্তকলেবর ও প্রবলবেদনাক্লিষ্ট ভূপতিত রাজা মণিচূড়কে এত ক্লেশেও অক্ষীণসত্ত্ব অবলোকন করিয়া সকলেই এই অসম্ভব ঘটনার বিষয় জল্পনা করিতে লাগিল। ১৭১।

(তাঁহারা বলিয়াছিলেন) হায় কতকগুলি দুরাত্মা কুঠারিক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া এই দয়ার্দ্র সরল ও সদাচারী মহারাজরূপ ছায়াতরুকে ছেদন করিয়াছে। ১৭২।

আহা ইনি পরের জন্য জীবন ত্যাগ করিয়া কি চমৎকার দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সহকার বৃক্ষেরই সৌরভযুক্ত দেহ ছিন্ন হয় এবং উহাকেই উদার বলে। ১৭৩।

লুব্ধ জনের পক্ষে স্বজনও আত্মীয় হয়না এবং কামী ব্যক্তি ধনের অনুরোধ করে না। তদ্রূপ প্রাণিগণের হিতোদ্যত দয়ালু ব্যক্তির নিজ দেহও স্নেহপাত্র হয় না। ১৭৪।

অর্থিগণ যে প্রাণের জন্য সর্ব্বপ্রকারে দীনভাব প্রাপ্ত হয়

সেই প্রাণই দীনজনের উদ্ধরণেচ্ছু মহাত্মগণের পক্ষে তৃণতুল্য বিবেচিত হয়। ১৭৫।

মুনিগণের এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সাশ্রুনয়ন মরীচিমুনি রাজার নিকট আসিয়া প্রণয়পূর্ব্বক বলিলেন। ১৭৬।

রাজন্ আপনি দয়াবশতঃ লোকের প্রতি নিষ্কারণ বন্ধুভাব অবলম্বন করিয়া প্রজাগণের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়স্বরূপ নিজদেহ তৃণবৎ ত্যাগ করিয়াছেন। ১৭৭।

নিরপেক্ষবৃত্তি ও অর্থিবন্ধু আপনি কমলার আশ্রয়ভূত নিজদেহকে বিনাশ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই প্রাণপণ পুণ্যব্রতে আপনার কোনরূপ ফলস্পৃহা আছে কি না এবং আপনার চিত্ত অর্থীর জন্য তালুভেদ জনিত খেদে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে কি না। ১৭৮—১৭৯।

মুনিগণের সম্মুখে অদ্ভুতরসাবিষ্টমানস মরীচিমুনিকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া রাজা মণিচূড় প্রযত্নসহকারে বেদনা স্তব্ধ করিয়া এবং রক্তাক্ত মুখমণ্ডল প্রমার্জিত করিয়া বলিয়াছিলেন। ১৮০।

মুনিবর, আমার অন্য কোন ফলকামনা নাই। একমাত্র প্রবল অভিলাষ এই যে ঘোর সংসারে নিমগ্ন জন্তুগণের উদ্ধারের নিমিত্তই আমি সংসারে যেন আসি। ১৮১।

অর্থিজনের প্রিয় এই দেহচ্ছেদে আমার কিছুমাত্রও বিকার হয় নাই। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার এই শরীর সুস্থ হউক। ১৮২।

সত্যধন রাজা এইরূপ সত্ত্বগুণোচিত বাক্য বলিবামাত্র তাঁহার সত্যবলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর আরোগ্য লাভ করিল এবং মস্তকস্থ রত্নও উদ্ভূত হইল। ১৮৩।

তদনন্তর ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি হর্ষান্বিত দেবগণ এবং মুনিগণ কর্ত্তৃক

পৃথিবী পালনের জন্য প্রার্থিত হইয়াও রাজা মণিচূড় আর ভোগাভিলাষী হইলেন না। ১৮৪।

প্রাপ্তসংজ্ঞা পদ্মাবতী দেবী মুনিকর্ত্তৃক প্রযুক্তা হইয়া রাজপুত্রের সহিত নিজের বিরহবেদনার শান্তির নিমিত্ত প্রজাগণের সুখকর রাজার সিংহাসনারোহণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৫।

তৎপরে কৃপাপরায়ণ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকবুদ্ধগণ জগতের হিতার্থে দেহপ্রভাদ্বারা দিগন্ত পূর্ণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন ও সহাস্য বদনে রাজাকে বলিলেন। ১৮৬।

রাজন্, বহুকালের পর বিরহের অবসান হইয়াছে ; এখন রাজপুত্র বা দেবী পদ্মাবতী কেহই অসহ্য পরিত্যাগদশা সহ্য করিতে পারিবেন না। দুঃখপরম্পরা বারংবার উপর্য্যুপরি হইতে পারে না। ১৮৭।

যিনি শরণাগত ব্যক্তির দুঃখনাশার্থে নিজ দেহ অর্থীকে প্রদান করেন, তিনি স্বজনের প্রতি কিরূপে উপেক্ষা করিবেন। ইহাও পরোপকার ধর্ম্ম জানিবে। ১৮৮।

নরেশ্বর প্রত্যেকবুদ্ধগণকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তথাস্তু নিশ্চয় করিয়া বিমানদ্বারা আকাশমার্গে নিজপুরীতে গমন করিয়া পুত্রের সহিত নিজ রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৯।

এইরূপে বিপুলসত্ত্ব ও সত্যবান্ বোধিসত্ত্ব সুচিরকাল রাজ্য ভোগ করিয়া সৌগতধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ জিনমন্দির, মণিময় চৈত্য এবং ছত্র রত্ন ও প্রদীপ প্রভৃতি দ্বারা বিপুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯০।

ভগবান্ বুদ্ধ দানোপদেশ দ্বারা ভিক্ষুকগণের সম্যক্ সম্বুদ্ধিলাভের জন্য এইরূপ নিদর্শনস্বরূপ নিজের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ১৯১।

চতুর্থ পল্লব

মান্ধাত্রবদান

शोभन्ते भुवनेषु भव्यमनसां यन्नाककान्ताकर-
प्रौढोद्धूतचारुचामरसितच्छत्रस्मिताः सम्पदः ।
यच्चोत्सर्पति तर्पितश्रुति यशः कर्पूरपूरोज्ज्वलं
स्वल्पं दानकणस्य तत् फलमहो दानं निदानं श्रियः ॥१॥

স্বর্গীয় অপ্সরাগণের বাহুদণ্ড দ্বারা সঞ্চালিত মনোজ্ঞ চামরকলাপ যাহার হাস্যচ্ছটা বলিয়া গণ্য হয়, এরূপ অতুল সম্পদ্ এবং কর্পূররাশির ন্যায় উজ্জ্বল ও কর্ণের পরিতৃপ্তিজনক যশোগান ত্রিভুবনস্থ পুণ্যশীল গণেরই হইয়া থাকে। এ সকলই তাঁহাদের সামান্যমাত্র দানের স্বল্পমাত্র ফল বলিয়া জানিবে। দানই সকল সম্পদের নিদান। ১।

উপোষধ নামে প্রভাবশালী এক রাজা ছিলেন। দেবগণ দুগ্ধোদধির সুধার ন্যায় তদীয় কীর্ত্তিও অতিশয় ভাল বাসিতেন। ২।

বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও তেজস্বী এই পৃথিবীপালের সম্মুখে প্রণাম-কালে এমন কোন রাজা ছিল না, যাহার মস্তক স্বয়ং নত হয় নাই। ৩।

বিশুদ্ধা বুদ্ধি যেমন ধর্ম্ম দ্বারা ভূষিত হয়, দয়ালুতা যেমন দান-দ্বারা অলঙ্কৃত হয় এবং ঐশ্বর্য্য যেমন বিনয়দ্বারা শোভিত হয়, তদ্রূপ ইহাঁর দ্বারা পৃথিবী ভূষিত হইয়াছিলেন। ৪।

ইনি গুণবান্, উন্নতবংশসম্ভূত ও চন্দ্রসদৃশ বিমলকান্তি ছিলেন বলিয়া অন্যান্য রাজগণ আতপত্রের ন্যায় ইহাঁকে মস্তকোপরি স্থান দিয়াছিলেন। ৫।

গঙ্গাজলের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল এতদীয় যশ রাজগণ শিরোধার্য্য করিতেন। উহা ত্রিভুবনের আভরণস্বরূপ হইয়া ত্রিলোকে অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। ৬।

ইনি দেবরাজ ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ ছিলেন এবং সহস্র সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ষষ্টি সহস্র সুন্দরী নারী ইহাঁর কলত্র ছিলেন। ৭।

একদা ইনি মুনিগণের রক্ষার নিমিত্ত রাক্ষসগণের ধ্বংসসাধন মানসে অশ্বারোহণ করিয়া তপোবনভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন। ৮।

তথায় কতিপয় রাজর্ষি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া একটি মন্ত্রপূত জলপূর্ণ কলস রাখিয়াছিলেন। ইনি পথশ্রান্তি বশতঃ পিপাসার্ত্ত হওয়ায় ঐ কলসের সমস্ত জলই পান করিয়াছিলেন। ৯।

মহীপতি বিজনস্থানে প্রাপ্ত কলস হইতে ঐ মন্ত্রপূত জল পান করিয়া যখন রাজধানীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ১০।

স্বপ্ন মায়া ও ইন্দ্রজালাদি যাহার কৌতুকবারির এক একটি বিন্দু স্বরূপ, সেই ভবিতব্যতাই শত শত আশ্চর্য্য কর্ম্মের আকর ও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালিনী। ১১।

বিবিধ বিচিত্র কর্ম্মের বিধানকর্ত্তা বিধাতার আশ্চর্য্য লিপিবিন্যাসের কে অন্যথা করিতে পারে। ১২।

কালক্রমে রাজা উপোষধের মস্তকে একটি ব্রণ হইল এবং ঐ ব্রণ-স্থান ভেদ করিয়া সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী দিব্যকান্তি কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৩।

রাজপত্নীগণ বাৎসল্য বশতঃ প্রস্রুতক্ষীরা হইয়া জগৎসাম্রাজ্য রক্ষা উদ্দেশে মূর্ত্তিমান্ পুণ্যসদৃশ ঐ বালককে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪।

এই শ্লাঘ্য শিশু আমাকে জননী পদে ধারণ করিবে, রাজপত্নীগণ

পরস্পর এইরূপ আলাপন করিতেছিলেন বলিয়া ঐ রাজকুমারের নাম মান্ধাতা হইল। ১৫।

ঐ বালক পুণ্যক্রীড়া করিবার জন্য অক্ষয় আয়ুঃকাল লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ছয়জন ইন্দ্রের পতনকাল পর্য্যন্ত ইনি বাল্য-লীলাতেই বর্ত্তমান ছিলেন। ১৬।

অতঃপর ইনি নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন এবং পিতার স্বর্গারোহণের পর পুরুষক্রমাগত রাজ্য লাভ করিলেন। ১৭।

ইহাঁর পুণ্যবলে দিবৌকসনামক যক্ষ ভৃত্যরূপে ইহাঁর অভিষেকের সমস্ত দিব্য উপকরণ আহরণ করিয়াছিলেন। ১৮।

ইনি উষ্ণীষশেখর ও স্বর্ণমুকুট ধারণ করিলে শরৎকালীন মেঘের উপর সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা হইত। ১৯।

ইহাঁর অভিষেক কালে চক্র, অশ্ব, মণি, হস্তী, স্ত্রী, গৃহ ও সেনা এই সাতটি রত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ২০।

শক্রবিজয়ী রাজা মান্ধাতার সহস্র পুত্র হইয়াছিল এবং সকল পুত্রই পিতার ন্যায় রূপবান্ ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিল। ২১।

রাজা মান্ধাতা চতুঃসাগরমেখলা এই বিপুল বসুধাকে নিজহস্তে ধারণ করিয়া বাসুকিদেবের মস্তকের বিশ্রান্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ২২।

ইনি ত্রিভুবনের সন্তাপনাশে বদ্ধপরিকর ছিলেন। লক্ষ্মী ইহাঁকে নূতন আশ্রয় পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মান্ধাতা ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ২৩।

ইহাঁর কীর্ত্তি জাহ্নবীর ন্যায় ত্রিভুবনের পবিত্রতাকারিণী ছিল। প্রভাবই ইহাঁর সম্পদের আভরণ ছিল। ইনি পুণ্যলতার প্রথম পুষ্পোদ্গম স্বরূপ ছিলেন। ২৪।

একদা মান্ধাতা মন্ত্রিগণের সহিত বনান্তভূমিতে বিচরণ করিতে-ছিলেন ও মনোজ্ঞ বিকসিত পুষ্পরাশির শোভা বিলোকন করিতে-ছিলেন। ২৫।

তথায় তিনি কতকগুলি পক্ষহীন পাদচারী পক্ষী দেখিতে পাইলেন। তাহারা যেন আকাশগতির কথা স্মরণ করিয়া দুঃখে কৃশ হই-য়াছিল। ২৬।

রাজা বস্ত্রহীন ও বৃত্তিহীন দরিদ্রগণের ন্যায় পক্ষহীন এবং গতিহীন বিহগগণকে বিলোকন করিয়া কৃপাপরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন। ২৭।

আহা এই দীন বিহগগণ কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে যে ইহারা পক্ষহীন হইয়া অতিকষ্টে পদদ্বারা বিচরণ করিতেছে। ২৮।

করুণাকুলিতচিত্ত রাজা এই কথা বলিলে পর তাঁহার সম্মুখস্থ সত্য-সেন নামক মন্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন। ২৯।

মহারাজ, আমি বনেচরগণের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, কি কারণে এই সকল পক্ষিগণের পক্ষ-পাত হইয়াছে। ৩০।

এই পুণ্যধাম তপোবনে তপস্বী স্বাধ্যায়নিরত ও দীপ্ততেজা পাঁচ শত মুনি বাস করেন। এই পক্ষিগণ সর্ব্বদাই বনমধ্যে কোলাহল করিয়া ইহাঁদের অধ্যয়ন ধ্যান ও জপের বিঘ্ন সম্পাদন করিত। ৩১—৩২।

মুনিগণ কর্ণজ্বরকারী বিহগগণের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঐ দলবদ্ধ বিহগগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শাপানলে অপরাধী পক্ষিগণের পক্ষসকল ক্ষণকালমধ্যে বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। ৩৩—৩৪।

এই সেই বিহগগণ পক্ষরহিত হইয়া অতিকষ্টে আপনার বিপক্ষ-গণের বনমধ্যে পাদদ্বারা বিচরণ করিতেছে ও অত্যন্ত শ্রম বোধ করি-তেছে। ৩৫।

রাজা মান্ধাতা অমাত্যকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণা-পরায়ণ হইলেন এবং পক্ষিগণের শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বড়ই তাপিত হইলেন। ৩৬।

অহো শান্তিপরায়ণ বনবাসী মুনিগণেরও কি ভয়ানক ক্রোধ। অঙ্গারবর্ত্তী অগ্নি ও মুনিগণের পরিণত তেজ নিশ্চয়ই দগ্ধ করিবে। ইহাঁদিগকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না। ৩৭।

যাঁহারা ক্ষমাবারি দ্বারা কোপতপ্ত মনের পরিষেচন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিজসুখের জন্য মিথ্যা তপস্যা করার প্রয়োজন কি। ৩৮।

যাঁহাদের বুদ্ধি প্রসন্ন ও মন মৈত্রীসম্পন্ন এবং যাঁহাদের দয়া দান সংযম ও ক্ষমা আছে, তাঁহাদেরই তপস্যা প্রশংসনীয়। তদন্য ব্যক্তির পক্ষে তপস্যা শরীরশোষণমাত্র। ৩৯।

কোপান্বিত ব্যক্তির তপস্যায় কি প্রয়োজন; ভীরু ব্যক্তির বলের কি প্রয়োজন; লুব্ধ ব্যক্তির ধন নিষ্ফল; দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তির শাস্ত্রাভ্যাসও নিষ্ফল। ৪০।

ঈদৃশ কলুষিতচিত্ত কোপপরায়ণ দুঃসহ মুনিগণ আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাউক। ৪১।

রাজা এই কথা বলিয়া তখনই লোকদ্বারা মুনিগণকে বলিয়া পাঠাই-লেন, যে যেপর্য্যন্ত আমার অধিকার আছে, সেপর্য্যন্ত ভূমি তোমরা ত্যাগ করিয়া যাও। ৪২।

মুনিগণ বিহঙ্গগণের পক্ষ-পাত দর্শনে কুপিত রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৩।

এই রাজা মান্ধাতা চতুঃসাগরমেখলা পৃথিবীর অধিপতি। আমরা এখন কোন দেশে যাইব যাহা ইহাঁর অধিকারভুক্ত নহে। ৪৪।

মুনিগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া কনকাচলের পার্শ্বে দেবগণে ও সিদ্ধগণে সমাকীর্ণ জম্বুখণ্ডের নিকট গমন করিলেন। ৪৫।

অনন্তর রাজা মান্ধাতার প্রভূত প্রভাববলে পৃথিবী কর্ষণ না করিলেও প্রচুর শস্য প্রদান করিতে লাগিলেন ও আকাশ রত্ন ও বস্ত্র প্রসব করিতে লাগিল। ৪৬।

রাজা মান্ধাতার শাসনানুসারে সমূহবর্ষী মেঘগণ সপ্তাহকাল ধরিয়া অনবরত সুবর্ণবৃষ্টি করিয়াছিল। তদ্দর্শনে ইন্দ্র বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন। ৪৭।

ইনি নিজ মহৎ প্রভাব বলে সৈন্যগণের সহিত আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক দিব্য লোকের আবাসস্থান পূর্ব্ববিদেহ নামক দ্বীপ নিজবশে আনিয়াছিলেন। ৪৮।

তাঁহার আকাশগমনকালে বলবীর্য্যসম্পন্ন অষ্টাদশ কোটি যোদ্ধা সৈন্য অগ্রগামী হইয়াছিল। ৪৯।

ইনি গোদানীয় দ্বীপ ও উত্তর-কুরু প্রদেশ এবং সুমেরুর পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল নিজ শাসনের অধীন করিয়াছিলেন। কুত্রাপি ইহাঁর আজ্ঞার লঙ্ঘন হইত না। ৫০।

চতুর্দ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি রাজা মান্ধাতা বহু ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত সুমেরু পর্ব্বতের কনকময় সানুপ্রদেশে বিহার করিয়াছিলেন। ৫১।

দেবতুল্য রাজা মান্ধাতা একদা দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আকাশমার্গে গমন করিতেছিলেন। সে সময় ইহাঁর পার্শ্বচর হস্তিগণকে দেখিয়া লোকে মনে করিয়াছিল, যে দশদিক্‌ব্যাপ্ত প্রকাণ্ড নীলমেঘের উদয় হইয়াছে। ৫২।

তাঁহার হস্তী ও অশ্বগণের পুরীষ আকাশ হইতে মেরুপার্শ্ববর্ত্তী তপস্বী পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাসিত মুনিগণের মস্তকে পতিত হইয়াছিল। ৫৩।

তৎপরে মুনিগণ ক্রোধরক্ত নয়নে আকাশপথ বিলোকন করায় তাঁহাদের নেত্রপ্রভায় দশদিক্ রক্তবর্ণ হইয়াছিল। ৫৪।

এ কি? এ লোকটা কে? এই কথা বলিয়া যেই তাঁহারা শাপানল ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় দেবদূত তথায় আগমন করিয়া হাস্যসহকারে তাঁহাদিগকে বলিলেন। ৫৫।

সমস্ত রাজগণ যাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করেন, ইনি সেই ইন্দ্রসদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্ রাজা মান্ধাতা। ইনি সম্প্রতি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে আকাশমার্গে গমন করিতেছেন। বাণী ইঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়া আপনাকে ধন্যা ও পুণ্যা বোধ করেন। সর্ব্ববিধ সুখ সম্পদ্ ইঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তথাপি ইঁহার কখনও বৈভব জন্য গর্ব্ব দেখা যায় নাই। ৫৬-৫৮।

ইনি ধনদানব্যপদেশে কুবেররূপ, শক্তিশালী বলিয়া কার্ত্তিকেয়রূপ, বৃষ (ধর্ম্ম) যোগ বশতঃ মহাদেবরূপ, লক্ষ্মীর আশ্রয় বলিয়া বিষ্ণুরূপ, প্রতাপশালী বলিয়া সূর্য্যরূপ, সর্ব্বজনের আহ্লাদক বলিয়া চন্দ্ররূপ এবং গর্ব্বিত জনের দর্পচ্ছেদ করেন বলিয়া ইন্দ্ররূপ, ইত্যাদি নানাবিধ দিব্যরূপ ধারণ করেন। ৫৯-৬০।

বলি রাজা পাতালে গিয়াছেন এবং দধীচি মুনি অস্থিশেষ হইয়াছেন। পরন্তু ইঁহার দানপ্রভাবে অদ্যাপি সমুদ্র ক্ষোভ পরিত্যাগ করেন নাই। ৬১।

দেবদূতের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণের মধ্যবর্ত্তী দুর্ম্মুখ নামক মুনি আকাশে শাপজল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৬২।

তদ্দর্শনে সেনানায়ক হাস্য করিয়া ঐ মুনিকে বলিয়াছিলেন, মুনিবর, ক্রোধ সংবরণ করুন, বৃথা তপঃক্ষয় করিবেন না। ৬৩।

আপনার এই অভিশাপ মহীপতির নিকট গিয়া বিফল হইবে ও

আপনিও লজ্জিত হইবেন। হায়, আপনারা যাহাদের পক্ষচ্ছেদে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহারা সেই পক্ষিগণ নহে। ৬৪।

সেনাপতি এই কথা বলিলে পর রাজা সম্মুখবর্ত্তী নিজ সৈন্য-গণকে অভিশাপ বশতঃ স্তব্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও বলিলেন, এ কি? ৬৫।

অনন্তর সেনাপতি কুপিত হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, মহারাজ, সেই সকল মহর্ষিগণের শাপে আমাদের সৈন্য স্পন্দহীন হইয়াছে। ৬৬।

এই আপনার চক্ররত্ন শাপবশতঃ আকাশে বিঘূর্ণিত হইয়া মেঘ দ্বারা সংরুদ্ধ সূর্য্যের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬৭।

রাজা সেনাপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সম্মুখে তদ্রূপই দেখিয়া একবারমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই প্রচণ্ড শাপকে বিফল করিলেন। ৬৮।

মহারাজ কৃপাপরবশ হইয়া মহর্ষিগণের দেহনাশ করিলেন না, কেবল তাঁহাদের জটাভার ভূমিতে পাতিত করিলেন। ৬৯।

যাঁহারা ক্রোধ ও মোহকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের মস্তকে বৃথা ভারভূত হইয়া থাকা আমাদের উচিত নহে, একারণ লজ্জিত হইয়াই যেন জটাভার ভূমিতে লীন হইয়াছিল। ৭০।

তৎপরে রাজা মান্ধাতা দেবগণের আবাসস্থান মেরুপর্ব্বতের শিখরে গমন করিয়া সুদর্শন নামক একটি প্রিয়দর্শন পুরী দেখিতে পাইলেন। ৭১।

বিখ্যাত নাগগণ সমুদ্র-জল হইতে নির্গত হইয়া তথায় রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে। স্রমালাধর-নামক যক্ষগণ করোটাস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া নগররক্ষা করিতেছে। অন্যান্য মহারাজকায়িক-নামক বলবত্তর দেবগণ ও কবচায়ুধধারী চারিজন মহারাজও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত

আছেন। রাজা মান্ধাতা নিজপ্রভাবে ইহাঁদিগকে জয় করিয়া নিজ সেনার অগ্রগামী করিয়া লইলেন। ৭২-৭৪।

তৎপরে কল্পদ্রুম ও কোবিদার বৃক্ষে মনোরম পারিজাতনামক দেবগণের আশ্রয় স্থান দেখিয়াছিলেন। এবং মেরুপর্ব্বতের মস্তকে শুভ্রবর্ণ মালার ন্যায় বিদ্যমান সুধর্ম্মা নামে দেবসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৭৫-৭৬।

যে সভায় সুবর্ণ বিদ্রুম ও বৈদূর্য্য মণি দ্বারা নির্ম্মিত স্তম্ভ-সম্ভারে উজ্জ্বল বৈজয়ন্ত নামক বিখ্যাত প্রাসাদ শোভিত হইতেছে। যেখানে পদ্মিনীগণ বদনসদৃশ পদ্মদ্বারা ও অলকসদৃশ ভৃঙ্গদ্বারা সুরনারীগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সুরনারীগণও পদ্মিনীগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মণিময় ভূমি, স্তম্ভ ও ভিত্তিতে দেবগণের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় এক সুরলোককেই অনেক সুরলোকের ন্যায় বোধ হইতেছে। যেখানে দিক্-সকল রত্নময় তোরণ ও প্রাসাদের কিরণজালে চিত্রিত হইয়া শত শত ইন্দ্রায়ুধ দ্বারা চিত্রিত বলিয়া বোধ হইতেছে। যেখানে আনন্দদায়িনী নন্দনবনশ্রী মন্দ পবন দ্বারা চালিত কল্পবৃক্ষের পল্লবরূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া যেন নৃত্য করিতেছে। যেখানে চৈত্ররথ নামক মনোরম দেবগণের উদ্যান কাম ও বসন্তের নিত্য উৎসব স্থান হওয়ায় প্রেমিকগণের কামনা পূর্ণ করিতেছে। সেই সর্ব্বকামপ্রদ, সর্ব্বসুখের আগার ও সকল ঋতুর কুসুমে উজ্জ্বল সর্ব্বাতিশায়ী দেবগণের আশ্রয় অবলোকন করিয়া রাজা বিস্ময়বশতঃ মুহূর্ত্তকাল নির্নিমেষলোচনে দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন এবং চিন্তা করিয়াছিলেন যে ইহাই পুণ্যবান্‌গণের পুণ্যফলভোগের স্থান। ৭৭—৮৪।

তিনি তথায় উড্ডীয়মান অলিকুলে পরিব্যাপ্ত মদগন্ধে আমোদিত মূর্ত্তিমান্ নন্দনকাননের ন্যায় ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তী দেখিয়াছিলেন। ৮৫।

দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীন্দ্র মান্ধাতা সমাগত হইয়াছেন জানিতে

পারিয়া অত্যন্ত হর্ষসহকারে সমস্ত দেবগণের সহিত প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিলেন। ৮৬।

নিরহঙ্কার রাজরাজ মান্ধাতা দেবরাজ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রত্নরাজি বিরাজিত সভাভূমিতে গমন করিলেন। ৮৭।

অন্যান্য দেবগণ রত্নময় পর্য্যঙ্ক শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইলে পর রাজা মান্ধাতা ইন্দ্রের আসনার্দ্ধে উপবেশন করিলেন। ৮৮।

সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র উভয়ে একাসনে উপবিষ্ট হইলে তখন উভয়ের উদার গুণ ও রূপের কোনরূপ বিভেদ পরিলক্ষিত হয় নাই। ৮৯।

তৎপরে সভাস্থ সমস্ত দেবগণের নয়নভৃঙ্গ রাজা মান্ধাতার মুখপদ্মে আসিয়া মধুপানাসক্ত হইলে পর ইন্দ্র রাজাকে বলিয়াছিলেন। ৯০।

হে তেজোনিধে, তোমার পদমর্য্যাদা কি প্রশংসনীয়। ভগবান্ সূর্য্য যেরূপ স্বর্গরাজ্য ভূষিত করিতেছেন, তদ্রূপ তুমিও ভূমিরাজ্য ভূষিত করিতেছ। ৯১।

অত্যুন্নত ও প্রভাবসম্পন্ন তৃতীয় সাম্রাজ্যের বিজয়ধ্বজা ত্বদীয় শুভ্রযশোরূপ অংশুক মস্তকে ধারণ করিয়া ত্রিভুবনমধ্যে শোভিত হইতেছে। ৯২।

মদীয় কর্ণ ও নেত্র ত্বদীয় কথামৃতপানের নিমিত্ত এবং ত্বদীয় দর্শনরসের আস্বাদের জন্য সরস্বতীকে (বাণীকে) প্রেরণা করিতেছে। ৯৩।

তুমি সুকৃত বশতঃ মহাবিভব প্রাপ্ত হইয়া লোকসমাজে কর্ম্ম-ফলের নিশ্চয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছ, লোকের আর এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৯৪।

হে পুণ্যোচিতাচার, যেহেতু ভবাদৃশ ব্যক্তিকে পুণ্যবশতঃ চক্ষুদ্বারাই দেখিতে পাওয়া যায়, একারণ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে চক্ষুই প্রধানতঃ স্পৃহণীয়। ৯৫।

দেবরাজ এই কথা বলিলে পর যশোনিধি মান্ধাতা নতানন হইয়া বলিলেন, ইহা সমস্তই আপনার প্রসাদ প্রভাবে হইয়াছে। ৯৬।

এইরূপ দেবগণকর্ত্তৃক নিত্য সমাদরসহকারে পূজ্যমান রাজা মান্ধাতা ষড়িন্দ্রভোগকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিয়াছিলেন। ৯৭।

দেবগণ তাঁহার পরাক্রমে বিশ্বাস স্থাপন করায় দেবরাজের জয়সমৃদ্ধি হইয়াছিল; তাঁহাদের কোনরূপ অপায় হয় নাই। ৯৮।

প্রচণ্ড দানবগণের সংগ্রামের সময় দেবগণ শৌর্য্যসম্পন্ন মহাতরু-স্বরূপ রাজা মান্ধাতার ভুজচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। ৯৯।

রাজা মান্ধাতা যে কালপ্রবাহে তাঁহার নিজ পুণ্যপণে ক্রীত অক্ষয় সুখ ভোগ করিতেছিলেন, সেই কালপ্রবাহমধ্যে ছয়জন ইন্দ্রের পতন হইয়াছিল। ১০০।

নির্ম্মল মনই সৎকর্ম্মের ফলভোগের চিহ্নস্বরূপ। মন কলুষিত হইলেই পতন নিকটবর্ত্তী হয়। ১০১।

অনন্তর কালক্রমে রাজা মান্ধাতার মন কলুষিত হইয়াছিল। তিনি অভিমানে ও লোভে অভিভূত হইয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে এই দেব-গণের সমৃদ্ধি আমারই বাহুবলে রক্ষিত হইয়াছে। আমি অর্দ্ধাসন গ্রহণ করিয়া আর বিড়ম্বিত হইবনা। অতঃপর আমি একাকী ত্রিভুবনের রাজা হইব। অন্য কাহাকেও লক্ষ্য করিব না। আমার এই বাহুই ত্রিজগতের ভারগ্রহণে সমর্থ। আমি ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করিয়া ও স্বয়ংবরার ন্যায় এই স্বর্গসাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়া ত্রিভুবনমধ্যে একাতপত্রতিলক রাজ্য করিব। ১০২-১০৫।

রাজা মান্ধাতা এইরূপ চিন্তা করিয়া ইন্দ্রদ্রোহে অভিলাষী হইলে শুভ্রবর্ণা তদীয় প্রভাবশ্রী পর্য্যুষিত মালার ন্যায় ম্লানতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১০৬।

লক্ষ্মীরূপ নদী অভ্যুদয়রূপ মেঘোদয়ে উদ্রিক্ত হইয়া সৌজন্যরূপ তটকে পাতিত করে এবং লুব্ধমনোরূপ জলকে কলুষিত করিয়া থাকে। ১০৭।

পাপাকুলিত চিত্ত বিপদের অগ্রদূতস্বরূপ। ইহা বড়ই দুঃসহ। ইহা মহৎব্যক্তিরও সুকৃতের উন্মূলনে সমর্থ হয়। ১০৮।

রাজা মান্ধাতা পূর্ব্বোক্ত পাপবুদ্ধির কল্পনা করায় ক্ষণকাল মধ্যে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। ১০৯।

অনভ্যাস বিদ্যা নষ্ট করে; গর্ব্ব সম্পত্তি নষ্ট করে; বিদ্বেষ সাধুতা নষ্ট করে; লোভ অভ্যুদয় নষ্ট করে। ১১০।

হায়, বিভবমদে মত্ত জনগণের অভ্যুদয় কিরূপ উৎকর্ষের শিখরে আরোহণ করিয়া হঠাৎ অধঃপতিত হয়। ১১১।

মান্ধাতা পূর্ব্বজন্মে সর্ব্বময় বিভুকে পূজা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে ইন্দ্রেরও স্পৃহণীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১২।

ইনি প্রচুর ভোজ্যবস্তু সংবলিত পূর্ণপাত্র দান করিয়াছিলেন; তাহারই প্রভাবে এইরূপ বিস্ময়াবহ ইন্দ্রাধিক প্রভাব হইয়াছিল। ১১৩।

ইনি পূর্ব্বজন্মে বন্ধুমতীনামক নগরীতে উৎকরিক নামক শুচি-স্বভাব বণিকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১৪।

সর্ব্বপ্রাণীর উদ্ধারের জন্য উদ্যত সম্যক্‌সম্বুদ্ধভাবাপন্ন বুদ্ধ বিপশ্যী ভিক্ষার জন্য ইহাঁর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১১৫।

ইনি প্রসন্নচিত্তে তদীয় ভিক্ষাপাত্রে একমুষ্টি মুদ্গ ও চারিটি ফল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কয়েকটি মুদ্গ অসাবধানতা বশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। ১১৬।

সেই দানপ্রভাবে পৃথিবীপতি মান্ধাতা সমস্ত দ্বীপের অধিপতি হইয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৭।

যেহেতু অন্যমনস্ক হওয়ায় কয়েকটি অবশিষ্ট মুদ্গ ভূমিপতিত

হইয়াছিল, একারণে ইনি সুখভোগের শেষকালে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিলেন। ১১৮।

সংকল্পপরম্পরা যেখানে বিকলাঙ্গবৎ লুঠিত হয় অর্থাৎ যেখানে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না, এবং যাহা স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালমধ্যে কদাপি স্ফুরিত হয় না, ঈদৃশ দানরূপ কল্পদ্রুমের অতুলনীয় ফল-সন্ততি ভাগ্যবান্ গণের বিভবভোগের সাধন হয়। ১১৯। '

ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুগণের অনুশাসনসময়ে নিজ জন্মান্তর-বৃত্তান্ত কহিবার সময় জন্মান্তরীয় দানফলের বিষয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন। ১২০।

পঞ্চম পল্লব

চন্দ্রপ্রভাবদান

दुग्धाब्धिर्विबुधार्थनातिविधुरः क्षुब्धश्चकम्पे चिरं
कम्पन्ते च निसर्गतः किल फलोत्सर्गेषु कल्पद्रुमाः ।
एकः कोऽपि स जायते तनुशतैरभ्यस्तदानस्थितिः
निष्कम्पः पुलकोत्करं वहति यः कायप्रदानेष्वपि ॥

ক্ষীরসাগর দেবগণ কর্ত্তৃক (মন্থনের নিমিত্ত) প্রার্থিত হইলে অতিশয় বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইয়া বহুক্ষণ কম্পিত হইয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষগণও স্বভাবতঃ ফলদানকালে কম্পিত হইয়া থাকে। পরন্তু এতাদৃশ অনির্বচনীয় ধৈর্য্যসম্পন্নও কেহ কেহ উৎপন্ন হন যাঁহারা শত শত বার অবিচলিত ভাবে দেহ দান করিতে অভ্যাস করিয়াছেন এবং তৎকালে তাঁহারা আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকেন। ১।

কৈলাস পর্ব্বতের শুভ্রকান্তি দ্বারা হাস্যময় উত্তরাখণ্ডে ত্রিভুবনের আভরণ স্বরূপ ভদ্রশিলা নামে একটী অপূর্ব্ব নগরী আছে। ২।

সেখানে সর্ব্ববিধ সম্পত্তিই দানরূপ উদ্যানের ফলশালিনী লতার আকার ধারণ করিয়া শুভ্রযশোরূপ পুষ্পবিকাশদ্বারা পুরবাসিগণের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে। ৩।

ঐ নগরীতে অবলাগণ চঞ্চল ভ্রূভঙ্গদ্বারাই মহাদেবের নেত্রাগ্নি হইতে ভীত কন্দর্পকে রক্ষা করিতেছে। ৪।

সেখানে মুক্তাজালে উজ্জ্বল, স্বর্ণময় গৃহাবলী উজ্জ্বলতারকামণ্ডিত সুমেরুপর্ব্বতের শিখরমালার ন্যায় শোভিত হইতেছে। ৫।

এই নগরীতে চন্দ্রপ্রভ নামে একজন প্রধান রাজা ছিলেন, যিনি কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় নিজ কান্তিদ্বারা দিবাভাগে জ্যোৎস্নার বিকাশ করিতেন। ৬।

পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর তদীয় দেহপ্রভায় রাত্রিকালে দীপে তৈল ও বর্ত্তিকার আবশ্যক হইত না। ৭।

তারকাগণ ইহাঁর দর্শনে কামজ্বর প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ বিবর্ণ হন), একারণ (তারকাপতি) চন্দ্র ছত্ররূপ ধারণ করিয়া ইহাঁর উপরিস্থ আকাশ আচ্ছাদন করিতেন। ৮।

ইনি কোশসংশ্রয়া লক্ষ্মীকে সততই বিতরণ করিয়া থাকেন। একারণ পদ্মিনী ইহাঁর দর্শনে (লক্ষ্মীনাশভয়ে) সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইতেন। ৯।

ইনি অহঙ্কারজনক সেনা না রাখিয়া কেবলমাত্র দানের শুভ্রকান্তি দ্বারা রাজলক্ষ্মীর ছত্র ও মুকুট পুরবাসিগণের নিকট প্রকট করিয়াছিলেন। ১০।

ইনি পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানেই উদ্যত ছিলেন, একারণ ইহাঁর বৈভব অত্যন্ত শোভিত হইয়াছিল। ধনু নত হইলেই তাহার গুণ উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠায় আরোহণ করে। ১১।

কলিবিদ্বেষী রাজা চন্দ্রপ্রভের রাজ্যকালে তদীয় প্রজাগণ চল্লিশ হাজার ও চল্লিশ শত বৎসর আয়ুঃকাল প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১২।

লোকপালাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন লোকপাল চন্দ্রপ্রভের রাজ্যমধ্যে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ষাটি হাজার পুরী বিদ্যমান ছিল। ১৩।

ইহাঁর কীর্ত্তিই রাজলক্ষ্মীর তিলক স্বরূপ ছিল। ইহাঁর পুণ্যকর্ম্মই রাজলক্ষ্মীর বিভূষণস্বরূপ ছিল। যজ্ঞীয় ধূমলতাই লক্ষ্মীর অলকের ন্যায় শোভিত হইত। ১৪।

চন্দ্রলোকের ন্যায় উজ্জ্বল মহাচন্দ্র নামক মন্ত্রী ইহাঁর সম্পদ্‌রূপ কুমুদিনীর বিকাশের সহিতই উদিত হইয়াছিলেন। ১৫।

বিপুল রাজ্যসাগরের কর্ণধারস্বরূপ, স্থিরমতি মন্ত্রী বুদ্ধিরূপ পোতকের দ্বারা প্রভুর যশকে পারে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন। ১৬।

মহীধর নামে ইহাঁর আরও একটী শ্রেষ্ঠ অমাত্য ছিলেন। তিনি এই বিপুল রাজ্যভার মস্তকে ধারণ করায় পঞ্চম দিগ্‌গজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। ১৭।

ইনি মন্ত্রণাকার্য্যে বৃহস্পতিসদৃশ ছিলেন। ইহাঁর মন্ত্রণা প্রভাবে প্রতিপক্ষ সামন্তরাজগণ, সর্প যেরূপ (বাধ্য হইয়া) বিষ ত্যাগ করে, তদ্রূপ বিপক্ষতা ত্যাগ করিয়াছিল। ১৮।

রাজা ঐ অমাত্য দ্বারা এবং অমাত্যও ঐ রাজাদ্বারা পরস্পর শোভিত হইয়াছিলেন। গুণ সৎপুরুষের আশ্রয়েই শোভিত হয় এবং সজ্জনও গুণের দ্বারা শোভিত হন। ১৯।

প্রভু কৃতজ্ঞ ও সরল হওয়া এবং ভৃত্য সৎ ও ভক্তিমান্ হওয়া, এই দুইটীর একত্র যোগ পুণ্যপ্রভাবে ও বহুভাগ্যবশতঃ হইয়া থাকে। ২০।

গুণজ্ঞতা দ্বারা প্রভু ও সৎপুরুষের প্রভেদ যে জানিতে পারা যায়, ইহাই সম্পদের চির ভ্রান্তির বিশ্রাম। ২১।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রিদ্বয় ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ একদা একটী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহার ফল এই যে দানে অত্যাসক্তি বশতঃ রাজার দেহক্ষয় হইবে। ২২।

মন্ত্রিবরদ্বয় দুর্লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন এবং সতত শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর্ম্মে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ২৩।

বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তপোবনগত মহর্ষিগণও দুর্নিমিত্ত দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২৪।

ইত্যবসরে রৌদ্রাক্ষনামা এক ব্রাহ্মণ, যে পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মরাক্ষস ছিল এবং মাৎসর্য্য ক্রূরতা ও দৌর্জন্যে অতি দুঃসহ ছিল, সেই নির্গুণ ও গুণদ্বেষী রৌদ্রাক্ষ রাজা চন্দ্রপ্রভের দানজনিত উজ্জ্বল কীর্ত্তির কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত হইল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। ২৫-২৬।

অহো রাজা চন্দ্রপ্রভের যশঃ সর্ব্বদাই গগনমার্গে সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও গীর্ব্বাণললনাগণ কর্ত্তৃক গীত হইতেছে। সর্ব্বদাই তদীয় গুণস্তুতি সূচীর ন্যায় আমার কর্ণে বিদ্ধ হইতেছে। কি করিব, আমি স্বভাবতই পরের গুণ ও উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারিনা। ২৭-২৮।

অতএব আমি তথায় গমন করিয়া সেই দানশীল রাজার দানার্জ্জিত যশ নষ্ট করিব। আমি তাঁহার মস্তক প্রার্থনা করিয়া প্রতিষেধবাক্য শ্রবণে তাঁহার সমস্ত যশ নষ্ট করিব। ২৯।

যদি তিনি মস্তক প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দানজনিত যশ নষ্ট হইবে, এবং যদি প্রদান করেন, তাহা হইলেও আমার (হৃদয়স্থ) বিদ্বেষের শান্তি হইবে। ৩০।

গন্ধমাদন পর্ব্বতের তলদেশবাসী, ক্রূর ও শঠ ঐ রৌদ্রাক্ষ অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া ভদ্রশিলা নগরীতে গমন করিল। ৩১।

ইন্দ্রজাল-প্রয়োগ-নিপুণ রৌদ্রাক্ষ নিজ পাপ সংকল্পের সাধন জন্য প্রশমোচিত বেশ বিধান করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিল। ৩২।

এই গুণদোষময় সংসারকাননে কল্পবৃক্ষ ও বিষবৃক্ষ উভয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩৩।

খলগণ দুর্নিমিত্তের ন্যায় সর্ব্বনাশসূচক ও ঘোরভয়জনক হইয়া সকলকেই খেদ প্রদান করে। ৩৪।

খল ও অন্ধকারের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ইহারা স্বভাবতই গুণীকে বিদ্বেষ করিয়া থাকে। অন্ধকার প্রকাশ অর্থাৎ আলোকের বিরোধী এবং খলও প্রকাশ অর্থাৎ যশের বিরোধী; অন্ধকার দোষাশ্রয় (দোষা অর্থাৎ রাত্রির আশ্রয়), খলও দোষের আশ্রয়। ৩৫।

খলরূপ ভীষণ ও দীর্ঘ পক্ষশালী সর্প কে নির্ম্মাণ করিল? ইহাদের বিদ্বেষবিষ অত্যন্ত দুঃসহ। ইহারা সচ্ছন্দে সাধুজনকে হত্যা করে। ৩৬।

এই ব্রহ্মরাক্ষস নগরে প্রবেশ করিবামাত্র পুরদেবতা নিজরূপ ধারণ করিয়া ভয়চকিতনয়নে রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ৩৭।

এই ব্রহ্মবন্ধু তোমার মস্তক প্রার্থনা করিবার জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছে। তুমি জগতের জীবনস্বরূপ; এ ব্যক্তি তোমার জীবনের উচ্ছেদ কামনা করিয়াছে, অতএব ইহাকে বধ করিবে। ৩৮।

আমি এই পাপাশয়কে নগরদ্বারে নিরুদ্ধ করিয়াছি। ইহাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত ভীত হইয়াছে; আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। ৩৯।

রাজা নগর-দেবতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, যাচককে রুদ্ধ করা হইয়াছে, এজন্য লজ্জাবশতঃ নতানন হইলেন। পরে পুরদেবতাকে বলিলেন। ৪০।

দেবি, এব্যক্তি যাচ্ঞা করিবার জন্য আসিতেছে। অবারিতভাবে প্রবেশ করুক। আমি যাচকের আশার বৈফল্যজনিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহ্য করিতে পারি না। ৪১।

যাচকের জন্য দেহ নাশ হওয়া বহুপুণ্যফলে ঘটিয়া থাকে। দেহিগণ যুগান্তকাল পর্য্যন্ত থাকিলেও নিশ্চয়ই তাহাকে মরিত হইবে। ৪২।

ইহ জগতে সুজাতগণের এরূপ জীবনই প্রশংসনীয় হয় যে ইহাঁদের সম্মুখে যাচক কখনও ভগ্নমনোরথ হয় না। ৪৩।

আপনি আমার প্রতি আনুকূল্য করুন। ইহা আমার পক্ষে কুশল। সত্বর ঐ যাচকের আশানাশজনিত সন্তাপ নিবারণ করুন। ৪৪।

পুরদেবতা রাজার এইরূপ নিশ্চল ও নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাসন্তপ্তহৃদয়ে অন্তর্ধান করিলেন। ৪৫।

অনন্তর সেই স্বয়ং উদ্যত দারুণ করবালের ন্যায় কুটিল ও খল

ব্রহ্মরাক্ষস সরলপ্রকৃতি রাজার ছেদনের জন্য তথায় উপস্থিত হইল। ৪৬।

ঐ ব্রহ্মরাক্ষস অর্থিগণের পক্ষে অবারিতদ্বার রাজভবনে উপস্থিত হইলে পর্ব্বতগণসংবলিত ভূমি রাজনাশভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। ৪৭।

রাহুসদৃশ দুর্মুখ ঐ ব্রহ্মরাক্ষস রাজচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে অমঙ্গলার্থক আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিয়াছিল। ৪৮।

রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক। আমি ব্রাহ্মণ বিজন দেশে সিদ্ধির জন্য সাধনা করিতেছি। আমি অভীষ্ট লাভের জন্য অর্থিগণের কল্পপাদপসদৃশ আপনার নিকট আসিয়াছি। ৪৯।

আপনার দৃষ্টি অমৃতবৃষ্টির ন্যায়। মন সৌজন্যাস্পদ। আপনার ক্ষমাগুণ ক্রোধরূপ ধূলির বিনাশকারিণী নদীস্বরূপ। আপনার মতি দুঃখিতজনের মাতাস্বরূপ। আপনার রাজ্যসম্পদ্ দানজলের অভিষেকে বিমল হইয়াছে। আপনার বাক্য সত্যের উপযুক্ত। এতাদৃশগুণসম্পন্ন ও জগজ্জনের বান্ধবস্বরূপ একমাত্র আপনিই উৎপন্ন হইয়াছেন। ৫০।

কতকগুলি লোক আমাকে বলিয়াছেন যে চক্রবর্ত্তীর মস্তক আনিতে পারিলে আমার সিদ্ধি হইবে। আপনি ভিন্ন কে আমাকে উহা দিতে সমর্থ হইবে। ৫১।

চিন্তামণি ও কল্পদ্রুম প্রভৃতি অনেক অর্থদাতা আছে; পরন্তু দুর্লভ বস্তু প্রদানকারী ভবাদৃশ ব্যক্তি অতি বিরল। ৫২।

ঐ ব্রহ্মরাক্ষস এই কথা বলিলে পর মহামনা রাজা যাচক দর্শনে আনন্দে নির্ভর হইয়া অবিচলিতভাবে তাহাকে বলিয়াছিলেন। ৫৩।

দ্বিজবর, আমি ধন্য হইলাম। যেহেতু আমার এই নিষ্প্রয়োজন জীবন অদ্য যাচকের প্রার্থনা পূরণের জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। ৫৪।

কবে আমার প্রাণ পরোপকারার্থে গত হইবে। এইটী আমার

বহুকালের অভিলাষ ছিল। আপনি যখন ইহাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার মহাপুণ্য প্রমাণিত হইতেছে। ৫৬।

আপনার সিদ্ধির উপকরণ স্বরূপ অতএব প্রশংসনীয় আমার মস্তক আপনি গ্রহণ করুন্। ইহলোকে যাহা কিছু অর্থিকে সমর্পণ করা যায়, তাহাই স্থির বলিয়া জানি। ৫৬।

সত্ত্বসম্পন্ন রাজা হর্ষসহকারে এই কথা বলিলে পর অমাত্যপ্রবর মহাচন্দ্র ও মহীধর রাজাকে বলিয়াছিলেন। ৫৭।

মহারাজ, আপনার নিজ জীবন রক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম। যেহেতু আপনি জীবিত থাকিলে সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকিবে। ৫৮।

আপনি মস্তক দান করিতে পারেন না। আপনার দেহই সকলের আধারস্বরূপ। অতএব ব্রাহ্মণকে হেমরত্নময় মস্তক দান করুন। ৫৯।

যাহাঁরা সর্ব্বরূপ প্রয়োজন দ্বারা অর্থিগণের মনোরথ পূর্ণ করেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেই সমস্ত রক্ষিত হয়। ৬০।

এই পাপাশয় ব্রাহ্মণের সংকল্প অত্যন্ত ক্রূর। কল্পতরু কখনও মূলোচ্ছেদ দ্বারা অর্থীর মনোরথ পূর্ণ করেন না। ৬১।

এ ব্যক্তি হেমরত্নময় মস্তক লাভ করিয়া চলিয়া যাউক। মস্তক লইয়া ইহার কি হইবে। বুভুক্ষিত ব্যক্তি কখনও দুর্নিরীক্ষ্য চিন্তামণি আহার করে না। ৬২।

মন্ত্রিবরদ্বয় এই কথা বলিলে পর ঐ ব্রাহ্মণ বলিল যে হেমরত্নময় মস্তক আমার সিদ্ধির উপযোগী হইবে না। ৬৩।

অনন্তর রাজা মস্তক হইতে মুকুট উন্মোচন করিলেন। ঐ মুকুটের মুক্তাজাল রাজার মস্তকবিয়োগদুঃখজনিত অশ্রুবিন্দুর ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ৬৪।

তৎকালে দিগ্দাহকারী অগ্নিশিখার ন্যায় উল্কাপাত হইতে লাগিল।

এবং পুরবাসীগণের মস্তক হইতেও মুকুটসকল ভূতলে পতিত হইল। ৬৫।

রাজা নিজ মস্তকদানে দৃঢ় সংকল্প হইলে মন্ত্রিবরদ্বয় উহা দেখিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া অগ্রেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ৬৬।

অনন্তর রাজা রত্নগর্ভ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া উৎফুল্ল চম্পক বৃক্ষের তলদেশে নিজ মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ৬৭।

উদ্যানদেবতা রাজাকে নিজ মস্তক ছেদনে উদ্যত দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া বলিলেন, মহারাজ এরূপ দুঃসাহস করিবেন না। ৬৮।

নবোদ্গত লতাগণ অলিকুলের ঝঙ্কারে প্রলাপিনী হইয়া লোল-পল্লবরূপ পাণি উত্তোলন করিয়া রাজাকে নিবারণ করিয়াছিল। ৬৯।

রাজা স্থিরসংকল্প হইয়া উদ্যানদেবতাকে প্রসন্ন করিয়া বিমলা বোধি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রণিধানপরায়ণ হইলেন। ৭০।

রাজা চন্দ্রপ্রভ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে এই রত্নময় উদ্যানে প্রাণিগণের উদ্ধারের জন্য ভগবানের একটী স্তূপ হউক। আমি এরূপ সংকল্প করায় যাহা কিছু পুণ্য অর্জন করিয়াছি, তাহা দ্বারা সংসারস্থ সর্ব্ব প্রাণীর সংসার মোচন হউক। এইরূপ চিন্তা করিয়া চম্পক বৃক্ষে কেশ দ্বারা নিজ মস্তক বন্ধন করিয়া ছেদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ৭১—৭৩।

অতঃপর রাজার অলৌকিক সত্ত্বগুণ, উৎসাহ ও প্রণিধানবশতঃ অনির্ব্বচনীয় দিগন্তপ্রসারী নির্ম্মল পুণ্যালোক দ্বারা জনগণের মহা-মোহান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং লোকে স্থিররূপে বুঝিয়াছিল যে এ সংসারে পুনঃপুনঃ আগমন করা বড়ই ক্লেশকর। ৭৪।

ভগবান্ নিজ নিজ পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত দ্বারা ভিক্ষুগণ সমক্ষে বিশুদ্ধ দান ও সদ্ধর্ম্মের এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। ৭৫।

ষষ্ঠ পল্লব

বদরদ্বীপ-যাত্রাবদান

দানোদ্যতানাং পৃথুবীর্য্যভাজাং

শুদ্ধাত্মনাং সত্ত্বমহোদধীনাম্।

অহো মহোৎসাহবতাং পরার্থে

ভবন্ত্যচিন্ত্যানি সমীহিতানি ॥ ১ ॥

অহো, মহোৎসাহসম্পন্ন মহাশক্তিশালী ও সত্ত্বগুণের সাগর-স্বরূপ দানোদ্যত শুদ্ধাত্মা জনগণের চরিত্র কিরূপ অচিন্তনীয়! ১।

মহাত্মগণের সর্ব্বাতিশায়ী ও সত্ত্বগুণসংবলিত প্রভাবের বিকাশ এইরূপ হইয়া থাকে, যে উহা বৃহদাকার মেঘরাজিমণ্ডিত অত্যুন্নত পর্ব্বতগণকেও গৃহসোপানবৎ জ্ঞান করিয়া অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করে, জলরাশির প্রবল তরঙ্গে উদ্ধত সাগরগণকেও গোষ্পদ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হয়, এবং অতি দুর্গম মহারণ্যস্থলও গৃহপ্রাঙ্গণজ্ঞানে অতিক্রম করে। ২।

পুরাকালে ভগবান্ বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরীতে পুরবাসী জনগণের সমক্ষে ধর্ম্মোপদেশ প্রকটন পূর্ব্বক উহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছিলেন। ৩।

একদা ভিক্ষুগণপরিবেষ্টিত ভগবান্ বণিক্জনানুগত হইয়া স্বয়ং পাদচারিকা দ্বারা মগধ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ৪।

মহাধনসম্পন্ন বণিক্গণকর্ত্তৃক অনুগত, বনমার্গগামী ভগবান্‌কে দেখিয়া গালবনবাসী তস্করগণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। ৫।

সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত ভগবান্ বুদ্ধ অগ্রে চলিয়া যান, পশ্চাৎ আমরা ধনরাশিপূর্ণ এই বণিকগণকে আক্রমণ করিব। ৬।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ উহাদের মনোভাব অবগত হইয়া নির্ব্বিকারে ও সহাস্যবদনে উহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এ কি করিতেছ ? ৭।

তস্করগণ ভগবানের প্রসাদযুক্ত হাস্যচ্ছটায় আলোকিত হওয়ায় উহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইল। তখন উহারা ক্রূরতা ত্যাগ করিয়া মিষ্টবাক্যে ভগবান্‌কে বলিতে লাগিল। ৮।

ভগবন্, আমাদিগের পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত এই জীবিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সেবা কৃষি রক্ষা বা প্রতিগ্রহ কিছুই আমাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ৯।

আমরা স্বভাবতই পাপাত্মা ; ক্রূরতাও আমাদের স্বাভাবিক। হে দেব, স্বভাবের কি কখনও ব্যত্যয় করা যাইতে পারে। ১০।

অতএব আপনি গমন করুন। আমাদের বৃত্তিলোপ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি গমন করিলেই আমরা এই বণিক্‌গণের সর্ব্বস্ব হরণ করিব। ১১।

করুণাপূর্ণমনা ভগবান্ তস্করগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল সন্দেহদোলায় আরূঢ় হইয়া চিন্তিত হইলেন। ১২।

তৎপরে ভগবান্ বণিক্‌দিগের সমুদয় ধনসম্পদ্ গণনা করিয়া তৎক্ষণে আবির্ভূত নিধি হইতে চৌরগণকে উক্তপরিমাণে ধন দান করিলেন। ১৩।

ভগবান্ এই প্রকারে ছয়বার পথে গমনাগমন কালে বণিক্‌দিগের মুক্তির জন্য চৌরগণকে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৪।

পুনরায় যখন ভগবান্ পারিষদগণের সহিত তথায় আগমন করেন, তখন চৌরগণের ভগবান্‌কে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিবার অভিপ্রায় হইয়াছিল। ১৫।

সজ্জনগণ দৃষ্টিপাত দ্বারা বিমলতা সম্পাদন করেন ও সম্ভাষণ দ্বারা

মঙ্গল বিধান করেন এবং পুনঃ পুনঃ সমাগম দ্বারা কুশল মার্গের সেতু স্বরূপ হন। ১৬।

তখন ভগবান্ বুদ্ধ সরল দৃষ্টিপাত দ্বারা চৌরগণের সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ পূর্ব্বক উহাদিগের বিশুদ্ধ মনোভাব বিধান করিয়া দিলেন। ১৭।

যাঁহারা নিয়তাত্মা এবং যাঁহাদের অর্থচর্য্যা, সমানার্থভাব, ত্যাগ ও প্রিয় বাক্য এই চারিটি বস্তু সংগৃহীত আছে, যাঁহারা সত্ত্বশালী এবং যাঁহাদের মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি বিষয় পরিগৃহীত হইয়াছে, যাঁহারা মহাত্মা এবং যাঁহাদের চিত্তে কুশলের মূলভূত অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ এই তিনটি বস্তু সততই সংসক্ত রহিয়াছে, যাঁহারা দান শীল ক্ষমা বীর্য্য ধ্যান ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন ও সততই উপায় প্রণিধি ও জ্ঞানবল দ্বারা লোকের চিত্ত আশ্রয় করিয়াছেন, যাঁহারা লোকগণের পরিত্রাণকার্য্যে মহাবীর, সর্ব্বদা অদ্বয়বাদী, বিদ্যাত্রয়ে উজ্জ্বল ও চতুর্বিধ বিমলতাশালী, যাঁহারা (দুঃখজনক অবিদ্যাদি) পঞ্চ স্কন্ধ হইতে বিমুক্ত এবং ষড়্বিধ আয়তন ভেদ করিয়াছেন, যাঁহারা সপ্তবিধ বোধির অঙ্গ সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছেন ও অষ্টাঙ্গ যোগ উপদেশ করেন। যাঁহারা নববিধ আসক্তি বর্জ্জিত এবং দশবলাত্মা, ঈদৃশ মহাপুরুষ জিনগণের নিকট কাহারও মনোভাব অবিদিত থাকে না। ১৮—২৪।

তৎপরে চৌরগণ ভগবানের চরণে নতমস্তক হইলে ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া উহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ২৫।

ভগবানের সন্দর্শনে ক্ষীণপাপ চৌরগণ যথাবিধি ভোজ্যদ্রব্য সমর্পণ করিলে ভিক্ষুগণপরিবেষ্টিত ভগবান্ তৎ সমস্ত গ্রহণ করিলেন। ২৬।

তৎপরে চৌরগণ প্রণিধান বশতঃ জ্ঞানালোকরূপ শলাকাদ্বারা উন্মীলিতনয়ন হইয়া প্রকাশরূপ বুদ্ধপদ দর্শন করিয়াছিল। ২৭।

চৌরগণ সদ্যঃ প্রবল বৈরাগ্যে পরিপক্ক ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি জগতে পূজ্য হইলেন। ২৮।

চৌরগণের ঈদৃশ সহসা উপনত কুশল সন্দর্শন করিয়া ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইয়া ভগবান্‌কে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন। ২৯।

পূর্ব্বজন্মেও দ্বীপযাত্রা কালে বণিক্‌গণের রক্ষা বিনিময়ে ইহাদিগের সহিত আমার সম্বন্ধ হইয়াছিল। ৩০।

বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার সৃষ্টির সীমাস্বরূপ, কোশল রাজ্যের উৎকর্ষভূত, আনন্দধাম বারাণসী নামে এক পুরী আছে। ৩১।

যেখানে সুরনদী গঙ্গা ঐ পুরীর অলকের ন্যায় লোলতরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছেন এবং দয়ার ন্যায় সদা সর্ব্বজনের হৃদয় প্রসন্ন করিতেছেন।৩২।

ঐ পুরী অহিংসার ন্যায় সজ্জনের সেব্যা, বিদ্যার ন্যায় পণ্ডিতগণের সম্মতা ও ক্ষমার ন্যায় সর্ব্বভূতের বিশ্রম্ভ ও সুখের আশ্রয় বলিয়া বিদিত। ৩৩।

কমলার চিরনিবাসস্থান ব্রহ্মকল্প রাজা ব্রহ্মদত্ত ত্রৈলোক্যরাজ্যবৎ বিস্তীর্ণ বারাণসী পুরী যখন শাসন করেন, সেই সময়ে সমুদ্রবৎ ধনসম্পদের নিধানভূত কুবেরোপম প্রিয়সেন নামে এক বণিক্ তথায় বিদ্যমান ছিল। ৩৪-৩৫।

প্রিয়সেনের পুত্র সুপ্রিয় অত্যন্ত সৌজন্যবান্ ছিলেন। গুণগণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিল। ৩৬।

দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা সমন্বিত সুপ্রিয় পুণ্যশ্রীর প্রলোভনের নিমিত্তই যেন বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন ।৩৭।

নদীগণ যেরূপ বিপুলোদর মহোদধিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সর্ব্ববিধ বিশদ বিদ্যা ও কলাবিদ্যা সরস ও উদারভাব পূর্ণ বিপুলাশয় সুপ্রিয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। ৩৮।

পুরুষোত্তমলুব্ধা লক্ষ্মী গুণালঙ্কৃতচরিত্র ও লক্ষণযুক্ত আকৃতিসম্পন্ন প্রশংসনীয় সুপ্রিয়কে আশ্রয় করিয়াছিলেন। ৩৯।

কালক্রমে সুপ্রিয়ের পিতা প্রিয়সেন নিজ পুণ্যবলে স্বর্গগমন করিলে তাঁহার বাণিজ্য কার্যাভার সুপ্রিয়ের স্কন্ধে আশ্রয় করিল। ৪০।

সুপ্রিয় মনে মনে চিন্তা করিলেন যে যদিও এই বিপুল সম্পত্তি আমার হস্তগত হইয়াছে, তথাপি আমি ইহা সকল অর্থিগণের মনোরথ পূরণে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ করি না। ৪১।

যে সম্পদ পূর্ব্বাগত যাচকের ভুক্ত হওয়ায় শেষাগত যাচকের পক্ষে নিষ্ফল হয়, এরূপ সুবিপুল সম্পত্তি সৎপুরুষের হস্তগত হওয়ার প্রয়োজন কি। ৪২।

বিধাতা রত্নাকরের বিপুলতা বৃথা সৃষ্টি করিয়াছেন; যেহেতু রত্নাকর অদ্যাপি তদীয় অর্থী বাড়বের উদর পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ৪৩।

অথবা বিপুল আশাশালী যাচকের মনোরথ কেহই পূরণ করিতে পারে না। ভগবান্ অগস্ত্য সমুদ্রকেও একগণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন। ৪৪।

কি করিব! ইহা অত্যন্তই দুঃখের বিষয় যে সম্পত্তি একটি এবং প্রার্থী বহুতর। এরূপ ধনসম্পদ কখনই পাওয়া যাইতে পারেনা, যাহাদ্বারা সকল অর্থীর প্রার্থনা পূর্ণ হয়। ৪৫।

রত্নাকর লক্ষ্মী ও কৌস্তুভ প্রভৃতি দ্বারা পাঁচ ছয়টি মাত্র অর্থীর মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন। অন্যান্য বহুলোকেরই মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এই জন্যই অদ্যাপি রত্নাকরের অন্তরে (দুঃখময়) বাড়বাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। ৪৬।

অতএব আমি যত্ন সহকারে অসংখ্য ধন অর্জ্জন করিব। অর্থী বিমুখ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে আমি উহা সহ্য করিতে পারি না। ৪৭।

সুপ্রিয় মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া বহুবণিক্ পরিবেষ্টিত হইয়া

রত্নদ্বীপ নগরে গমন করিলেন ও তথায় প্রচুর রত্ন সংগ্রহ করিলেন। ৪৮।

তৎপরে যখন তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখন পথিমধ্যে দেখিলেন যে দস্যুগণ তাঁহার সার্থগণের অর্থ হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ৪৯।

সুপ্রিয় নিজ অনুচর সার্থগণের অর্থ হরণ করিবার জন্য দস্যুদিগের সাহস ও উদ্যম অবলোকন করিয়া নিজের সর্ব্বস্ব দানদ্বারা অনুযায়ী-দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ৫০।

এইপ্রকার পুনঃপুনঃ ছয়বার রত্নদ্বীপে গমনাগমন কালে সুপ্রিয় নিজ অনুচরগণের রক্ষার নিমিত্ত চৌরদিগকে ধন দিয়াছিলেন। ৫১।

তথাপি দস্যুগণ পুনরায় সার্থগণের অর্থ হরণে উদ্যোগী হইয়াছে দেখিয়া সুপ্রিয় মনে মনে চিন্তা করিলেন, অহো আমি বিপুল অর্থ দান করিয়াও ইহাদের আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। ইহারা পরের অর্থ হরণ করিতে এখনও উদ্যম ত্যাগ করে নাই। ৫২-৫৩।

আমি অর্থদ্বারা জগৎ পূর্ণ করিব এই কথা বার বার লোকসমক্ষে বলিয়াও এই সামান্য দস্যুগণের মনোরথও পূর্ণ করিতে পারিলাম না। ৫৪।

আমি সমুচিত উৎসাহহীন ; আমি যাহা বলি, তাহা উত্তরকালে ব্যাহত হয় ; আমি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ ও আত্মশ্লাঘী ; আমার জন্মেই ধিক্। ৫৫।

সুপ্রিয় এইরূপ চিন্তায় ও অনুতাপদহনে অধিকতর সন্তপ্ত হইয়া সেই বিজন প্রদেশে শতবৎসরবৎ দীর্ঘ এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। ৫৬।

সুপ্রিয় শোকপঙ্কে মগ্ন ও নিশ্চল গজেন্দ্রের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে মহেশাখ্যা দেবতা স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন। ৫৭।

হে সুমতি, তুমি বৃথা শরীরশোষণকারী শোক করিও না। তুমি সাধু সঙ্কল্প করিয়াছ, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। ৫৮।

স্বপ্নকালীন সংকল্পের ন্যায় দুর্ল্লভ এইরূপ কোন বস্তুই জগতে নাই, যাহা উদ্যমশীল ধীরগণের যত্নে সিদ্ধ হয় না। ৫৯।

সেই একটি ব্রাহ্মণের কি অনুপম ও অনির্ব্বচনীয় শক্তি, যাঁহার আজ্ঞামাত্রেই অভ্রংলিহশিখর বিন্ধ্যপর্ব্বত পৃথিবীর ন্যায় অচল হইয়া রহিয়াছে। ৬০।

মহাত্মগণের কার্য্যকালে বিষম স্থলও সম হয়, দূরও নিকট হয়, এবং জলও স্থল হয়। ৬১।

তুমি পরোপকারার্থে এইরূপ সংকল্প করিয়াছ, ইহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। সত্ত্বগুণের কার্য্য কখনও বিসংবাদী বা সন্দিগ্ধ হয় না। ৬২।

দেবগণসেবিত বদরদ্বীপে বহুরত্ন বিদ্যমান আছে। উহার একটি রত্নের প্রভাবে ত্রিজগতের আশা পূর্ণ হইতে পারে। ৬৩।

এই মর্ত্ত্য ভূমি অতিক্রম করিয়া সেই পুণ্যময়ী মহীয়সী ভূমিতে যাওয়া যায়; পরন্তু সত্ত্বগুণবর্জ্জিত ও অসংযতাত্মা ব্যক্তি তথায় যাইতে পারে না। ৬৪।

হে পুত্র, বিষাদ ত্যাগ কর, বুদ্ধি স্থির কর এবং মদুক্ত বদরদ্বীপে যাত্রা করিতে উদ্যোগী হও। ৬৫।

আমি সামান্যরূপে বদরদ্বীপ যাত্রার ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি প্রভূত সত্ত্বগুণের প্রভাবে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ৬৬।

সপ্তশত দ্বীপ ও সপ্ত মহাচল এবং সপ্ত মহানদী উল্লঙ্ঘন করিয়া পশ্চিম দিগ্‌ভাগে অনুলোমপ্রতিলোম নামক এক সাগর আছে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি অনুকূল বায়ু দ্বারা উহা পার হইতে পারেন। ৬৭—৬৮।

তৎপরে ঐ অনুলোম প্রতিলোম নামে এক পর্ব্বত আছে। সেখানে

বায়ু এত প্রবল যে মনুষ্য তথায় দিশাহারা হয়। সেখানে অমোঘাখ্য এক মহৌষধি আছে, উহাদ্বারা চক্ষুদ্বয়ের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে হয়। ৬৯।

অতঃপর আবর্ত্তনামক সাগর। সেখানে প্রাণিগণ বৈরন্ত নামক বায়ুকর্তৃক সপ্ত আবর্ত্তমধ্যে মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া পরে উন্নীত হয়। ৭০।

তৎপরে আবর্ত্তাখ্য শৈল। তথায় ভীষণ প্রাণহারী শঙ্খনাভনামা দেবগণেরও ত্রাসকারী এক নিশাচর বিদ্যমান আছে। ৭১।

তথায় শঙ্খনাভি নামে মহৌষধি আছে, উহা কৃষ্ণসর্পে সর্ব্বদা বেষ্টিত থাকে। ঐ মহৌষধি নেত্রে ও মস্তকে অর্পণ করিলে পুণ্য-বান্‌কে রক্ষা করে। ৭২।

তৎপরে নীলোদনামা সাগর। তথায় রক্তাক্ষ নামে রাক্ষস আছে। ঐ রাক্ষস যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ। সে তোমার বশে আসিবে। ৭৩।

তৎপরে নীলোদ নামা পর্ব্বত। তথায় নীলগ্রীব নামক প্রজ্বলিত-নেত্র একটি নিশাচর পঞ্চশত রাক্ষসের সহিত বাস করে। ৭৪।

তথায় অমোঘাখ্য ওষধি আছে। উহা সর্পগণ সর্ব্বদা রক্ষা করে। ঐ সকল সর্পের দৃষ্টি নিশ্বাস সংস্পর্শ ও দন্তে বিষ উদ্গীর্ণ হয়। ৭৫।

যিনি উপোষধ-ব্রতবান্ করুণাসম্পন্ন ও সর্ব্বভূতে মিত্রতাকারী, তিনিই ঐ কৃষ্ণসর্পকে অপসৃত করিয়া ঐ ওষধি লাভ করিতে পারেন। ৭৬।

পুণ্যবান্ লোক ঐ ওষধি দ্বারা অঞ্জন ধারণ করিয়া এবং শিখায় ধারণ করিয়া ঐ রাক্ষসসঙ্কুল সুন্দর মসৃণ কন্দর শোভিত নীলোদ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারেন। ৭৭।

অনন্তর বরাস্তঃ নামক সমুদ্র। উহার উত্তরতটে অতিভীষণ ও প্রকাণ্ড শালবনাচ্ছাদিত তাম্রাটবী নামে মহারণ্য আছে। ৭৮।

ঐ অরণ্যমধ্যে তাম্রাক্ষনামে অতি দুঃসহ প্রকাণ্ড অজগর আছে। বায়ুকর্ত্তৃক চালিত উহার উগ্রগন্ধে তথায় কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারে না। ৭৯।

ঐ অজগর ছয় মাস নিদ্রা যায়। তখন উহার মুখনিঃসৃত লালা যোজন পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। পুনশ্চ যখন ছয়মাস জাগিয়া থাকে, তখন লালা কম হয়। ৮০।

তথায় বেণুগুল্ম ও শিলাখণ্ডে আচ্ছাদিত একটী গুহা আছে। উহার আচ্ছাদনটী উৎপাটন করিয়া তথা হইতে দিবারাত্রি সমভাবে প্রজ্বলিত অঞ্জনোপযুক্ত ঔষধি লাভ করিয়া অবৈরাখ্য বুদ্ধবিদ্যা জপ করিলে ঐ অজগর বা অন্যান্য ভয়ঙ্কর প্রাণী হইতে ভয় হয় না।৮১-৮২।

তৎপরে বেণুকণ্টকব্যাপ্ত সপ্ত মহাশৈল অতিক্রম করিতে হয়। বীর্য্যশালী ব্যক্তি তাম্রপটে নিজ পদ আচ্ছাদিত করিয়া ঐ পর্ব্বতগুলি পার হন। ৮৩।

তৎপরে শাল্মলিবন ও সপ্তসংখ্যক লবণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া অত্যুন্নত ত্রিশঙ্কু নামক পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। ৮৪।

তথায় ত্রিশঙ্কু নামে বজ্রভেদী কণ্টকসকল আছে। যাহাদের পদদ্বয় তাম্রপটাচ্ছাদিত ঐসকল কণ্টক তাহাদিগের পদে বিদ্ধ হয় না। ৮৫।

তৎপরে ত্রিশঙ্কুনামে নদী ও অয়ঃশঙ্কু নামে পর্ব্বত। পুনরায় উপঙ্কিল নামে দ্বিধা বিভক্ত নদী। ৮৬।

অতঃপর অষ্টাদশচক্র নামে পর্ব্বত ও তত্তুল্যনাম্নী নদী এবং শ্লক্ষ্ণ নামা পর্ব্বত। ৮৭।

অনন্তর ধূমনেত্র নামে পর্ব্বত। উহার ধূমে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময়

হইয়াছে। তথায় ক্রূরস্বভাব দৃষ্টিবিষ ও স্পর্শবিষ সর্পগণ বাস করে। ৮৮।

ঐ ধূমনেত্র পর্ব্বতের শিখরে সরোবরের মধ্যে শিলাবদ্ধ একটী মহাগুহা আছে। তথায় জ্যোতীরস মণি ও জীবনী মহৌষধি আছে। ৮৯।

ঐ গুহা ভেদ করিয়া উক্ত জ্যোতীরস দ্বারা মস্তক, পদ, কর ও উদর লেপন করিয়া মন্ত্রবলান্বিত হইয়া গমন করিলে ক্রূরসর্পগণ বাধা দিতে পারে না। ৯০।

অতঃপর উগ্রপ্রাণি সমাকুল সাতটী পর্ব্বত ও তদ্রূপ সাতটী নদী আছে। সেই নদীগণের জল অগাধ। ৯১।

পরহিতোদ্যত ব্যক্তি পুণ্যবলে এই সকল উত্তীর্ণ হইয়া অভ্রংলিহ-শৃঙ্গ সুধাশৈলে আরোহণ করেন। ৯২।

তৎপরে ঐ সুধাশৈলের অপর পার্শ্বে কল্পবৃক্ষে শোভিত, স্বর্গতুল্য রোহিতক নামক পুরী দেখা যায়। ৯৩।

তথায় মঘ নামে ইন্দ্রের ন্যায় বিখ্যাত, মহাসত্ত্ব ও সর্ব্ব-প্রাণিহিতে রত এক সার্থবাহ আছেন। সেই দেশজ্ঞ ও নির্ম্মল-বুদ্ধি সার্থবাহ তোমাকে বদরদ্বীপে যাত্রার পথের বিষয় সমস্ত উপদেশ করিবেন। ৯৪-৯৫।

দেবী এইরূপ সুমঙ্গল বাক্য দ্বারা সুপ্রিয়কে উৎসাহিত করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। ৯৬।

সুপ্রিয় প্রবুদ্ধ হইয়া দেবকথিত সমস্ত কথাই সত্য বলিয়া স্থির করিয়া মহোৎসাহ সহকারে নিজ সত্ত্বগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ৯৭।

সুপ্রিয় দেবনির্দ্দিষ্ট পথে অনায়াসে গমন পূর্ব্বক দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে রোহিতকপুরে গমন করিলেন। ৯৮।

ইত্যবসরে তথায় বণিক্‌শ্রেষ্ঠ মঘ কর্ম্মফলানুসারে দুরারোগ্য ব্যাধি-গ্রস্ত হওয়ায় অসুস্থ হইয়াছিলেন। ৯৯।

একারণ সুপ্রিয় রাজপ্রাসাদসদৃশ তদীয় গৃহে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিয়া নিজকার্য্যসিদ্ধির জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া-ছিলেন। ১০০।

তৎপরে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান দ্বারা প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত কথায় অভিজ্ঞ জন সকলেরই আদরপাত্র হন। ১০১।

আয়ুর্ব্বেদবিধানজ্ঞ সুপ্রিয় তাঁহার অরিষ্ট ও লক্ষণ দ্বারা ছয়মাস মাত্র আয়ুঃকাল জানিতে পারিয়া অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। ১০২।

সুপ্রিয় ঔষধ ও পরিচর্য্যা বিধান করিয়া অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার প্রীতিপাত্র হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত ঔষধও মঘের মনোনীত হইয়াছিল। প্রিয়জনের উপনীত সকল বস্তুই মনের প্রীতিপ্রদ হয়। ১০৩, ১০৪।

মনোমত পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহার ব্যাধির অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। সৎসঙ্গ দ্বারা মনঃকষ্ট দূর হয় এবং তাহাতেই ব্যাধিও প্রশমিত হয়। ১০৫।

তদনন্তর সুপ্রিয় তাঁহার পরম বিশ্বাসভাজন হইয়া প্রণয় পূর্ব্বক নিজ পরিচয় দান দ্বারা তাঁহাকে নিজ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ১০৬।

বণিক্‌প্রবর মঘ মহাত্মা সুপ্রিয়ের পরোপকারার্থে বদরদ্বীপ যাত্রায় নিশ্চল উৎসাহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ১০৭।

আহা! এই অসার সংসারমধ্যেও পরচিন্তাপরায়ণ সাররূপী কয়েকটী পুরুষমণি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ১০৮।

তোমার এই তরুণ বয়স, সুন্দর আকৃতি ও মন পরোপকার প্রবণ। এই সকল গুণসমাগম তোমার পুণ্যের সমুচিতই হইয়াছে। ১০৯।

তুমি পরোপকারার্থে এতদূর পথ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছ। আমি নিশ্চয়ই তোমার সাহায্য করিব কিন্তু এখন আমি অত্যন্ত পীড়িত। ১১০।

প্রাণিগণের প্রাণের একটা সীমা আছে উহা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমার ইচ্ছা যে তোমার কার্য্য সিদ্ধির জন্য আমার প্রাণ যায় যাউক। ১১১।

এইরূপ কার্য্যে ব্যয় করাই যথার্থ ব্যয় বলিয়া পরিগণিত। পরের উপকারার্থে জীবন ব্যয় শত শত লাভের সমান। ১১২।

আমি বদর দ্বীপ দেখি নাই কিন্তু আমি শুনিয়াছি। মহাসমুদ্রে কোন্ দিক দিয়া যাইতে হয় তাহার লক্ষণ আমি জানি। ১১৩।

মঘ এই কথা বলিয়া সুহৃদ্ ও বন্ধুগণের নিষেধ বাক্য সত্ত্বেও উহা অগ্রাহ্য করিয়া সুপ্রিয়ের সহিত মঙ্গলময় প্রহবণে আরোহণ করিলেন। ১১৪।

তৎপরে তাঁহারা দুইজনে প্রবহণারূঢ় হইয়া বায়ুর আনুকূল্যে শত যোজন পথ অতিক্রম করিলেন। ১১৫।

সুপ্রিয় স্থানে স্থানে নানাবর্ণের জল অবলোকন করিয়া কৌতুক বশতঃ মঘকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এ কি প্রকার!" । ১১৬।

এই সমুদ্রের জলের মধ্যে পাঁচটী লৌহাচল ও কয়েকটী তাম্রময় ও রৌপ্যময় পর্ব্বত এবং কয়েকটী সুবর্ণ ও রত্নময় পর্ব্বত আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের নানাবর্ণ কিরণে বিচ্ছুরিত হওয়ায় স্থানে স্থানে সমুদ্রের জলও নানাবর্ণ দেখা যায়। এবং সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে নানাবর্ণ ওষধিও উদ্গীর্ণ হয়। মঘ এই কথা বলিয়া ব্যাধিকর্ত্তৃক বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার আয়ুঃকাল শেষ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই কীর্ত্তিই তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিল। ১১৭-১১৯।

মহাত্মাগণের সত্ত্ব যেরূপ বজ্রলেপ অপেক্ষাও দৃঢ় তাঁহাদের প্রাণও যদি সেরূপ দৃঢ় হইত তাহা হইলে ইহজগতে কিছুই অসাধ্য হইত না। ১২০।

সুপ্রিয় প্রবহণ কূলে সংলগ্ন করিয়া এবং মঘের বিয়োগদুঃখ স্তম্ভিত করিয়া তাঁহার দেহের সৎকার বিধান করিলেন। ১২১।

সত্ত্বোৎসাহসম্পন্ন মহাত্মাগণের এইটীই উন্নত লক্ষণ যে উঁহার নিজ আলম্বন বিচ্ছিন্ন হইলেও কর্ত্তব্য কার্য্যে মন দৃঢ় করিতে পারেন। ১২২।

সুপ্রিয় পুনরায় প্রবহণে আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইলেন এবং রত্নপর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া বিকট বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১২৩।

বিয়োগ, উদ্বেগ, শত্রুর অভিযোগ, রোগ বা ক্লেশভোগ কিছু-তেই মহাপুরুষের মতি হীন করিতে পারে না। ১২৪।

সুপ্রিয় (কিছু দূর গিয়া) দুরারোহ, গগনস্পর্শী এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন, উহা চতুর্দ্দিক রোধ করিয়া থাকায় উহাকে মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন-স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ১২৫।

সুপ্রিয় ঐ মহোন্নত পর্ব্বত অবলোকন করিয়া উহা উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায় দেখিতে না পাওয়ায় তটদেশে পল্লব শয্যায় শয়ন করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন। ১২৬।

অহো কত কাল গত হইল আমি গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়াছি কিন্তু এখনও বদরদ্বীপের নাম পর্য্যন্ত কোথায়ও শুনিতে পাইতেছি না। ১২৭।

আমি পুণ্যবলে যাঁহাকে আমার অধ্যবসায়ের একমাত্র সহায়রূপে লাভ করিয়াছিলাম তিনিও মদীয় কর্ম্মরূপ তরঙ্গাঘাতে ভগ্নপ্লবের ন্যায় অকালে নষ্ট হইয়াছেন। যদিও আমি উপায়হীন তথাপি আমি এই মহৎ উদ্দেশ্য হইতে নিবৃত্ত হইব না। ইহাতে আমার হয় কার্য্য সিদ্ধি না হয় নিধন যাহা হয় হইবে। ১২৮, ১২৯।

যে জন্মে পরোপকারার্থে জীবন ব্যয় ঘটে জন্মপরম্পরার মধ্যে একমাত্র সেই জন্মই ত্রিজগতে পূজ্য। ১৩০।

সত্ত্বসাগর সুপ্রিয় এইরূপ ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময় ঐ পর্ব্বতবাসী নীলনামা এক যক্ষ তথায় আসিয়া তাঁহাকে বলিল। ১৩১।

এই পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া যোজন পথ অতিক্রম করিয়া বেত্র-লতা সোপান দ্বারা পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক তিনটী শৃঙ্গ অতি-ক্রম করিয়া গমন কর। ১৩২।

যক্ষের এইরূপ উপদেশানুসারে সুপ্রিয় সেই মহাপর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া সম্মুখে অত্যুন্নতশৃঙ্গ স্ফটিক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ১৩৩।

সেই একখণ্ড প্রস্তরময়, অতিমসৃণ এবং পক্ষিগণেরও দুর্গম স্ফটিক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল নিশ্চল হইয়া রহিলেন এবং তাঁহার মনোরথের স্ফূর্ত্তি হয় নাই। ১৩৪।

অত্যুন্নত, নিরালম্ব ও নিজসংকল্পের ন্যায় নিশ্চল ঐ স্ফটিক পর্ব্বত বহুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি চিত্রপুত্তলীর ন্যায় হইয়া রহিলেন। ১৩৫।

অনন্তর চন্দ্রপ্রভনামা পর্ব্বতগুহাবাসী এক যক্ষ তথায় আগমন করিয়া বিস্ময় সহকারে সত্ত্বসম্পন্ন সুপ্রিয়কে বলিয়াছিলেন। ১৩৬।

এখান হইতে এক ক্রোশ মাত্র গমন করিয়া অপূর্ব্ব শোভাশালী চন্দনবন দেখিতে পাইবে। তথায় লতাগণ বালানিল দ্বারা চালিত হইতেছে দেখিবে। ১৩৭।

তথায় গুহামধ্যে লীন প্রসরা নামে মহৌষধি আছে। গুহামুখের মহাশিলা উত্তোলন করিয়া দেহরক্ষার নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিবে। ১৩৮।

ঐ ঔষধি প্রভাবে স্ফটিকাচল আলোকিত হইবে ও সোপান দ্বারা সহসা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অভিলষিত প্রাপ্তির নিমিত্ত গমন করিতে পারিবে। ১৩৯।

তোমার কার্য্য সমাধা হইলেই ঐ ওষধি তৎক্ষণাৎ অপগত হইবে। তুমি তাহাতে কোনরূপ খেদ করিও না। প্রিয়বস্তুলাভ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। ১৪০।

যক্ষের এইরূপ উপদেশানুসারে তিনি ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সুবর্ণময় গৃহ শোভিত একটী নগর সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। ১৪১।

ঐ নগরটী যেন সুমেরু পর্ব্বতের সুবর্ণময় শৃঙ্গে পরিব্যাপ্ত ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময় এবং কান্তিময়। ঐ নগর অবলোকন করিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৪২।

সুপ্রিয় সুবর্ণময় প্রকাণ্ড কপাট দ্বারা রুদ্ধদ্বার ও নির্জ্জন ঐ নগর বিলোকন করিয়া বনপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। ১৪৩।

ইত্যবসরে আকাশময় অনন্ত পথের পথিক সূর্য্যদেব যেন পরিশ্রান্ত হইয়া অস্তাচলের উপান্তে গমন করিলেন। ১৪৪।

সূর্য্য অস্তগত হইলে রজনীরমণী অভিসারিকার ন্যায় তারাপতির অন্বেষণ করিবার জন্য শনৈঃ শনৈঃ নির্গত হইলেন। ১৪৫।

অনন্তর বোধিসত্ত্বসদৃশ স্বচ্ছ চন্দ্রমা জ্যোৎস্নারূপ বিভব দ্বারা চতুর্দ্দিক্ পূরিত করিয়া উদিত হইলেন। ১৪৬।

সত্ত্ববৃত্তির ন্যায় মানসোল্লাসিনী ও অন্ধকারসমূহের নিঃশেষরূপে বিনাশকারিণী স্ফীতা জ্যোৎস্না বিকাশ পাইতে লাগিল। ১৪৭।

চন্দ্র দিগ্বধূগণের সমস্ত দিন বিরহজনিত মোহান্ধকার হরণ করিলেন। মহাত্মাগণ পরোপকারের জন্যই দূরদেশে আরোহণ করেন। ১৪৮।

সুপ্রিয় চন্দ্রকিরণে প্লাবিতদেহ হইয়া তদীয় কার্য্যরূপ সমুদ্রের তরঙ্গের ক্ষোভবশতঃ কিছুক্ষণ নিদ্রাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৪৯।

রাত্রি প্রভাতপ্রায় হইলে গুণ ও সরলতার পক্ষপাতিনী মহেশাখ্যা দেবতা তথায় সমাগত হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ১৫০।

হে মহাসত্ত্ব তুমি সৎকার্য্যে অভিনিবেশ করতঃ পরোপকারের জন্য এই বিপুল ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ। তুমি যথার্থই পুণ্যবান্। ১৫১।

তোমার প্রয়াসের অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে এখন আর উদ্বিগ্ন হইও না। যাঁহাদের সত্ত্বগুণ পর্য্যুষিত হয় নাই তাঁহাদের সর্ব্বসিদ্ধিই স্বাধীন জানিবে। ১৫২।

এই যে সুবর্ণময় নগর দেখিতেছ এরূপ আরও তিনটী রত্নময় নগর আছে। ঐগুলি উত্তরোত্তর আরও বিচিত্র। তুমি ঐ নগরের দ্বার বিঘট্টিত করিলেই তথা হইতে যথাক্রমে চারিটী, আটটী, ষোলটী ও বত্রিশটী কিন্নরী নির্গত হইবে। ১৫৩, ১৫৪।

তুমি জিতেন্দ্রিয়, তদ্দর্শনে তোমার কখনই প্রমাদ হইবে না। অচিরেই তোমার অভিলষিত বস্তু লাভ হইবে। ১৫৫।

সুপ্রিয় দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জাগরিত হইলেন এবং নগরদ্বারের নিকট আসিয়া হস্ত দ্বারা তিনবার আঘাত করিলেন। ১৫৬।

তৎপরে তরলনয়না লীলাময়ী আশ্চর্য্য পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় চারিটী কিন্নরী নির্গত হইল। ঐ কিন্নরীগণকে দেখিয়া মন উল্লসিত হয়। উহাদের নয়ন হইতে অমৃত বৃষ্টি হইতেছে। এবং উহাদের মুখচন্দ্রের বিকাশে দিনেই জ্যোৎস্নার ন্যায় বোধ হয়। ১৫৭, ১৫৮।

প্রিয়দর্শন কিন্নরীগণ কামভাব সহকারে সুপ্রিয়কে পূজা করিয়া তাঁহার অভিলাষানুরূপ প্রণয় দ্বারা আতিথ্য করিয়াছিল। ১৫৯।

সুপ্রিয় চন্দ্রকান্তমণিময় আসনে উপবিষ্ট হইলে মূর্ত্তিমতী কন্দর্পের জীবনৌষধি স্বরূপ কিন্নরীগণও আসন গ্রহণ করিলেন। এবং বিলাসযুক্ত হাস্যকিরণ দ্বারা প্রেমোপঢৌকনভূত কর্পূর দান করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ১৬০, ১৬১।

অহো আমরা ধন্য! আপনি সদ্গুণালঙ্কৃত, আপনার বাড়ীতে গিয়াই

আপনার সহিত দেখা করা আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু আপনি স্বয়ংই এখানে আসিয়াছেন। ১৬২।

অমৃতে কাহার বিদ্বেষ আছে। চন্দনে কাহার অরুচি। চন্দ্রকে কে না আদর করে। সাধুজন কাহার সম্মত নহে॥ ১৬৩॥

যদিও স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বয়ং প্রণয়প্রার্থনা করা সৌভাগ্য ভঙ্গেরই জ্ঞাপক তথাপি আমরা আপনার সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি।১৬৪।

হে সাধো! এই কিন্নরপুরী ও প্রণয়বতী আমরা এবং সৌভাষণিক রত্ন এসবই আপনার অধীন জানিবেন। ১৬৫।

সুপ্রিয় কিন্নরীগণের এবম্বিধ প্রণয়োচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্ত্বগুণে ধবল দশনকান্তি বিকীরণ পূর্ব্বক বলিলেন। ১৬৬।

আপনাদের এই সম্ভাষণামৃত কাহার বহুমানাস্পদ নহে! আপনারা যাহাকে আদর করেন সে নিজেরও আদরপাত্র হয়। ১৬৭।

আপনাদের দর্শন পাওয়াই সৌভাগ্যের কথা। তাহার উপরও আপনাদের এত অনুগ্রহ। মুক্তালতা স্বভাবতই তাপহারী হয়, তাহার উপর যদি উহা চন্দনোক্ষিত হয় তাহলে ত কোন কথাই নাই।১৬৮।

আপনাদের ব্যবহার এবম্বিধ জ্যোৎস্নাসদৃশ স্বচ্ছ আকৃতির সমুচিত ও অত্যন্ত মনোহর। ১৬৯।

ঔচিত্যে সুন্দর আচরণ, প্রসাদগুণে বিশদ মন এবং বাৎসল্য প্রযুক্ত মনোহর বাণী কাহার আদরণীয় না হয়। ১৭০।

আমি আপনাদের নিকট এইরূপ সমাদরোচিত আচরণ শিক্ষা করিলাম। যেহেতু আপনারা পরাধীন স্ত্রীলোক একারণ আপনারা স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে পারেন না। ইহা কুলধর্ম্ম নহে। ১৭১।

আপনারা কন্যাভাব অতিক্রম করিয়া পরের পরিগ্রহ হইয়াছেন। আপনারা আমাকে যেরূপ বিশ্বাস ও স্নেহ করিলেন তাহাতে আপনারা আমার ভগিনী বা জননী হইতেছেন। ১৭২।

যাহারা পরধন বিষবৎ জ্ঞান করে ও পরস্ত্রীকে জননীবৎ জ্ঞান করে এবং পরহিংসাকে আত্মহিংসা বলিয়া জ্ঞান করে তাহাদের কোন প্রকার বাধাই হয় না। ১৭৩।

যাহাঁদের মুখের বাক্য খলতা, অসত্য ও কঠোরতা বর্জ্জিত তাঁহারা সকলেরই আশীর্ব্বাদ ভাজন হন্। ১৭৪।

যাহাঁদের চিত্ত কুচিন্তারহিত ও মিথ্যাদৃষ্টিহীন তাহাঁরাই যথার্থ সৎপথ আশ্রয় করিয়াছেন। ১৭৫।

যাহাঁরা স্বভাবতঃ দশারূপ কুশলমার্গ হইতে নির্গত হইয়াছেন তাহাঁদের পক্ষে এই সকল কুশলমার্গ স্বর্গের পক্ষে নিরর্গল। ১৭৬।

বুদ্ধিই উন্নত ব্যক্তির প্রধান ধন। বিদ্যাই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চক্ষুঃ স্বরূপ। দয়াই মহাপুরুষগণের প্রধানপুণ্য। এবং আত্মাই শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির তীর্থ স্বরূপ। ১৭৭।

পুরুষ এবম্বিধ গুণসন্নিবেশেই সৎস্বভাব দ্বারা বিমলতা লাভ করে। সৎস্বভাবই সজ্জনের পক্ষে রত্ন ও মুক্তাপেক্ষা অধিক আভরণ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৭৮।

কিন্নরীগণ সত্ত্বসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় সুপ্রিয়ের এইরূপ গুণানুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন। এবং মুখদ্বারা ভূলোকে চন্দ্রলোক সৃজন পূর্ব্বক তাহঁাকে বলিতে লাগিলেন। ১৭৯।

হে সাধো! আমরা অমূল্য, গুণোজ্জ্বল ও মণিসদৃশ তোমার দেহকান্তি দেখিলাম। এই জন্যই তুমি সজ্জনগণকর্ত্তৃক মস্তকে, হৃদয়ে ও কর্ণে আভরণ স্বরূপ সর্ব্বদাই স্থাপিত হইয়াছ। ১৮০।

এই মহামূল্য প্রথিতপ্রভাব মণিটী গ্রহণ কর। ইহা তোমারই উপযুক্ত। এই মণি উচ্চধ্বজায় স্থাপিত হইলে সহস্রযোজন পর্য্যন্ত প্রার্থীগণের মনোরথানুরূপ দ্রব্য বর্ষণ করে। ১৮১।

তরুণীগণ এই কথা বলিয়া মূর্ত্তিমান্ প্রসাদসদৃশ ঐ মহামুল্য মণিটী

দান করিলেন। সুপ্রিয়ও উহা গ্রহণ করিয়া রৌপ্যময় দ্বিতীয় পুরীতে উপস্থিত হইলেন।১৮২।

তথায় কিন্নরকামিনীগণ কর্ত্তৃক দ্বিগুণ আদরে পূজিত হইয়া ক্রমে বিশুদ্ধবুদ্ধি হইলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ প্রভাবসম্পন্ন একটী মণি লাভ করিলেন। ১৮৩। *

তৎপরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রীসম্পন্ন, রত্নময় চতুর্থ পুরীতে উপস্থিত হইয়া কিন্নরসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক তদপেক্ষা দ্বিগুণ আদরে অভ্যর্থিত হইলেন। ১৮৫।

সুসংযত সুপ্রিয় সদ্ধর্ম্মার্থক কথাপ্রসঙ্গ দ্বারা কিন্নরীগণকে পরিতুষ্ট করিলে উহারাও উৎফুল্ল নীলোৎপল সদৃশ কটাক্ষপাত পূর্ব্বক হস্তো-ত্তোলন করিয়া বলিল। ১৮৬।

কিন্নররাজবংশরূপ সমুদ্রের চন্দ্রসদৃশ বদর নামে আমাদের এক ভ্রাতা আছে। এই সমৃদ্ধিশালী দ্বীপ তাঁহারই রাজ্য ও তাঁহারই নামে ইহার নাম বদরদ্বীপ হইয়াছে। ১৮৭।

এই উজ্জ্বলকিরণ রত্নটী নিয়মপূর্ব্বক পোষধব্রতচারী পুণ্যবান্ লোকের ধ্বজাগ্রে বিন্যস্ত হইলে জম্বুদ্বীপে জনগণের অভীপ্সিত অর্থ বর্ষণ করিবে। তুমি পরহিত সম্পাদনার্থে ইহা গ্রহণ কর। ১৮৮।

সুন্দরীগণ এই কথা বলিয়া সাদরে অমরতরুর ফলস্বরূপ সেই রত্নটী উৎপাটিত করিয়া প্রদান করিলেন। সুপ্রিয় ঐ রত্নটী ও বায়ুবিজয় বলাহ নামক একটী তুরঙ্গ লাভ করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের কথিত পথানুসারে স্বনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৮৯।

তৎকালে শুভ্রযশাঃ রাজা ব্রহ্মদত্ত নিজ বিপুল পুণ্যফলে স্বর্গ গমন করিলে বারাণসী পুরবাসী জনগণ প্রণয়িজনের কামনাপ্রদ ও সর্ব্বপ্রাণির রক্ষার জন্য কৃতনিশ্চয় সুপ্রিয়কেই ধর্ম্মরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।১৯০।

---

* ১৮৪ নং শ্লোকটী পাওয়া যায় না উহা লুপ্ত হইয়াছে ;

তৎপরে সুপ্রিয় পঞ্চদশী তিথিতে যথাবিধি স্নান করিয়া এবং পোষধব্রত ধারণ করিয়া ধ্বজাগ্রে ঐ রত্নটী স্থাপনপূর্ব্বক বিশ্ববাসীকে পূর্ণকাম করিয়াছিলেন। ১৯১।

সুপ্রিয় পরহিতার্থে শতবৎসরব্যাপী দেশভ্রমণ করিয়া পরে মহৎ রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত লোককে পূর্ণকাম করিয়া অবশেষে নিজ পুত্রকে রাজ্য পদে স্থাপন পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শান্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯২।

আমিই সুপ্রিয়জন্মে রত্নদ্বীপ গমনকালে ঐ সকল দস্যুদিগকে পূর্ণমনোরথ করিয়া ছিলাম। ১৯৩।

বুদ্ধদেব কথাপ্রসঙ্গে দানবীর্য্যোপদেশ দ্বারা এইরূপ নিজবৃত্ত ভিক্ষুগণকে অনুশাসন করিয়া ছিলেন। ১৯৪।

সপ্তম পল্লব।

মুক্তালতাবদান।

कुशलप्रणिधानशुद्धधाम्नां
विमलालोकविवेकबोधकानाम् ।
परिकीर्त्तनमात्रमेव येषां
भवमोहापहरं त एव धन्याः ॥ १ ॥

যাঁহাদের চিত্ত কুশলকার্য্যে প্রণিধান দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা জনগণকে বিমলালোকসম্পন্ন বিবেক বুঝাইয়া দেন। এবং যাঁহাদের নামোচ্চারণে লোকের ভবমোহ অপহৃত হয়। তাঁহারাই এ সংসারে ধন্য। ১।

পুরাকালে ন্যগ্রোধোপবনবাসী ভগবান্ কপিলাখ্যনগরে ভিক্ষুসহস্র-সভায় ধর্ম্মদেশনা করিয়াছিলেন। ৩।

সভাস্থ জনগণ কৃতাঞ্জলিপুটে পরমানন্দদায়ক ও চন্দনবৎ শীতল তদীয় বাক্যামৃত পান করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ৩।

ঐ ধর্ম্মোপদেশসভায় রাজা শুদ্ধোদন ভগবানের পবিত্র উপদেশ দ্বারা (ধৌত হইয়া) বিমলতা ও নির্ব্বৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ৭।

অনন্তর ঐ সভায় শাক্যকুলসম্ভূত মহান্ ভগবানের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ৫।

আহা! ভগবান্ বুদ্ধ, তদীয় ধর্ম্মোপদেশ এবং তাঁহার পার্ষদগণ সবই আশ্চর্য্যময়। আমাদের নির্ব্বাণ লাভের জন্যই ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে ইহাপেক্ষা মহাফলদায়ক আর কি আছে। ৬।

ভগবানের উপদেশ দ্বারা নির্ব্বৃতিপ্রাপ্ত মহানের পত্নী শশিপ্রভা তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়সহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ৭।

পুরুষেরাই পুণ্যবান্ যেহেতু তাঁহারা ভগবানের অনুগ্রহভাজন হইয়াছেন। আমরা স্ত্রীলোক অত্যন্ত নিন্দনীয় যেহেতু আমরা ভগবানের উপদেশের অযোগ্য। ৮।

মহান্ স্বীয় পত্নীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন হে ভদ্রে জগদ্‌গুরু ভগবানের কারুণ্যপ্রদর্শন বিষয়ে কোন ভেদজ্ঞান নাই। ৯।

সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্রই সমান। মেঘের বৃষ্টি সর্ব্বত্রই সমান। সর্ব্বপ্রাণির প্রতি করুণাপরায়ণ ভগবানের দৃষ্টিও (স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে) সর্ব্বত্রই সমান। ১০।

রাজা শুদ্ধোদন মহাপ্রজাপতির বাক্যানুসারে (প্রতিদিন) অপরাহ্ন কালে ভগবানের নিকট গিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন্। ১১।

শশিপ্রভা নিজ পতির এই কথা শুনিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য শাক্যললনাগণসহ পুণ্যোপবনে গিয়াছিলেন। ১২।

তিনি তথায় ভগবান্‌কে সত্ত্বরূপ কুসুমশোভিত, মহাফলসম্পন্ন ও শান্তিবারিসিক্ত করুণারসের কল্পবৃক্ষস্বরূপ দেখিয়াছিলেন। ১৩।

শশিপ্রভা বায়ু দ্বারা আনতা লতার ন্যায় দূর হইতেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন। (প্রণামকালে) তাঁহার কর্ণোৎপল কর্ণ হইতে চ্যুত হওয়ায় বোধ হইল যেন লোভ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ১৪।

আনন্দনামা ভিক্ষু রত্নভূষণে ভূষিত ও সমুজ্জ্বলকান্তি শশিপ্রভাকে দেখিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাকে বলিলেন। ১৫।

মাতঃ! তোমার এইরূপ বেশভূষা প্রশমের উপযুক্ত নহে প্রত্যুত দর্পযুক্ত। মুনিগণের তপোবনে তোমার দর্প প্রকাশ করা উচিত নহে। ইহা বিরক্তলোকেরই স্থান। ১৬।

তোমার এই মুখর আভরণগুলি যেন ঝঙ্কারচ্ছলে তোমাকে উপদেশ দিতেছে যে এখানে আমাদের গ্রহণ করা উচিত নহে। ১৭।

শশিপ্রভা আনন্দ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া লজ্জায় নতাননা হইলেন এবং সমস্ত আভরণ উন্মোচন করিয়া নিজগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮।

তৎপরে সকলে উপবিষ্ট হইলে ভগবান্ কুশল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯।

ইহা মহামোহেরই প্রভাব্ যে ইহজগতে মূঢ় ব্যক্তিগণ সততই অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। ২০।

সকল লোকেই অসত্যে সত্যপ্রত্যয় দ্বারা মোহিত হইয়া উহাতে রত হয়। উহারা জানেনা যে সমস্ত বস্তুর স্থিতিই অভাবানুভবের দ্বারা হইয়া থাকে। ২১।

কেহবা ব্যাকরণে, কেহবা তর্কশাস্ত্রে, কেহবা তন্ত্রশাস্ত্রে কেহ বা অন্যান্য বিবিধ কলাকৌশলে আসক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং ঐ সকলের সহিতই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। মুগ্ধ জনগণ ঐ সকল অনিত্যকেই নিত্য জ্ঞান করিয়া তাহাতেই অবস্থান লাভ করিতেছে।২২।

এই প্রপঞ্চময় আশা দ্বারা বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইয়া কায় অপায় প্রাপ্ত হইতেছে। মোহ হইতেই সংসারের উদ্ভব। উহা প্রখর মরুস্থলীর ন্যায় ভীষণাকার। বিবেকী ব্যক্তি হিতবিষয়ে সেইরূপ কার্য্য করিবে যাহাতে এই অসীম ব্যাধি নিবৃত্ত হয়। ২৩।

ভগবান্ ইত্যাদি অনিত্য, সংসারমুক্ত ও যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মোপদেশবাক্য স্বয়ং বলিতে উদ্যত হইলে রূপ ও সৌভাগ্যে গর্ব্বিতা, শৈশব ও যৌবনের সন্ধি বয়সে বর্ত্তমানা একটী শাক্যবংশীয় বধূ স্বকীয় স্তনতটে বিদ্যমান রতিপতির যশঃসারভূত মুক্তাহারটী লোলাপাঙ্গ দ্বারা বিলোকন করিল। ২৪, ২৫, ২৬।

মহানের পত্নী শশিপ্রভা হারাবলোকিনী ঐ শাক্যবধূকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন। ২৮।

আমি আমার নিজ হার দেখাইয়া উহার হারের গর্ব্ব হরণ করিব। নিজ অপেক্ষা অধিক দেখিলেই লোকের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। ২৯।

শশিপ্রভা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া নিজ দাসী রোহিকাকে বলিলেন। রোহিকে তুমি সত্বর গিয়া আমার গৃহ হইতে হারটী লইয়া আইস। ৩০।

শশিপ্রভা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা রোহিকা ধর্ম্মকথা শ্রবণ ত্যাগ করিয়া অসময়ে যাইতে হইবে ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়াছিল। ৩১।

হায় আমার ধর্ম্মকথা শ্রবণে একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। আমি পরায়ত্তজীবন বশতঃ ইহা শুনিতেও পাইলাম না। ৩২।

হাস্যরূপ সৌরভে পরিপূর্ণ ও কারুণ্যরূপ কেশরে ব্যাপ্ত ভগবানের মুখপদ্ম হইতে তদীয় বাক্যরূপ মধু ধন্য ব্যক্তিই প্রাপ্ত হয়। ৩৩।

হায় দাস্যবৃত্তিতে কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না। ইহাতে শরীর ভগ্ন হয়। সুখের লেশও থাকে না। কেবল দুঃখের উপর দুঃখই হইয়া থাকে। ৩৪।

দাস্যবৃত্তিরূপ প্রয়াস দ্বারা লব্ধ ধন ও মানকণা বা অভ্যুদয়, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস দ্বারা তপ্ত করিয়া অতি কষ্টে ভোগ করিতে হয়। ৩৫।

ভৃত্যগণের প্রভুর সহিত দর্শনকালে প্রথমতঃ মাননাশ, গুণগ্লানি, তেজোনাশ ও পরিশ্রম এইগুলিই ফললাভ হয়। ৩৬।

দাস্যবৃত্তি চরণদ্বয়ের একটী লৌহময় বন্ধনশৃঙ্খলা স্বরূপ এবং অবহেলা ও অবমাননার আস্পদ। উহা নিজকার্য্যের নিষেধক অকাট্য নিয়তিস্বরূপ এবং নিদ্রাসুখের দ্রোহকারক। উহা আশামৃগের একটী প্রকাণ্ড জাল ও সাধুসঙ্গের একান্ত বিরোধী। সেবাবৃত্তি মুগ্ধ-জনের মরীচিকাময় মরুভূমিস্বরূপ। উহাতে শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে। ৩৭।

রোহিকা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া শশিপ্রভার আজ্ঞানুসারে গমন করিল। যাহাদের দেহ দাস্যবৃত্তি দ্বারা বিক্রীত, তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়। ৩৮।

ভগবান্ দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা দাসীকে দুঃখিত দেখিয়া কৃপাবশতঃ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়াছিলেন যে ইহার জীবনকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিল; এক্ষণে আমি স্বয়ং ইহাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিব। ৩৯-৪০।

অনন্তর তাহার কর্ম্মফলানুসারে সহসা পথে নবজাতবৎসা একটি গাভী তাহাকে শৃঙ্গদ্বারা আঘাত করিল। ৪১।

রোহিকা ভগবানের প্রসাদে তন্ময় হইয়া জন্মান্তরীণ সংস্কারবলে বুদ্ধে মন স্থাপন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়াছিল, হায়, সংসারসাগরের কর্ম্মময় তরঙ্গ দ্বারা প্রাণিগণ জন্মরূপ আবর্ত্তে মগ্ন হয়। ৪২-৪৩।

মনুষ্যের ললাটরূপ বিপুল প্রস্তরফলকে অশুভকর্ম্ম দ্বারা ঘটিত কঠিন টঙ্ক দ্বারা খোদিত জন্ম ও মরণ বিষয়ক যে অক্ষরবিন্যাস আছে, তাহা হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া প্রোঞ্ছিত করা যায় না। ৪৪।

মনুষ্যগণের কর্ম্মাধীন এই পরিণতিচিত্র ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নানা বর্ণে চিত্রিত। উহার বলে গর্ভারম্ভকালে বৃদ্ধিসময়ে বা নিধনকালে ঐ চিত্রের স্বল্পমাত্রও অন্যথা করা যায় না। ৪৫।

রোহিকা এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রণিধানাস্পদ শুভ্র সদ্ধর্ম্মে বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক ইহ সংসারে নিন্দনীয় ও মলিন জীবন ত্যাগ করিল। সে যেন অগ্রবর্ত্তী শুভদশা প্রাপ্ত হইয়া দুঃসহ দাসভাবজনিত লজ্জায় নিস্পন্দ হইল। ৪৬।

তৎপরে রোহিকা দিব্যদ্যুতিসম্পন্ন হইয়া দুগ্ধাব্ধিতে চন্দ্রলেখার ন্যায় স্বর্গসম্পদের সন্নিকট সিংহলদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিল। ৪৭।

তাহার জন্মকালে আকাশ হইতে মুক্তাবৃষ্টি হওয়ায় তাহার নাম

মুক্তালতা রাখা হইল। রোহিকা সিংহলাধিপতির কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিল। ৪৮।

মুক্তালতা পুণ্যানুরূপ লাবণ্য ধারণ করিয়া ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিবেকের দ্বারা সন্তোষের ন্যায় তাহার অঙ্গসকল ক্রমে যৌবন লাভ করিল। ৪৯।

একদা শ্রাবস্তীপুরবাসী কতকগুলি বণিক্ সমুদ্র পার হইয়া সিংহল দ্বীপে আসিয়াছিল। তাহারা শেষরাত্রে বিশ্রামসুখসূচক ধর্ম্মার্থ-গাথাময় ভগবান্ বুদ্ধের বাক্য গান করিয়াছিল। ৫০-৫১।

অন্তঃপুরহর্ম্ম্যস্থিতা রাজকন্যা মুক্তালতা শ্রবণসুখকর ঐ গান শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক, ইহা কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৫২।

তাঁহারা রাজকন্যাকে বলিলেন, ইহা সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পাকারী ভগবান্ বুদ্ধের স্বভাবসিদ্ধ বাক্য। ৫৩।

রাজকন্যা বুদ্ধের নাম শ্রবণমাত্র পুলকিতাঙ্গ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞানানুভবের উদয় হইয়াছিল। ৫৪।

তখন রাজকন্যা মেঘের গর্জ্জন শ্রবণে ময়ূরীর ন্যায় উন্মুখী হইয়া, ভগবান্ বুদ্ধ কে, এই কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৫।

তৎপরে তাঁহারা রাজকন্যার অধিকতর শ্রদ্ধায় সমাদৃত হইয়া পুণ্যময় ভগবানের চরিত ও স্থিতি বর্ণনা করিলেন। ৫৬।

অনন্তর রাজকন্যা তাঁহাদের কথাশ্রবণে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহাদের হস্তে ভগবানের নিকট একটি বিজ্ঞাপন পত্র পাঠাইলেন। ৫৭।

কিছুদিন পরে তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া নিজ পুরীতে গেলেন এবং ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া সিংহলরাজকন্যার বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন পত্রটি দিলেন। ৫৮।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌ও প্রথমেই তাহা জানিতে পারিয়া মুক্তালতার প্রতি কৃপাবশতঃ স্বয়ং পত্রটি পাঠ করিয়াছিলেন। ৫৯।

আপনার স্মরণ কি আশ্চর্য্য পুণ্যজনক। ইহা ব্যসন তাপ ও তৃষ্ণার নাশক মহৌষধি স্বরূপ। আপনার কথাপ্রসঙ্গে আমার পূর্ব্ব-স্মৃতির অনুভব হইয়াছে; হে ভগবন্, আপনিই আমার মহান্ অমৃত-সংবিভাগ স্বরূপ। ৬০।

ভগবান্ এইরূপ সংক্ষিপ্ত পত্রার্থ অবগত হইয়া ঈষৎ হাস্য দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিলেন। ৬১।

তৎপরে ভগবান্ চিত্রকরের অসাধ্য তাঁহার প্রভাবপূর্ণ একটি প্রতিমাপট মুক্তালতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ৬২।

ভগবানের আজ্ঞানুসারে বণিক্‌গণ পুনরায় প্রবহণারূঢ় হইয়া সিংহলদ্বীপে গমন করিয়া মুক্তালতাকে প্রতিমাপটটি দেখাইলেন। ৬৩।

তত্রত্য জনগণ হেমসিংহাসনে ন্যস্ত পটে ভগবানের প্রতিকৃতি দেখিয়া এবং তাঁহার ধ্যান দ্বারা তন্ময় হইয়া একতা প্রাপ্ত হইয়া-ছিল। ৬৪।

ঐ চিত্রের অধোভাগে পুণ্যপ্রাপ্ত ত্রিবিধ গতিবিধি, পঞ্চবিধ শিক্ষা-পদ, অনুলোম ও বিপর্য্যয় সহিত প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং পরমামৃতনির্ভর অষ্টাঙ্গমার্গ লিখিত ছিল। ৬৫-৬৬।

তাহার উপর ভগবানের স্বহস্তলিখিত সুবর্ণাক্ষরময় ভাবনা-লীন সুভাষিত শোভা পাইতেছিল। ৬৭।

বিষয়রূপ বিষম সর্পসঙ্কুল ও অন্ধকারময় এই মোহসম্ভৃত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জন্ম মরণ ও ক্লেশাবেশ বশতঃ মহা কষ্ট অনুভব পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের শরণাগত হও। ইহাতে সংসারভয় নাই। ৬৮।

রাজকন্যা মুক্তালতা পবিত্র জিনপ্রতিকৃতি দর্শন করিয়া অনাদি-কাল সঞ্চিত অজ্ঞান বাসনা ত্যাগ করিলেন। ৬৯।

পুণ্যবতী রাজকন্যা প্রাংশু, তপ্তকাঞ্চনদেহ, সুস্কন্ধ, আজানুলম্বিত-বাহু, ধ্যানে একাগ্রতা বশতঃ নিমীলিতলোচন, লাবণ্যধারাকার, উন্নত-নাসাভূষিত, স্বভাবসুন্দর, শোভমান, এবং প্রলম্বিত ও ভূষণরহিত কর্ণপাশ শোভিত, বালারুণবর্ণ বল্কলচিহ্নিত, সন্ধ্যাভ্রকর্তৃক আক্রান্ত অদ্রিরাজ হিমালয়ের ন্যায় দৃশ্যমান, দেহকান্তি দ্বারা যেন চতুর্দ্দিকে সুশীলতার উপদেশকারী, চন্দ্রবৎ আনন্দদায়ক মুখমণ্ডিত এবং পৃথিবীরও ক্ষমাগুণের শিক্ষক ভগবানের মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া প্রণামকালে অধোনমিত কপোলস্থিত কর্ণোৎপলের অপসারণ দ্বারা সংসার ও শরীরের তৃপ্তি নিরাশ করিয়া পরম সত্যানুভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭০-৭৩।

রাজকন্যা তৎক্ষণেই বোধি লাভ করিয়া স্রোতঃসমাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং ভগবানের প্রভাব চিন্তা করিয়া বিস্ময় ও হর্ষ সহকারে বলিলেন। ৭৪।

অহো, ভগবান্ তথাগত দূরস্থিত হইয়াও মহামোহান্ধকার নাশ করিতেছেন। তাঁহার দেহকান্তি দ্বারা আমার কুশলপদ্মের বিকাশ-শোভা হইয়াছে। ৭৫।

আমি ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি ও সৎপ্রণিধান প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্ষণকালমধ্যেই আমার অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়াছে। অহো, প্রশমামৃত প্রবাহ তৃষ্ণা ও পরিতাপ শান্তির জন্য যেন সমুচ্ছলিত হইতেছে। ৭৬।

রাজকন্যা এই কথা বলিয়া সঙ্ঘপূজার জন্য প্রচুর মুক্তারত্ন ভগ-বানের উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া বণিক্‌দিগকে বিদায় দিলেন। ৭৭।

তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মুক্তা ও রত্নরাশি ভগবানকে প্রদান করি-লেন। ৭৮।

বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক কথিত রাজকন্যার কথা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ

আনন্দনামা ভিক্ষু ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ জিন বলিয়াছিলেন। ৭৯।

পূর্ব্বে শাক্যকুলে রোহিকা নামে যে দাসী ছিল, সে সৎকর্ম্মে প্রণিধান বশতঃ মুক্তালতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ৮০।

পুরাকালে বারাণসী নগরীতে মহাধন নামে এক বণিক্ ছিল। তাহার পত্নী রত্নবতী অতিশয় পুণ্যবতী ছিল। ৮১।

ঐ রত্নবতী স্বীয় পতি মৃত হইলে অপুত্রক অবস্থায় এক স্তূপের উপর পূজা করিয়া ভক্তি সহকারে নিজ মহামূল্য হারটি নিবেদন করিয়াছিল। ৮২।

সেই পুণ্যপ্রভাবে সে সিংহলাধিপতির কন্যা হইয়া পরিনির্ব্বাণ পাইয়াছে। ৮৩।

সেই রত্নবতীই অন্য জন্মে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া প্রজার নিন্দাপরায়ণা হইয়াছিল ; সে জন্যই সে কয়েক বৎসর দাসী হইয়াছিল। ৮৪।

লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম করে, তাহার ঠিক অনুরূপ পরিণত ফল ভোগ করিয়া থাকে। ৮৫।

নিখিল কুশলকার্য্যই যাহার মূল ও কীর্ত্তিপুষ্পেই যাহার শ্রী উজ্জ্বল, সেই মনুষ্যগণের ধর্ম্মবল্লীই সমস্ত শুভফলের প্রসব করে। পাপ ও ক্লেশ যাহার মূল, সেই বিষলতাই ভ্রমনিপাত মোহ ও অনন্ত সন্তাপের হেতু। ৮৬।

হে জনগণ, সন্তপ্ত প্রখর মরুভূমি সদৃশ এই সংসারমার্গে তীব্রানুতাপজনক পাপ পরিত্যাগ কর ও সতত পুণ্য বর্দ্ধন কর। পুণ্যবান্‌গণের পক্ষে পবিত্র ছায়াসম্পন্ন ও শীতল তরুতলভূমি পুণ্যামৃত দ্বারা সিক্ত হয়। ৮৮।

ভগবান্ স্বয়ং এইরূপ সৎপ্রণিধানের ফল বলিয়া ভিক্ষুগণের ভক্তি বর্দ্ধনের জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। ৮৮।

অষ্টম পল্লব

শ্রীগুপ্তাবদান

कृतापकारेऽपि कृपाकुलानि

क्रूरेऽप्यलं पल्लवकोमलानि ।

द्वेषोष्मतप्तेऽप्यतिशीतलानि

भवन्ति चित्तानि सदाशयानाम् ॥ १ ॥

সদাশয়গণের চিত্ত অপকারীর প্রতিও কৃপাকুল, খলের প্রতিও পল্লববৎ কোমল এবং বিদ্বেষোষ্মায় প্রতপ্ত ব্যক্তির প্রতিও অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে। ১।

পুরাকালে ইন্দ্রপুরী সদৃশ উদার রাজগৃহ নামক নগরে কুবেরসদৃশ ধনবান্ শ্রীগুপ্ত নামে এক গৃহপতি বাস করিত। ২।

শ্রীগুপ্ত অত্যন্ত গর্ব্বিত, সুজনের বিদ্বেষ্টা ও গুণবানের প্রতি হতাদর ছিল। সে সর্ব্বদাই ধনমদে মত্ত হইয়া সজ্জনগণকে উপহাস করিত। ৩।

কঠিনহৃদয় বক্রস্বভাব অন্তঃসারশূন্য ও মুখর খলজনের প্রতিই লক্ষ্মীর দয়া হয়; যথা পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন শঙ্খেতে লক্ষ্মীর দয়া দেখা যায়। ৪।

একদা শ্রীগুপ্তের গুরুবংশোদ্ভূত খলস্বভাব এক ক্ষপণক পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে পুণ্যবিদ্বেষবশতঃ তাহাকে বলিয়াছিল। ৫।

গৃধ্রকূট পর্ব্বতে শত শত ভিক্ষুগণপরিবৃত সর্ব্বজ্ঞকীর্ত্তি নামে যে সুগত আছে, সে ত ত্রিজগতের পূজ্য হইয়া উঠিয়াছে। উহার ত

কোনরূপ প্রতিভা দেখিতে পাই না, কিন্তু লোকে ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া উহাকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। ৬-৭।

প্রায় সকলকেই গতানুগতিক দেখা যায়। তাহারা কোনরূপ বিচার না করিয়াই লোকপ্রবাদসিদ্ধ পথেই গমন করে এবং পরের কথারই অনুবাদ করে। ৮।

উহার যাহা কিছু ব্রতাদি নিয়ম আছে, তাহা সবই দম্ভ বলিয়া বোধ হয়। সে গোপনে মৎস্য ভক্ষণ করে, আবার মৌনব্রত ও একপাদব্রত হইয়া আছে। ওটা বকধার্ম্মিক। ৯।

অতএব উহাকে উপহাস করিবার জন্য একটা প্রবঞ্চনা করা যাউক। ধূর্ত্তগণের মায়ায় মোহিত হইয়া সজ্জনও পরিতুষ্ট হয়। ১০।

কর্ম্মমোহিত শ্রীগুপ্ত ক্ষপণকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পাপগর্ত্তে পড়িবার জন্য তাহার পরামর্শানুসারে প্রদীপ্ত খদিরাঙ্গার-পূর্ণ একটী গুপ্ত খদা (অর্থাৎ পীঠ) ও বিষ মিশ্রিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট গিয়াছিল। ১১-১২।

শ্রীগুপ্ত মিথ্যা ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ সমস্ত জানিতে পারিয়া হাস্য সহকারে তথাস্তু বলিয়াছিলেন। ১৩।

শ্রীগুপ্ত বিষাগ্নিপ্রয়োগ দর্শনে কুপিতা সদর্থবাদিনী নিজপত্নীকে মন্ত্রণা প্রকাশ ভয়ে গৃহে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ১৪।

জগদ্বন্দ্য চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি দেবগণেরও বন্দনীয় ভগবান্ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াও স্বয়ং আগমন করিয়াছিলেন। ১৫।

নগরবাসী বহুলোক শ্রীগুপ্তের এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিল। পাপীদিগের পাপ সুগুপ্ত হইলেও চতুর্দ্দিকে প্রকাশ হইয়া থাকে। ১৬।

তৎপরে একজন উপাসক তথায় আগমন করিয়া অগ্নি ও বিষের

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভগবানের চরণালীন হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল। ১৭।

ভগবন্, এব্যক্তি অতি দুর্জ্জন। এ মিথ্যা নম্রতা দেখাইতেছে ও প্রিয়ালাপ করিতেছে। অতএব প্রযত্ন সহকারে ইহাকে পরিহার করাই উচিত। ১৮।

অনার্য্য ব্যক্তি মাধুর্য্য অবলম্বন করিলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। মধুমাখা ক্ষুর গিলিয়া খাইলেও পেটের নাড়ী কাটিয়া যায়। ১৯।

খলজন গুণিগণের গুণের দ্বেষ করে ও অন্যের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। সজ্জনগণ যাহাতে তুষ্ট হয়, দুর্জ্জনেরা তাহাতেই কুপিত হয়। ২০।

লোকত্রয়ের নেত্ররূপ শতপত্রের বিকাশকারী আপনি এই রাহুর কবলে পতিত হইলে জগৎ কি অন্ধ হইবে না। ২১।

ভগবান্ এই কথা শুনিয়া হাস্যরশ্মি দ্বারা শ্রীগুপ্তের পরিভবরূপ গাঢ়ান্ধকারকে যেন দূরে পরিহার করিয়া উপাসককে বলিলেন। ২২।

অগ্নি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না; বিষও আমার কিছু করিতে পারে না। যাহারা পরের প্রতি দ্বেষ করে না, তাহাদের পক্ষে কোন উপদ্রবই দোষাবহ নহে। ২৩।

যাহার চিত্ত ক্রোধে তপ্ত নহে এবং শান্তি দ্বারা সিক্ত, এরূপ বিষয়ানাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে অনল বা বিষ কিছুই করিতে পারে না। ২৪।

যাহারা বিদ্বেষপরায়ণ তাহাদের পক্ষে অমৃতও বিষের ন্যায় হয়, কোমল কুসুমও বজ্রের ন্যায় হয় এবং চন্দনও অগ্নির ন্যায় হয়। ২৫।

অগ্নি বোধিসত্ত্বপদে বর্ত্তমান কারুণ্যসম্পন্ন ও মৈত্রীসম্পন্ন তির্য্যক্-জাতিরও দেহ দগ্ধ করিতে পারে না। ২৬।

পুরাকালে কলিঙ্গরাজ মৃগজাতির সংখ্যা অল্প করিবার জন্য উদ্যত হইয়া খণ্ডদ্বীপ নামক বন দগ্ধ করিয়াছিলেন। ২৭।

ঐ কানন প্রজ্বলিত হইলে পর একটি তিত্তিরিশাবক মৈত্রীদ্বারা বোধি অবলম্বন করিয়া ঐ অগ্নির প্রশম বিধান করিয়াছিল। ২৮।

অতএব অদ্রোহমনা জনগণের কোথায়ও ভয় নাই। তোমাদের সত্ত্বসম্পদের জন্য আমি আরও একটি কৌতুককর কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৯।

একদা অনাবৃষ্টিবশতঃ দুর্ভিক্ষকালে কোন এক মুনির আশ্রমে মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে সমর্থ এক শশক বহুকাল বাস করিয়াছিল। ৩০।

ঐ মৃগ মুনিকে ফলমূলাদির অভাবে ক্ষুধায় কাতর বিলোকন করিয়া ও তাঁহার কষ্টে ব্যথিত হইয়া দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে বলিয়াছিল। ৩১।

ভগবন্, সম্প্রতি আপনি আমার মাংস দ্বারা প্রাণরক্ষা করুন। ধর্ম্মসাধন ভবদীয় শরীর রক্ষা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। ৩২।

শশক এই কথা বলিয়া মুনিকর্ত্তৃক প্রণয়বশতঃ যত্নসহকারে নিবারিত হইলেও দাবাগ্নিতে নিজদেহ নিক্ষেপ করিয়াছিল। ৩৩।

ঐ শশকের সত্ত্বগুণপ্রভাবে প্রজ্বলিতশিখাসঙ্কুল অগ্নি মনোজ্ঞ গুন্‌গুন্-ধ্বনিকারি-ভ্রমরশোভিত একটি পদ্মের আকার ধারণ করিল। ৩৪।

শশক দিব্যদেহ ধারণ করিয়া ঐ মহাকমলের উপর উপবেশন পূর্ব্বক মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রণম্যমান হইয়া ধর্ম্মদেশনা করিয়াছিল। ৩৫।

ভগবান্ এইরূপে বোধিপ্রবৃত্ত জনগণের পক্ষে বহ্নি বা বিষ হইতে ভয় নাই এই কথা বলিয়া শ্রীগুপ্তের গৃহে গমন করিলেন। ৩৬।

ভগবান্ শ্রীগুপ্তের গৃহে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ পদ নিক্ষেপ

করিবামাত্র ঐ অগ্নিগর্ভ খদা (পীঠ) মঞ্জু গুঞ্জিত ভৃঙ্গশোভিত একটী রমণীয় সরোজিনী হইল। ৩৭।

শ্রীগুপ্ত ভগবান্‌কে পদ্মাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া এবং তাঁহার দৃষ্টি-পাতেই নিষ্পাপ হইয়া তদীয় চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিয়াছিল। ৩৮।

ভগবন্, আমি পাপাচারী। আমায় এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। মোহান্ধকারে পতিত জনগণের প্রতি সজ্জনগণের অধিকতর করুণা হইয়া থাকে। ৩৯।

অকল্যাণমিত্র প্রমোহ আমাকে যে পাপপথে যাইতে উপদেশ দিয়াছে, একমাত্র আপনার অনুগ্রহই তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়। ৪০।

আমি যে বিষমিশ্রিত বস্তু ভোজন করাইতেছি, তজ্জন্য পশ্চাত্তাপরূপ বিষ আমাতেই সংক্রান্ত হইয়াছে। ৪১।

কৃপানিধি ভগবান্ শ্রীগুপ্তকে সাশ্রুনয়নে এইরূপ কথা বলিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণের সম্মুখেই তাহাকে বলিয়াছিলেন। ৪২।

হে সাধো তুমি বিষাদ করিও না। আমরা তোমার প্রতি বিরূপ নহি। ঘোর বৈররূপ বিষকে পরিত্যাগ করায় বিষ আমাদিগকে তাপ দিতে পারে না। ৪৩।

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তনামে এক রাজা ছিলেন। তদীয় পত্নী অনুপমা তাঁহার প্রাণসমা প্রিয়া ছিলেন। ৪৪।

একদা অনুপমা নগরোপান্তে বনস্থিত সুবর্ণভাস নামক ময়ূররাজের কেকারব শুনিতে পান। ৪৫।

তিনি বেণু ও বীণাস্বরসদৃশ ঐ ময়ূরের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৌতুকাবেশ বশতঃ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৪৬।

রাজা বলিলেন এই বনপ্রান্তে রত্নখচিত পক্ষশালী একটি ময়ূর আছে। উহার মধুর কণ্ঠধ্বনি একযোজন পর্য্যন্ত শুনা যায়। ৪৭।

রাজা এই কথা বলিলে পর মহিষী ঐ ময়ূরটি দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজা প্রেয়সীর প্রেমযুক্ত প্রার্থনায় হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ৪৮।

হে মুগ্ধে, ঐ অদ্ভুতরূপী ময়ূরের দর্শন লাভ অত্যন্ত দুর্লভ। তথাপি যদি নিতান্ত আগ্রহ কর, তাহা হইলে চেষ্টা করা যাউক। ৪৯।

রাজা এই কথা বলিয়া ঐ ময়ূরটি ধরিবার জন্য জালজীবিগণকে নিযুক্ত করিলেন। এমন কি ময়ূরটি বধ করিবারও অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ৫০।

যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের কটাক্ষের বশীভূত, তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ থাকেনা। স্ত্রীগণ অনুরাগাকৃষ্ট ব্যক্তিকে কুকর্ম্মও করাইয়া থাকে। ৫১।

যাহারা প্রণয়বশতঃ প্রৌঢ়া পত্নীর পাদপীঠবৎ হইয়া থাকে, ধী ধৃতি স্মৃতি ও কীর্ত্তি ঈর্ষ্যাবশতই তাহাদিগকে ত্যাগ করে। ৫২।

তৎপরে শাকুনিকগণ স্থানে স্থানে জাল পাতিল, কিন্তু ময়ূররাজের প্রভাবে তৎসমুদয়ই বিশীর্ণ হইয়া গেল। ৫৩।

ময়ূররাজ শাকুনিকদিগকে প্রযত্নবৈফল্য হেতু দুঃখিত ও রাজাজ্ঞা ভয়ে ভীত দেখিয়া করুণাকুল হইলেন। ৫৪।

ময়ূররাজ মনে মনে ভাবিলেন যে, আহা এই জালজীবিগণ আমাকে বন্ধন করিতে না পারায় রাজার ক্রুর শাসন ভয়ে ভীত হইয়াছে। ৫৫।

কৃপাপরায়ণ ময়ূররাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া স্পষ্ট বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে বিদায় দিয়া রাজাকে তথায় আনাইলেন ও তাঁহার সহিত গমন করিলেন। ৫৬।

ময়ূররাজ সপত্নীক রাজা কর্ত্তৃক সতত পূজ্যমান হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে সমাদর সহকারে বাস করিতে লাগিলেন। ৫৭।

স্নিগ্ধ ও শ্যামবর্ণ মেঘসদৃশ কান্তিশালী সুনীল মণিময় গৃহে

প্রতিফলিত ময়ূরের চিত্রবর্ণ পক্ষকান্তি দ্বারা ইন্দ্রায়ুধের ভ্রম হইত। ৫৮।

একদা রাজা দিগ্বিজয় যাত্রাকালে রাজ্ঞীকে ময়ূরের সেবার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। ৫৯।

রাজপত্নী অনুপমা পতি প্রবাসগামী হইলে প্রমাদবশতঃ রূপ ও যৌবন গর্ব্বে অন্ধ হইয়া কুলমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন না।৬০।

অনুপমা একটি যুবা পুরুষকে দেখিয়া অনুরাগবতী হইয়াছিলেন। তখন কন্দর্পবিপ্লবকালে লজ্জা প্রলম্ভভয়ে ভীত হইয়া দূরে পলাইল। ৬১।

যাহারা মলিনস্বভাব কুটিল ও তীক্ষ্ণ এবং যাহাদের নামও কর্ণে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা হয় না, এতাদৃশ চপল ব্যক্তিই চপলনয়না কামিনীগণের প্রিয় হয়। ৬২।

সংসার সাগরে নানাবিধ উন্মাদকারিণী ও প্রাণহারিণী বিষময় স্ত্রী বিচরণ করে। কুসুম হইতেও কোমল অথচ ক্রকচ হইতে ক্রূর স্ত্রীগণের বিচিত্র চিত্তের পরিচ্ছেদ করিতে কেহই জানেনা। ৬৩-৬৪।

যাঁহারা প্রচরন্তী প্রিয়াকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া নির্বৃতি লাভ করেন, তাঁহারা শীতল বিমল ও স্নিগ্ধ খড়্‌গ-ধারা পান করিয়া থাকেন। ৬৫।

অনুপমা মনে মনে চিন্তা করিল যে এই অন্তঃপুরবর্ত্তী ময়ূরটিই আমার পক্ষে শল্যতুল্য হইয়াছে। এ আমার স্বভাব জানে এবং মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতেও পারে। এ নিশ্চয়ই আমার ব্যবহার রাজার নিকট বলিয়া দিবে। আমি একটা নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি, এখন কি করিব। ৬৬, ৬৭।

এ ময়ূরটি ত সুচতুর মর্ম্মজ্ঞ ও আমার বিষয়ে সবই জানে; ইহা হইতে আমার শঙ্কা ত হইবেই। এক্ষণে আমি যেরূপ পাপচারিণী হইয়াছি, তাহাতে অচেতনেতেও আমার শঙ্কা হইয়াছে। ৬৮।

অনুপমা এইরূপ চিন্তা করিয়া ময়ূরকে বিষমিশ্রিত অন্ন দিয়াছিল। অনুরাগমত্ত ও খলের আয়ত্ত স্ত্রীগণ কি না করিয়া থাকে। ৬৯।

বিষমিশ্রিত পান ও ভোজন দ্বারা অনুপমা কর্ত্তৃক পরিচর্য্যমাণ ঐ ময়ূরের সুন্দর কান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ৭০।

অনুপমা ময়ূরকে সুস্থ দেখিয়া রহস্যভেদশঙ্কায় ভীতা এবং শোকে ও রোগে গ্রস্তা হইয়া জীবন ত্যাগ করিল। ৭১।

এইরূপে বিষের দ্বারাও ঐ ময়ূরের কিছুই গ্লানি হয় নাই। মহাজনের চিত্তের নির্ম্মলতা বিষকেও নির্বিষ করে। ৭২।

রাগ একটি বিষ, মোহ একটি বিষ, ও বিদ্বেষ একটি মহাবিষ। বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ ও সত্য এই কয়টিই পরমামৃত। ৭৩।

মোহরূপ মহাসাগর ঘোর বিষের সৃষ্টি করে; অনুরাগরূপ মহাসর্প ঘোর বিষ সৃষ্টি করে; এবং শত্রুতারূপ বন ঘোর বিষ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া বিষম বিষের উৎপত্তি স্থান আর নাই। ৭৪।

শ্রীগুপ্ত এইরূপ অন্যজন্মেও অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অগ্নিখদা করিয়াছিল এবং এই অনুপমাই ইহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিল। ৭৫।

ভগবান্ এই কথা বলিয়া করুণাদৃষ্টি দ্বারা ধর্ম্মশাসন-শ্রবণোন্মুখ শ্রীগুপ্তকে রজোগুণবর্জ্জিত করিয়াছিলেন। ৭৬।

অনন্তর শ্রীগুপ্ত জ্ঞানালোক প্রাপ্তির জন্য ত্রিবিধ শরণমার্গ স্মরণ করিয়া বিমল স্মৃতি বশতঃ কুশল লাভ করিয়াছিলেন এবং ভগবানের সহিত পরিচয় হওয়ায় পুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। মহাজনের দর্শনে মহাকল্যাণ ও প্রমোদসুখ হইয়া থাকে। ৭৭।

ভগবান্ নিকাররূপ মহাপাপকারী শ্রীগুপ্তের অজ্ঞানমোহ দূর করিয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ কারুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের সংসারক্ষয়ের জন্য এইরূপ নির্বৈরতা বিষয়ে অনুশাসন করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিলে ভিক্ষুগণের আর ভববন্ধন হয় না। ৭৮।

নবম পল্লব

জ্যোতিষ্কাবদান

धन्यानामशिवं बिभर्त्ति शुभतां भव्यस्वभावोद्भवां
मूर्खाणां कुशलं प्रयात्यहिततामित्येष लक्ष्यः क्रमः ।
नैशीथं तिमिरान्ध्यमौषधिवनस्यात्यन्तकान्तिप्रदं
तच्चौलूककुलस्य दृष्टिहतये सर्व्वत्र मैत्रं महः ॥ १

অশিব বস্তুও ধন্যগণের সৎস্বভাব বশতঃ শুভ হইয়া থাকে। মূর্খগণের পক্ষে মঙ্গলও অহিতে পরিণত হয়। এইরূপ নিয়মই দেখা যায়। অর্দ্ধরাত্রের গাঢ় অন্ধকার ঔষধিবনের অধিকতর কান্তি-প্রদ হয়। সূর্য্যকিরণ আবার পেচকগণের দৃষ্টিশক্তি নাশ করে। ১।

পুরাকালে রাজা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহ নগরে সুভদ্র নামে একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল। ২।

মূর্খতা বশতঃ মোহপ্রপন্ন ও সর্ব্বদর্শীর বিদ্বেষ্টা ঐ গৃহস্থের ক্ষপণকগণের প্রতিই অত্যধিক আদর ছিল। ৩।

কালক্রমে আভিজাত্যসম্পন্না তদীয় পত্নী সত্যবতী, পূর্ব্বদিক্ যেরূপ পূর্ণ চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। ৪।

একদা বেণুকাননবাসী ভগবান্ কলন্দকনিবাস নামক বুদ্ধ পিণ্ড-পাতের জন্য তাহার গৃহে গিয়াছিলেন। ৫।

সুভদ্র ভার্য্যাসহ সমাদর সহকারে তাঁহার পূজা করিয়া গর্ভস্থিত সন্তানটি কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন্। ৬।

ভগবান্ বলিলেন, তোমার পুত্র দৈব ও মানুষ সম্পাদ্ ভোগ করিয়া অবশেষে আমার শাসনে নিযুক্ত হইবে ও মোক্ষ লাভ করিবে। ৭।

ভগবান্ এই কথা স্পষ্টরূপে আদেশ করিয়া নিজাশ্রমে গমন করিলে পর ভূরিক নামক ক্ষপণক ঐ গৃহস্থের বাটীতে আসিয়াছিল। ৮।

ঐ ক্ষপণক সুভদ্রকথিত ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা বিদ্বেষবিষে আকুলিত হইয়াছিল এবং বহুক্ষণ গণনা করিয়া এবং গ্রহগণের স্থান পরিশ্রমপূর্ব্বক বিচার করিয়া ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন তাহাই দেখিল। ৯-১০।

ক্ষপণক মনে মনে ভাবিল যে ভগবান্ সত্যই বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু আমি তাঁহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য অসত্য কথাই বলিব। ১১।

সুভদ্র যদি আমার কথায় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা জানিতে পারে, তাহা হইলে শ্রমণের প্রতিই আদর করিবে; ক্ষপণকদিগকে আর শ্রদ্ধা করিবে না। ১২।

ক্ষপণক এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রোধসহকারে সুভদ্রকে বলিল, যে সর্ব্বজ্ঞতাভিমান বশতঃ তিনি এটা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। ১৩।

মনুষ্য কিপ্রকারে দেবভোগ্য দিব্যসম্পদ্ লাভ করিবে। ইহার প্রব্রজ্যা কিন্তু সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তিনি কিরূপে বুঝিলেন। ১৪।

যাহারা ক্ষীণ ও ক্ষুধার্ত্ত এবং যাহাদের অন্য কোন গতি নাই, তাহারাই সুভিক্ষ শ্রমণব্রতের শরণাপন্ন হয়। ১৫।

আমি কিন্তু দেখিতেছি, যদি তুমি আমাদের কথা প্রমাণ বলিয়া মান, তাহা হইলে এই শিশুটি জন্মিয়াই বংশের সন্তাপজনক হইবে। ১৬।

ক্ষপণক এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে পর গৃহপতি বহুক্ষণ ভাবিয়া পরিশেষে গর্ভপাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৭।

যখন দেখিল ঔষধি প্রয়োগেও গর্ভপাত হইল না, তখন সে নিভৃত স্থানে বলপূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া পত্নীকে বধ করিল। ১৮।

তৎপরে মহাপাপী সুভদ্র তাহাকে শীতবল নামক শ্মশানে লইয়া-গেলে পর ক্ষপণকগণ ঐ কথা শুনিয়া মহানন্দে উপহাসচ্ছলে বলিতে লাগিল, আশ্চর্য্য, সর্ব্বজ্ঞ বালকসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই বটে ; শিশু না জন্মাইতেই তাহার মা পঞ্চত্ব পাইল। ১৯-২০।

শিশুর দিব্য ও মানুষ সম্পদের কথা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি এই। এই কি প্রব্রজ্যা যে পেটের ভিতরেই নিধন প্রাপ্ত হইল। ২১।

ক্ষপণকগণের এইরূপ উপহাসসহ প্রবাদ শ্রবণ করিয়া শ্মশান দেখিবার জন্য বহুতর জনসমাগম হইয়াছিল। ২২।

ইত্যবসরে ভূতভাবন ভগবান্ বুদ্ধ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক চিন্তা করিলেন। ২৩।

অহো, মেঘ যেরূপ দূরস্থিত হইয়াও সূর্য্যের আলোক আচ্ছা-দিত করে, তদ্রূপ মূর্খগণও দূরে থাকিয়াও বিদ্বেষবশতঃ বিকৃত হইয়া লোকের জ্ঞানালোক আচ্ছাদিত করে। ২৪।

হায়, মূঢ়বুদ্ধি গৃহপতি ঐ মঙ্গলনাশক ক্ষপণককর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পাপজনক অকার্য্যও করিল। ২৫।

করুণাকুল ভগবান্ এই রূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং ভিক্ষুগণ সহ সত্বর ঐ শীতবন শ্মশানে গমন করিয়াছিলেন। ২৬।

রাজা বিম্বিসারও ভগবান্ স্বয়ং শ্মশানে যাইতেছেন জানিতে পারিয়া অমাত্যগণসহ তথায় গিয়াছিলেন। ২৭।

তৎপরে সুভদ্রের জায়াকে চিতানলে প্রক্ষেপ করিলে পর পদ্মাসীন শিশুটি কুক্ষি ভেদ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইল। ২৮।

যখন প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যস্থ বালককে কেহই গ্রহণ করিল না, তখন জনগণের মধ্যে একটা মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল। ২৯।

তৎপরে ভগবানের আজ্ঞানুসারে রাজকুমারের ভৃত্য জীবক সত্বর গিয়া বালককে গ্রহণ করিল। ৩০।

ঐ চিতানল বালকগ্রহণসময়ে জিনের দৃষ্টিপাতদ্বারা হরিচন্দনের ন্যায় শীতল হইয়াছিল। ৩১।

ক্ষপণকগণ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে উদ্ধৃত জীবিত ও রুচিরাকৃতি বালককে দেখিয়া লজ্জাবশতঃ ক্ষণকাল মৃতবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ৩২।

তৎপরে সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত ভগবান্ বিস্ময়ে উদ্ভ্রান্ত সুভদ্রকে বলিলেন, তোমার এই পুত্রটি গ্রহণ কর। ৩৩।

সুভদ্র কি করিবে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে ক্ষপণকগণের পরামর্শ লইবার জন্য তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ৩৪।

ক্ষপণকগণ তাঁহাকে বলিল যে, এই শ্মশানবহ্নিজাত বালককে গ্রহণ করা বিধেয় নহে। এ যেখানে থাকিবে, সে গৃহ উৎসন্ন হইবে। ৩৫।

মূর্খ সুভদ্র যখন ক্ষপণকগণের বাক্যানুসারে বালককে গ্রহণ করিল না, তখন ভগবানের আজ্ঞানুসারে রাজা তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ৩৬।

ভগবান্ স্বয়ং অগ্নিমধ্য হইতে প্রাপ্ত ও অগ্নিসদৃশকান্তি ঐ বালকের জ্যোতিষ্ক এই নাম রাখিয়াছিলেন। ৩৭।

রাজভবনে প্রবর্দ্ধমান ঐ বালকের মাতুল দেশান্তরে গিয়াছিলেন; তিনি যথাকালে তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ৩৮।

তিনি ভগিনীর পুত্রজন্ম ও নিধনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া সুভদ্রের নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন। ৩৯।

রে মূর্খ ক্ষপণকভক্ত, তুমি একটা ক্ষপণকের কথা শুনিয়া নিজপত্নীকে হত্যা করিয়াছ ও নিজপুত্রকে ত্যাগ করিয়াছ, ইহা কি ভাল করিয়াছ? ৪০।

বেতালগণ যেমন স্বভাবতঃ নিশ্চেতন হইয়াও পরের মন্ত্রপ্রভাবে সমুত্থিত হয় হাস্য করে ও মারিয়া ফেলে, সেরূপ দুর্জনেরাও নিজে অচেতন অথচ পরের মন্ত্রণায় উদ্‌যুক্ত হইয়া মহাজনকে উপহাস করে ও হিংসা করে। ৪১।

তুমি যদি এখনই রাজবাটী হইতে নিজ পুত্রকে গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমার স্ত্রীবধ ঘোষণা করিয়া অর্থদণ্ড ও নিগ্রহ করাইব। ৪২।

সুভদ্র তৎকর্ত্তৃক এইরূপ আক্রুষ্ট হইয়া ভয়প্রযুক্ত রাজবাটী হইতে নিজপুত্র লইয়া আসিল। রাজা অনেক অনুরোধের পর বালকটি দিয়াছিলেন। ৪৩।

তৎপরে সুভদ্র কালগ্রাসে পতিত হইলে জ্যোতিষ্ক, সূর্য্য যেরূপ তেজের নিধি, তদ্রূপ সম্পত্তির নিধি হইয়াছিলেন। ৪৪।

অর্থিগণের পক্ষে কল্পদ্রুমসদৃশ জ্যোতিষ্ক দিব্য ও মানুষ সম্পদ্ লাভ করিয়া পরে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় লইবার জন্য কামনা করিয়াছিলেন। ৪৫।

ইনি পুণ্যরত্ন অর্জ্জন করিবার জন্য ভক্তিসহকারে ভিক্ষুসঙ্ঘকে অদ্ভুত দিব্যরত্ন দান করিয়াছিলেন। ৪৬।

নদীগণ যেমন স্বভাবতঃ মহাসাগরে যায়, তদ্রূপ আশ্চর্য্য বিবিধ সম্পদ্ দেবলোক হইতে আপনা আপনি তাঁহার গৃহে আসিত। ৪৭।

তৃণে ও রত্নে সমানবুদ্ধি ভগবান্‌ও তাঁহার অনুরোধে তাঁহার গৃহে রত্নপাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪৮।

জ্যোতিষ্ক নিজ পুণ্যরূপ পণ দ্বারা ক্রীত, ধবলতায় যশের সহিত উপমার যোগ্য ও নিজগৃহবৎ নির্ম্মল দিব্য বস্ত্রযুগল লাভ করিয়াছিলেন।৪৯

একদা স্নানার্দ্র ও আতপে ন্যস্ত ঐ বস্ত্র বায়ু দ্বারা অপহৃত হইয়া রাজার মস্তকে গিয়া পড়িয়াছিল। ৫০।

রাজা অপূর্ব্ব ও মনোজ্ঞ জ্যোতিষ্কের ঐ বস্ত্র বিলোকন করিয়া দিব্য শোভা দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং নিজসম্পদ্ তৃণবৎ জ্ঞান করিলেন।৫১।

একদা রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া জ্যোতিষ্কের রত্নময় গৃহে গিয়াছিলেন। তিনি যতক্ষণ তথায় ছিলেন, ততক্ষণ স্বর্গ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন।৫২

কিছুকাল পরে ধর্ম্মশীল রাজা রাজ্যলুব্ধ নিজপুত্র অজাতশত্রুকর্তৃক ছলপূর্ব্বক নিহত হন। ৫৩।

সত্যযুগোপম সদ্গুণসম্পন্ন রাজা অতীত হইলে অধর্ম্মপরায়ণ তদীয় পুত্র রাজ্যলাভ করিল। ৫৪।

অজাতশত্রু জ্যোতিষ্কের গৃহে রাজগণের দুর্লভ সম্পদ্ দেখিয়া তাঁহাকে বলিল যে, তুমি আমার পিতাকর্তৃক বিবর্দ্ধিত হইয়াছ, অতএব ধর্ম্মানুসারে তুমি আমার ভ্রাতা হইতেছ; এক্ষণে তোমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমায় প্রদান কর; নহিলে ভাগদ্রোহে তোমার সহিত বিবাদ হইবে। ৫৫-৫৬।

ক্রূরকর্ম্মা অজাতশত্রু কুটিলতাবশতঃ এইরূপ বলিলে পর জ্যোতিষ্ক রত্নপূর্ণ নিজগৃহ তাহাকে দিয়া অন্যগৃহে গমন করিলেন।৫৭।

দিব্যরত্নরুচিরা স্ফীতা ও লোকোপকারিণী তদীয় সম্পদ্, প্রভা যেরূপ দিবাকরের অনুসরণ করে, তদ্রূপ জ্যোতিষ্কেরই অনুগমন করিয়াছিল। ৫৮।

ঐ প্রভাবতী সম্পদ্ পুনঃ পুনঃ সাতবার পরিত্যক্ত হইয়াও, সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ অন্যকে স্পর্শ না করিয়া পতিকেই আশ্রয় করে, তদ্রূপ রাজাকে স্পর্শ না করিয়া জ্যোতিষ্ককেই আশ্রয় করিয়াছিল। ৫৯।

জ্যোতিষ্ক রাজাকে কুপিত ও দস্যুচৌরাদি দ্বারা তাঁহার সম্পত্তিহরণে উদ্যোগী দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ও মনে মনে চিন্তা করিলেন। ৬০।

প্রজাগণের অপুণ্যপারপাক বশতঃ তাহাদিগের পিতৃতুল্য বাৎসল্য-বান্ রাজা স্মরণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ, তোমার ন্যায় আর কে হইবে? তুমি অকপট ও সরল এবং পিতার স্বরূপ ছিলে। প্রজাগণ তোমার উপর নির্ভর করিয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইত। ৬১-৬২।

ধনিগণ তৃণের ন্যায় সর্ব্বদাই সুখপ্রাপ্য হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ রত্নের ন্যায় অত্যন্ত কষ্টপ্রাপ্য। সুজন ও সরল জন অমৃত অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্য।৬৩।

অকপট বিদগ্ধ সাবধান সরলাত্মা অনুদ্ধত ও উন্নতস্বভাব জন-গণের জন্ম অতি বিরল। ৬৪।

এখন প্রজাগণের পাপফলে বিদ্বেষ্টা দুর্ব্বৃত্ত পরাভবকারী ও সাক্ষাৎ কলিস্বরূপ রাজা আসিয়াছেন। ৬৫।

জগন্মিত্র ও সূর্য্যসদৃশ সেই রাজা অস্তগত হইয়াছেন, এখন সকল দোষের আকর তৎপুত্ররূপ রাত্রি অন্ধকার করিবার জন্য আসিয়াছে।৬৬।

খলজন নিশ্চয়ই অতীত সজ্জনের অকারণ সুহৃৎ। যেহেতু উহারাই নিজের অসদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদের যশ প্রকাশ করে। ৬৭।

অতএব এই কুরাজাধিষ্ঠিত পৃথিবী পরিত্যাগ করাই উচিত। একে কলিকাল, তাহার উপর রাজা কলহপরায়ণ হইলে প্রজাগণের জীবন কিরূপে রক্ষা হয়। ৬৮।

রাজা গুণবান্ হইলে সকল প্রজাগণই নিষ্পাপ হয়; সজ্জনের উদার পরিচয় হয়; গুণিগণের গুণ থাকে; বংশমর্য্যাদার রক্ষা হয়; সমৃদ্ধি হয়; চন্দ্রতুল্য শুভ্র যশ হয়; লোকের মর্য্যাদানুরূপ ব্যবহার হয় এবং সকলের সম্পত্তিও নিরাপদ্ থাকে। ৬৯।

ধনরূপ মূল হইতে সমুদ্গত ও নির্দ্দোষ কামরূপ কুসুমদ্বারা উজ্জ্বল ধর্ম্মদ্রুম যদি কুনৃপতির দুর্ব্যবহাররূপ বায়ুর আঘাতে হত না হয়, তাহা হইলে লোকে তাহার পুণ্যফল ভোগ করিতে পারে। ৭০।

একে কাল কলি ; রাজা বালক ; তাঁহার প্রতাপ চিতানলের ন্যায় দুঃসহ ; তাহার উপর অকালবিপ্লবরূপ প্রকাণ্ড ও খল বেতালগণ বিচরণ করিতেছে। ৭১।

প্রীতি বিষণ্ণা হইয়াছে, বুদ্ধি খিন্না হইয়াছে ; সুখশ্রীরও যৌবন গত হইয়াছে। এখন আর বিভবভোগে আমার রুচি নাই। ৭২।

ধন ভূমি গৃহ দার পুত্র ভৃত্য ও পরিচ্ছদ এ সকলই মনুষ্যের নিরবধি আধি ও ব্যাধির কারণ। ৭৩।

গ্রীষ্মতাপের ন্যায় বিষম সম্পদ্ যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই মনুষ্যের তৃষ্ণাজনিত সন্তাপ প্রজ্বলিত হয়। ৭৪।

মনুষ্যের আজন্ম উপার্জিত বিভব যতই বর্দ্ধিত হউক না, কিন্তু লবণ সমুদ্রের জলের ন্যায় উহাদ্বারা তৃষ্ণা দূর হয় না। ৭৫।

ধনিগণ অসন্তোষবশতঃ কেবল নাই নাই শব্দ উচ্চারণ করে। ইহাই তাহাদের পুনর্জ্জন্মের কারণ। এরূপ না করিয়া যদি তাহাদের শান্তি হইত, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত। ৭৬।

কলহ মহামোহ ও লোভের অনুগত, অতএব দুর্নিমিত্তবৎ বিত্তে প্রয়োজন কি ? পুনঃপুনঃ বিয়োগ ও নানা বিপৎসঙ্কুল ভোগেরই বা প্রয়োজন কি ? রাজার গৃহে সেবা দ্বারা অপমানপ্রাপ্ত ব্যক্তির মিথ্যা অভিমান কেন ? মরণভয়যুক্ত এই সংসারে একমাত্র বৈরাগ্যই আরোগ্যযোগ্য ঔষধ। ৭৭।

স্বজন ও সুহৃজ্জনের সমাগম দ্বারা বিমল কাল অতিক্রান্ত হইলে এবং প্রবলতর কলুষ দ্বারা মলিন মোহ উপস্থিত হইলে শান্তিসলিল দ্বারা স্নাতমনা জনগণের পক্ষে আয়াসবিরহিত বিজন বনবাসে পরিচয়ই সুখকর ও আশ্বাসপ্রদ। ৭৮।

জ্যোতিষ্ক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অতিশয় বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুঃখ মূর্খজনের মোহজনক, পরন্তু ধীমান্দিগের পক্ষে উহা বিবেকজনকই হইয়া থাকে। ৭৯।

জ্যোতিষ্ক সমস্ত সম্পদ্ অর্থিগণকে দান করিয়া সুগতাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। সম্পদ্রূপ শৃঙ্খলায় আকৃষ্টমনা জন সত্যসুখে উন্মুখ হয় না। ৮০।

রাজহংস যখন স্বচ্ছ মানস সরোবর স্মরণ করে, তখন তাহার অন্য সরোবর ভাল লাগে না। তদ্রূপ রাজারও নিত্যসুখের বিষয় মনে হইলে পৃথিবীরাজ্য আর ভাল লাগে না। ৮১।

দুঃসহ মোহরূপ ধূমদ্বারা মলিন ভোগ ও অনুরাগরূপ অনল নির্ব্বাণ হইলে এবং মন সন্তোষরূপ অমৃতনির্ঝরদ্বারা ক্রমে ক্রমে শীতল ভাব প্রাপ্ত হইলে পানমদে উত্তরঙ্গ চঞ্চল বারাঙ্গণার ভ্রূভঙ্গের ন্যায় ভঙ্গুরসমাগমা সম্পদ্ শান্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কিছুমাত্র বিঘ্ন করিতে পারে না। ৮২।

সর্ব্বজ্ঞের শাসন দ্বারা তাঁহার সংসারক্লেশ বিনষ্ট হইল। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বিমলপদে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান দ্বারা অনুপম জ্ঞান উদয় হইলে লক্ষ্যরহিত মোক্ষপথে যাইবার জন্য তিনি মুনি হইলেন। ৮৩।

জ্যোতিষ্কের এইরূপ বোধিসিদ্ধি বিলোকন করিয়া বিস্মিত ভিক্ষুগণ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ৮৪।

জনগণ জন্মরূপ শত শত ক্ষেত্রে উপ্ত বীজসদৃশ নিজ কর্ম্মের যথো-চিত অবিসংবাদী ফল নিশ্চয়ই ভোগ করে। ৮৫।

পুরাকালে রাজা বন্ধুমানের রাজধানী বন্ধুমতী নগরীতে অনঙ্গন নামে মহাযশস্বী এক গৃহস্থ বাস করিত। ৮৬।

একদা বিপশ্যী নামক সম্যক্সম্বুদ্ধ শাস্তা ভ্রমণ করিতে করিতে তত্রত্য সজ্জনের পুণ্যফলে ঐ নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৮৭।

অনঙ্গন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তথায় আসিয়া দ্বিষষ্টিসহস্র সংখ্যক ভিক্ষুগণে পরিবেষ্টিত বিপশ্যীকে প্রণাম করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ৮৮।

অনঙ্গন তিনমাস কাল সর্ব্ববিধ উপকরণ দ্বারা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। তৎপরে রাজাও প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ৮৯।

অনঙ্গন ও রাজা উভয়েই স্পর্দ্ধাসহকারে বিপশ্যীর পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। অনঙ্গন গ্রাম্যবস্তু দ্বারা ও রাজা রাজভোগ্য বস্তু দ্বারা সেবা করিয়াছিলেন। ৯০।

অনঙ্গন রাজকর্ত্তৃক গজ ধ্বজ মণি ছত্র ও চামরাদি সম্পদ্ দ্বারা পূজিত ভগবান্ বিপশ্যীকে দেখিয়া চিন্তার্ত্ত হইয়াছিলেন। ৯১।

অনঙ্গনের নির্ম্মল সত্ত্বগুণের পক্ষপাতী দেবরাজ ইন্দ্র দিব্যসম্পদ্ দান করিয়া অনঙ্গনকে জিনপূজায় সাহায্য করিয়াছিলেন। ৯২।

অনঙ্গন ঐ দিব্য সম্পদ্ দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া চক্রবর্ত্তী রাজার সম্পদ্ লজ্জাভাজন হইয়াছিল। ৯৩।

অক্ষত এবং চন্দ্র ও সূর্য্য সদৃশ কান্তিসম্পন্ন রত্ন অম্লান বস্ত্র গন্ধ ও মাল্য এবং কল্পবৃক্ষের ফল দ্বারা অনঙ্গন কর্ত্তৃক পূজিত ও ভক্তিবিনম্র শচীপতি কর্ত্তৃক আন্দোলিত চামরদ্বারা বীজ্যমান ভগবান্‌কে দেখিয়া রাজা লজ্জায় নত হইয়াছিলেন। ৯৪।

পুণ্যবান্ অনঙ্গন এইরূপ শাস্তার প্রতি ভক্তি দ্বারা শুভ পরিণামের বহুতর ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবানে প্রাণিধান বশতঃ বিমলমনা অনঙ্গনই দ্বিতীয় সূর্য্যসদৃশ জ্যোতিষ্করূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৯৫।

বিমলজ্ঞান দ্বারা ত্রিজগতের প্রকাশকারী ভগবান্ জিন ভিক্ষুগণের প্রণিধান উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। ৯৬।

দশম পল্লব

सुन्दरीनन्दावदान

ते केऽपि सत्त्वहितसन्निहितानुकम्पा
भव्या भवन्ति भुवने भवभीतिभाजाम् ।
वात्सल्यपेशलधियः कुशलाय पुंसां
कुर्व्वन्ति ये परमनुग्रहमाग्रहेण ॥

যাঁহারা স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণহৃদয়, ও লোকের মঙ্গলের জন্য আগ্রহসহকারে সমধিক অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, এতাদৃশ প্রাণি-হিতার্থে অনুকম্পাবান্ ও মহানুভাব ভব্যজনও এই ভয়াবহ ভুবনে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১।

পুরাকালে শাক্যরাজপুত্র নন্দ কপিলবাস্তু নগরে ন্যগ্রোধারামে অবস্থিত ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। ২।

তখন ভগবান্ প্রব্রজ্যা উপদেশ করিতেছিলেন। তাঁহার উপ-দেশ শেষ হইলে তিনি পুরোবর্ত্তী নন্দকে প্রীতিসহকারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে বলিলেন। ৩।

নন্দ ভগবান্‌কে ভক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রসন্ন করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন, ভগবন্, প্রব্রজ্যা পুণ্যজনক হইলেও আমার উহা অভিপ্রেত নহে। ৪।

আমি সকলের সেবক হইয়া যথাভিলষিত সর্ব্ববিধ উপকরণ দ্বারা ভিক্ষুসঙ্ঘের ভিক্ষাপরিচর্য্যা করিব। ৫।

রাজপুত্র এই কথা বলিয়া রত্নমুকুট দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন; পরে জায়াদর্শনে ঔৎসুক্যবশতঃ নিজালয়ে গমন করিলেন। ৬।

রাজপুত্র নন্দ মুহূর্ত্তকালও বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সুন্দরী নিজদয়িতা রতিসুন্দরীকে লাভ করিয়া রমণীয় উদ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। ৭।

কিছুকাল পরে স্বভাবতঃ গুণিপ্রিয় ভগবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত স্বয়ং নন্দের ভবনে আগমন করিলেন। ৮।

নন্দ আনন্দসহকারে ভগবানের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাকে মহার্হ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক পূজা করিয়া বিজ্ঞাপন করিলেন। ৯।

ভগবন্, আপনি যে স্বয়ং দর্শন দিয়া অনুগ্রহ করিলেন, ইহা আমার কোন্ পুণ্যের ফলে ঘটিল, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। ১০।

মহাত্মগণের স্মরণ বা তাঁহাদের নামশ্রবণ অথবা দর্শনলাভ, এ সমস্তই কুশলরূপ লতার মহাফল বলিয়া গণ্য। ১১।

সূর্য্যসদৃশ মহনীয় ভগবানের জ্যোতির দর্শনে কাহার হৃদয়পদ্মের বিকাশশোভা না হয়! ১২।

মহাজনের দর্শন দানাপেক্ষাও অধিক প্রিয়, পুণ্য অপেক্ষাও মহা-ফলজনক এবং সদাচার অপেক্ষাও শ্লাঘনীয়। ১৩।

নন্দের ঈদৃশ ভক্তিযুক্ত ও প্রণয়যুক্ত বাক্য অভিনন্দন করিয়া এবং পূজা গ্রহণ করিয়া ভগবান্ যাইতে উদ্যত হইলেন। ১৪।

নন্দ স্বচ্ছ কনকপাত্রে নিজের মনোনীত মধুর ও উত্তম উপচার লইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। ১৫।

নন্দপত্নী সুন্দরী নন্দকে ভক্তিসহকারে ভগবানের অনুগমন করিতে দেখিয়া বিরহবেদনা সহ্য করিতে না পারায় পথের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। ১৬।

নন্দপত্নী গুরু জনের সম্মুখে চঞ্চল লোচন নিক্ষেপ করিয়া সভয়ে নয়ন মুদিত করিলেন এবং অলক্ষ্যভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকাল

অধিকতর নত হইয়াছিলেন ; তাঁহাতে তিনি নিঃশব্দে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, হে নাথ তুমি যাইওনা ।১৭ ।

নন্দ প্রণয়িনীকে বিচলিত দেখিয়া উচ্ছ্বাসসহকারে বলিয়াছিলেন, যে আমি এই অল্পক্ষণ মধ্যেই আসিতেছি । ১৮ ।

তৎপরে ভগবান্ নিজ আশ্রমে উপস্থিত হইলে বিরহাসহ নন্দ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্‌কে বলিলেন, তবে আমি এবার গৃহে গমন করি । ১৯ ।

ভগবান্ আসনাসীন হইয়া হাস্যপূর্ব্বক প্রণত ও পুরোবর্ত্তী নন্দকে বলিলেন, যাইবার জন্য এত ত্বরা করিতেছ কেন ? ২০ ।

বিষয়াস্বাদে সৌহার্দ্দবশতঃ সংমোহে পীড়িতমনা জনগণের মতি কেবল গৃহসুখেই রত থাকে। বড়ই আশ্চর্য্য যে উহা নির্ব্বেদে একেবারেই পরাঙ্মুখ । ২১ ।

গুণই আয়ুর আভরণ ; গুণের আভরণ বিবেক ; বিবেকের আভরণ প্রশম ও প্রশমের আভরণ বৈরাগ্য । ২২ ।

বৈরাগ্যবর্জ্জিত ও বিবেকবর্জ্জিত এবং লক্ষ্যরহিত পশুতুল্য জনগণের আয়ুঃকাল চক্রনেমিগতিক্রমে বিফলই যাইতেছে ও আসিতেছে। ইহাই জড়তা। ইহাই সুহৃদ্ জনের চিত্তে ন্যস্ত অসহ্য শল্য। প্রাজ্ঞগণ বিচার করিয়া ইহাকেই আয়ুর বৈফল্য বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । ২৩ ।

সত্ত্বশালী ব্যক্তির পুণ্য, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যাবান্ ব্যক্তির সৎস্বভাব, ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সকল বস্তু ও শান্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সুখ হয়। উহাদের পক্ষে এ সকল কিছুই দুর্লভ নহে। কিন্তু সকল বস্তুর হেতুভূত আয়ুঃকালের স্বল্পমাত্র অংশও দুষ্প্রাপ্য। এই দুর্লভ আয়ুঃ যাহার বিফলে অতিবাহিত হয়, সে অতীব শোচনীয় । ২৪ ।

বামাগণই যাহার আবর্ত্তস্বরূপ, পূর্ণলাবণ্যই যাহার সার এবং সতত বিদ্যমান প্রবল বিরহই যাহার প্রজ্বলিত বাড়বাগ্নিস্বরূপ, সেই বিষয়রূপ জলধি দর্প ও কামরূপ মকর দ্বারা সতত ক্ষোভপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সমুদ্র পার হইবার জন্য একমাত্র তীব্র বৈরাগ্যই সেতুস্বরূপ। ২৫।

অতএব হে রাজপুত্র, তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। স্ত্রীগণ ও সম্পদ্ সবই সমাগমকালেই সুখকর। ২৬।

তুমি নিজ কুশলের জন্য ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর। অসার সংসারে আগ্রহ ত্যাগ কর। ২৭।

নন্দ ভগবানের এবংবিধ করুণাযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বপ্রণয় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন। ২৮।

ভগবন্, আমার প্রব্রজ্যার উপায় আপনিই করিয়া দিবেন। কিন্তু আমি ভিক্ষুসঙ্ঘের উপকারার্থে গৃহস্থাশ্রমকেই অধিক আদর করি। ২৯।

নন্দ এই কথা বলিয়া ভগবানের বাক্য অতিক্রম করিতে অসমর্থ এবং প্রিয়ার প্রেমে আকৃষ্যমাণ হইয়া দোলাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন। ৩০।

ভগবান্ পুনঃপুনঃ নন্দকে ব্রতগ্রহণে উপদেশ দিয়াছিলেন। সাধুগণ উপকার করিতে উদ্যত হইয়া যোগ্যতার বিষয় চিন্তা করেন না। ৩১।

অজিতেন্দ্রিয় নন্দ যখন কোন প্রকারেই প্রব্রজ্যা ইচ্ছা করিল না, তখন ভগবানের বাক্য স্বয়ং আসিয়া নন্দের গাত্রে পতিত হইল। ৩২।

নন্দ তৎক্ষণাৎ কাষায়বস্ত্রপরিধায়ী ও পাত্রপাণি হইলেন। তাঁহার দেহের আভা তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় হইল এবং মহাপুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ৩৩।

ভগবানের আজ্ঞায় নন্দ অরণ্যবাসী পিণ্ডপাত্রিক হইলেন। তিনি পাংশুকূলিক হইয়াও আকারে অনগারিকভাব প্রাপ্ত হইলেন। ৩৪।

নন্দ প্রব্রজিত হইয়াও চন্দ্র যেরূপ নিজ লাঞ্ছন হৃদয়ে ধারণ করেন, তদ্রূপ সুন্দরী প্রিয়াকে হৃদয়ে বহন করিয়াছিলেন। ৩৫।

বিষয়ানুরাগ কোন্ পথ দিয়া স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ মনের ভিতর প্রবেশ করে তাহা জানা যায় না। ঐ রাগ ক্ষালন করিলেও অপগত হয় না। ৩৬।

বিরহচিন্তায় পাণ্ডুররুচি ও কাষায়বস্ত্রপরিহিত নন্দ সন্ধ্যাকালীন অরুণবর্ণ মেঘ সংবলিত চন্দ্রের শোভা হরণ করিয়াছিলেন। ৩৭।

বিরহচিন্তায় ক্ষীণ ও বিস্মৃতধৈর্য্য নন্দ বনে বিচরণ করিতে করিতে অনঙ্গের জন্মবিদ্যাস্বরূপ সুন্দরীকে বিস্মরণ করিতে পারেন নাই। ৩৮।

তিনি শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া নিশ্চলভাবে পূর্ণচন্দ্রমুখী সুন্দরীর বদন বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতেন। ৩৯।

অহো, ভগবান যত্নপূর্ব্বক আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন। পরন্তু আমার চিত্ত রাগাধিষ্ঠিত হওয়ায় এখনও বিমল হইতেছে না। ৪ ।

আমি সংসারচরিত্র শুনিয়াছি ও নিঃসঙ্গব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তথাপি আমার মন সেই মৃগনয়নাকে বিস্মরণ করিতেছেনা। ৪১।

যে গাত্র কান্তার কুঙ্কুমরাগ লাগিয়া সুভগ হইত, সেই গাত্রে চীবর ধারণ করিয়াছি। যে পাণি কান্তার স্তনমণ্ডলের প্রণয়ী ছিল, তাহাতে পাত্র ধারণ করিয়াছি। তথাপি সতত বোধির ব্যবধানভূত কান্তার ধ্যান করায় আমার এই অনুরাগ কেবলই বর্দ্ধিত হইতেছে। ৪২।

আমি আসিবার সময় পুরোবর্ত্তিনী কান্তাকে বলিয়াছিলাম যে, মুগ্ধে আমি ক্ষণকাল মধ্যেই আসিতেছি। কিন্তু হায় আমি পুনর্ব্বার দর্শনের বিঘ্নভূত এই কৃতঘ্নব্রত পরে গ্রহণ করিলাম। ৪৩।

প্রকম্পবশতঃ তরলা সুন্দরী গুরুজন সম্মুখে ছিলেন বলিয়া যদিও ব্যজন ত্যাগপূর্ব্বক যাইওনা একথা বলে নাই ও হস্তাঞ্চল গ্রহণ করে নাই, তথাপি পাদ দ্বারা ক্ষিতিতল খনন করিতে করিতে অলক্ষিত ভাবে আমাকে যে অবলোকন করিয়াছিল, তাহাতেই নিষেধ করা হইয়াছিল এবং আমার মনও তাহাতেই বদ্ধ করিয়াছে। ৪৪।

হরিণলোচনা সুন্দরী নিশ্চয়ই মদ্বিযুক্ত হইয়া পুলিনে চক্রবাকীর ন্যায় একাকিনী হর্ম্ম্যে শয়ন করে না এবং সতত শোকে প্রলাপ করিয়া থাকে।

হা প্রিয়ে, আমি ধূর্ত্তের ন্যায় তোমার চিত্ত চুরি করিয়া কেবল সত্য ত্যাগ পূর্ব্বক এই মিথ্যাব্রত আশ্রয় করিয়াছি। ৪৬।

আমি এই ব্রত ত্যাগ করিয়া দয়িতার নিকট গমন করিব। যাহারা অনুরাগাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত, তাহাদের পক্ষে তপস্যার তাপ অতি দুঃসহ। ৪৭।

রাজপুত্রী আমাকে বহুকাল পরে সমাগত ও নৃশংস অবলোকন করিয়া নবজাত ক্রোধে কি করিবে জানিনা। ৪৮।

প্রেমবশতঃ দুঃসহ বিকার সর্ব্বত্র বিকারজনক হয় না। কিন্তু স্নেহমধ্যে লীন কণামাত্র রজোগুণও দুর্নিবার হয়। ৪৯।

যখনই আমি দেখিব যে ভগবান্ এই বন হইতে অন্যত্র গিয়াছেন, তখনই আমি গৃহে গমন করিব। ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়। ৫০।

এই শিলাপট্টেই রুচির গিরিধাতু দ্বারা শশিমুখী দয়িতার চিত্র অঙ্কন করি। ইহাতেই আমি ধৈর্য্য লাভ করিব। ৫১।

অথবা সুধা কুবলয় ও ইন্দু যাহার সৌন্দর্য্যের এক এক বিন্দু বলিয়া গণ্য, সেই পরমা সুন্দরী প্রিয়াকে কিরূপে চিত্রে অঙ্কিত করিব। ৫২।

যাহার দৃষ্টি মুগ্ধ কুরঙ্গ ও সঞ্চারশীল ভ্রমরব্যাপ্ত উৎপল অপেক্ষাও অধিক সুন্দর, যাহার বিম্বাধরের কান্তি লাবণ্যসাগরের কূলজাত বিদ্রুমবনের ন্যায় রমণীয়। এবং যাহার বদনকান্তি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মালার ন্যায়, সেই আশ্চর্য্য সুন্দর দেহ কিরূপে চিত্রে অঙ্কিত হইবে। ৫৩।

নন্দ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অশ্রুদ্বারা স্নাত ও কম্পান্বিত অঙ্গুলি দ্বারা শিলাতলে সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করিলেন। ৫৪।

নন্দ নিজ কল্পনানুসারে প্রিয়তমার প্রতিবিম্ব সম্মুখে অঙ্কিত করিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৫৫।

আমি নয়নদ্বয়ের সুখবৃষ্টিস্বরূপ শরচ্চন্দ্রবদনা প্রিয়াকে অঙ্কিত করিয়া বাষ্পোদ্গম বশতঃ দেখিতে পাইতেছি না। আমি যে তন্বীর বিরহের মুখাপেক্ষা না করিয়াই এই ব্রত ধারণ করিয়াছি, সেই পাপ-বশতই এই সন্তাপপ্রদ শাপ উপস্থিত হইয়াছে। ৫৬।

সুন্দরি, সক্তাশ্রু মদীয় নয়ন প্রফুল্লপদ্মসদৃশ ত্বদীয় দেহ দেখিতে স্পৃহা করিতেছে; সেই সময়ে দর্শনের বিঘ্ন হওয়ার কোপ এখন ত্যাগ কর; আমার কথার প্রত্যুত্তর দেও; কেন মৌনাব-লম্বন করিয়াছ; আমি সত্য বলিতেছি, এই চীবর তোমারই অনুরাগে রঞ্জিত হইয়াছে এবং তোমার চিত্তব্রতই আমার ব্রত। ৫৭।

ভিক্ষুগণ দূর হইতে নন্দকে চিত্র অঙ্কন পূর্ব্বক এইরূপ বলিতে দেখিয়া অসূয়াবশতঃ ভগবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিয়া-ছিলেন। ৫৮।

ভগবন্, আপনি কেবল বাৎসল্যবশতঃ কুক্কুরের গলায় পুষ্পমাল্য দেওয়ার ন্যায় ঐ দুর্বিনীতকে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন। ৫৯।

নন্দ এক শিলাতলে সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রলাপ করিতে করিতে ধ্যানে তন্ময় হইয়াছে। ৬০।

ভগবান্ এই কথা শুনিয়া প্রিয়াবিরহে মোহপ্রাপ্ত নন্দকে কানন হইতে আহ্বান করাইয়া এ কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬১।

নন্দ বলিলেন, ভগবন্, সত্যই আমি নিতান্ত কান্তাসক্ত। এই বন ভিক্ষুগণের সম্মত হইলেও আমার মন এখানে রত হইতেছে না। ৬২।

ভগবান্ জিন নন্দের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুখচন্দ্রের কান্তি দ্বারা রাগরূপ পদ্মকে মুদিত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৬৩।

হে সাধু, অনুরাগবশতঃ তোমার এরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওয়া উচিত নহে। কল্যাণে অভিনিবিষ্ট জনগনের চিত্ত বিঘ্নকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় না। ৬৪।

কোথায় তুমি যোগাবলম্বন করিয়া বিষয়াভিনিবেশকে তুচ্ছতৃণ জ্ঞানে ত্যাগ করিবে, তাহা না করিয়া এই নিন্দনীয় ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখাস্বাদের জন্য লালায়িত হইতেছ। এই দুষ্পরিহার্য্য কামমার্গ স্বভাবতই কুশলের বিনাশকারী। ইহা প্রেমানন্দের পক্ষে দুঃসহ বন্ধনরজ্জু স্বরূপ। ৬৫।

ভগবান্ এইরূপে বহুক্ষণ ধরিয়া নন্দকে বৈরাগ্য উপদেশ করিয়া, এই খানেই তোমায় থাকিতে হইবে, এই কথা বলিয়া নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। ৬৬।

নন্দ এই সময়ই পলাইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সুন্দরীকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া প্রস্থান করিলেন। ৬৭।

তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া যাইতে যাইতে অনেকগুলি বিহার অতিক্রম করিয়া দ্বারদেশে অতিকষ্টে নগরগামী মার্গ পাইয়াছিলেন। ৬৮।

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নন্দকে অনুরাগবশতঃ যাইতে উদ্যত জানিয়া সত্বর তথায় আসিয়া বলিলেন, নন্দ কোথায় যাইতেছ ? ৬৯।

নন্দ বলিলেন; ভগবন্ বনে থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। যাহাদের চিত্ত বিশ্রান্ত হয় নাই, তাহাদের কোন কার্য্যই সফল হয় না। ৭০।

সেই দেবগণেরও উপহাসকারিণী সম্পত্তি, সেই মণিময়ী রমণীয় হর্ম্ম্যাবলী, সেই মন্দমারুতে আন্দোলিত সুন্দরলতাশোভিতা নূতন উদ্যানভূমি, সেই কন্দর্পের কার্ম্মুকলতার ন্যায় কৃশোদরী সুন্দরী, এই সকল রমণীয় বস্তু জন্মান্তরীণ বাসনার ন্যায় আসক্ত মদীয় মনকে ত্যাগ করিতেছে না। ৭১।

আমি বিহঙ্গের ন্যায় ব্রতরূপ পঞ্জরে বদ্ধ হইয়া রাগযুক্ত মনে কি করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিব। ৭২।

আমি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া গমন করিব। আমার অক্ষয় নরক হয় হউক। মঞ্জিষ্ঠারাগ রঞ্জিত অংশুক কখনই বীতরাগ হয় না। ৭৩।

নন্দ বারংবার এই কথা বলিয়া নিজ গৃহে যাইতে উদ্যত হইলে ভগবান্ জিন অনুগ্রহবুদ্ধিবশতঃ তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন। ৭৪।

নন্দ, তুমি বিপ্লব করিও না। শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ না করা নিন্দনীয়। তুমি পৃথক্ জনের ন্যায় বিদ্বজ্জনের উপদেশ অগ্রাহ্য করিও না। ৭৫।

বিবেক দ্বারা যাহাদের দোষ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ শীলবান্ বিদ্বজ্জনের বুদ্ধি অসার সুখলাভের জন্য অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ৭৬।

তুমি গাঢ় অনুরাগ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক জঘন্য কার্য্যে কেন আসক্ত হইতেছ। ৭৭।

যাহারা যোনি হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া আবার যোনিতেই সংসক্ত হয়, স্তনপান করিয়া আবার স্তন মর্দ্দন করে, তাহারা কেন লজ্জিত হয় না। বড়ই আশ্চর্য্য যে তাহারা জন্মস্থানেই লয় প্রাপ্ত হয়। ৭৮।

সজ্জনগণ সতত জননীর জঘনে আসক্তি বর্জন করেন। ইহা কেবল সম্মোহমুগ্ধ পশুদিগেরই দেখা যায়। ৭৯।

তুমি রামারমণে অভিলাষ ত্যাগ কর, ও বিরত হও। সংসারগর্ত্তে ভুজঙ্গগণই ভোগের সহিত লয় প্রাপ্ত হয় দেখা যায়। ৮০।

লোকে পর্য্যন্তকালেও যাহাতে পরাঙ্মুখ হয় না, সেই জঘন্যা রতি কাহার না বিরতি সম্পাদন করে। ৮১।

তুমি গৃহজাল হইতে মুক্ত হইয়াছ, আবার কেন সেইখানেই দৌড়িয়া যাইতেছ। মৃগ জাল হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় তথায় প্রবেশ করে না। ৮২।

নন্দ ভগবানের এইরূপ বাক্যানুসারে তাঁহার শাসনে নিযন্ত্রিত হইয়া সুন্দরীকে চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ৮৩।

তৎপরে একদিন ভগবান্ নন্দকে আশ্রম মার্জনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পুনরায় চলিয়া গিয়াছিলেন। ৮৪।

তাঁহার আজ্ঞানুসারে নন্দ আশ্রমমার্জনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অনুরাগ যেরূপ আশয় হইতে অপগত হয় না, তদ্রূপ ভূতল হইতে ধূলি অপগত হইল না। ৮৫

তখন নন্দ জল ছিটাইবার জন্য জল আনিতে গমন করিলেন, কিন্তু বারংবার জলপূর্ণ ঘট উৎক্ষিপ্ত হইয়াই জলশূন্য হইতে লাগিল। ৮৬।

এইরূপে বিঘ্ন হওয়ায় অত্যন্ত খিন্নমানস হইয়া নন্দ কলসী ত্যাগ পূর্ব্বক সুন্দরীদর্শনোৎসুক হইয়া প্রস্থান করিলেন। ৮৭।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ দিব্যচক্ষুদ্বারা নন্দকে যাইতে দেখিয়া সহসা তথায় আগমন পূর্ব্বক তাহার মনোরথ স্তম্ভিত করিয়া বলিলেন। ৮৮।

অহো, দীপ যেরূপ পাত্রযোগে তপ্ত হইয়া শ্যামবর্ণ হইতে রক্তবর্ণ হয় এবং তাহা হইতে তৈলের দাগ আর অপগত হয় না, সেইরূপ তোমার স্নেহকলঙ্ক অপগত হইতেছে না। ৮৯।

তুমি বামাভিলাষ করিও না। ইহা নীলীরাগের ন্যায় তোমার হৃদয়ে সংসক্ত হইয়াছে; যেহেতু তুমি এখনও বিরক্ত হইতে পারিতেছ না। ৯০।

রতি প্রারম্ভকালে তৎকালে কাতর ব্যক্তিকে অন্ধ করে। পরে মুখ্যাঙ্গসঙ্গম সমাপ্ত হইলে জুগুপ্সার ন্যায় তাহাকে আলিঙ্গন করে। ৯১।

লোক বিষয়াস্বাদে আসক্তিবশতঃ পাপমিত্র ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক দুঃসহ দুঃখরূপ আবর্ত্তময় নরকে পাতিত হয়। ৯২।

কুসঙ্গম পচা মাছ হইতে উদ্গত পূতিগন্ধের ন্যায় লেশমাত্র স্পর্শদ্বারাই লোককে অধিবাসিত করে। ৯৩।

কল্যাণমিত্রের সম্পর্ক সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গলজনক। উহা সুগন্ধের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া মহার্হতা সম্পাদন করে। ৯৪।

ভগবান্ স্বয়ং সৎ ও অসৎ পথের বিষয় নন্দকে বলিয়া ঘ্রাণ ও স্পর্শ দৃষ্টান্তে তাহাকে সঙ্গদেশনা করিয়াছিলেন। ৯৫।

অনন্তর ভগবান্ নন্দকে সঙ্গে লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় বিরিঞ্চি চমরীবালব্যজন দ্বারা তাঁহাকে বীজিত করিতে লাগিলেন। ৯৬।

তথায় ভগবান্ জিন নন্দকে দাবানলে দগ্ধদেহ ও অত্যন্ত ক্লিষ্ট একটী কাণা মর্কটীকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন। ৯৭।

নন্দ, এই নিন্দনীয়াকৃতি মর্কটীকে দেখিতেছ কি? এই মর্কটীও কোনও ব্যক্তির নিকট প্রিয়দর্শনা ও রুচিপাত্র। ৯৮।

ইহ জগতে ভাল বা মন্দ কিছুই নাই। অনুরাগই রমণীয় দেখে। যে যাহার প্রিয়, সেই তাহার নিকট সুন্দর। নন্দ তুমি পক্ষপাত না করিয়া সত্য কথা বল। এই মর্কটী ও তোমার সুন্দরীর লাবণ্যের প্রভেদ কি? ৯৯—১০০।

আমরা প্রার্থনা না থাকায় সৌন্দর্য্যের কিছুই প্রভেদ দেখি না। যে বস্তু প্রার্থিত হয়, তাহাই প্রার্থীর নিকট প্রিয় ও রমণীয় হয়। ১০১।

আমি ইহাতে ও সুন্দরীতে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিনা। মাংস চর্ম্ম ও অস্থি জড়িত দেহে প্রার্থনা মাত্রই রমণীয়তা। ১০২।

নন্দ ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি আমাদের গৌরবের পাত্র, এরূপ প্রশ্ন করা আপনার উচিত নহে। ১০৩।

ভগবন্ আপনি এ কি বলিতেছেন! শোকের সময় এ বিড়ম্বনা করিতেছেন কেন। আপনারা বিশ্বগুরু প্রভু। আমরা কি আপনাদের শিক্ষা দিতে পারি। ১০৪।

সুন্দরীর রতিই অধিক রমণীয়। তাহাতেই আমি অত্যন্ত অনুরক্ত। জগৎজেতা কন্দর্পও তাহাকে দেখিয়া রতিকে আর স্মরণ করেন না। ১০৫।

কুমুদাকর জ্যোৎস্না দেখিয়া যত আনন্দিত হয়, তদপেক্ষা অধিক নিজকান্তি দ্বারা তত আনন্দিত হয় না। লোকে বিদিত বিষয়ই অবলম্বন করিয়া থাকে, গুণের তারতম্য জানে না। ২০৬।

সুন্দরী পুষ্পনিচয়কে নিজবদনের সৌরভসার অপহরণ করিতে দেখিয়া নিজকেশপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। হংস ও হরিণগণ তাঁহার বিলাসযুক্ত গতি ও লোচনকান্তি অপহরণ করিয়া ভয়প্রযুক্ত যেন বনে ও জলে পলাইয়াছে। ১০৭।

পরিচিত জনেরাও বহুতর চিন্তা ও তর্ক বিতর্ক দ্বারা সেই অনুপমা মৃগনয়নার চিত্র অঙ্কন করিতে পারে না। তারাপতি চন্দ্র তাহার বদন-সৌন্দর্য্যের পরিমাণ পরীক্ষা করিবার জন্য তুলাদণ্ডে অধিরূঢ় হইয়া লঘুতা প্রযুক্ত গগনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। ১০৮।

ললিত ভ্রূলতার লাস্যলীলায় রমণীয় পুণ্যময় ও আনন্দজনক সুন্দরীর বদন যদি লাভ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে এই তুচ্ছ প্রব্রজ্যা আমার কি অধিক পুণ্য সম্পাদন করিবে। কিজন্যই বা এই ভারভূত ব্রতসম্ভার বহন করিতেছি। ১০৯।

ভগবান্ নন্দের এইরূপ অনুরাগপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ প্রভাববলে তাহাকে সুরালয়ে লইয়া গেলেন। ১১০।

তথায় ইন্দ্রের লীলোদ্যানমধ্যে নন্দকে সমুদ্রমন্থনদ্বারা সমুদ্ভূত কমনীয় দেবকন্যাগণ দেখাইলেন। তাহাদের পাদপদ্মোদিত অরুণবর্ণ কান্তিসন্তান দেখিয়া সমুদ্রকূলজাত বিদ্রুমবনের ভ্রম হয়। তাহাদের বিলাসযুক্ত পদ্মাধিক সুন্দর পাণি দেখিয়া বোধ হয় যেন সহজাত পারিজাতের পল্লব সংসক্ত হইয়াছে। তাহাদের কান্তি ও মাধুর্য্যে সুললিত মদনানন্দদায়ক চন্দ্রবৎ সুন্দর বদন হেলায় পদ্মবনকে মুদিত করিয়াছে। সম্মোহজনক ও জীবনাধায়ক তাহাদের কৃষ্ণসার নয়ন কালকূট মিশ্রিত অমৃতধারার ন্যায়। ১১১—১১৫।

নন্দ সহসা ঐ সকল লাবণ্যবতী যুবতী দেবকন্যাগণকে দেখিয়া আনন্দিতবদন ও ঘর্ম্মস্নাত হইয়াছিলেন। ১১৬।

নন্দের মন পদ্মাননা বিপুলোৎপললোচনা কুন্দস্মিতা ও নিবিড়-স্তবকস্তনী ঐ সকল দেবকন্যাগণের উপর যুগপৎ পতিত হইয়া দোলা-বিলাসে তরল ভ্রমরের তুল্য হইয়াছিল। ১১৭।

তৎপরে ভগবান্ তদ্‌গতচিত্ত নন্দকে বলিলেন, নন্দ, এই সকল দেবকন্যাগণকে তুমি দেখিতে ভালবাস কি? ১১৮।

এই দেবকন্যাগণের ও তোমার সুন্দরীর লাবণ্যের প্রভেদ কি? ভাল বস্তু দেখিলে উৎকর্ষ স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। ১১৯।

এই অপ্সরাগণের রূপ যদি সুন্দরী অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে কালে আমি ইহাদিগকে তোমার আশ্রিত করিব। ১২০।

তুমি রাগবিরহিতমনে প্রসন্নবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান কর; আমি এই সকল অপ্সরাগণ তোমায় দান করিব। ১২১।

নন্দ ভগবানের এবংবিধ বাক্যে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া স্বর্গাঙ্গনার প্রত্যাশায় ভগবানের বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক ব্রতে মন স্থাপন করিলেন। ১২২।

নন্দ সুরাঙ্গনাসঙ্গমেচ্ছায় নিজদারে মন্দাদর হইলেন। স্নেহ গুণরূপ পণ্যের তুলাদণ্ডের ন্যায়। উহার সত্যতা নাই। ১২৩।

অহো মনুষ্যের আভ্যাসিকী প্রীতি প্রবাস দ্বারা পরিশোষিত হইয়া পূর্ব্বসংবাস বিস্মৃত হয় এবং সহসা অন্যত্র ধাবিত হয়। ১২৪।

প্রেম ক্ষণস্থায়ী যৌবনেই রমণীয়। পরে উহা থাকে না। উহা সত্যও নহে, চিরস্থায়ীও নহে। ১২৫।

তৎপরে ভগবান্ ক্ষণকালমধ্যেই নন্দকে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। নন্দও তাঁহার বাক্যে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া নিয়তভাবে ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন। ১২৬।

নন্দ অন্যবুদ্ধি হইয়া সুন্দরীকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন। প্রীতি ক্ষণকালেই প্রমুষিত হয় এবং গুণেও দোষ দর্শন করে। ১২৭।

তৎপরে একদা নন্দ বিচরণ করিতে করিতে একস্থানে ভীষণ নরকময় কুম্ভীব্যাপ্ত ভূমি দেখিতে পাইলেন। ১২৮।

ঐ স্থান দেখিয়াই তাঁহার হৃৎকম্প হইল; এবং দুঃখিত হইয়া নরকাসক্ত ব্যক্তিদিগকে এ কি, এরূপ ঘোরতর নরকের কারণ কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২৯।

তাহারা বলিল, এই তপ্ত কুম্ভীশতব্যাপ্ত নরকভূমি সুখানুরাগী রাজপুত্র নন্দের জন্য কল্পিত হইয়াছে। ১৩০।

সে মিথ্যাব্রত আচরণ করিতেছে। এখনও তাহার বৈরাগ্য হয় নাই। সে স্বর্গাঙ্গনাসঙ্গমের আশায় ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে। ১৩১।

যাহারা মিথ্যাব্রতচারী, লুব্ধ ও রাগদ্বেষে কষায়িতচিত্ত, তাহাদেরই এই নিত্য প্রতপ্ত কুম্ভীমধ্যে ক্ষয় পাইতে হয়। ১৩২।

নন্দ এই কথা শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবর হইলেন এবং অনুতাপবশতঃ নিজদেহ তথায় চ্যুত বলিয়া মনে করিলেন। ১৩৩।

তখন স্বয়ং অনুরাগ ও বাসনা ত্যাগ করিয়া অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্যের জন্য পর্য্যাপ্তভাবে সংযমী হইলেন। ১৩৪।

তৎপরে তাঁহার গাঢ় মোহ ক্ষয় হওয়ায় সংশয় ছিন্ন হইলে শরৎকালে জলধির জলের ন্যায় মন প্রসন্ন হইল। ১৩৫।

নন্দ নিষ্কাম ও শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট নিষ্ঠাবান্ হইলেন এবং বিশুদ্ধ হইয়া ভগবানের নিকট আগমন পূর্ব্বক বলিলেন। ১৩৬।

ভগবন্, অপ্সরোগণে বা সুন্দরীতে আমার কিছু প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত বিষয়সম্পদ্ অন্তে বিরস ও পাপজনক। ১৩৭।

যতই পদার্থের নিঃস্বভাবতা ভাবনা করিতেছি, ততই নিরাবরণ বৃত্তিসকল প্রসাদ প্রাপ্ত হইতেছে। ১৩৮।

ভগবান্, ক্রমে ক্রমে আর্ত্তপদপ্রাপ্ত এবংবাদী নন্দের নির্ব্বাণশুদ্ধা সিদ্ধি হইয়াছে, স্থির করিলেন। ১৩৯।

নন্দ কিরূপ পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হইল, এই কথা ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ জিন বলিয়াছিলেন। ১৪০।

নন্দ জন্মান্তরার্জিত পুণ্যবলে সৎকার্য্য অভ্যাস করিতেছিল এবং সেই পুণ্যেরই ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৪১।

নির্ম্মল মহাবংশে জন্ম, কন্দর্পতুল্য দেহ, সুখকর ও লোকবলসমন্বিত সমৃদ্ধি, সতত সুজনের প্রীতিকর ব্যবহার, প্রশমসলিলে স্নাত মন ও স্বভাবানুযায়িনী গতি এসমস্তই মনুষ্যের কুশলরূপ পুষ্পের মহাফলস্বরূপ। ১৪২।

পুরাকালে অরুণাবতীনগরীতে অরুণনামে এক রাজা সম্যক্-সম্বুদ্ধ বিপশ্যীর স্তূপে সমাদর করিয়াছিলেন। মৈত্রনামে এক ব্রাহ্মণ ঐ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া মহাপুণ্যের ভাগী হইয়াছিলেন। ঐ পুণ্যকার্য্যে প্রণিধানবশতঃ তিনি এক গৃহস্থকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুগণের বাস-স্থান ও সত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পূর্ব্বে শোভন নামে প্রত্যেকবুদ্ধের সেবক ছিলেন। ইনি একটি মালাদি-ভূষিত উজ্জ্বল স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যফলে কৃকি নামক কাশীরাজের পুত্র দিব্যলক্ষণসম্পন্ন দ্যুতিমান্ নামে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরাজ সম্যক্সম্বুদ্ধ কাশ্যপের দেহান্ত হইলে সপ্তরত্নময় একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিলে পর তদীয় পুত্র দ্যুতিমান্ একটি উজ্জ্বল সুবর্ণময় ছত্র তাহাতে আরোপিত করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যফলে তিনি এখন শাক্যকুলে নন্দনামে উৎপন্ন হইয়াছেন।১৪৫-১৪৯।

এইরূপ পূর্ব্বজন্মক্রমানুসারে অর্জিত পুণ্যফলে নন্দ নির্ম্মল কুল, সুন্দর রূপ, প্রধান ভোগ্যবস্তু ও অন্তে শান্তিসহ সৌগতপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৫০।

ভগবান্ এইরূপ নন্দের কল্যাণলাভের কারণ উল্লেখ করিয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘের সুকৃতদেশনা অর্থাৎ পুণ্যোপদেশ করিয়াছিলেন। ১৫১।

একাদশ পল্লব

বিরূঢ়কাবদান

আরোহতি পদমুন্নতমমলমতির্বিমলকুশলসোপানৈঃ।
নরককুহরেষু নিপততি মলিনমতির্ঘোরতিমিরেষু ॥

নির্মলমতি ব্যক্তি নির্মল কুশলকর্ম্মরূপসোপানদ্বারা উন্নত পদে আরোহণ করেন। মলিনমতি ব্যক্তি ঘোর অন্ধকারময় নরককুহরে পতিত হয়। ১।

পুরাকালে শাক্যবংশের রাজধানী কপিলবাস্তু নামক বিস্তৃত নগরে শাস্ত্রে কৃতশ্রমা, সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যায় সুনিপুণা, সুমুখী, গুণোচিতা কন্দর্পের মালিকার ন্যায় মালিকা নাম্নী শাক্যমুখ্য মহতের দাসকন্যা প্রভুর বাক্যানুসারে উদ্যানমধ্যে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে সম্মুখে সমাগত ও বিচরণশীল ভগবান্ সুগতকে দেখিয়াছিল। ২-৪।

পুষ্পচয়নান্তে ভগবান্কে দর্শন করিয়া ঐ দাসকন্যার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিল। শরৎকাল যেরূপ মানসসরোবরকে নির্ম্মল করে, তদ্রূপ স্বচ্ছলোক দেখিলেই মন প্রসন্ন হইয়া থাকে। ৫।

দাসকন্যা তাঁহার দর্শনে প্রীতিবশতঃ দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া মনে মনে চিন্তা করিল যে ভগবান্ যদি পুণ্যবলে আমার পিণ্ডপাত গ্রহণ করেন। ৬।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহার মনের সংকল্প বুঝিতে পারিয়া পাত্র প্রসারণ পূর্ব্বক, ভদ্রে ভিক্ষা দাও, এই কথা তাহাকে বলিয়াছিলেন। ৭।

দাসকন্যা প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে দান করিয়া পূর্ণমনোরথ হইল এবং দাস্যদুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রণিধান করিল। ৮।

তৎপরে একদিন তাহার পিতৃবন্ধু এক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে আসিয়া ও তাহাকে দেখিয়া বিস্ময় সহকারে বলিয়াছিলেন। ৯।

অহো, তুমি গৃহপতি শ্রীমানের কন্যা। তুমি বন্ধুহীন হইয়া দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়াছ এবং ধনভোগবিবর্জিত হইয়াছ। ১০।

অহো, সংসাররূপ সর্পের রসনাবিলাসের ন্যায় চপলা সম্পদ মোহরূপ ঘনারম্ভক্ষণে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যোতিত বিদ্যুতের ন্যায়।১১।

যাও, তুমি চিন্তা করিওনা। আমি হস্তলক্ষণ দ্বারা জানিতেছি তুমি অল্পকাল মধ্যেই রাজমহিলা হইবে। ১২।

লক্ষ্মীর বাসস্থান কমলের ন্যায় কোমল ত্বদীয় হস্তে এই মালা চক্র ও অঙ্কুশের রেখা দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। ১।

অনন্তর মন্মথসম্ভোগের সুহৃৎ, মধুপগণের বান্ধব এবং লতাবধূর আলিঙ্গনে সৌভাগ্যবান্ বসন্ত দৃষ্টিগোচর হইল। ১৪।

কান্তাগণের মানরূপ হস্তীর বিধ্বংসকারী বসন্তরূপ সিংহের জিঘাংসাবশতঃ প্রকাশমান জিহ্বার ন্যায় অশোকমঞ্জরী শোভিত হইল। ১৫।

বালাগণের কপোললাবণ্য চুরি করার জন্য চম্পকপুষ্পসমূহ সুনয়নাদিগের কেশপাশে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইল। ১৬।

বসন্ত সহকারমঞ্জরী দ্বারা বিরহিণীগণের নিধন বিধান করিলেন। প্রভুগণ নিজ হস্তে পরকে বধ করিতে চাহেন না। ১৭।

সুন্দর বস্তু যেরূপ সৌখীন লোকের ভোগ্য হয়, তদ্রূপ চূতলতাও ভ্রমরগণের হঠাৎ একান্ত ভোগ্য হইয়া উঠিল। ১৮।

চূতমঞ্জরীরূপ আয়ুধধারী কোকিল চূতলতারূপ চাপে ভ্রমররূপ বাণ আরোপিত করিয়া বন্দীর ন্যায় যেন কন্দর্পের জয়গান করিতে লাগিল। ১৯।

এমন সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া অশ্ব কর্ত্তৃক সেই স্থানে আনীত হইলেন। ২০।

ধনুর্ধারী ও কন্দর্পের ন্যায় সুন্দরাকৃতি প্রসেনজিৎ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া অনুপম লাবণ্যবতী দ্বিতীয় রতির ন্যায় ঐ কন্যাকে দেখিলেন। ২১।

মনোভব কামদেব ঐ কন্যার বিলোকন জন্য বিস্তীর্ণ এবং মহাত্মা প্রসেনজিতের মনে বিস্ময় বশতঃ বিস্ফারিত লোচনমার্গ দ্বারা প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২২।

নরপতি সহসা লজ্জাবনতা ও ভয়ভীতা কন্যাকে দেখিয়া তাহার কান্তিকল্লোলিনী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন। ২৩।

নবীনা শশিবদনা শ্যামা ও তরলনয়না এই কন্যাটি কে? ইহার কান্তি মদীয় নেত্রপদ্মকে অনিশ বিকাসিত করিতেছে। ২৪।

পাটলবর্ণ অধরশোভিত ইহার মুখের স্বাভাবিক গন্ধ বকুলের ন্যায়, এজন্য ভ্রমরগণ মুখের নিকট উড়িয়া বেড়াইতেছে। কমনীয়াকৃতি কুসুমায়ুধ কন্দর্প ইহার মুখে বাস করিতেছেন দেখিতেছি। ২৫।

আহা ইহার দেহের যৌবনসম্বলিত কি অম্লান লাবণ্য। আমি ধীর হইলেও আমার ধৈর্য্য যেন গলিত হইয়াছে। ২৬।

আহা এই মধুমঞ্জরীর প্রারম্ভকালেই কি অদ্ভুত গুণ যে ষট্‌পদও একপদ যাইতে সমর্থ হইতেছে না। ২৭।

রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে বনদেবতা বলিয়া জ্ঞান করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া কন্যাকথিত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। ২৮।

তৎপরে রাজা পল্লববীজন এবং স্বচ্ছ ও শীতল জলদ্বারা আতিথ্য সৎকার লাভ করিয়া তথায় সুখ লাভ করিলেন। ২৯।

কন্যা তাঁহার পাদপদ্ম সংবাহন করিলে পথশ্রান্ত রাজা সহসা কন্যার করস্পর্শসুখে নিদ্রাগত হইলেন। ৩০।

ক্ষণকাল পরেই জাগরিত হইয়া মৃগয়াশ্রম আপনোদন পূর্ব্বক দিব্যস্পর্শহেতুক কন্যাকে রূপান্তরগতা রতির ন্যায় মনে করিলেন।৩১।

তৎপরে শাক্যবংশীয় মহান্ কোশলেশ্বর আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক পূজার্হ রাজাকে যথোচিত সমাদর করিলেন। ৩২।

প্রসেনজিৎ সমাদরপূর্ব্বক প্রার্থনা করায় মহান্ কন্দর্পের মঙ্গল-মালাস্বরূপ ও নিজকন্যার ন্যায় প্রতিপালিতা মালিকাকে রত্নার্হ রাজাকে সম্প্রদান করিলেন। ৩৩।

রাজা কন্দর্পের বিজয়বৈজয়ন্তীস্বরূপা ও শুভ্রহাস্যশালিনী মালিকাকে গ্রহণ করিয়া গজারোহণপূর্ব্বক নিজরাজধানীতে গমন করিলেন। ৩৪।

নগরে আগমনকালে ঐ কন্যা বসন্তরাজের সহিত সঙ্গতা ও লোল-অলকরূপ ষট্পদশোভিতা নবমালিকার ন্যায় শোভিতা হইয়া-ছিল। ৩৫।

প্রসেনজিৎ ঐ সুন্দরী কন্যার সহিত রাজধানীতে আসিয়া রত্নকিরণ-মণ্ডিত উদার প্রাসাদে সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ৩৬।

রাজার প্রথমা মহিষী দেবী বর্ষাকারা পৃথিবী যেমন রাজলক্ষ্মীকে অভিন্নবৃত্তি জ্ঞান করেন, তদ্রূপ ইহাকে অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। ৩৭।

মহিষী বর্ষাকারা মালিকার দিব্যস্পর্শে ও মালিকা বর্ষাকারার পরম সৌন্দর্য্যে পরস্পর পরস্পরের গুণোৎকর্ষহেতু বিস্মিত হইয়া-ছিলেন। ৩৮।

জেষ্ঠা মহিষী দিব্যরূপবতী ও কনিষ্ঠা মহিষী দিব্যস্পর্শবতী ছিলেন। তাঁহাদের এইরূপ সাশ্চর্য্য প্রবাদ ত্রিলোকে বিশ্রুত হইয়াছিল। ৩৯।

এই অবসরে ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট তাঁহাদের দিব্যরূপ ও দিব্য-স্পর্শের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন। ৪০।

পুরাকালে শ্রুতবর নামক এক ব্রাহ্মণগৃহস্থের কান্তা ও শিরীষিকা নামে দুইটি প্রিয় ভার্য্যা ছিল। ৪১।

কান্তার ভ্রাতা প্রব্রজ্যাদ্বারা ক্রমে প্রত্যেকবুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া একদা তাঁহার ভগিনীর গৃহে আসিয়াছিলেন। ৪২।

কান্তা পতির আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনমাস কাল ভক্তিপূর্ব্বক সপত্নীর সহিত তাঁহাকে সেবা করিয়াছিলেন। ৪৩।

তাঁহারা দুইজনে সুন্দর ও কোমল ভোগদ্বারা প্রত্যেকবুদ্ধকে অর্চ্চনা করিয়া অধুনা চারুরূপা ও দিব্যস্পর্শবতী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ৪৪।

প্রথমে বিনয়যুক্ত বাক্যরূপ বলীবর্দ্দদ্বারা দেহরূপ সৎক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া তৎপরে তপস্যারূপ তাপদ্বারা উহা তাপিত করিয়া ক্ষেত্রটি স্বাদুতা প্রাপ্ত হইলে যথাকালে সৎকর্ম্মশক্তির উচিত শুভবীজ যাহা বপন করা হয়, সুমতিগণ তাহারই পরিপক্ব ফলসম্পদ ভোগ করিয়া থাকেন। ৪৫।

ভিক্ষুগণ সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া উহাই যথার্থ নিশ্চয় করিলেন ও ঐ বাক্যে পরম শান্তি লাভ করিলেন। ৪৬।

কালক্রমে ঐ মালিকার গর্ভে রাজার এক পুত্র হইল। তাহার নাম বিরূঢ়ক। বিরূঢ়ক বিদ্যায় বহুশ্রম করিয়াছিলেন। ৪৭।

বিরূঢ়কের তুল্যবয়স্ক পুরোহিতের এক পুত্র হইয়াছিল। সে মাতার বহুদুঃখে জন্মাইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম দুঃখমাতৃক রাখা হইয়াছিল। ৪৮।

একদা বিরূঢ়ক দুঃখমাতৃকের সহিত অশ্বারোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া শাক্যরাজের উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। ৪৯।

শাক্যগণ দর্প করিয়া আয়ুধ উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে ইনি আমাদের দাসীর পুত্র। ৫০।

বিরূঢ়ক নিজনগরে গমন করিয়া শাক্যগণের দর্পযুক্ত শক্রতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।' কেহ দর্পপূর্ব্বক বংশের অপবাদ করিলে উহা সকলেরই অসহ্য শল্যের ন্যায় হইয়া থাকে। ৫১।

বিরূঢ়ক ঐ শক্রতার প্রতীকার চিন্তায় দহ্যমান হইয়া পিতা জীবিত থাকিতেই রাজ্য গ্রহণে স্পৃহা করিয়াছিলেন। ৫২।

তিনি চারায়ণ প্রভৃতি পাঁচশত মন্ত্রিগণকে পিতা হইতে আকৃষ্ট করিয়া ভেদযুক্তি দ্বারা নিজবশে আনিয়াছিলেন। ৫৩।

তৎপরে একদা রাজা প্রসেনজিৎ বিবেক উদিত হওয়ায় ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে সমাদরবান্ হইয়া চারায়ণকে অশ্বারোহণে নিয়োগ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ৫৪-৫৫।

রাজা ভগবানের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা পূর্ব্বক প্রসন্নবুদ্ধি হইয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ৫৬।

চারায়ণ এই সুযোগে সত্বর নগরে গিয়া রাজপুত্রের অভিষেক সমাধা করিলেন। ৫৭।

এদিকে রাজা ভগবানের নিকট বিদায় লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, পরন্তু রথ মন্ত্রী বা ভৃত্যগণ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ৫৮।

রাজা দূর হইতে দেখিলেন যে মহিষী বর্ষাকারা মালিকার সহিত ধীরে ধীরে হাঁটিয়া আসিতেছেন। ৫৯।

রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে বিরূঢ়ক অভিষিক্ত হইয়াছেন। তখন তিনি মালিকাকে পুত্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ৬০।

রাজা প্রসেনজিৎ মহিষী বর্ষাকারাকে সঙ্গে লইয়া পরমমিত্র রাজা অজাতশত্রুর রাজধানী রাজগৃহে গমন করিলেন। ৬১।

রাজা ছত্রাভাবে তাপপ্রাপ্ত এবং ক্ষুধা পিপাসা ও পরিশ্রমে আতুর হইয়া চামরমারুতের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস বমন করিতে করিতে তথায় গিয়াছিলেন। ৬২।

কেই বা ধারাবাহিক সুখ লাভ করিয়াছে! কাহারই বা আয়ু অধিক দীর্ঘ হইয়াছে! কাহারই বা সম্পদের পরেই ক্ষয় না দেখা যায়! ৬৩।

রাজা নিজকর্ম্মমূলের ন্যায় আয়ত একটি জীর্ণ মূলক ভোজন করিয়া এবং কদর্য্য পানীয় জল পান করিয়া বিসূচিকারোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। ৬৪।

লোকে সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে না পারিয়া মোহবশতঃ অকার্য্যে যত্নবান্ হয়। ঐ মোহ বিনশ্বর দেহের উপরে তৃষ্ণাবশতঃ হইয়া থাকে। ৬৫।

অজাতশত্রু কোশলেশ্বর আসিয়াছেন শুনিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাহাকে ধূলিপূর্ণবদন মৃত অবস্থায় দেখিলেন। ৬৬।

তিনি জায়ানুগত কোশলেশ্বরের দেহ সৎকার করিয়া দুঃখশান্তির জন্য ভগবান্ সুগতকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ৬৭।

তিনি ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া বলিলেন—ভগবন্ মদীয় সুহৃৎ কোশলেশ্বর নির্ধন অবস্থায় আমার নগরে আসিয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি পাপী ও আমার সম্পদ্ বৃথা। আমায় ধিক্! আমি মোহবশতঃ দুর্যশের আশ্রয় হইলাম। যেহেতু আমার এই বিভব মিত্রের কোনই উপকারে লাগিল না। ৬৮-৬৯।

সুহৃজ্জন হৃদয়ে একটা আশা করিয়া আপৎকালে যে সুহৃদের গৃহে আসিয়া সফলকাম হয় না, তাহার জীবনে প্রয়োজন কি? ৭০।

যাহাদের বিভব মিত্রের উপকারে লাগে, যাহাদের ধন দীনজনের উপকারে লাগে এবং যাহাদের প্রাণ ভীতজনের উপকারে লাগে, তাহাদেরই জীবন সুজীবন। ৭১।

ভগবন্, কোশলেশ্বর পূর্ব্বজন্মে কি কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি শেষে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইলেন? ৭২।

রাজা সাশ্রুনয়নে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ সন্তাপ-নাশিনী দশনকান্তি বিকিরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৭৩।

মহীপাল, তুমি শোক করিও না; সংসারের এইরূপই স্বভাব। অসত্য পদার্থসকলের অনিত্যতা এইরূপই হইয়া থাকে। ৭৪।

এই বিস্তৃত সংসাররূপ বনমধ্যে স্বভাবতঃ চঞ্চল কালভৃঙ্গ স্বচ্ছন্দজাত পুষ্পস্বরূপ জনগণের জীবরূপ কিঞ্জল্কপুঞ্জ অনবরত কবলিত করিতেছে। ৭৫।

এই দৃশ্যমান ভোগসকল চকিতহরিণীর লোচনের ন্যায় চঞ্চল। রাজ্যলক্ষ্মী নিবিড় মেঘের বিদ্যোতিনী বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই অলক্ষ্যা হন। এই নূতনবয়স্ক শরীর পদ্মে বালাতপরাগের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। জীবনরূপ জলবিন্দু সংসাররূপ মরুস্থলে সত্বর শুকাইয়া যায়। ৭৬।

মৈত্রীযুক্ত মন, পরহিতেচ্ছা, ধার্ম্মিকতা, গর্ব্বের উচ্ছেদে সমর্থ শান্তিতে পরিচয়, এই চারিটিই বিষয়সুখে পরাঙ্মুখ সুখি-গণের তত্ত্বানুসন্ধান এবং ইহাই অসার সংসারে বিকারবর্জ্জিত পরিভব। ৭৭।

দুঃখ উপস্থিত হইলে লোকে হঠাৎ যেন প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আহত হইয়াছে মনে করিয়া শোক করে, কিন্তু ঐ দুঃখাগমের প্রতীকার করে না। ৭৮।

লোকের সংসারক্লেশ দেখিয়াও বিবেক হয় না। তথাপি সে মোহবশতঃ পাপ কার্য্য করে। ইহার কি করা যাইতে পারে। ৭৯।

পুরাকালে সুশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ কোথা হইতে একটি মূলক পাইয়া তাহা জননীর নিকট রাখিয়া স্নান করিবার জন্য নদীতটে গিয়াছিল। ৮০।

ইত্যবসরে তাহার মাতা একজন সমাগত পাত্রপাণি প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণাম করিয়া ভক্তিসহকারে ঐ মূলকটি দিয়াছিলেন। ৮১।

অনন্তর সুশর্ম্মা স্নান করিয়া ক্ষুধাবশতঃ শীঘ্র সমাগত হইলেন এবং ভোজনারম্ভে জননীর নিকট নিজের মূলকটি চাহিলেন। ৮২।

জননী বলিলেন, হে পুত্র, পুণ্যকর্ম্ম অনুমোদন কর, আমি ঐ মূলক অতিথিকে সমর্পণ করিয়াছি। সুশর্ম্মা মাতার এই কথা শুনিয়াই বাণবিদ্ধের ন্যায় হইয়াছিলেন। ৮৩।

এখনই তোমার অতিথির বিসূচিকা হউক এবং আমার ঐ মূলকটি উহার কুক্ষি ভেদ করিয়া প্রাণসহ নির্গত হউক। ৮৪।

সুশর্ম্মা এইরূপ বাক্পারুষ্য দ্বারা পাপী হইয়াছিল, এ কারণ তাহার অপর জন্মে শেষে বিসূচিকাই হইয়াছিল। ৮৫।

সুশর্ম্মা পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে প্রসেনজিৎরূপে জন্ম লাভ করিয়া বিপুল রাজ্যভোগের পর অন্তে বিসূচিকা রোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৮৬।

সংসারপথের পথিকদিগের হস্তস্থিত পাথেয়স্বরূপ এই সকল শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগের জন্য উপস্থিত হয়। ৮৭।

রাজা ভগবানের এইরূপ যথার্থ ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহাই সত্য মনে মনে স্থির করিলেন এবং ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। ৮৮।

ইত্যবসরে প্রাপ্তরাজ্য বিরূঢ়ক পুরোহিতপুত্রকর্ত্তৃক শাক্যগণের শত্রুতা স্মারিত হইয়া শাক্যকুল ধ্বংসের জন্য উদ্যত হইলেন। ৮৯।

তিনি যেরূপ মোহদ্বারা বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ গজ অশ্ব ও রথোত্থিত রেণুদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া শাক্যনগর আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ৯০।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিরূঢ়কের এই দুষ্ট চেষ্টা জানিতে পারিয়া শাক্য-নগর প্রান্তে গমন পূর্ব্বক একটি শুষ্কতরুর অধোদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৯১।

বিরূঢ়ক দূর হইতেই ভগবান্‌কে তথায় অবস্থিত দেখিয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন। ৯২।

ভগবন্, স্নিগ্ধপত্রশোভিত ও নিবিড় ছায়াশালী বহু বৃক্ষ থাকিতে এই শুষ্কতরুতলে কি জন্য বিশ্রাম করিতেছেন ? ৯৩।

ভগবান্ জিন ক্ষিতিপাল কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া বলিলেন, হে নরপতি, জ্ঞাতির ছায়া চন্দন অপেক্ষাও শীতল। জ্ঞাতিতুল্য বিত্ত নাই। জ্ঞাতিতুল্য ধৃতি নাই। জ্ঞাতিতুল্য ছায়া নাই ও জ্ঞাতিতুল্য প্রিয় নাই। হে ভূপতি, শাক্যগণ আমার জ্ঞাতি এ কারণ শাক্য-নগরের উপান্তে উৎপন্ন এই শুষ্কতরুও আমার প্রিয়। ৯৪—৯৬।

বিরূঢ়ক এই কথা শুনিয়া ভগবান্‌কে শাক্যগণের পক্ষপাতী জানিয়া ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইলেন। ৯৭।

ভগবান্‌ও বিরূঢ়ক হইতে শাক্যগণের ভবিষ্যৎ ভয় জানিতে পারিয়া শুদ্ধসত্ত্বদিগের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মদেশনা করিয়াছিলেন। ৯৮।

ভগবানের উপদেশে কেহবা স্রোতাপত্তি ফল, কেহবা সকৃদাগামি ফল, কেহবা অনাগামি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৯৯।

অবশিষ্ট মূঢ়মতি শাক্যগণ ঐ পদ প্রাপ্ত হয় নাই। কতকগুলি পক্ষী আছে তাহাদের দিবাকালেও অন্ধকারোদয় হয়। ১০০।

রাজা নিবৃত্ত হইলে পর পুরোহিতপুত্র প্রসুপ্ত বৈরসর্পের পুনর্ব্বার প্রতিবোধন করিয়াছিলেন। ১০১।

বিরূঢ়ক তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় শাক্যকুল ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। খলরূপ বায়ু বৈরবহ্নিকে পুনঃপুনঃ প্রজ্বলিত করে। ১০২।

ঘোরতর দুর্জনের মন্ত্রণায় উত্থাপিত খলস্বভাব রাজগণ ও বেতালগণ কাহার না প্রাণহরণ করে। ১০৩।

তৎপরে গজ ও রথে উদগ্র সৈন্যগণ প্রচলিত হইলে শাক্যগণ রুদ্ধমার্গ হইলেন এবং নগরে মহা সংক্ষোভ উপস্থিত হইল। ১০৪।

তখন শাক্যগণের পক্ষপাতী মহামৌদ্‌গল্যায়ন তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ বলিলেন। ১০৫।

শাক্যগণের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মদোষ উপস্থিত হইয়াছে। এস্থলে তোমার রক্ষাবিধান আকাশে সেতুবন্ধনের ন্যায় নিষ্ফল হইবে। ১০৬।

পুরুষগণের শুভ ও অশুভ কর্ম্মের বৈভব চিন্তা করিয়া স্থির করা যায় না। উহা অবাধে আসিতেছে ও যাইতেছে কেহ তাহা রোধ করিতে পারে না। নিজের জন্মস্থানে স্বহস্তে বিন্যস্ত কর্ম্মাক্ষর কখনও নিরর্থক হয় না। ১০৭।

মহামৌদ্‌গল্যায়ন ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে এবং বিরূঢ়ক নিকটস্থ হইলে শাক্যগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমরা কোনও প্রাণীর হিংসা করিব না। শত্রুপ্রেরিত শরগণ আমাদের শরীরে প্রবেশ করুক। ১০৮-১০৯।

শাক্যগণ এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যষ্টি পর্য্যন্ত হস্তে গ্রহণ না করিয়া শত্রুর উদ্যমে কোনরূপ বাধা দিলেন না এবং স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। ১১০।

ইত্যবসরে কর্ম্মানুরোধে বিদেশগত শাক্যবংশীয় সম্পাক শাক্যগণের প্রতিজ্ঞার কথা কিছুই না জানিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ১১১।

শম্পাক নগরে যুদ্ধার্থ বদ্ধোদ্যম বিরূঢ়ককে দেখিয়া একাকী সক্রোধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বহুযোদ্ধার প্রাণনাশ করিলেন। ১১২।

পুরুষসিংহ শম্পাক কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত বীরকুঞ্জরগণ যশোরূপ মুক্তামালা দ্বারা স্পৃহণীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৩।

শত্রুগণ কর্ত্তৃক কোপিত শম্পাকের অসি অনির্ব্বচনীয়ভাবে প্রজ্বলিত হইতেছিল। শম্পাক উহারই প্রতাপে বিপুল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১১৪।

শম্পাক শত্রুগণকে বধ করিয়াছেন বলিয়া শাক্যগণ তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তিনি স্বজন হইয়াও খড়্গ চালনা করার জন্য শাক্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। ১১৫।

ধর্ম্মপরায়ণ সাধুগণ ক্রূরস্বভাব আত্মীয় জনের প্রতিও বিমুখ হন। ধন হইতেও বদান্যতা প্রিয়, স্বজন হইতে সুকৃত প্রিয়, * * * * এবং আয়ু অপেক্ষাও যশ প্রিয় হয়। ১১৬-১১৭।

শম্পাক শাক্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া ধীরে ধীরে ভগবানের নিকট গমন করিয়া নিজ অভ্যুদয়ের জন্য ভগবানের কোনরূপ চিহ্ন চাহিলেন। ১১৮।

তিনি ভগবৎপ্রদত্ত নিজকেশ ও নখাংশ গ্রহণ করিয়া বাকুড় নামক মণ্ডলে গমন করিলেন। ১১৯।

তথায় নিজ প্রজ্ঞাপ্রভাবে ও শৌর্য্য এবং উৎসাহগুণে তথাকার রাজত্ব লাভ করিলেন। ধীরগণ যেখানেই যান সেইখানে তাঁহাদের সম্পদ সুলভ হয়। ১২০।

দক্ষদিগের লক্ষণই লক্ষ্মী। পণ্ডিতদিগের যশ স্বাভাবিকই হইয়া থাকে। যাহারা ব্যবসায়বান, তাহাদিগের সকলপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয়। ১২১।

শম্পাক তথায় থাকিয়া ভগবানের কেশ ও নখাংশের উপর একটি রত্নবিরাজিত স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১২২।

এদিকে বিরূঢ়ক শাক্যগণের প্রতি বৈরনির্যাতনেচ্ছায় পুনরায় যুক্তিদ্বারা পুরদ্বার ভেদ করিয়া সহসা পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।১২৩।

তথায় সপ্তসপ্ততিসহস্র শাক্যগণকে হত্যা করিয়া সহস্র সহস্র কন্যা ও কুমারকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন। ১২৪।

পঞ্চশত শাক্যগণকে হস্তী ও লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ঐ নগরীকে কৃতান্ত পুরীর ন্যায় করিলেন। ১২৫।

ভগবান্ শক্রকর্ত্তৃক সম্পাদিত শাক্যগণের কর্ম্মানুগত হত্যা জানিতে পারিয়া ক্ষণকাল বিমনা হইয়াছিলেন। ১২৬।

ভিক্ষুগণ করুণাকুল হইয়া ভগবানের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে শাক্যগণ কি কর্ম্ম করিয়াছিল যেজন্য এরূপ ভীষণ ফল হইল। ১২৭।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ভিক্ষুগণকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে শাক্যগণের নিজকর্ম্মেরই বিপাকে এইরূপ ক্ষয় হইয়াছে। ১২৮।

পুরাকালে কতকগুলি ধীবর নদীমধ্য হইতে দুইটি প্রকাণ্ড মৎস্য টানিয়া তুলিয়াছিল এবং উহাদিগকে কাটিয়া পুনরায় শল্যদ্বারা ব্যথিত করিয়াছিল। ১২৯।

কালক্রমে পরজন্মে ঐ ধীবরগণই চারুতা প্রাপ্ত হইয়া দুইজন গৃহস্থের ধন অপহরণ পূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া মারিয়াছিল। ১৩০।

ঐ মৎস্যদ্বয় এবং ঐ গৃহস্থদ্বয় বিরূঢ়ক ও পুরোহিতরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া শাক্যকুলে উৎপন্ন ঐসকল ধীবর ও তস্করগণের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। ১৩১।

ভিক্ষুগণ সকলেই ভগবানের মুখে এই কথা শুনিয়া কর্ম্মের ফল-সন্ততিকে অবিসম্বাদিনী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। ১৩২।

অনন্তর বিরূঢ়ক বিজয়গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নিজপুরীতে গমন করিলে তদীয় পুত্র জেতা বালস্বভাববশতঃ প্রণয়সহকারে বলিয়াছিল। ১৩৩।

দেব, শাক্যগণকে কেন নিহত করিলেন? তাহারা 'ত আমাদের কোন অপরাধ করে নাই। এই কথা বলিবামাত্র বিরূঢ়ক নিজপুত্রকে বধ করিল। ১৩৪।

দুর্জন মাতঙ্গের ন্যায় মদপ্রযুক্ত বধোদ্যত হইলে কি না করে! সে নিজের পতন লক্ষ্য না করিয়াই যাহাকে তাহাকে হত্যা করে। ১৩৫।

বিরূঢ়ক সভায় আসীন হইয়া নিজ ভুজদ্বয় বিলোকন পূর্ব্বক বলিয়াছিল, অহো, আমার প্রতাপাগ্নিতে শত্রুগণ পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছে। আমার এই বিপুল হস্তদ্বয় কৃতান্তের তোরণস্তম্ভের ন্যায়। এই হস্তদ্বয়ই শাক্যগণের নিঃশেষরূপে বধকার্য্যে দীক্ষাগুরু হইয়াছে। ১৩৬-১৩৭।

বিরূঢ়ককর্ত্তৃক হৃতা শাক্যকন্যাগণ বিরূঢ়কের ঈদৃশ পরাক্রম ও শ্লাঘা শ্রবণ করিয়া তীব্র উদ্বেগে নতাননা হইয়া বলিয়াছিলেন। ১৩৮।

পক্ষিগণ যেরূপ পক্ষবান্ হইয়াও পাশবদ্ধ হইলে আর তাহাদের উল্লঙ্ঘনের শক্তি থাকে না, তদ্রূপ নিজ কর্ম্মপাশে বদ্ধ প্রাণিগণেরও নিধন উল্লঙ্ঘন করিবার কোন ক্ষমতা নাই। ১৩৯।

যে জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, বাড়বাগ্নি সেই জলই আহার করে। সূর্য্য যাহাকে অবলীলায় বিনাশ করিতে পারে, সেই রাহু সময়ে সূর্য্যকে গ্রাস করে। সমস্তই কর্ম্মতন্ত্রে নিযন্ত্রিত আশ্চর্য্যময়! ইহা পর্য্যালোচনার বিষয় হইতে পারে না। কে কাহার কি করিতে পারে? ১৪০।

রাজা এই কথা শুনিয়া পদাহত সর্পের ন্যায় বিষম ক্রোধরূপ বিষে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদিগের হস্তচ্ছেদ আদেশ করিলেন। ১৪১।

যে পুষ্করিণীর তটে ইহাদের হস্তচ্ছেদ করা হইয়াছিল, উহা এখনও হস্তগর্ভা নামে পৃথিবীতে খ্যাত আছে। ১৪২।

নির্ঘৃণ লোকেরা লতাতেও কুকূলাগ্নি প্রয়োগ করে। নলিনীতেও ক্রকচাঘাত করে এবং মালাতেও শিলা বৃষ্টি করে। ১৪৩।

তথায় শাক্যকন্যাগণ পাণিচ্ছেদবশতঃ তীব্রব্যথায় আতুর হইয়া মনে মনে ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া তাঁহারই শরণাগত হইয়াছিল। ১৪৪।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহাদের তীব্র মর্ম্মব্যথা জানিতে পারিয়া তাহাদের সমাশ্বাসনের জন্য শচীদেবীকে চিন্তা করিয়াছিলেন। ১৪৫।

শচীর সংস্পর্শে তাহাদের হস্তাব্জ পুনরায় উদিত হইল এবং দিব্য বসনাবৃত হইয়া তাহারা চিত্তপ্রসাদবলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। ১৪৬।

তাহারা দেবকন্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়া ও দিব্যপদ্মাঙ্কিত হইয়া শাস্তার ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা বিমল পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৪৭।

ভিক্ষুগণ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উহাদের কর্ম্মফল বিষয়ে বলিয়াছিলেন যে ইহারা ভিক্ষুগণকে বিড়ম্বনা করিবার জন্য পাণিচাপল্য করিয়াছিল। ১৪৮।

সেই কর্ম্মফলে মহাকষ্টে পতিত হইয়া পরে আমাতে চিত্ত প্রসাদ-বশতঃ ইহারা শুভগতি পাইয়াছে। ১৪৯।

ভগবান্ এইরূপ কর্ম্মফলের বিচিত্রতার কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গে ভিক্ষুগণের ধর্ম্মোপদেশ বিধান করিয়াছিলেন। ১৫০।

ইত্যবসরে রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত এক গূঢ় চর ভগবানের আচরণ জানিয়া বিরূঢ়কের নিকট উপস্থিত হইল। ১৫১।

সে বলিল দেব, ভগবান্ ভিক্ষুগণের সম্মুখে এই কথা বলিলেন যে সেই রাজার নিজ কর্ম্মফল নিকট হইয়াছে দেখিতেছি। ১৫২।

সেই পাপাত্মা পুরোহিত সপ্তাহমধ্যে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া অবীচি নামক দুঃসহ নরকে নিপতিত হইবে। ১৫৩।

রাজা ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতসহ যত্নসহকারে জলপূর্ণ গৃহমধ্যে সপ্তাহকাল বাস করিয়াছিলেন। ১৫৪।

সপ্তাহের ক্ষণমাত্র অবশেষ থাকিতে রাজা অন্তঃপুরে গেলে পর সূর্য্যকান্তমণি ও সূর্য্যতাপযোগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ১৫৫।

পুরোহিত সেই প্রলয়াগ্নিসদৃশ উদ্ভূত অগ্নিদ্বারা তৎক্ষণাৎ ধক্ শব্দে নির্দগ্ধ হইয়া নারক বহ্নি প্রাপ্ত হইল। পাপিগণের পাপানুরাগ ইহলোকে অগ্নির ন্যায় জটিল। পুণ্যবান্ জনের জন্য সর্ব্বত্রই স্থির সুখময় শীতল ভূমি বিদ্যমান আছে। ১৫৬।

দ্বাদশ পল্লব

হারীতিকা-দমনাবদান

দুঃখং নুদন্তি সুখসম্পদমাদিশন্তি
সঞ্জীবয়ন্তি জনতাং তিমিরং হরন্তি।
সন্মানসস্য কলয়ন্তি বিকাশহাসং
সন্তঃ সুধার্দ্রবদনাঃ শশিনঃ করাশ্চ ॥

সুধার্দ্র বদন সাধুজন ও চন্দ্রকিরণ উভয়েই লোকের দুঃখ অপনোদন করেন, সুখ সম্পদ্ সম্পাদন করেন ও জনগণকে সঞ্জীবিত করেন। উভয়েই অন্ধকার নাশ করেন এবং সজ্জনের মানসের বিকাশ ও হাস বিধান করেন। ১।

পৃথিবীর সারভূত রাজগৃহনামক নগরে সমস্ত রাজগণের শ্রেষ্ঠ পৃথিবীন্দ্র বিম্বিসারনামক এক রাজা ছিলেন; পৃথিবীর আধারস্বরূপ যদীয় হস্তে এবং ক্ষমাগুণের আধারস্বরূপ যদীয় চিত্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া জনগণ কোন বিষয়েই চিন্তিত হইত না। ২-৩।

যে হস্ত দান দ্বারা লোকের আশা ও শৌর্য্য দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিয়াছিল, বিম্বিসারের সেই রত্নৌঘবর্ষী হস্তে খড়্‌গ দৃঢ়রূপে বদ্ধ ছিল। ৪।

একদা তাঁহার নগরে একটা মহা বিপ্লব হইয়াছিল। তাঁহার প্রজাগণ নূতন অভ্যুদয়ে দর্পিত হইয়াও ব্যাকুলের ন্যায় হইয়াছিল। ৫।

প্রজাগণ সভাসীন ও জনগণের মঙ্গলচিন্তায় নিমগ্ন পিতৃতুল্য রাজা বিম্বিসারকে নিবেদন করিয়াছিল,—মহারাজ, আপনি দিব্য প্রভাবসম্পন্ন। আপনার শাসনগুণে প্রজাগণ সমুদ্রের ন্যায় মর্য্যাদা

লঙ্ঘন করে না। প্রজাগণ সদ্বৃত্ত ও সন্মার্গগামী হইলেও কিজন্য অকস্মাৎ তাহাদের এই উপসর্গ উপস্থিত হইল ? ৬-৮।

প্রজাগণের কি অশুভকার্য্যের জন্য স্বধর্ম্মবর্ত্তী সুরাজার পালিত জনগণের এরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইতেছে। সংযম অভাবে সৎকার্য্যের ফল যেরূপ লুপ্ত হয় তদ্রূপ আমাদিগের গৃহিণীগণের শিশু সন্তানগুলি প্রসূতিগৃহ হইতে কে হরণ করিতেছে। ৯-১০।

হে রাজন্, হরণকারী ভূত বা কোনরূপ মায়া তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। উহার প্রভাবে আমাদের বংশ নিঃসন্তান হইয়া উঠিল। ১১।

রাজা তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সজ্জনের অন্তঃকরণে পরের দুঃখ কেদারস্থ বারির ন্যায় হঠাৎ প্রবেশ করিয়া থাকে। ১২।

রাজা বিষবৎ অতিকষ্টপ্রদ ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপী প্রজাগণের ঐরূপ প্রবল দুঃখে ক্ষণকাল উদ্‌ভ্রান্তহৃদয় হইয়াছিলেন। ১৩।

তিনি বলিলেন যে যাহা নিজের হস্তাধীন নহে এবং পুরুষকারেরও অতীত, সে বিষয়ে আমি কি করিব। যাহা লক্ষ্য করা যায় না, সে বিষয়ে প্রতীকারও করা যায় না। ১৪।

আপনারা একদিন অপেক্ষা করুন এবং নিজালয়ে গমন করুন। আমি ব্রত ধারণ পূর্ব্বক আপনাদের এই প্রসবক্ষয়ের রক্ষার বিষয় চিন্তা করিতেছি। ১৫।

পুরবাসী মহাজনগণ রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পূজাব্যঞ্জক প্রণামাঞ্জলি প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন। ১৬।

দেব, আপনার এরূপ অবধান দর্শনে ও সপ্রণয় বাক্য শ্রবণে আমরা সমস্ত চিন্তাই আপনাতে বিন্যস্ত করিয়াছি ; এখন আর আমাদের কোন শ্রম নাই। ১৭।

আপনার অনুদ্ধত, উদার ও প্রসন্ন ভাব বিলোকন করিয়াই লোকে জীবন লাভ করে। আপনার এই প্রিয় বাক্য অমৃতসদৃশ স্বাদু, তাপনাশক ও কোমল। ইহা কি না করিতে পারে? ১৮—১৯।

কৃতী কৃতজ্ঞ করুণাবান্ সুলভদর্শন সুজন ও সরল রাজা সৌভাগ্যফলেই লাভ হয়। ২০।

সজ্জনের সহিত পরিচয় পীযূষ অপেক্ষাও অতি মনোরম। তাঁহাদের বাক্য অতীব শ্রুতিমধুর এবং আচরণ শরচ্চন্দ্ররাশির জ্যোৎস্নাপেক্ষাও আনন্দদায়ক। সজ্জনের মন পুষ্পাপেক্ষাও কোমল। অধিক কি তাঁহাদের সৌজন্য হরিচন্দন অপেক্ষাও অধিকতর সন্তাপনাশক। ২১।

পুরবাসিগণ রাজাকে এই কথা বলিয়া প্রসন্ন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন দ্বারা দিঙ্মণ্ডলে কুসুমমালা সম্পাদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ২২।

রাজাও নগরমধ্যে ভূতপূজার বিধি ও ক্রম সম্পাদন করিয়া নিয়ত ব্রতী হইয়া শান্তি স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করিলেন। ২৩।

তৎপরে রাজা পুরদেবতাকথিত বাক্য শ্রবণ করিলেন যে এই পুরবাসিনী হারীতিকা নামে এক যক্ষী বালকগণকে হরণ করিতেছে। ২৪।

তখন তিনি অমাত্য ও পৌরজন সহ দোষশান্তির জন্য কলন্দকনিবাসাখ্য বেণুবনাশ্রমে অবস্থিত ও সর্ব্ববিধ দুঃখতাপে সন্তপ্ত জনের পক্ষে সুস্বাদু ঔষধস্বরূপ ভগবান্ সুগতকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। ২৫-২৬।

নৃপতি তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতেই প্রণাম পূর্ব্বক সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নিকট পৌরগণের দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। ২৭।

করুণানিধি ভগবান্ পৌরগণের সন্ততিক্ষয়ের কথা জ্ঞাত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তায় স্থিরভাব ধারণ করিয়াছিলেন। ২৮।

জগদ্বন্ধু ভগবান্ পৌরমণ্ডলসহ রাজাকে বিদায় দিয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং ঐ যক্ষীর গৃহে গমন করিলেন। ২৯।

ভগবান্ জিন ঐ যক্ষীরগৃহে গমন করিয়া তাহাকে গৃহে দেখিতে না পাওয়ায় প্রিয়ঙ্কর নামক তাহার একটি পুত্রকে লুক্কায়িত করিলেন। ৩০।

তিনি চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরে বহুপুত্রবতী ঐ যক্ষী সত্বর নিজগৃহে আসিয়া প্রিয় পুত্র প্রিয়ঙ্করকে দেখিতে না পাওয়ায় হৃতবৎসা ধেনুর ন্যায় বিবশা হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং সংভ্রমে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া জনপদ ও বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ৩১-৩২।

হা পুত্র প্রিযঙ্কর, কোথায় তোমার মুখ দেখিতে পাইব, এইরূপ তারস্বরে প্রলাপ করিতে করিতে ঐ যক্ষী সমস্ত দিকেই গমন করিয়াছিল। ৩৩।

যক্ষী সমস্ত দিকে অন্বেষণ করিয়া অবশেষে পুত্রদর্শনে নিরাশ হইয়া আক্রোশ করিতে করিতে সমুদ্রবেষ্টিত পর্ব্বতদ্বীপে গমন করিল। ৩৩।

প্রাণিঘাতিনী যক্ষী মর্ত্ত্যভূমি অতিক্রম করিয়া স্বর্গসন্নিকট-বর্ত্তী বিমান ও উদ্যানমণ্ডিত সমস্ত নগরে অন্বেষণ করিয়া কোথাও বিশ্রাম না করায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল এবং লোকপালগণের নগরমধ্যেও পুত্রকে দেখিতে পায় নাই। ৩৫-৩৬।

অনন্তর কুবেরের বাক্যানুসারে বিয়োগার্ত্তা যক্ষী সুগতাশ্রমে গমনপূর্ব্বক ভগবানের শরণাগতা হইল। ৩৭।

ভগবান্ যক্ষীকথিত তদীয় দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য দ্বারা অধরকান্তি শুভ্রতর করিয়া শোককারিণী যক্ষীকে বলিয়া-ছিলেন। ৩৮।

হারীতি, তোমার ত পঞ্চশত পুত্র আছে। ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া যক্ষী অধিকতর দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিল। ৩৯।

ভগবন্, লক্ষপুত্র থাকিলেও একটি পুত্রক্ষয় সহ্য করা যায় না। পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু নাই ; পুত্রনাশ অপেক্ষা অধিক দুঃখও কিছু নাই। ৪০।

পুত্রবান্ ব্যক্তিই পুত্রস্নেহরূপ বিষের বেদনা জানে। পুত্রপ্রীতি মনুষ্যের স্বাভাবিক ও অনিবন্ধন। নিজপুত্র মলিন বিকলাঙ্গ ও ক্ষীণ হইলেও কাহার না চন্দ্রতুল্য বলিয়া জ্ঞান হয়। ৪১-৪২।

সর্ব্বভুতে দয়াবান্ ভগবান্ যক্ষীর এইরূপ বাৎসল্যযুক্ত ও বিহ্বল বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যসহকারে তাহাকে বলিয়াছিলেন। ৪৩।

তুমি বহুপুত্রবতী হইয়াও যদি একটি পুত্রবিরহে এত শোকাকুল হও, তাহা হইলে যাহাদের একটি মাত্র পুত্র সেটিকে তুমি হরণ করিলে তাহাদের কিরূপ ব্যথা হয়। তুমি পুত্রমাতা হইয়াও ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগশাবকগণকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ অলক্ষিতভাবে স্ত্রীগণের গৃহে প্রবেশ করিয়া শিশুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া থাক। ৪৪-৪৫।

যে কার্য্যে নিজদেহের দুঃখভোগ হয়, পরের প্রতিও সেই সকল কার্য্য করিবে না। শোকানুভব সকলেরই সমান। তুমি যদি হিংসা-বিমুখী হইয়া বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের তিনটি শিক্ষাপদ গ্রহণ কর তাহা হইলে নিজ প্রিয়পুত্রকে পাইবে।৪৬-৪৭।

যক্ষী ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া শিক্ষাপদ গ্রহণ করিল এবং হিংসাবিরাম স্বীকার করায় তদীয় পুত্র প্রিয়ঙ্করকে পুনঃ প্রাপ্ত হইল। ৪৮।

ভিক্ষুগণ যক্ষীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত ও কর্ম্মফলযোগের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ তাহার বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ৪৯।

পুরাকালে এই নগরেই কতকগুলি উগ্রভোগশীল পৌরগণ পর্ব্বত-শিখরে ও উদ্যানমালায় নর্ত্তনাদি দ্বারা বিহার করিতেছিল ॥ ৫০ ॥

অনন্তর হরিণনয়না ঘনস্তনী এক গোপরমণী বিক্রয়ার্থ মাখন লইয়া ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। গর্ভভারে অলসগতি গজ-গামিনী রমণী শনৈঃ শনৈঃ তথায় উপস্থিত হইয়া সস্পৃহভাবে তাহাদিগকে বিলোকন করিয়াছিল। ৫১-৫২।

পৌরগণ গোপরমণীর বনমৃগীসদৃশ মুগ্ধ বিলোকনে আকৃষ্ট হইয়া আবেগ সংবরণ করিতে না পারায় সোৎকণ্ঠ হইয়াছিল। ৫৩।

গোপরমণী পৌরগণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মদনমত্তা হইয়াছিল। প্রমাদিনী গোপরমণী নিজ শীল ভ্রষ্ট হইল, তাহা বুঝিতে পারে নাই। ৫৪।

তৎপরে পৌরজন চলিয়া গেলে রতিশ্রমবশতঃ গোপরমণীর গর্ভ ধৈর্য্যসহ পতিত হইল। উহা যেন কোপবশতই অরুণবর্ণ হইয়া-ছিল। ৫৫।

ইত্যবসরে গোপরমণী তাহার পুণ্যবলে সেই পথ দিয়া সমাগত দেহ ও মনের প্রসন্নকারী প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া নবনীতমূল্যে প্রাপ্ত পাঁচশত আম্র-ফল মনে মনে নিবেদন করিল। ৫৬-৫৭।

সেই পুণ্যে সে সমৃদ্ধিশালী যক্ষকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পঞ্চ শত আম্র দান করায় ইহার পঞ্চশত পুত্র হইয়াছে। শীল ভ্রষ্ট হওয়ায় হিংসাবতী হইয়াছে এবং প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণাম করায় এখন শিক্ষাপদ লাভ করিল। ৫৮-৫৯।

সর্ব্বলোকশাস্তা ভগবান্ এইরূপ বিবিধ বিপাকপূর্ণ যক্ষাঙ্গনার বিচিত্র কর্ম্মতন্ত্রবার্ত্তা বলিয়া সংসারসাগরে কুশলসেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জনগণের পুণ্যচিত্ত বিধান করিয়াছিলেন। ৬০।

ত্রয়োদশ পল্লব

প্রাতিহার্য্যাবদান

य: सङ्कल्पपथा सदैव चरति प्रोज्जृम्भमाणोऽद्भुतं
स्वप्नैर्यस्य न सङ्गति: परिचयो यस्मिन्नपूर्व्वक्रम: ।
वाणी मौनवती च यत्र हि नृणां य: श्रोत्रनेत्रातिथि-
स्तं निर्व्याजजनप्रभावविभवं मानैरमेयं नुम: ॥

যিনি সদাই অদ্ভুত কার্য্য প্রকটন পূর্ব্বক সংকল্পমার্গে বিচরণ করেন, যাঁহার সহিত স্বপ্নের সম্পর্ক নাই, যাঁহার পরিচয় অপূর্ব্ব প্রকার, এবং যাঁহার বিষয়ে মনুষ্যের বাণী মৌনবতী হয়, সেই অপরিমেয় অকপটজনের প্রভাববিভবকে নমস্কার করি। ১।

রাজগৃহ নামক নগরে রাজা বিম্বিসার কর্ত্তৃক পূজ্যমান বেণুবনাশ্রমস্থিত ভগবান্ জিনকে দেখিয়া কতকগুলি সর্ব্বজ্ঞমানী মূর্খ মাৎসর্য্য বিষে সন্তপ্ত হইয়াছিল এবং পেচক যেরূপ আলোক সহিতে পারে না, সেইরূপ তাহারা ভগবানের উৎকর্ষ সহিতে পারে নাই। ২-৩।

দিবাবসানে সমুদিত নৈশ অন্ধকার মলিন হইয়াও যে দিনের সহিত স্পর্দ্ধা করে, তাহা উহার নিজের নাশের জন্যই হইয়া থাকে। ৪।

মস্করী, সঞ্জয়ী, অজিত ও ককুদ প্রভৃতি ক্ষপণকগণ এবং কয়েকজন পূরণজ্ঞাতিপুত্র কামমায়ায় মোহিত ও ধূমবৎ মলিন বিদ্বেষদোষে অন্ধীকৃত হইয়া রাজার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল। ৫-৬।

মহারাজ, এই যে সর্ব্বজ্ঞতাভিমানী শ্রমণ বেণুবনে অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁর ও আমাদের মধ্যে কাহার কতদূর প্রভাব তাহা আপনারা দর্শন করুন। ৭।

প্রভাববলে লোককে আবর্জিত করিয়া যাহা কিছু মহৎ ও আশ্চর্য্য বিষয় দেখান হয়, তাহাকে প্রাতিহার্য্য বলে। ৮।

এই সভাতে তাঁহার বা আমাদের যাহারই প্রাতিহার্য্য অর্থাৎ অলৌকিক বিষয় দেখাইবার সামর্থ্য আছে, তাহারই জগৎত্রয়ে সমাদর হউক। ৯।

রাজা তাহাদের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া এবং উহাদের দর্প দর্শনে বিমুখ হইয়াই বলিলেন, তোমরা পঙ্গু হইয়া কেন পর্ব্বত লঙ্ঘনে বাঞ্ছা করিতেছ। ১০।

তোমাদের বাক্য নিতান্ত অসঙ্গত। পতঙ্গের আবার অগ্নির সহিত স্পর্দ্ধা কেন? এরূপ কথা আর মুখে আনিও না। পুনরায় বলিলে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিব। ১১।

গুণজ্ঞ রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত ও ভগ্নোদ্যম হইয়া খলগণ যেন নিরালম্ব আকাশে লম্বমান হইয়া চলিয়া গেল। ১২।

তাহারা মনে মনে স্থির করিল যে রাজা বিম্বিসার মূর্খতার পক্ষপাতী; আমরা অন্য রাজার আশ্রয়ে যাইব। ১৩।

ইত্যবসরে ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরী সমীপে জেতবনারামে গমন করিলেন এবং ইহারাও সেই দিকেই গিয়াছিল। ১৪।

তাহারা তথায় কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক প্রাতিহার্য্য প্রদর্শনের কথা নিবেদন করিল। ১৫।

গুণজ্ঞ রাজা উহাদিগের দর্পক্ষয়বাঞ্ছায় এবং ভগবানের সমৃদ্ধি সন্দর্শনমানসে ভগবানের নিকট গমন করিলেন। ১৬।

তিনি তথায় গিয়া বিনয়সহকারে প্রণামপূর্ব্বক ভগবান্‌কে বলিলেন, ভগবন্, আপনাকে কতকগুলি ক্ষপণকের দর্পদলন করিতে হইবে। ১৭।

তাহারা আপনার প্রভাব দেখিবার জন্য নিজপ্রভাবের স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা করিয়া আমাদের কর্ণ বধির করিয়া তুলিতেছে। ১৮।

হে বিভু, আপনি সজ্জনের প্রীতিপ্রদ নিজতেজ প্রকাশ করুন। ঐ সকল ক্ষপণকগণের সমস্ত গর্ব্ব বিলয় প্রাপ্ত হউক। ১৯।

নির্বিকার মহাশয় ও অমর্ষবর্জিত ভগবান্ রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষসহকারে তাঁহাকে বলিলেন। ২০।

রাজন্, অন্যকে পরাভব করিবার জন্য বা বিবাদ করিবার জন্য অথবা অহঙ্কার করিবার জন্য গুণ সংগ্রহ করিতে নাই। উহা বিবেকের আভরণের জন্যই সংগ্রহ করা হয়। ২১।

যে গুণ স্পর্দ্ধা প্রকাশের জন্য প্রসারিত হইয়া পরের উৎকর্ষ হরণ করে, ঈদৃশ বিচারবিগুণ ও মাৎসর্য্যমলিন গুণে প্রয়োজন কি। ২২।

যে ব্যক্তি নিজগুণ প্রকাশ দ্বারা অন্যের গুণ আচ্ছাদন করে, সেই অপ্রশংসিত জন স্বয়ং ধর্ম্মকে নিপাতিত করে। ২৩।

সদ্গুণের পরীক্ষা করাই পরের লজ্জাজনক। অতএব বিশুদ্ধ বস্তুকে তুলায় আরোহণ দ্বারা বিড়ম্বনা করা উচিত নহে। ২৪।

যে ব্যক্তি গুণবান্ হইয়াও পরের প্রতি প্রসন্ন না হয়, সে ব্যক্তি নিজ হস্তে দীপ ধারণ করিয়াও নিজে দীপছায়ান্ধকারে পতিত হয়। ২৫।

তাহারাই ইহলোকে সর্ব্বজ্ঞ, আমরা অধিক আর কি জানি। পরের অভিমানকে পরাভব করিবার জন্য প্রগল্ভতাই নিজের পরাভব। ২৬।

রাজা ভগবানের এইরূপ শান্তিসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য-দর্শনে আগ্রহবশতঃ অতিশয়রূপে প্রার্থনা করিলেন। ২৭।

তৎপরে অতিকষ্টে ভগবান্ স্বীকার করিলেন এবং সপ্তাহ কাল মধ্যে যাইবেন স্থির করিয়া হৃষ্টমনে রাজধানীতে গমন করিলেন। ২৮।

এই সময়ে রাজার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অন্তঃপুর সন্নিকটে প্রাসাদ-তলমার্গে বিচরণ করিতেছিলেন। রাজপত্নীর কর হইতে বিচ্যুত

কুসুমমালা কর্ম্মবাতদ্বারা চালিত হইয়া ,ঐ বিচরণকারী রাজভ্রাতার স্কন্ধে পতিত হইয়াছিল। ২৯-৩০।

কতকগুলি খলজন সাক্ষিদ্বারা রাজভ্রাতার দোষ সপ্রমাণ করিয়া ঐ কথা রাজার নিকট উপস্থিত করিয়াছিল। ৩১।

সকলের অপকারক ক্ষুদ্রস্বভাব খলজন সামান্য ছিদ্র পাইয়াই রাজগণের শূন্য আশয়ে প্রবেশ করে। ৩২।

রাজা খলকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভ্রাতার প্রতি ঈর্ষ্যাবিষে জ্বলিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া তাহার হস্ত ও পদ ছেদন করিতে আদেশ করিলেন।৩৩।

কুমার নিজ কর্ম্মদোষে ছিন্নপদ ও ছিন্নহস্ত হইয়া বধ্যভূমিতেই শয়ন করিয়া রহিলেন এবং বিষম আপদে পতিত হইলেন। ৩৪।

ক্ষপণকগণ তীব্রব্যথায় ব্যথিত এবং শোককারী মাতৃগণ ও বন্ধুগণ দ্বারা বেষ্টিত কুমারকে ক্ষণকাল নয়ন চালনা করিয়া দেখিয়াছিল। ৩৫।

শোকার্ত্ত রাজপুত্রের বান্ধবগণ তাঁহার পরিত্রাণের জন্য ঐ ক্ষপণকগণের নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন। এই কালনামক রাজপুত্র বিনাদোষে নিগৃহীত হইয়াছে। আপনারা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ করেন, অতএব ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহার প্রতিবিধান করুন। ৩৬-৩৭।

তাহারা প্রলাপ করিতে করিতে সজলনয়নে এইরূপ প্রার্থনা করিলে ক্ষপণকগণ লজ্জায় নিষ্প্রতিভ ও মৌনী হইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। ৩৮।

অনন্তর ভগবানের আজ্ঞানুসারে সেই পথে সমাগত আনন্দনামক ভিক্ষু সত্যযাচন দ্বারা তাহার অঙ্গসকল বিধান করিলেন। ৩৯।

রাজপুত্র হস্তপদ লাভ করিয়া প্রসন্নচিত্তে জিনের শরণাগত হইয়া তাঁহার উপাসক হইলেন। ৪০।

সপ্তরাত্র অতীত হইলে রাজা ভগবানের ঋদ্ধি দেখিবার জন্য একটি প্রকাণ্ড প্রাতিহার্য্য দর্শনোপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ৪১।

রাজা ক্ষপণকাদির সহিত তথায় উপবিষ্ট হইলে স্বগতেচ্ছায় ঐ ভূমি কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইয়াছিল। ৪২।

তৎপরে দেবগণ ভগবানের প্রভাব দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলে ভগবান্ রত্নপ্রদীপ নামক মহাসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ৪৩।

তেজোধাতুপ্রপন্ন ভগবানের গণ্ড হইতে সমুদ্গত পাবকসঙ্ঘাত-দ্বারা ভুবনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ৪৪।

কমলবনের বিকাশকারী ঐ বহ্নি ত্রিভুবনের স্থিতিভঙ্গভয়ে ক্রমে প্রশান্ত হইলে করুণানিধি ভগবানের দেহ হইতে পূর্ণচন্দ্রের অমৃত-তরঙ্গের ন্যায় শীতল কান্তি প্রসৃত হইতে লাগিল। ৪৫।

নাগনায়কগণের বিলোচনসকল লাবণ্যময় চন্দ্রসহস্রাধিককান্তি তেজঃপ্রভাবে সূর্য্যমণ্ডলের বৈফল্যকারী পুণ্যলব্ধ ও অপূর্ব্বহর্ষজনক ভগবান্‌কে প্রীতিপূর্ব্বক বিলোকন করিয়াছিল। ৪৬।

ভগবানের সমীপে ক্ষিতিতল হইতে বৈদুর্য্যনালমণ্ডিত বিপুল রত্ন-পাত্রের ন্যায় কমনীয় স্বর্বর্ণময় কেশর শোভিত ও কর্ণিকাশোভিত এবং সৌরভে সমাকৃষ্ট ভ্রমরগণের দ্বারা মণ্ডিত পদ্মরাশি অভ্যুদিত হইয়াছিল। ৪৭।

অনন্তর ঐ সকল পদ্মমধ্যে উপবিষ্ট কাঞ্চনবৎ সুন্দরকান্তি ও স্নিগ্ধনয়ন ভগবান্ সমীপে পরিদৃশ্যমান হইলেন। তাঁহার অমৃতময় ও জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল উদয়ের দ্বারা লোকে অসাধারণ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৪৮।

পর্ব্বতগণমধ্যে সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় ভগবান্ ঐ সকল লোকমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাববৈভব ধারণ করিয়াছিলেন। সুস্কন্ধ, উন্নতানত ও গাঢ়কান্তি সম্পন্ন ভগবান্ দেবতরুমধ্যে পারিজাতের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত দৃশ্যমান হইয়াছেন। ৪৯।

স্বর্গাঙ্গনাগণের করপদ্ম দ্বারা বিকীর্য্যমাণ অম্লানমাল্যবলয় দ্বারা

শোভিতমস্তক এবং ভগবানের মুখপদ্ম বিলোকনার্থ নির্নিমেষনয়ন তত্রত্য জনগণ মর্ত্ত্য হইয়াও ক্ষণকাল অমর্ত্ত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৫০।

আকাশপ্রাঙ্গণে দেবদুন্দুভি শঙ্খ ও তূর্য্যঘোষসমন্বিত এবং পুষ্পবৃষ্টি ও অট্টহাস মিশ্রিত গন্ধর্ব্ব কিন্নর মুনীশ্বর ও চারণগণের স্তুতিবাদ-শব্দ স্ফীত হইয়া বিচরণ করিয়াছিল।৫১।

সেখানে অরুণবর্ণ অধরদলসমন্বিত ও দশনাংশুরূপ শুভ্র কেশর বিকীর্ণকারী ভগবানের বদনারবিন্দ হইতে সৎসৌরভময়, সুস্বর ও পুণ্যজনক মধুর বাক্যরূপ মধু পান করিয়া লোকে ধন্য হইয়াছিল। ৫২।

তোমরা পাপ পরিত্যাগ কর। পুণ্যবীজ নিষিক্ত কর। শত্রুতা ত্যাগ কর। শান্তিসুখ ভজনা কর। মৃত্যুবিষাপহারক জ্ঞানামৃত পান কর। কুশলকর্ম্মের সহায়ভূত এই দেহ চিরকাল থাকিবে না। ৫৩।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। যৌবনও জরার অনুগত। দেহত রোগরাশির নিবাসস্থান। প্রাণ পথিকের ন্যায় দেহকুটীরে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করে। অতএব নিত্য অভ্যুদয়সম্পন্ন ধর্ম্মপথে যাইতে প্রযত্ন কর। ৫৪।

ইত্যাদিপ্রকার সুস্পষ্ট জ্ঞানময় বিবেককোমল ও বজ্রসদৃশ ভগ-বানের কুশলোপদেশদ্বারা তত্রত্য জনগণের সৎকায়দৃষ্টিরূপ বিংশতি-শৃঙ্গ শৈল তৎক্ষণাৎ বিদলিত হইয়াছিল। ৫৫।

ক্ষপণকগণ ভগবানের ঋদ্ধিপ্রভা বিলোকন করিয়া মন্ত্রাহত বিষধরের ন্যায় ভগ্নদর্প হইল এবং সূর্য্যকিরণপ্রভায় অভিভূত দীপের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া চিত্রার্পিতবৎ চিরনিশ্চলভাব প্রাপ্ত হইল। ৫৬।

ইত্যবসরে সতত ভগবানের পক্ষপাতী পৃথিবীন্দ্র নবধর্ম্মের বিপক্ষ হইয়া বর্ব্বরগণ দ্বারা ক্ষপণকগণের কর্ণচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগকে রন্ধ্রাশ্রয়ী করিলেন। ৫৭।

অনন্তর শরণ্য এবং পর্ব্বত ও বনস্থলীর মণিস্বরূপ ভগবান্

কৃপাবশতঃ তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন। ভয়কালে কাতর জন পর্ব্বতগুহাদি আশ্রয় করে বটে ; কিন্তু যাহারা বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মদীয় আশ্রয়ে বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক সসজ্ঞ ধর্ম্মের শরণপ্রপন্ন হয়, তাহারা জগৎক্ষয় হইলেও নির্ভয় থাকে এবং অন্যত্র কুত্রাপি তাহাদের আশ্রয় লইবার আবশ্যক হয় না। ৫৮-৫৯।

পরলোকের গাঢ় ও দুর্ব্বার অন্ধকারমধ্যে প্রবুদ্ধ ধর্ম্মই সূর্য্যস্বরূপ। দুঃসহ পাপতাপের উদ্‌গমে দানই বারিদস্বরূপ। মোহরূপ মহাগর্ত্তে পতিত হইলে প্রজ্ঞাই করালম্বনস্বরূপ হয় এবং পুণ্যই সর্ব্বদা মনুষ্যের দৈন্যবর্জিত মহান্ আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকে। ৬০।

চতুর্দ্দশ পল্লব

দেবাবতারাবদান

জয়তি মহতাং প্রভাবঃ পশ্চাদগ্রে চ বর্ত্তমানো যঃ।

জনকুশলকর্ম্মসরণিঃ প্রকাশরত্নদীপো বঃ॥

যাহা অগ্রে ও পশ্চাৎ উভয়ত্রই বর্ত্তমান আছে, যাহা জনগণের কুশলকর্ম্মের উপায়স্বরূপ এবং জ্ঞানবিকাশের রত্নপ্রদীপস্বরূপ, সেই মহাজনগণের প্রভাবের জয় হউক। ১।

পুরাকালে সুরপুরে পাণ্ডুকম্বলনামক শিলাতলে পারিজাত ও কোবিদার বৃক্ষসমীপে ভগবান্ দেবগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ২-৩।

দেবগণকর্ত্তৃক অনুযাত ভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে পৃথিবী-প্রাঙ্গণ দেবগণের বিমানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ৪।

ব্রহ্মা ভগবানের দন্তকিরণে পরিব্যাপ্ত উপদেশাক্ষরবৎ পরিদৃশ্য-মান ও চন্দ্রবৎ সুন্দর চামর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫।

ইন্দ্র শতশলাকাসমন্বিত রঙ্কুরোমবৎ পাণ্ডুবর্ণ মূর্ত্তিমান্ ভগবানের প্রসাদের ন্যায় পরিদৃশ্যমান নিরঙ্ক ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ৬।

সুকৃতী জনগণ উদুম্বরকানন সমীপে সাঙ্কাস্যনগরের প্রান্তদেশে অবতীর্ণ ভগবান্‌কে আনন্দ সহকারে বন্দনা করিয়াছিল। ৭।

ঐ জনসমাগমমধ্যে উৎপলবর্ণানাম্নী ভিক্ষুকী ভগবান্‌কে দর্শন করিতে না পারায় রাজরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮।

প্রদীপ্ত রত্নমুকুটমণ্ডিত ও গণ্ডে দোদুল্যমান কুণ্ডল দ্বারা ভূষিত

ভিক্ষুকীর নূতন রূপ দেখিয়া তদীয় উষ্ণীষপল্লব বিকাশদ্বারা হাস্য করিয়াছিল। ৯।

ভিক্ষুকী মনে মনে চিন্তা করিয়াছিল যে ভগবানের সম্মুখ স্থান জনসমাগমে নিশ্ছিদ্র হইয়াছে। আমার রাজরূপ দেখিয়া লোকে সমাদরসহকারে পথ ছাড়িয়া দিবে। ১০।

এরূপ না করিলে ভগবান্‌কে প্রণাম করা আমার পক্ষে দুর্ল্ভ হইবে। গুণের গৌরব নাই। লোকে প্রায়শঃ ঐশ্বর্য্যই ভালবাসে। ১১।

অহো, জনগণ বাসনাভ্যাসবশতঃ তৃণতুল্য বিনশ্বর অসার ও বিরস ধনেই আকৃষ্ট হয়। তাহাদের বিচার শক্তি নাই। ১২।

জনগণ রাজগৌরবে পথ ছাড়িয়া দিলে পর ভিক্ষুকী কণ্ঠস্থ হার ভূমিতে লুঠাইয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন। ১৩।

এই সময়ে উদায়ী নামক ভিক্ষু ঐ জনসমাজমধ্যে নৃপরূপধারিণী ভিক্ষুকীকে দেখিয়া হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন। ১৪।

ইনি উৎপলবর্ণানাম্নী জনবন্দিতা ভিক্ষুকী, নৃপরূপ ধারণ করিয়া সমৃদ্ধি দ্বারা ভগবানের পদবন্দনা করিতেছেন। আমি উৎপলসদৃশ গন্ধ ও উৎপলসদৃশ বর্ণে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। উদায়ী এই কথা বলিয়া বিরত হইলে ভগবান্‌ও বলিয়াছিলেন। ১৫-১৬।

ভিক্ষুকীর দর্প করিয়া ঋদ্ধি প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে। অভিমান-জ্বর প্রশমের হানি করে। ১৭।

ভগবান্ এই কথা বলিয়া নির্ম্মল উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক দেবগণকে বিদায় দিয়া ভিক্ষুগণসহ নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। ১৮।

ভিক্ষুগণ তথায় উপবিষ্ট ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া ঐ ভিক্ষুকীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ১৯।

পূর্ব্বে বারাণসী নগরীতে মহাধন নামে এক সার্থবাহ ছিলেন। তদীয় পত্নী ধনবতী তাঁহার প্রাণসম প্রিয় ছিলেন। ২০।

পাণিরূপপল্লবমণ্ডিতা ও ফলপুষ্পশোভিতা যৌবনোদ্যানের মঞ্জরী-স্বরূপা তন্বী ধনবতী কালক্রমে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। ২১।

ইত্যবসরে মহাধন জলনিধিদ্বীপে গমনোদ্যত হইলে বিরহভয়ে দুঃখিতা ধনবতী নিজ বল্লভকে বলিয়াছিলেন। ২২।

এখনও আর কত ধনসম্পদ বর্দ্ধিত করিতে হইবে, যে জন্য ভীষণ ও গম্ভীর মকরাকর সমুদ্র পার হইতেছ। ২৩।

ধনার্জ্জন করা বহুকষ্টসাধ্য; গুণার্জন করায় কোন ক্লেশ নাই। ধনের জন্যই লোকে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পরদেশে গমন করে। ২৪।

কেহ কেহ অতি দূরে গমন করিয়াও নিষ্ফল হইয়া দুঃখ সহকারে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কেহ কেহ ধনী হইয়া নিশ্চল হইয়াই থাকে। এই রূপেই এ কার্য্যের নিশ্চয় করা হয়। ২৫।

সার্থবাহ এইরূপ প্রিয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মুগ্ধে, ধনোপার্জনে সমুদ্যত ব্যক্তি এইরূপই সম্ভাবনার পাত্র হয়। ২৬।

ধনার্জনবিহীন ধনিজন পঙ্গুর ন্যায় মূলধন ভক্ষণ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই ভোগের সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ২৭।

দরিদ্রগণের নিজ গৃহস্থ লোকও ক্রকচের ন্যায় নিষ্ঠুর হয়। ধনি-গণের পরলোকও প্রেমস্নিগ্ধ হয়। ২৮।

বেণু ক্ষীণ হইলেও যদি সে বৃদ্ধির জন্য উদ্যত হয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না; কিন্তু উহা ক্ষয়োন্মুখ হইলে আর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ২৯।

অভ্যুদয়সম্পন্ন লোক মূর্খ হইলেও পণ্ডিতগণের বন্দনীয় হয়। বৃদ্ধ হইলেও স্ত্রীগণের বল্লভ হয় এবং ক্লীব হইলেও শূরগণের সেব্য হয়। ৩০।

বিচক্ষণ হইলেও কোন ব্যক্তি অন্যের উপার্জন ভোগ করিয়া এবং কাব্যামৃত পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা ত্যাগ করিতে পারে না। ৩১।

যাহার অর্থ আছে, গুণোন্নত জনেরাও তাহাকে প্রণাম করে। অর্থবান্ ব্যক্তি কোন্ গুণ ধারণ না করে? দারিদ্র্য দোষে হীনপ্রভ জনের গুণসকল নির্ম্মাল্যবৎ অগ্রাহ্য। ধনেতেই সকল গুণ হয়। ধনী জন গুণী না হইলেও ধন্য। গুণী ধনী না হইলে ধন্য হয় না। ধনই গুণের দুষ্কৃতপাতের প্রশমনকারী ও দেহের আয়ুঃস্বরূপ। ৩২।

ধনবতী প্রাণাপেক্ষাও অর্থপ্রিয় পতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কজ্জলসহ অশ্রুকণা বিকিরণ করিতে করিতে ভ্রমরব্যাপ্ত লতার ন্যায় হইয়াছিলেন। ৩৩।

অনন্তর সার্থবাহ ধনবতীর সহিত প্রবহণে আরোহণ করিলেন। যাহারা তীব্র তৃষ্ণায় তৃষিত, তাহাদের নিকট মহোদধিও হস্তস্থিত পাত্রবৎ গণ্য হয়। ৩৪।

কর্ম্মবাতপ্রেরিত জায়াসমন্বিত সার্থবাহের ঐ প্রবহণ তাহাদের মনোরথ ও জীবনের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। ৩৫।

তৎপরে নিজ কর্ম্মের অবশিষ্ট ফলভোগের জন্য সার্থবাহ এক কাষ্ঠফলক গ্রহণ করিয়া কশেরু দ্বীপে গমন পূর্ব্বক বিপন্নই হইয়াছিলেন। ৩৬।

ধনবতী তথায় অনাথা হইয়া হস্তপদ বিক্ষেপ পূর্ব্বক শোক করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সুবর্ণকুলসম্ভূত পুরুষাকৃতি এক-বিহঙ্গ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ৩৭।

সুমুখ নামক ঐ পক্ষী, ধনবতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বলিল, হে লোলাক্ষি, সমাশ্বস্ত হও। এই স্থানে তুমি নির্ভয়ে আশ্রয় লইতে পারিবে। ৩৮।

এই দিব্যভূমি অতি মনোহর। আমরা তোমার প্রণয়াভিলাষী।

হে কল্যাণি! তুমি পুণ্যবলে এখানে আসিয়াছ। এই সমুদ্র পার হওয়া অতি ভীষণ ব্যাপার। ৩৯।

বিহঙ্গম এই কথা বলিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাহাকে রত্নালয় গৃহে লইয়া গেল। তথায় সম্পূর্ণগর্ভা ধনবতী সুন্দর একটী পুত্র প্রসব করিলেন। ৪০।

শিশুটী তথায় ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিদগ্ধ বিহঙ্গম প্রিয়বাক্য দ্বারা ক্রমে মুগ্ধা ধনবতীকে সম্ভোগাভিমুখী করিয়াছিল।৪১।

স্ত্রীগণ সরলতা ও মৃদুতাবশতঃ লতা যেরূপ সমীপস্থ পাদপকে আশ্রয় করে তদ্রূপ সমীপবর্ত্তী প্রণয়বান্ জনকে স্বয়ং আলিঙ্গন করিয়া থাকে। ৪২।

ঘনস্তনী ধনবতী দিব্য উদ্যানে বিহঙ্গমসহ রমণ করিয়া কালক্রমে পিতৃসদৃশ সুন্দরাকৃতি একটী পুত্র প্রসব করিল। ৪৩।

পদ্মমুখ নামক ঐ বিহঙ্গপুত্র যৌবনালঙ্কৃত হইলে পক্ষিরাজ সুমুখ লোকান্তর প্রাপ্ত হইল। ৪৪।

তৎপরে পদ্মমুখ পিতার পদ প্রাপ্ত হইলেন। পুত্র গুণী হইলে বংশসমৃদ্ধি নির্ব্বিবাদেই আয়ত্ত করিতে পারে। ৪৫।

পদ্মমুখ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে তদীয় জননী ধনবতী তাহার প্রতাপের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা সম্ভাবনা করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন। ৪৬।

পুত্র! তুমি নিজ কুলোচিত সমৃদ্ধি পাইয়াছ কিন্তু তোমার এই ভ্রাতাটী সার্থবাহ হইতে আমার গর্ভে জন্মিয়াছে ইহার ত তোমার সম্পত্তিতে কোন অংশ নাই। অতএব তুমি নিজ প্রভাবে ইহাকে বারাণসীর রাজা করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রীতিসংবাদ গ্রহণপূর্ব্বক নিজদেশে সম্পদ ভোগ কর। ৪৭-৪৮।

পক্ষিরাজ পদ্মমুখ জননীর এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত পক্ষপাত-

সহকারে ভ্রাতাকে স্কন্ধে লইয়া আকাশমার্গে বারাণসী নগরে গমন করিলেন। ৪৯।

একদা অমিতপরাক্রম পদ্মমুখ অবসর বুঝিয়া সিংহাসনাসীন রাজা ব্রহ্মদত্তকে বজ্রবৎ প্রখর নখরদ্বারা হত্যা করিলেন এবং ঐ সিংহাসনে অগ্রজকে অভিষিক্ত করিয়া ভয়বিহ্বল অমাত্যগণকে বলিয়াছিলেন। ৫০-৫১।

আমি ইহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলাম যে ব্যক্তি পূর্ব্বপ্রভুর প্রতি ভক্তিবশতঃ ইহাঁর অনিষ্ট করিবেন তিনিও তাঁহার প্রভুর অনুগমন করিবেন। ৫২।

বিহঙ্গরাজ প্রধান অমাত্যগণকে এই কথা বলিয়া ভ্রাতার সহিত-প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক পুনর্দর্শনের সময় নির্দ্দেশ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ৫৩।

মন্ত্রিগণ ইনিই সেই ব্রহ্মদত্ত এই কথা প্রচারিত করায় তিনি স্বজনমধ্যে ও জনসমাজে ব্রহ্মদত্ত নামেই খ্যাত হইলেন। ৫৪।

ইত্যবসরে একটী সগর্ভা হস্তিনী বন হইতে আনীতা হইয়াছিল। ঐ হস্তিনী অর্দ্ধনির্গত গর্ভ কোনরূপেই মোচন করিতে পারিতেছিল না উহা যেন ভিতরে বদ্ধ ছিল। ৫৫।

মন্ত্রী রাজার নিকট বলিয়াছিলেন যে আমি দৈবজ্ঞমুখে শুনিয়াছি যে এই হস্তিনী সাধ্বী স্ত্রীর হস্তস্পর্শে গর্ভমোচন করিবে। ৫৬।

অনন্তর রাজার আজ্ঞানুসারে অন্তঃপুরাঙ্গনাগণ হস্তদ্বারা ঐ হস্তিনীকে স্পর্শ করিয়া সত্যযাচনা করিয়াছিলেন। ৫৭।

যখন তাঁহাদের সত্যযাচনেও হস্তিনী গর্ভ ত্যাগ করিল না। তখন অন্তঃপুরবাসিনীগণ সকলেই লজ্জিত হইলেন। ৫৮।

অনন্তর এক গোপাঙ্গনা তথায় আসিয়া শীলসত্য যাচনা করিয়াছিল এবং তাহাতেই হস্তিনী গর্ভ ত্যাগ করিয়াছিল। ৫৯।

রাজা ইহাতে নিজ জায়াগণের শীলহানি জানিয়া ঐ গোপাকেই ত্রিজগতে সতী বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন। ৬০।

তিনি সতীকন্যা বিবাহ করিবার মানসে সোশুম্বা নাম্নী তদীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্রেষ্ঠমহিষীরূপে গ্রহণ করিলেন। ৬১।

তিনি সোশুম্বার লাবণ্য ও স্ত্রীগণের চপলতার বিষয় চিন্তা করিয়া শঙ্কাবশতঃ সর্ব্বগামিনী নিদ্রাকেও ত্যাগ করিয়াছিলেন। ৬২।

এই সময়ে বিহগরাজ পদ্মমুখ ভ্রাতৃস্নেহে উৎসুক হইয়া ভ্রাতার সহিত দেখা করিবার জন্য বারাণসীতে আগমন করিয়াছিলেন। ৬৩।

রাজা, প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন এবং নির্জ্জনে তাঁহার নিকট নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ৬৪।

আমি নারীগণের শীল ও সত্য পরীক্ষা করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী-দিগের দোষ দর্শনহেতু অন্তঃপুরবিমুখ হইয়া একটী নূতন বিবাহ করিয়াছি। রূপ ও যৌবনসম্পন্না সেই পত্নীতেও আমার সন্তোষ নাই। যাহারা একস্থানে দোষ দেখিয়াছে তাহাদের মন সর্ব্বত্রই শঙ্কিত হয়। অতএব ভ্রাতঃ! তুমি ইহাকে মনুষ্যহীন তোমার নগরে লইয়া গিয়া রক্ষা কর। তাহা হইলে আমি শীলশঙ্কা ত্যাগ করিয়া নির্ভাবনা হইতে পারি। প্রতিরাত্রে তোমার আজ্ঞাধীন কোনও একটী পক্ষী তাহাকে আমার গৃহে লইয়া আসিবে। এইটী আমার একান্ত ইচ্ছা। ৬৫-৬৮।

বিহঙ্গরাজ ভ্রাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। রাজন্? বৃথা ঈর্ষ্যা ও কলঙ্কশঙ্কা করিও না। ৬৯।

যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যায় পীড়িত তাহার কিছুতেই সুখ হয় না। এবং সে কোন বিষয়েরই আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। সে দেখিতে পায় না এবং তাহার নিদ্রাও হয় না। ৭০।

ক্লীব কামী, সুখী বিদ্বান্, ধনী নম্র, প্রভু ক্ষমাবান, যাচক মান্য, খল স্নিগ্ধ এবং স্ত্রী সতী ইহার কোনটাই সত্য নহে। ৭১।

অবলারূপ লতা সরল হইয়াও কুটিল, স্থায়ী হইয়াও অতিচঞ্চল এবং কুলীন হইয়াও পার্শ্বস্থকে আলিঙ্গন করে। ৭২।

স্ত্রীগণের অবয়বেও নির্দ্দোষভাব দেখা যায় না। উহাদের দৃষ্টি লোলা, অধর রাগবান্, ভ্রূ বক্র ও স্তনদ্বয় কঠিন। ৭৩।

নিপুণ ব্যক্তি ভ্রমরের ন্যায় উপরে ভ্রমণ করিয়া শ্যামানারী ভোগ করিয়া থাকেন। সরোজিনীর মূল অন্বেষণকারী ব্যক্তি কেবল পঙ্ক-লিপ্তই হয়। ৭৪।

বহুবিধ বিস্ময়ের আশ্রয়স্থান ও বিশুদ্ধ স্বভাবের চিরবিরাম-স্থান সস্মিতা নারীগণের মতি কোন একজনের নিয়মিত রমণে আবদ্ধ থাকে না। ৭৫।

তথাপি যদি তোমার আগ্রহ হয় তাহা হইলে তোমার যাহা অভিপ্রায় তাহা কর। প্রতিদিন দিবাভাগে ইহাকে মদীয় নগরের নির্জন উদ্যানে রক্ষা কর। ৭৬।

রাজা নিজভ্রাতা পক্ষিরাজকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক নিজ কান্তাকে কশেরুকদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। ৭৭।

রাজমহিষীও প্রতিরাত্রে দিব্যগন্ধময়ী ঐ দ্বীপসম্ভূত পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ৭৮।

মহিষী পারিজাতজাতীয় যে সকল পুষ্প আনিতেন সেগুলি ভৃঙ্গ-ভরে অন্ধকারিত হওয়ায় তিমির নামে খ্যাত হইয়াছিল। ৭৯।

একদা বারাণসীবাসী মাণবকনামক এক ব্রাহ্মণযুবক সমিদাহরণ জন্য কাননে গমন করিয়াছিলেন। ৮০।

তিনি তথায় একটী কিন্নরকামিনীকে দেখিয়া মন্মথভাব স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া সবই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ৮১।

কান্তিমতীনাম্নী ঐ কমনীয়া কিন্নরী জনকসদৃশ নবাভিলাষ কর্ত্তৃক ঐ যুবকের হস্তে অর্পিত হইয়া একটী গুহাগৃহমধ্যে ইহার সহিত বিহার করিয়াছিল। ৮২।

কিন্নরীর আভরণরত্নের কিরণে অন্ধকাররাশি দূরীভূত হইলে সে ঐ যুবক ব্রাহ্মণের সহিত বহুক্ষণ রমণ করিয়া একটী পুত্র লাভ করিয়াছিল। ৮৩।

ঐ শিশুটী বাল্যকালেই অতি বলবান্ ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী ছিল। একারণ তাহার মাতা তাহাকে শীঘ্রগ এই নাম দিয়াছিল। ৮৪।

কিন্নরী গুহামধ্যে নির্বিঘ্নে সম্ভোগ করিয়াও সুখ তৃপ্তি না হওয়ায় প্রিয়কে ধরিয়া গুহামধ্যে রাখিয়া ছিল এবং শিলাদ্বারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবশ্যকস্থলে গমন করিত। ৮৫।

একদা শীঘ্রগ নিজ পিতৃকথিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তা ও বিস্ময়ে ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিল। ৮৬।

পিতঃ! এই গুহার দ্বার শিলা দ্বারা রুদ্ধ থাকায় এখানে অন্ধের ন্যায় বাস করিয়া আপনার স্নেহও বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছে। ৮৭।

আসুন্ আমরা আপনার নিজস্থান বারাণসীতেই গমন করি! এই শিলা বিপুল হইলেও আমি উহা উৎপাটন করিতেছি। ৮৮।

আপনি কেন দুঃসহ স্বদেশবিরহক্লেশ সহ্য করিতেছেন। কেহই নিজদেহের ন্যায় নিজদেশ ত্যাগ করিতে পারে না। ৮৯।

স্বদেশবিরহী জন দ্রবিণসম্ভারকেও ভার বোধ করে, গুণকেও গ্রন্থি-স্বরূপ জ্ঞান করে এবং ভোগকেও নিরুপভোগ বোধ করে। ৯০।

শীঘ্রগ এই কথা বলিয়া গুহাদ্বার হইতে বিপুল শিলাটী উৎপাটিত করিয়া স্বীকৃত পিতার সহিত সত্বর গমন করিল। ৯১।

তাহারা চলিয়া গেলে পর কিন্নরী আসিয়া গুহাগৃহ শূন্য দেখিয়া নির্বেদবশতঃ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিল। ৯২।

হায় সেই দুর্জন আমার স্নেহ ভুলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সর্পগণ ও ভুজঙ্গগণের কৌটিল্য কি অদ্ভুত। ৯৩।

দ্বিজাতিগণ শুকপক্ষীর ন্যায় কখনও রত হয় না। উহারা সুবিধা পাইলেই পলায়ন করে। উহারা ভবিষ্যৎ সুখেই অনুরাগবান্ হয় এবং একস্থানে বহুদিন থাকিলেও উহাদের কোন বিষয়েই স্নেহ হয় না। ৯৪।

কিন্নরী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পতিকৃত নিকারবশতঃ তাহার প্রতি প্রীতি ত্যাগ করিল। প্রেম পুষ্পবৎ কোমল। উহা কদর্থনা সহিতে পারে না। ৯৫।

এক্ষণে আমার পুত্র কি বিদ্যাগুণে পৃথিবীতে জীবিকার্জ্জন করিবে? কিন্নরী এইরূপ চিন্তা করিয়া সখীহস্তে তাহার নিকট একটী বীণা পাঠাইয়া দিল। ৯৬।

সম্ভোগসুখই যোষিদ্‌গণের পতিপ্রীতির মূল্যস্বরূপ। কিন্তু উহাদের পুত্রপ্রীতি নিশ্চল। উহা কখনও পর্য্যুষিত হয় না। ৯৭।

উহারা দৌর্জন্য করায় লজ্জাবশতঃ বেগে গমন করিতেছিল এমন সময় বেগগামিনী কিন্নরীসখী আসিয়া শীঘ্রগকে বীণাটী অর্পণ করিল। ৯৮।

সখী বলিল যে, ইহার প্রথম তন্ত্রীটী স্পর্শ করিও না তাহাতে অনেক বিঘ্ন হইবে। শীঘ্রগ সখীদত্ত বীণাটী লইয়া গমন করিতে লাগিল।৯৯।

তৎপরে শীঘ্রগ নিজ পিতাকে স্বদেশে ও স্বগৃহে স্থাপন করিয়া বীণাপ্রবীণতা দ্বারা সর্ব্বত্র লাভ ও সমাদর পাইয়াছিল। ১০০।

একদা সমুদ্রদ্বীপগামী এক বণিক্ দিব্যবীণায় অনুরাগবশতঃ শীঘ্রগকে প্রবহণে আরোপিত করিয়াছিলেন। কর্ণসুধাস্বরূপ তাহার বীণার মূর্চ্ছনায় সমুদ্রও ক্ষণে ক্ষণে নিস্তরঙ্গবৎ হইয়াছিল।১০১-১০২।

অনন্তর প্রথমতন্ত্রীর সংস্পর্শবশাৎ সমুৎপন্ন উপপ্লবে প্রবহণটী ভগ্ন হইলে সকলবণিকেরই বিনাশ হইয়াছিল। ১০৩।

তৎপরে মেঘোদয় হওয়ায় শীঘ্রগ বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে নিজকর্ম্মবশতঃ কশেরুদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিল। ১০৪।

সে তথায় সমুদ্রকূলে দিব্য উদ্যানে প্রবেশ করিয়া স্তবকবৎ বিপুলস্তনী, শ্যামা সোশুম্বাকে দেখিতে পাইল। ১০৫।

সোশুম্বা তিমিরাখ্য পুষ্পের উজ্জ্বল মালা গাঁথিতেছিল এবং নিজ দেহের সৌন্দর্য্যে অচেতনদিগেরও বন্ধন করিতেছিল। ১০৬।

সোশুম্বাও রুচিরাকার, ধীর এবং শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্ত্তী শীঘ্রগকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল এবং লতার ন্যায় মাররূপ মারুতসঞ্চালনে কম্পিতকরপল্লবা হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়াছিল। তাহাতেই তাহার শীলকুসুম শীর্ণ হইয়া পতিত হইয়াছিল। ১০৭-১০৮।

তাহাদের উভয়ের প্রীতি চিরারূঢ়বৎ সহসা প্রৌঢ় হইয়াছিল। পূর্ব্বজন্মের স্নেহে লীন মন বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না। ১০৯।

গূঢ়কামুক শীঘ্রগ দিবাভাগে ও রাজা রাত্রিকালে সোশুম্বাকে রমণ করিতেন। ইহাতে শীঘ্রগ সোশুম্বাকে চরিত্রহীনা বুঝিয়া এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে বারাণসীতে লইয়া যাইবার জন্য সোশুম্বাকে অনুরোধ করিয়াছিল। সোশুম্বাও তাহার কথায় সম্মত হইয়া উভয়েই খগারূঢ় হইয়া শীঘ্রগকে নয়ন মুদিত করিতে বলিয়া লইয়া গিয়াছিল। ১১০-১১১।

সোশুম্বা তাহাকে নয়ন উন্মীলন করিতে নিষেধ করিলেও সে চপলতা বশতঃ নয়ন উন্মীলন করায় সহসা অন্ধ হইয়া গেল। ১১২।

সোশুম্বা ভয়ে কাতর হইয়া তাহাকে অন্তঃপুরোদ্যানে রাখিয়া শোকসন্তপ্তমনে রাজার গৃহে প্রবেশ করিল। ১১৩।

সোগুম্বা অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে ঐ রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে অধিকতর চিন্তাকুল হইয়া যাইতেও পারে নাই এবং থাকিতেও পারে নাই। ১১৪।

ইত্যবসরে কামবিলাসের যৌবনস্বরূপ, চূতমঞ্জরীর সৌরভে আমোদিত মধুমাস উপস্থিত হইল। বিযোগিগণের কালস্বরূপ কোকিল ও অলিকুলে কালবর্ণ বসন্তকাল নবপ্রস্ফুটিত অশোক-পুষ্পে অতীব দুঃসহ হইয়াছিল। ১১৫-১১৬।

কামমোহিত রাজা অবিরত ঔৎসুক্যবশতঃ উদ্যানে যাইতে উদ্যত হইয়া সেদিন সোগুম্বাকে ত্যাগ করেন নাই। এবং সোগুম্বার সহিত রাগ, মদ ও মদনের বিশ্রান্তিস্থান পুষ্পবনে গিয়াছিলেন। ১১৭-১১৮।

ভূপতি তথায় মন্দমারুতকর্ত্তৃক আন্দোলিত লতারও লজ্জাবিধায়িনী দয়িতাকে দেখিয়া অতিশয় প্রমোদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১১৯।

সোগুম্বা অন্যের প্রতি অনুরাগবিষে আক্রান্ত হওয়ায় মলিনমুখী হইয়াছিল। চিন্তাশল্যাকুল মন সুখকেও অসুখ বলিয়া জ্ঞান করে।১২০।

মালার অভ্যন্তরে ভুজঙ্গ থাকিলেও লোকে যেরূপ না জানিয়া উহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া আনন্দিত হয় তদ্রূপ স্ত্রীর হৃদয়ে উপপতি থাকিলেও তাহা না জানিয়া তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া এবং তাহার রূপে মোহিত হইয়া অনুরাগিগণ নৃত্য করিয়া থাকে। ১২১।

ঐ উদ্যানের একান্তে লতাকুঞ্জে গুপ্তভাবে অবস্থিত ও অন্ধীভূত শীঘ্রগ সোগুম্বার তিমিরাখ্য পুষ্পমালার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া সহসা বিকারোদয় হওয়ায় গুপ্তাবস্থান কথা বিস্মৃত হইয়া অনুরাগবশতঃ গান করিয়াছিল। মদনে মত্ত হইলে সে কিছুতেই ভয় করে না।১২২-১২৩।

এই সেই ভ্রমরগণের গুন্ গুন্ ধ্বনিরূপ বীণাস্বনে রমণীয় ও প্রিয়ার সমদ বদনপদ্মের আমোদসম্বলিত তিমিরকুসুমের গন্ধ মন্দ-মারুতবিলাসে কীর্য্যমাণ হইয়া দূর হইতে আসিতেছে। ১২৪।

ভূপতি তাহার হৃদয়গ্রাহী গীত শ্রবণ করিয়া উদ্যানমধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে লতামধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইলেন। ১২৫।

রাজা শঙ্কিত হইয়া গাঢ়কামমদে মত্তপ্রায় শীঘ্রগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি সোণুম্বাকে ও তাহার শরীরের লক্ষণ জান। ১২৬।

শীঘ্রগ বলিল বিম্ববৎ পাটলবর্ণা সোণুম্বাকে জানিব না কেন। রাগরাজ্যস্বরূপ তদীয় অধরে মনোভব স্বয়ং বসিয়া আছেন। ১২৭।

তাহার উরুমূলে যেন কন্দর্পকর্ত্তৃক বিন্যস্ত কমনীয় রেখাময় স্বস্তিক চিহ্ন আছে এবং তাহার স্তনমণ্ডলে লাবণ্যতরঙ্গসদৃশ আবর্ত্ত-শোভা আছে। ১২৮।

রাজা এই কথা শুনিয়া সদ্যঃসন্তাপে শোষিত চিত্তের অনুরাগ-কুসুম নির্মাল্যজ্ঞানে ত্যাগ করিলেন। ১২৯।

রাজা বলিলেন শত চেষ্টা করিয়াও নারীগণের স্বভাব রক্ষা হইতে পারে না। আকাশকুসুমের মালার ন্যায় সতী কিছুতেই হইতে পারে না। ১৩০।

রাজা এই কথা বলিয়া ঐ অন্ধসহ সোণুম্বাকে গর্দ্দভে আরোপণ পূর্ব্বক সত্বর নগরের বাহিরে শ্মশানকাননে ত্যাগ করিলেন। ১৩১।

নির্লজ্জা সোণুম্বা ঐ অন্ধের সহিত বনমধ্যে গমন করিতেছিল সন্ধ্যাকালে একদল চোর অপহৃত সম্পত্তিসহ তাহাদের নিকটে আসিয়া-ছিল। ১৩২।

অনন্তর কতকগুলি লোক তাড়া দেওয়ায় চৌরগণ পলাইয়া গেল এবং নিরপরাধ অন্ধ চৌরভ্রমে নিপাতিত হইল। ১৩৩।

একটা চৌর সেই রাত্রি সোণুম্বাকে উপভোগ করিয়া তাহার আভরণগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক নদী পার হইয়া চলিয়া গেল। ১৩৪।

সেই কারণ্ডবা নদীতীরে বস্ত্রহীনা ও সকজ্জল নয়নজলে মলিন-স্তনী সোণুম্বা শোক করিতে লাগিল। ১৩৫।

সেই সময়ে একটা শৃগাল নিজ মুখাসক্ত মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া জল হইতে উৎপ্লুত একটা মৎস্যকে ধরিবার জন্য গিয়াছিল। এদিকে একটা পক্ষী ঐ মাংসখণ্ডটী লইয়া উড়িয়া গেল। ১৩৬।

মৎস্যটী জলে লাফাইয়া পড়িলে এবং মাংসখণ্ডটিও বিহঙ্গ কর্ত্তৃক হৃত হইলে জম্বুক উভয়বিনাশে চিন্তাবশতঃ নিশ্চলনয়ন হইয়াছিল। ১৩৭।

সোণ্ডন্বার দুঃখাবস্থাতেও ঐ জম্বুককে দেখিয়া মুখে হাস্য দেখা গিয়াছিল। অন্যের স্খলন হইলে দুস্থেরও হাস্য হইয়া থাকে। ১৩৮।

তদ্দর্শনে লজ্জিত ও কুপিত জম্বুক অনুচিতহাস্যকারিণী সোণ্ডন্বাকে বলিয়াছিল। অহো তুমি নিজে হাস্যাস্পদ হইয়া আমাকে উপহাস করিতেছ। ১৩৯।

তুমি রাজাকে ত্যাগ করিয়া অন্ধকে আশ্রয় করিয়াছিলে পরে অন্ধকে ত্যাগ করিয়া চোরকে আশ্রয় করিয়াছিলে শেষে চোরকে ত্যাগ করিয়া ত্রিভ্রষ্ট হইয়াছ। আমি ত উভয়ভ্রষ্ট তবে তোমার হাস্য-স্পদ হইব কেন। ১৪০।

আচ্ছা তোমার পরিহাসের কথা থাক। আমি যুক্তি দ্বারা রাজাকে আবার তোমারই করিয়া দিব। যাহারা দুঃস্থ ব্যক্তিকে বিড়ম্বনা করে তাহারা খল। ১৪১।

জম্বুক এই কথা বলিয়া নগরীতে গমনপূর্ব্বক রাজাকে বলিল যে তোমার সোণ্ডন্বা এখন সদ্বুদ্ধি হইয়া নদীতীরে তপস্বিনী হইয়াছে। ১৪২।

রাজা তাহাকে আভরণ ও বস্ত্র দিয়া পুনরায় আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রাণিগণের অনুরাগাবশেষ সব দোষই আচ্ছাদন করে। ১৪২।

সেই সোণ্ডম্বাই এখন উৎপলবর্ণা এবং সেই শীগ্রগই উদায়ী। ইহারা পূর্ব্ব জন্মান্তরের পুণ্যবলে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ১৪৪।

যেহেতু ইহাঁর মন অতি রসার্দ্র, মদনবিধেয় ও রাগযুক্ত হইয়াছিল একারণ ইনি সেই মুহূর্ত্তে শমবিচার ত্যাগ করিয়া নরপতিরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে বন্দনা করিয়াছেন। ১৪৫।

পঞ্চদশ পল্লব

শিলানিক্ষেপাবদান

बल मतुलधैर्य्यवीर्य्यं साश्चर्य्यं भवति सप्रभावाणाम् ।

महदाश्रययोगात् यस्मै सर्व्वं महिमत्व मायाति ॥ १ ॥

প্রভাবশালীদিগের অতুল ধৈর্য্য ও বলবীর্য্য আশ্চর্য্য হইয়া থাকে এবং মহৎ আশ্রয়বশতঃ উহাতে সকল মহিমাই আসিয়া থাকে। ১।

পুরাকালে স্বেচ্ছাবিহারী ভগবান্ সুগত বলশালী মল্লগণের আবাস-স্থান রমণীয় কুশীপুরীতে স্বয়ং গিয়াছিলেন। ২।

কুশলার্থী পুরবাসীগণ কল্যাণপ্রদ ভগবানের আগমন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে উদ্যত হইয়া পথ সংস্কার করিয়াছিল। ৩।

তাহারা নগরটী তৃণ, কণ্টক, পাষাণ, শর্করা ও রেণু বর্জিত এবং চন্দনোদকে সংসিক্ত করিয়া ভূষিত করিতেছিল কিন্তু তন্মধ্যে বিন্ধ্য-গিরির বধূসদৃশ একটী প্রকাণ্ড ভূমিপ্রোথিত শিলা দেখিতে পাইয়াছিল। ৪-৫।

তাহারা কুদ্দাল, ভুজ ও রজ্জু দ্বারা ঐ শিলা উৎপাটন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু একমাস কাল অতীত হইলেও উহার সহস্রাংশ মাত্রও ক্ষয় হয় নাই। ৬।

অনন্তর সংসারসন্তাপের প্রশমনে অমৃতদীধিতিসদৃশ ও সকলের চিত্তের উল্লাসজনক ভগবান্ তথায় উপস্থিত হইলেন। ৭।

শরৎকালের আগমে যেরূপ মেঘান্ধকার বিরত হয় ও শস্যের ফল দেখা দেয় এবং দিক্ সকল প্রসন্ন হয় তদ্রূপ ভগবানের আগমনে

মোহান্ধকার দূর হইয়াছিল এবং সকলেই সফল ও প্রসন্ন হইয়াছিল। ৮।

ভগবান্ তাহাদিগকে বিফল ক্লেশে পীড়িত ও পরিশ্রান্ত দেখিয়া এবং তাহাদের উদ্যমের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। ৯।

অহো তোমরা সংসারকর্ম্মের ন্যায় এই ব্যাপারে প্রয়াস করিতে উদ্যত হইয়াছ। এই উদ্যমে তোমাদের বহুক্লেশ হইতেছে। ১০।

যে কার্য্যের প্রারম্ভে বিষম ক্লেশ এবং যাহা সংশয়ের সহিত করিতে হয় অথচ যাহা সিদ্ধ হইলেও তত উপাদেয় নহে এরূপ কার্য্য প্রাজ্ঞগণ করেন্ না। ১১।

অসীমপরাক্রম ভগবান্ এই কথা বলিয়া চরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ বিপুল শিলা ঘট্টিত করিয়া বামপাণিদ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে বিন্যস্ত করিয়া ব্রহ্মলোকমধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার এই আশ্চর্য্য কার্য্য খ্যাপনার্থ দূতস্বরূপ এই বার্ত্তা জগৎত্রয়ে বিচরণ করিয়াছিল। ১২-১৩।

অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ সহসা ঐ শিলা ক্ষেপণ করিলে গগনে একটা ত্রিলোকব্যাপ্ত মহাশব্দ উদ্ভূত হইয়াছিল। ১৪।

সমস্ত সংস্কারই অনিত্য অতএব যাহা কিছু অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় তৎসমুদয়েরই সত্তা নাই। উহা সবই শান্ত ও নির্ব্বাণ। ১৫।

এইরূপ শব্দ স্পষ্টভাবে উদিত হইলে ঐ পর্ব্বতশিখরাকার মহাশিলা পুনরায় ভগবানের করে দেখা গেল ১৬।

ক্ষণকালমধ্যেই ভগবান্ ফুৎকার দ্বারা উহা ক্ষেপণ করিলেন। তখন উহা পরমাণুরূপে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ১৭।

তৎপরে ভগবান্ ঐ পরমাণুসকল একত্র করিয়া শিলানির্ম্মাণপূর্ব্বক অন্যত্র স্থাপন করিলেন তাহাতে ত্রিজগৎ বিস্মিত হইয়াছিল। ১৮।

তৎপরে মল্লগণ ভগবানের অসীম বল দেখিয়া বিস্ময়ে নিশ্চল-দৃষ্টি হইয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়াছিল। ১৯।

অহো আপনার বল বীর্য্য ও প্রভাব অতি মহান্। দেবগণও উহার নিশ্চয় করিতে পারে না। ২০।

আপনি অনুগ্রহপ্রবৃত্ত হইয়া প্রচুর বলদ্বারা অধোগতিনিমগ্ন জনতার ন্যায় শিলাটী ধারণ করিয়াছিলেন। ২১।

আপনি আশ্চর্য্যকর্ম্মা আপনার বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও বলাদির প্রমাণ ও অবধি কেহই জানে না। ২২।

ভগবান্ জিন এবংবাদী মল্লগণকে আশ্চর্য্যনিশ্চল বিলোকন করিয়া ঐ শিলায় উপবেশন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ২৩।

ইহ সংসারে সমস্ত প্রাণীর বল একত্র হইলেও একজন সুগতের বলের সমান হয় না। ২৪।

সমুদ্রের জল কলসী দ্বারা নিঃশেষ করা যায় ত্রিভুবন পরমাণুতে পরিণত করা যায়। কিন্তু সুগতপ্রভাব লঙ্ঘন করা যায় না। ২৫।

যে জন তুলাদণ্ড দ্বারা যথার্থরূপে সুমেরুর পরিমাণ জানে সেও সুগতের সদ্‌গুণের গৌরব জানে না। ২৬।

ভগবান্ এই কথা বলিলে এবং ইন্দ্র ও ব্রহ্মাসহ দেবমণ্ডল উপস্থিত হইলে পর তিনি তাহাদিগকে কুশলোপদেশ করিয়াছিলেন। ২৭।

মল্লগণ তাঁহার উপদেশে বোধি লাভ করিয়া শ্রাবকপদ, প্রত্যেক বুদ্ধপদ ও সম্যক্‌সম্বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৮।

কেহবা স্রোতঃপ্রাপ্তিফল, কেহবা সকৃদাগামিফল কেহবা অনাগামি-ফল কেহবা অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৯।

ভগবান্ এইরূপে আশয় অনুশয় ও ধাতুগতি নিরীক্ষণ করিয়া এবং প্রকৃতি জানিয়া কুশলোদয়ের জন্য চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্যের সম্যক্ প্রকাশদ্বারা বিশদ উপদেশ করিয়াছিলেন। ৩০।

ষোড়শ পল্লব

মৈত্রেয় ব্যাকরণাবদান

অসঙ্গমো নাম বিশুদ্ধিধাম

শ্রেয়াংসি সূতে কুশলাভিকামঃ ।

সংসারবামঃ সুকৃতাভিরামঃ

মনোমলৈর্বৈরজোবিরামঃ ॥ ১ ॥

সঙ্গ ত্যাগ করাই বিশুদ্ধির আশ্রয়। কুশলকামনাই শ্রেয়োবিধান করিয়া থাকে। চিত্তের মলস্বরূপ বৈরভাবের বিরামেই সংসার বিরত হয় এবং উহা পুণ্যকার্য্য দ্বারা রমণীয় হয়। ১।

পুরাকালে ভগবান্ স্থগত নাগগণের ফণাময় সেতুদ্বারা গঙ্গাপার হইয়া পরপারে গিয়া ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন। ২।

এই স্থানে পূর্ব্বে অদ্ভুতকান্তি রত্নময় একটী যূপ ছিল। যদি তোমাদের দেখিবার জন্য কৌতুক থাকে তাহা হইলে আমি দেখাইতে পারি। ৩।

ভগবান্ এই কথা বলিয়া দিব্যলক্ষণযুক্ত পাণিদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া নাগগণকর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত রত্নযূপটী দেখাইয়াছিলেন। ৪।

ভিক্ষুগণ সকলেই তাহা দেখিয়া বহুক্ষণ নির্নিমেষনয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়াছিলেন। ৫।

ভিক্ষুগণ ভগবান্‌কে যূপের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দন্তকিরণ দ্বারা অতীত ও অনাগত বিষয়ক জ্ঞান বিকীরণ করিয়া বলিয়াছিলেন। ৬।

পুরাকালে একজন দেবপুত্র ইন্দ্রের শাসনে স্বর্গচ্যুত হইয়া মহাপ্রণাদ নামক রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭।

ঐ দেবপুত্র মহীতলে ধর্ম্ম ব্যবহারের অনুসরণের কথা স্মরণ করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট একটী উচিত চিহ্ন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৮।

তৎপরে ইন্দ্রের বাক্যানুসারে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার আলয়ে একটী পুণ্যবৎ উন্নত ও ভাস্বর রত্নময় যূপ নির্ম্মাণ করেন। ৯।

জনগন কৌতুকবশতঃ নিশ্চলভাবে ঐ যূপদর্শনে আসক্ত হওয়ায় কৃষ্যাদি কর্ম্ম উচ্ছিন্ন হয় এবং তজ্জন্য রাজার কোষক্ষয় হইয়াছিল। ১০।

একারণ রাজা ঐ যূপটী জাহ্নবীর জলে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। সেই সূর্য্যসদৃশ রত্নখচিত যূপটী অদ্যাপি পাতালে রহিয়াছে। ১১।

কালক্রমে এই যূপেরও ক্ষয় হইবে। ইহ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা পরিণামে অক্ষয় থাকে। ১২।

ভবিষ্যৎকালে অশীতিসহস্র বর্ষের পর শঙ্খের ন্যায় শুভ্রযশাঃ শঙ্খনামে এক রাজা হইবেন। ১৩।

কল্পদ্রুমসদৃশ সেই রাজা নিজ পুণ্যবলে প্রাপ্ত ঐ যূপটী তদীয় পুরোহিত মৈত্রেয়কে দান করিবেন। ১৪।

অর্থিগণের চিন্তামণিসদৃশ মৈত্রেয়ও ঐ যূপটী খণ্ড খণ্ড করিয়া দান করিয়া জনগণকে অদরিদ্র করিবেন। ১৫।

মৈত্রেয় রত্নময় যূপ দান করিয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া অনুত্তরজ্ঞানের নিধি ও দেবগণের অর্চ্চিত হইবেন। ১৬।

রাজা শঙ্খ অন্তঃপুরজন ও অমাত্যগণ সহ অশীতিসহস্রজনে বেষ্টিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। ১৭।

কৃতকর্ম্মের অবশ্যভোগ্যতা বশতঃ প্রাগ্‌জন্ম বৃত্তান্তে প্রণিধানদ্বারা শঙ্খ রাজার পরিণামে কুশলোদয় সফল হইবে। ১৮।

পুরাকালে মধ্যদেশে বাসবনামে বাসবসদৃশ এক রাজা ছিলেন। এবং ঐ সময়েই উত্তরাপথে ধনসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। ১৯।

পরস্পর শক্রতারূপ অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত এই দুই রাজার একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল। এবং ইহাদের উভয়েরই মন যুদ্ধসংভার সংগ্রহের জন্য সত্বর হইয়াছিল। ২০।

ধনসম্মত বাসবের নগরে প্রবেশ করিয়া গজ, রথ ও সৈন্য দ্বারা গঙ্গাতীর নিরন্তর করিয়াছিলেন। ২১।

তিনি তথায় রত্নশিখী নামে একজন সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে দেখিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও শক্রাদি দেবগণ তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। ২২।

তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে অহো রাজা বাসব মহাপুণ্যবান্। ইঁহার রাজ্যপ্রান্তে এই দেববন্দিত মহাপুরুষ বাস করিতেছেন। ২৩।

তৎপরে ঐ মহাপুরুষের প্রভাবে ইঁহাদের দুইজনের পরস্পর বৈররজঃ শান্ত হওয়ায় মিথ্যামোহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৪।

রাজা বাসব শক্রুর সহিত সন্ধি করিয়া ভগবানের নিকট আগমনপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ ভোগ দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। ২৫।

পূজার অন্তে তিনি প্রণিধান করিয়াছিলেন যে আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি এই পুণ্যফলে আমি যেন মহান্ হই। ২৬।

এই সময়ে ঘোর শঙ্খশব্দ সমুদ্গত হইয়াছিল, এবং রত্নশিখী পুরোবর্ত্তী প্রণত বাসবকে বলিয়াছিলেন। ২৭।

তুমি শঙ্খনামে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে এবং অবশেষে বোধিযুক্ত হইয়া কুশল প্রাপ্ত হইবে। ২৮।

রাজা বাসব এইরূপ সৎপ্রণিধান ফলে পুণ্যোদয়হেতুক রত্নশিখীর আদেশমত শঙ্খনামে রাজা হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন। মৈত্রেয় প্রণয় পূর্ব্বক ইঁহার বোধিবিশুদ্ধ বুদ্ধি সম্পাদন করিবেন। সৎসঙ্গমই কল্যাণাভিনিবেশের পবিত্র তরণিস্বরূপ। ২৯।

সপ্তদশ পল্লব

আদর্শমুখাবদান

चित्तप्रसादविमलप्रणयोज्ज्वलस्य

स्वल्पस्य दानकुसुमस्य फलांशकेन ।

हेमाद्रिरोहणनगेन्द्रसुधाब्धिदान-

सम्पत्फलं न हि तुलाकलना मुपैति ॥ १ ॥

চিত্তপ্রসাদে বিমল ও প্রণয়ে উজ্জ্বল স্বল্পপরিমাণ দানরূপ কুসুমের যেরূপ ফল হয় হেমাদ্রিদান রোহণপর্ব্বতদান ও সুধাসাগরদানের ফল-সম্পদ তাহার একাংশেরও তুল্য নহে। ১।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে মনোজ্ঞ জেতকাননে অনাথপিণ্ডদ-নামক আরামে মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ বিহার করিয়াছিলেন। ২।

তদীয় শিষ্য করুণানিধি আর্য্য মহাকাশ্যপ ভ্রমণপ্রসঙ্গে ঐ নগরের উপবনপ্রান্তে আসিয়াছিলেন। ৩।

তথায় অত্যন্ত দুর্গতিশালিনী, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা ঐ নগরবাসিনী একটী স্ত্রীলোক যদৃচ্ছাক্রমে কাশ্যপকে দেখিয়াছিল। ৪।

সে তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ও শ্রদ্ধাসহকারে চিন্তা করিয়াছিল যে হায় আমি পুণ্যবলে ইহার ভিক্ষাপাত্রে পিণ্ডপাতের যোগ্য হইলাম না কেন। ৫।

কাশ্যপ তাহার আশ্চর্য্য শ্রদ্ধাযুক্ত মনোরথ জানিয়া করুণাকুল হইয়া পাত্র প্রসারণ পূর্ব্বক তদ্দত্ত পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬।

তীব্র চিত্তপ্রসাদসহ ভক্তসমর্পণকালে ঐ কুষ্ঠিনীর একটী শীর্ণ করাঙ্গুলি কাশ্যপের পাত্রে পড়িয়াছিল। ৭।

তৎপরে কুষ্ঠিনী পাতকময় ঐ দেহ ত্যাগ করিয়া তুষিতনামক দেবগণের নিলয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ৮।

শক্র এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া দানপুণ্যে সমাদরবান্ হইয়া যত্নপূর্ব্বক সুধাদ্বারা কাশ্যপের পাত্র পূর্ণ করিয়াছিলেন। ৯।

প্রশমামৃতপূর্ণ ভিক্ষু কাশ্যপ সুধা গ্রহণেও নিস্পৃহতাবশতঃ তৃণ-জ্ঞানে ভিক্ষাপাত্র অধোমুখ করিয়াছিলেন। ১০।

কৃপাকুল সাধুগণ দীনজনের প্রণয়ে প্রীত হন। তাঁহারা সম্পদ্ দ্বারা গর্ব্বিতবদন জনের প্রতি সমাদর করেন না। ১১।

রাজা প্রসেনজিৎ ঐ কুষ্ঠিনীকে তুষিতনামক দেবনিকায়ে নিরত শুনিয়া ভগবানের ভোজ্যাধিবাসনা করিয়াছিলেন। ১২।

ঐ আশ্চর্য্যকারী রাজার গৃহে লক্ষ্মী দেখিয়া আর্য্য আনন্দ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার পুণ্যের কথা বলিয়া ছিলেন। ১৩।

পুরাকালে একটী গৃহস্থসন্তান দারিদ্র্যবশতঃ দাসভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষেত্রকর্ম্মে আসক্ত হওয়ায় ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। ১৪।

তাহার জননী বহুক্ষণ পরে স্নেহ ও লবণবর্জ্জিত কল্মাষপিণ্ডী আনয়ন করিলে সে উহা খাইবার জন্য সত্বর হইয়া আসিয়াছিল। ১৫।

তাহার হস্ত ধৌত করিবার সময় যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত একটী প্রত্যেকবুদ্ধকে সে প্রসন্নচিত্তে ঐ কল্মাষপিণ্ডী দিয়াছিল। ১৬।

সেই ব্যক্তিই কালক্রমে প্রসেনজিৎ রাজা হইয়াছে। এই ঐশ্বর্য্য তাহার সেই দানকণারই প্রথম ফল। ১৭।

ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া ছিলেন। রাজাও ভগবানের বিপুল পূজা করিয়াছিলেন। ১৮।

তিনি রাজযোগ্য সর্ব্বপ্রকার ভোগ দ্বারা ভক্তি নিবেদন করিয়া কোটিকুম্ভ তৈলের দীপমালা করিয়াছিলেন্। ১৯।

একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক ঐ দীপমালামধ্যে একটী স্বল্পদীপ দিয়াছিল। সমস্ত দীপের তৈলক্ষয় হইলেও উঁহার তৈলক্ষয় হয় নাই। ২০।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহার বিমল চিত্তপ্রণিধানের বিষয় চিন্তা করিয়া উঁহার ভবিষ্যৎকালে শাক্যমুনিরূপে জন্মগ্রহণের কথা বলিয়াছিলেন। ২১।

রাজা ভগবানের সম্মুখে রত্নদীপাবলী দিয়া উপবেশন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া প্রণয়সহকারে তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ২২।

ভগবানের প্রতি প্রণিধান করায় অনির্ব্বচনীয় পুণ্যানুভাব হেতুক আপনি কাহাকেইবা অনুত্তরা সম্যক্‌সম্বোধি অর্পণ করেন্ নাই। ২৩।

আপনার প্রসাদে আমিও ঐরূপ সম্বোধি পাইতে ইচ্ছা করি। নিঃসন্দেহে ফললাভের জন্যই লোকে কল্পপাদপকে সেবা করিয়া থাকে। ২৪।

ভগবান্ রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে রাজন্ অনুত্তরা সম্যক্‌সম্বোধি অতি দুর্ল্লভ। ২৫।

উহা মৃণালতন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, পর্ব্বত অপেক্ষাও গরীয়সী এবং সমুদ্রাপেক্ষাও গম্ভীরা। সম্যক্‌সম্বোধি সহজে লাভ করা যায় না। ২৬।

আমিও অন্যান্য বহুজন্মে বহুল দান দ্বারাও উহা লাভ করিতে পারি নাই। চিত্তের প্রসন্নতা দ্বারা উৎপন্ন বিশদ জ্ঞানই উহার কারণ। ২৭।

আমি মান্ধাতাজন্মে চতুর্দ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়া বহুকাল দানফল ভোগ করিয়াছি কিন্তু বোধি লাভ করিতে পারি নাই। ২৮।

আমি সুদর্শন জন্মে দান দ্বারা চক্রবর্ত্তীর সম্পদ্ ভোগ করিয়াছি কিন্তু বোধি লাভ করিতে পারি নাই। ২৯।

পুরাকালে বেলামনামক দ্বিজজন্মে আমি আটটী হস্তী দান করিয়া মহৎ পুণ্য লাভ করিয়াছিলাম কিন্তু বোধিলাভ করিতে পারি নাই। ৩০।

পুরাকালে আমি কুরূপ অথচ কুশলাত্মা এক রাজপুত্র হইয়াছিলাম। আমার নিজপত্নী আমাকে পিশাচ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। ৩১।

যে আমি রাজ্য ও পৃথিবী দান করিতেও প্রীতি বোধ করিতাম সেই আমি রূপবিকলতা জন্য দুঃখী ছিলাম। সর্ব্বগুণের সমাবেশ কোথায়ও হয় না। ৩২।

আমি রূপবিরহ বশতঃ দেহ ত্যাগে কৃতসংকল্প হইলে শচীপতি একটী দিব্য চূড়ামণি দান করিয়া আমাকে কন্দর্পতুল্য করিয়াছিলেন। ৩৩।

আমার যজ্ঞে ষষ্টিসহস্র পুরী স্বুবর্ণ যূপে রমণীয়াকার হইয়া মেরুরাশির শোভা ধারণ করিয়াছিল। ৩৪।

অতিদানে আর্দ্রীকৃত ঐ কুশলময় জন্মে আমি সেই সেই পুণ্য লাভ করিয়াছিলাম কিন্তু বোধি লাভ করিতে পারি নাই। ৩৫।

আমি ত্রিশঙ্কুজন্মে সত্যপ্রভাবে দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য বৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম কিন্তু বোধি লাভ করিতে পারি নাই। ৩৬।

মিথিলায় মহাদেব নামক রাজজন্মে আমি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যসম্পদ লাভ করিয়াছিলাম কিন্তু বোধি লাভ করিতে পারি নাই। ৩৭।

পুরা কালে মিথিলায় নিমিনামক ভূপালজন্মে আমি দান, তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বারা পুণ্য লাভ করিয়াছিলাম কিন্তু বোধিলাভ করিতে পারি নাই। ৩৮।

পুরাকালে নন্দরাজার চারিটী খলস্বভাব পুত্র হইয়াছিল এবং আদর্শমুখ নামক পঞ্চম পুত্রটী সমধিক গুণবান্ হইয়াছিল। ৩৯।

কালক্রমে পর্য্যন্তকালে রাজা চিন্তা করিয়াছিলেন যে আমার এই চারিটি পুত্র অত্যন্ত কর্কশস্বভাব। আমার অন্তে ইহারা রাজ্য পাইবার যোগ্য নহে। ৪০।

কনিষ্ঠ পুত্র আদর্শমুখেই রাজশ্রী প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রজ্ঞায় বিমল ও সুবৃত্ত জনেরই রাজ্য শোভা প্রাপ্ত হয়। ৪১।

রাজা নন্দ এইরূপ চিন্তা করিয়া অমাত্যগণকে বলিয়াছিলেন যে অন্তঃপুরবর্গ যাহাকে অভ্যুত্থান দ্বারা পূজা করে তাহাকেই আপনারা রাজা করিবেন। ৪২।

মণিময় পাদুকাদ্বারাও যাহার মস্তক কম্পিত হয় না এবং সমান থাকে। সেই ব্যক্তিই দ্বার, দ্রুম, অদ্রি ও বাপীতে ছয়টী নিধি দেখিতে পায়। ৪৩।

রাজা এই কথা বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলে মন্ত্রিগণ তদুক্ত লক্ষণ দ্বারা ক্রমে আদর্শমুখকেই রাজা করিয়াছিলেন। ৪৪।

ধর্ম্মনির্ণয়কার্য্যে বাদী ও প্রতিবাদিগণ তাঁহাকে দেখিয়াই স্বতঃই জয় ও পরাজয় বিষয়ে ন্যায়পথে থাকিত। ৪৫।

দয়ালু আদর্শমুখ বিনা অভিসন্ধিতে বৈশসপ্রাপ্ত দণ্ডী নামক এক ব্রাহ্মণের অগ্রে গিয়াছিলেন। ৪৬।

এক গৃহস্থ গোযুগের নিমিত্ত বড়বার আঘাতে মৃত হইয়াছিল। তাহার পত্নী কুঠারপাত দ্বারা তক্ষবাসীর সহিত বিবাদ করিয়াছিল। ৪৭।

এক শৌণ্ডিক আত্মজ বধ হেতুক একজন দীক্ষিতকে তুল্যভাবে নিগ্রহ করিতেছিল তাহার বিপক্ষ ভয়প্রযুক্ত সেই কথা বলিলে সে তাঁহাকে মোচন করিয়াছিল। ৪৮।

আদর্শমুখ এই সকল অমানুষ সত্ত্বগণের অধ্যাশয়বিশেষানুসারে সেই সকল সন্দেহ নির্ণয় পূর্ব্বক চিত্তশোধন করিয়াছিলেন। ৪৯।

তিনি দ্বাদশবার্ষিক অনাবৃষ্টি জন্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সর্ব্ব প্রাণীর আহার দ্রব্য সাধন দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। ৫০।

এইরূপে আদর্শমুখ জন্মে আমার পুণ্যলাভ হইয়াছিল কিন্তু মহোদয়া সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করিতে পারি নাই। ৫১।

বহু শতজন্ম অভ্যাস ও গুরুতর প্রয়াস দ্বারা অন্ত অর্থাৎ এই জন্মে আমি জ্ঞানের বিমলতা লাভ করিয়াছি এবং আবরণ লুপ্ত হইয়াছে। ৫২।

হে রাজন্! জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিগম্যা অনুত্তরা সত্যসংবিদ্রূপা এই সম্যক্সম্বোধি দানপুণ্য দ্বারা লাভ করা যায় না। মোহকালিমার বিরাম হইলে নির্মেঘ গগণে দিনশ্রীর ন্যায় বিমল জনগণের নির্ব্যাজ আনন্দভূমি ও ভবান্ধকারের ছেদিনী সম্যক্সম্বোধির ন্যায় সমুদিত হয়। ৫৩।

অষ্টাদশ পল্লব

শারিপুত্র প্রব্রজ্যাবদান

नेदं बन्धु र्नो सुहृत् सोदरो वा
नेदं माता नो पिता वा करोति ।
यत् संसाराम्भोधिसेतुं विधत्ते
ज्ञानाचार्य्यः कोऽपि कल्याणहेतुः ॥ १ ॥

অনির্ব্বচনীয় কল্যাণহেতু জ্ঞানাচার্য্য যেরূপ সংসারসাগরের সেতু নির্ম্মাণ করেন বন্ধু, সুহৃৎ, সোদর, মাতা বা পিতা সেরূপ করিতে পারেন না। ১।

পুরাকালে ভগবান বুদ্ধ, রাজগৃহনগরে কলন্দকনিবাসনামক রমণীয় বেণুবনাশ্রমে বিহারকালে কৌলিক ও উপতিষ্য নামক দুইজন ভিক্ষুভাবাপন্ন পরিব্রাজককে শান্তি দ্বারা সংবৃত করিয়াছিলেন। ১-৩।

তৎপরে ভিক্ষু শারিপুত্রের ধর্ম্ম সন্দেশনা হইয়াছিল। তাহা দ্বারা তিনি মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। ৪।

ভিক্ষুগণ তাহার সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবান্ ও তাহাদিগকে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ৫।

অগ্নিমিত্র নামক এক ব্রাহ্মণের গুণবরা নামে এক ভার্য্যা ছিল। তদীয় পিতৃকৃত "সূপিকা" এই দ্বিতীয় ক্রীড়ানামটীও তাহার ছিল। ৬।

প্রশমশীল নামক সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী তদীয় ভ্রাতা প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া একদা তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন। ৭।

গুণবরা স্বামীর আদেশানুসারে গৃহস্থোচিত ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন এবং প্রণতি, প্রীয়াচার ও পরিচর্য্যা দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন। ৮।

একদা তিনি বিপাত্রণ অর্থাৎ পাত্রে অন্নপ্রদান করিবার সময় নিজ চীবরে সূচীকর্ম্ম দেখিয়া প্রণিধান্ করিয়াছিলেন্। ৯।

এই তীক্ষ্ণ সূচী যেরূপ কর্ত্তন করিয়া গম্ভীরগামিনী হইয়াছে তদ্রূপ আমার প্রজ্ঞাও সূচীর ন্যায় গম্ভীরগামিনী হইতে সাদরা হউক। ১০।

প্রত্যেকবুদ্ধের প্রতি ঐরূপ বিনয় ও প্রণিধান দ্বারা তিনি এই জন্মে প্রজ্ঞাবান্ শারিপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ১১।

সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সদ্বুদ্ধির কল্পবল্লীস্বরূপ ভিক্ষু শারিপুত্র এতকাল পরে অদ্য কল্যাণভাজন হইয়াছেন। ১২।

ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শারিপুত্র কিজন্য নরাধম নাট্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ১৩।

তৎপরে ভগবান্ ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন যে ইনি পূর্ব্বজন্মে মহামতি নামে সজ্জনসম্মত রাজপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪।

রাজপুত্র মহামতি শ্রীমান্ হইলেও প্রব্রজ্যায় তাঁহার মতি হইয়াছিল। যাঁহারা পরিপক্ব ও প্রসন্নচিত্ত সম্পদ্ তাঁহাদের চিত্তের মালিন্য করিতে পারে না। ১৫।

যুবা রাজপুত্রগণের পক্ষে প্রব্রজ্যাগ্রহণ উচিত নহে। এই কথা বলিয়া তদীয় পিতা প্রীতি ও যত্নসহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। ১৬।

একদা তিনি কুঞ্জরারূঢ় হইয়া জনাকীর্ণ পথে গমন করিতেছিলেন তথায় একটী দরিদ্র স্থবিরকে দেখিয়া কারুণ্যবশতঃ এই কথা বলিয়াছিলেন। ১৭।

অধন্য ধনিগণ বন্ধুজনরূপ বন্ধনে যন্ত্রিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে না। তুমি ত বন্ধনশূন্য তোমাকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে কে নিবারণ করিল। ১৮।

স্থবির নিবেদন করিল "আমি দরিদ্র আমার পাত্র বা চীবর কিছুই নাই। শান্তির উপকরণগুলিও ধনের আয়ত্ত। ১৯।

রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া মুনিতপোবনে গমনপূর্ব্বক স্থবিরকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইয়া তাহাকে পাত্র ও চীবর প্রদান করিয়াছিলেন।২০।

ঐ স্থবির অল্পকালমধ্যেই প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজপুত্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক দিব্য সমৃদ্ধি দেখাইয়াছিলেন। ২১।

রাজপুত্র তাঁহার প্রভাব দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন। অহো সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় আমার পক্ষে প্রব্রজ্যা দুর্ল্লভ হইয়াছে। ২২।

দারিদ্র্য ও অবিবেক এই দুইটী থাকিলে নীচগণেরও প্রব্রজ্যা দুর্ল্লভ হয় অতএব আমি যেন বিবেকবান্ হইয়া অধমকুলে জন্ম গ্রহণ করি। ২৩।

তিনিই সেই প্রণিধানবলে শারিপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান্ কাশ্যপ অন্যজন্মে ইহাঁকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। ২৪।

সত্যনিধি কাশ্যপ ইহাঁর সম্যক্ প্রসাদগুণের উদয় দেখিয়া প্রজ্ঞাবানের অগ্রগণ্য, নিয়মী ও বিনয়ী ইহাঁকে কুশললাভের জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ইনি শাক্যমুনির শিষ্যত্ব লাভ করিয়া মৌদ্‌গল্যায়ননামে প্রসিদ্ধ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠরূপে বিখ্যাত হইবেন। ২৫।

ইনি অন্য জন্মে দরিদ্র এক কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন কোন মহর্ষি দয়াপূর্ব্বক ইঁহাকে পাত্র ও চীবর দান করায় ইনি অতুল প্রভাববান্ হইয়া ঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ২৬।

ঊনবিংশ পল্লব

শ্রোণকোটিকর্ণাবদান।

স কোঽপি পুণ্যাতিশয়োদয়স্য
বরঃ প্রভাবঃ পরমাক্ষয়ো যঃ।
প্রত্যক্ষলক্ষ্যঃ শুভপক্ষসাক্ষী
জন্মান্তরে লক্ষণতামুপৈতি ॥ ১ ॥

পুণ্যাতিশয়জনিত অভ্যুদয়ের কি অনির্ব্বচনীয় পরম অক্ষয় প্রভাব। উহা জন্মান্তরেও শুভকর্ম্মের সাক্ষী রূপে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হইয়া চিহ্ন-স্বরূপ হয়। ১

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে রমণীয় জেতকাননে অনাথপিণ্ডদ নামক আরামে ভগবানের বিহারকালে বাসবগ্রামে বলসেন নামক এক গৃহস্থ বাস করিতেন। ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষ যেরূপ ফলদ্বারা লোকের আশা পূরণ করে, তদ্রূপ ইনিও প্রার্থিগণের আশা পূরণ করিতেন। ২,৩।

কালক্রমে পুণ্যবলে তদীয় পত্নী জয়সেনার গর্ভে মূর্ত্তিমান্ উৎসব-সদৃশ, কমললোচন এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ৪।

বালকের কর্ণে রত্নদীপের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি স্বভাবজাত একটী কর্ণিকা হইয়াছিল। হেমকোটি শত দ্বারাও তাহার মূল্যের তুলনা হয় না। ৫।

ঐ গুণবান্ কুমার শ্রবণানক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন এবং রত্নকোটির তুল্যমূল্য কর্ণিকা দ্বারা শোভিত হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নাম শ্রোণকোটিকর্ণ হইয়াছিল। ৬।

নির্ম্মলকান্তি, কমনীয় এবং সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যায় পরিপূর্ণ ঐ কুমার সকলেরই নিকট চন্দ্রের ন্যায় অমন্দানন্দদায়ক হইয়াছিল। ৭।

কুমার যুবাবস্থায় কুবেরসদৃশ সম্পত্তিশালী পিতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও এবং স্বভাবতঃ প্রিয়ম্বদ হইলেও বিষবর্ষী চন্দ্রের ন্যায় সাশ্রু-নয়না জননীকে ভৎ সনা করিয়া রত্নলাভের জন্য বহু বণিক্‌জন সহ দূরবর্ত্তী দ্বীপান্তরে গিয়াছিলেন। ৮,৯।

তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া নির্জনে যাইতেছিলেন এমন সময়ে পথি-মধ্যে তাঁহার কর্ম্মবিপ্লব বশতঃ নিজদল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ১০।

তাঁহার সহচর বণিক্‌গণও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া শোক-বশতঃ শনৈঃ শনৈঃ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কেবল ক্লেশই অর্জন করা হইল। ১১।

শ্রোণকোটিকর্ণ উত্তপ্ত মরুভূমি চিহ্নিত দক্ষিণ দিকে গিয়া কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ বাপীতে অবগাহন করিবার মানস করিলেন। ১২।

তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে আমি প্রচুর ধন সত্ত্বেও যে ধনার্জনের জন্য উদ্যম করিয়াছি সেই দুর্নয় জন্যই আমার এত ক্লেশই ফললাভ হইল। ১৩।

অহো মনুষ্যগণের সন্তোষ না থাকায় ধনার্জনে আগ্রহ হয়, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার অসবাদ ও মহাবিপদ্ উপস্থিত হয়। ১৪।

সুবর্ণাচল লাভ করিলেও ধনোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা যায় না। সংসার-মধ্যে বাসনাভ্যাস জন্যই মনুষ্যের দ্বেষ ও মোহ হইয়া থাকে। ১৫।

অত্যন্ত প্রয়াসজনক বলিয়া বিরসা এই প্রদীপ্ত বাসনাই ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া মরুভূমিতে যাইতে অভিলাষ উৎপাদন করে। ১৬।

হায়! মরুভূমিস্থিত মরীচিকা যেরূপ তৃষ্ণান্ধ কুরঙ্গগণের মোহ সম্পাদন করে আমারও সেইরূপ হইয়াছে। ১৭।

এইরূপ তৃষ্ণা, ঈদৃশ পরিশ্রম এবং এই প্রকার নির্জন প্রদেশ। কি করিব। কোথায় যাইব। চারিদিক প্রজ্বলিত দেখিতেছি। ১৮।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সলিলাশায় শনৈঃ শনৈঃ চলিতে চলিতে মূর্ত্তিমান্ আয়াসের ন্যায় একটী লৌহময় পুরী দেখিতে পাইলেন। ১৯।

সেখানে দ্বারদেশে বর্ত্তমান, ভয়ের সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দৃশ্যমান, যমের ন্যায় ভীষণাকার ও রক্তলোচন একটী পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। ২০।

তাহার নিকট জলের জন্য প্রার্থনা করিলেও যখন সে কিছুই বলিল না তখন তিনি স্বয়ং পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রেতলোক দেখিতে পাইলেন। ২১।

তিনি দগ্ধকাষ্ঠসন্নিভ, ধূলিধূসর, উলঙ্গ ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট প্রেতগণকে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। ২২।

তিনি নিজে জলাভাবে পীড়িত কিন্তু তাঁহার নিকটেই প্রেতগণ জল চাহিতে লাগিল তাহাতে তিনি নিজ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া তাহাদের দুঃখে অধিকতর দুঃখিত হইলেন। ২৩।

তিনি তীব্র তৃষ্ণায় আতুর ও আর্ত্তপ্রলাপী প্রেতগণকে বলিয়াছিলেন যে এই দুর্গম মরুভূমিতে আমি কোথায় জল পাইব। ২৪।

তোমরা কে এবং কি কর্ম্মফলে এইরূপ দুঃসহ কষ্টে পতিত হইয়াছ। তোমাদের কোনরূপ প্রতিকার করিতে না পারিয়া আমিও কষ্ট পাইতেছি। ২৫।*

প্রেতগণ তাঁহাকে বলিল যে আমরা মনুষ্যবিরুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা মোহ সঞ্চয় করিয়া এই বিপদ্ সংকটে পতিত হইয়াছি। ২৭।

---

* ২৬ নং শ্লোকটীর সঙ্গত অর্থ হয় না এ জন্য বাদ রহিল।

আমরা অধিক্ষেপ দ্বারা এবং পরের ধৈর্য্যনাশক বিষদিগ্ধ নারাচসদৃশ বাক্য দ্বারা সুজনগণের হৃদয়ে নির্দ্দয়ভাবে শল্যা বিদ্ধ করিয়াছি। আমরা নিতান্ত ঈর্ষ্যাপর অনার্য্য। মানিগণের মাননাশেই আমাদের আগ্রহ ছিল। ২৮।

আমরা কখনও দান করি নাই। অন্যের ধন হরণ করিয়াছি। আমাদের চিত্তে সতত হিংসা থাকিত। আমরা দেহ দ্বারা অনেক বিকৃত কর্ম্ম করিয়াছি। পরের দারাপহরণও করিয়াছি। ২৯।

এইরূপ কুহকাসক্ত ও ক্ষুদ্রকর্ম্মে সুদক্ষ আমরা এখন এই ঘোর প্রেতনগরে ক্লেশপাত্র হইয়াছি। ৩০।

শ্রোণকোটিকর্ণ তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং অন্য স্থানেও তথাবিধ অনভিপ্রেত প্রেতগণকে দেখিয়া করুণাকুল হইয়াছিলেন। ৩১।

তিনি পুণ্যবলে সেই দুর্গম প্রেতপুর হইতে নির্গত হইয়া বিমল ও শীতল ছায়াসম্পন্ন বনপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। ৩২।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সূর্য্য অস্তমিত হইলেন বোধ হইল যেন বহুদূর পথ অতিক্রম করায় পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সূর্য্য পর্ব্বত হইতে পতিত হইলেন। ৩৩।

চতুর্দ্দিকের প্রকাশকারক দিন পুণ্যের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সম্মোহমলিন পাপের ন্যায় ঘোর অন্ধকার উদিত হইল। ৩৪।

তখন ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গগণ নিঃশব্দ হইলে নলিনীগণের বিকাশসম্পদ মুদ্রিত হইল। বোধ হইল যেন তাহারাও নিদ্রিত হইল। ৩৫।

তৎপরে শীতাংশু চন্দ্র কারুণ্যবশতঃ জ্যোৎস্নারূপ অমৃতশলাকা দ্বারা উজ্জ্বল তারামণ্ডিত জগন্নেত্রকে অন্ধকারশূন্য করিলেন। ৩৬।

সুধাকর দিন ও যামিনীতে ক্ষয় ও উদয়রূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা বহুবিভ্রম প্রদর্শন করিয়া যেন হাস্য করিতেছিলেন। ৪৭।

নেত্রের আনন্দজনক, সুধাবর্ষী, সুখস্পর্শ ও দিগ্বধূগণের আদর্শ-সদৃশ এবং মূর্ত্তিমান্ হর্ষের ন্যায় সুধাকর উদিত হইলে শ্রোণকোটিকর্ণ সম্মুখে উজ্জ্বলাকার একটী বিমান দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে যেন স্বর্গভূমি কৌতুকবশতঃ পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ৩৮,৩৯।

তিনি ঐ বিমানে চারিটী সমদা দেবকন্যা দেখিতে পাইলেন। চন্দ্রোদয় জনিত আনন্দবশতঃ বিহারবাসনায় যেন দিগ্বধূগণ একত্র সঙ্গত হইয়াছিলেন। ৪০।

ঐ চারিজন দেবকন্যার মধ্যে একটী সুন্দরাকার পুরুষকেও দেখিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যেন তরুণ প্রেমরাশি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ৪১।

তাঁহার রত্নময় কুণ্ডল, কেয়ূর ও কিরীটের অংশুদ্বারা দিঙ্মুখে আশ্চর্য্য ও অসীম রেখার ন্যায় দেখা যাইতেছিল। ৪২।

শ্রোণকোটিকর্ণ তাঁহার সেই অদ্ভুত সম্ভোগ ও সুখসম্পদ্ দেখিয়া তদীয় পুণ্যবৃক্ষের ফলসম্পদ্ স্ফীত হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন। ৪৩।

অনন্তর তিনি সুস্বাদু পানীয় দান দ্বারা প্রীতিপূর্ব্বক অতিথি সৎকার করিলেন। শ্রোণকোটিকর্ণ সেইরাত্রি তথায় সুখে অতিবাহিত করিলেন। ৪৪।

তৎপরে প্রাভাতিকী প্রভা তারকাকুসুমকে অপসৃত করিয়া অনিত্যতার ন্যায় চন্দ্রের শোভারও পরিক্ষয় করিলেন। ৪৫।

রাত্রি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং ভুবনের চক্ষুঃস্বরূপ এবং সমস্তপ্রাণীর সুখদুঃখের একমাত্র সাক্ষী ভানু উদিত হইলে ঐ বিমান ও দেব-কন্যাগণ ক্ষণকালমধ্যেই অদৃশ্য হইল এবং ঐ পুরুষ নিষ্প্রভ হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল। ৪৬-৪৭।

তৎপরে ত্রিলোকের শাপ ও পাপজনিত অখিল ক্লেশরাশির ন্যায় অতিভীষণ একদল কুক্কুর আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে নিপতিত হইল। ৪৮।

কুক্কুরগণ তাহার গ্রীবামুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মাংস আকর্ষণ পূর্ব্বক মত্ত হইয়া রুধির ও মাংস ভক্ষণ করিলে ঐ পুরুষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। ৪৯।

দিনান্তে পুনরায় সেই বিমান আবার আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। সেই চারিটী অপ্সরা এবং সেই কান্তিমান্ পুরুষকেও তথায় দেখিতে পাইলেন। ৫০।

তৎপরে শ্রোণকোটিকর্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সখে একি আশ্চর্য্য দেখিতেছি বল। ৫১।

তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিমানস্থ পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন। বয়স্য শ্রবণ কর। আমি তোমাকে জানি। তোমার নাম শ্রোণকোটিকর্ণ। তুমি পুণ্যবান্। ৫২।

আমি বাসবগ্রামে দুষ্কৃতী পশুপালক ছিলাম। আমি পশুগণের মাংস কর্ত্তন করিয়া বিক্রয় করিতাম। ৫৩।

একদিন করুণানিধি আর্য্য কাত্যায়ন পিণ্ডপাতের জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন। ৫৪।

হিংসাকারী জনগণের নিজশরীরে দুঃসহ হিংসাময় ক্লেশ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় স্বয়ং পতিত হয়। ৫৫।

এইরূপে কৃপালু কাত্যায়নকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও নিতান্ত অনার্য্য আমি যখন পাপকার্য্য হইতে বিরত হইলাম না তখন তিনি পুনশ্চ আমাকে বলিয়াছিলেন। ৫৬।

যদি নিতান্তই তুমি নির্দয় হইয়া দিবাভাগে হিংসা কর তাহা হইলে রাত্রিকালে আমার নিয়মানুসারে শীলসমাদান অর্থাৎ সদাচরণ গ্রহণ কর। ৫৭।

সর্ব্বপ্রাণীর হিতৈষী কাত্যায়ন এই কথা বলিয়া যত্নপূর্ব্বক আমাকে শীলসমাদানময়ী বুদ্ধি প্রদান করিলেন। ৫৮।

কালক্রমে আমি কালের বশগত হইয়া এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি দিবারাত্রি আমি তপ্তাঙ্গারবর্ষ ও সুধাবর্ষে কীর্ণ হইতেছি। ৫৯।

রাত্রিকালে শীলসমাদানের ফল ও দিবাভাগে হিংসার ফল পাই-তেছি। পুণ্য ও পাপ উভয়েরই ফল সুখ ও দুঃখরূপে আসিতেছে। ৬০।

হে সখে আমি পাপাচারী আমার প্রতি কৃপা করিয়া স্বদেশে গমনপূর্ব্বক আমার বাক্যানুসারে নির্জনে আমার পুত্রকে বলিবে যে আমার গৃহকোণে একটী সুবর্ণপূর্ণ পাত্র প্রোথিত আছে সেইটী উদ্ধৃত করিয়া পাপবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন পিণ্ডপাত দ্বারা আর্য্য কাত্যায়নকে পূজা করিবে। শ্রোণকোটি কর্ণ তৎকর্ত্তৃক বিনয়-সহকারে এইরূপ কথিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। ৬১-৬২-৬৩।

পরে যাইতে যাইতে তিনি পুনর্ব্বার আরও একটী দিব্য বিমান দেখিতে পাইলেন। বিমানটী রত্ন, পদ্ম ও লতায় শোভিত থাকায় দ্বিতীয় নন্দন কাননের ন্যায় সুন্দর ছিল। ৬৪।

ঐ বিমানে প্রভাতকালে দিব্যস্ত্রীসঙ্গত মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গের ন্যায় একটী রত্নভূষিত পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। ৬৫।

সেই পুরুষও সেইরূপ প্রীতিসহকারে তাঁহার অতিথিসৎকার করিয়াছিল। তিনি সেইদিন সেখানেই যাপন করিয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহার পক্ষে ক্লেশমধ্যে সুধাময় হইয়াছিল। ৬৬।

অনন্তর পদ্মিনীপতি সূর্য্য আকাশরূপ বিমান হইতে পতিত হইলে ঘোর দুঃখময় অন্ধকাররাশি দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইল। ৬৭।

তৎপরে নিশাপতি অতি শীতল জ্যোৎস্না বিকীরণ করিতে করিতে পাণ্ডুরোগীর ন্যায় ক্রমে গৌরবর্ণ হইয়া দেখা দিলেন। ৬৮।

রাত্রিরূপ রাক্ষসী কর্ত্তৃক সুকুমার দিবালোক ভক্ষিত হইলে তদীয় কপালখণ্ড সদৃশ শশী সকলের নয়নগোচর হইল। ৬৯।

ক্রমে চন্দনচর্চ্চাসদৃশ চন্দ্রিকা দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইলে সেই বিমান এবং সেই স্বর্গাঙ্গনাগণ কোথায় চলিয়া গেল। ৭০।

তখন সেই পুরুষও বিমান হইতে পতিত হইল এবং একটা ভীষণাকার শতপদী সপ্ত আবর্ত্ত দ্বারা ক্রমে তাহাকে বেষ্টন করিল। ৭১।

ঐ শতপদী তাহার মস্তকে গর্ত্ত করিয়া মস্তিষ্ক ও শোণিত ভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে তাহার মস্তক ফাঁপা করিয়া দিল। ৭২।

অনন্তর এই বীভৎস কাণ্ড দর্শনে ক্লেশবশতঃ যেন তারকাগণ ক্রমে নিমীলিত হইলে এবং সোচ্ছ্বাসবদন দিন অরুণকিরণে আচ্ছন্ন হইলে পুনর্ব্বার সেই দিব্যবিমান এবং সেই কামিনী প্রাদুর্ভূত হইল। এবং সেই যুবা পুরুষও অদ্ভুত দেহ ও রত্নাভরণে ভূষিত হইল। ৭৩-৭৪।

শ্রোণকোটিকর্ণ অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে আমি বাসবগ্রামবাসী মনসানামক ব্রাহ্মণ। মদীয় এক প্রতিবেশীর তরুণী পত্নী মলয়মঞ্জরী স্বৈরচারিণী হইয়া আমার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। ৭৫-৭৬।

আমি পরদারাসক্ত এ মেষবুদ্ধি হইয়া ছিলাম। বিষয়গ্রামে নিমগ্ন আমার সমগ্র বুদ্ধিই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৭৭।

আর্য্য কাত্যায়ন আমাকে পাপাচারী ও চৌরকামুক জানিতে পারিয়া করুণাবশতঃ নির্জনে আমাকে বলিয়াছিলেন। ৭৮।

রূপানুরাগবশতঃ পরাঙ্গনার অঙ্গসংসর্গ জনিত প্রীতি উদ্দেশে কামাগ্নিতে পতিত হইয়া পতঙ্গের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। ৭৯।

হায়! অনুরাগাসক্ত ও পতনের জন্য প্রমাদবান্ কামী ও হিংসকগণের কেবল পরদারেই আদর হয়। ৮০।

স্বাপ, কম্প ও পৃথুশ্রমে বিহ্বল, গৃধ্রসদৃশ, অঙ্গনার মুখ ও নখ দ্বারা ক্ষতদেহ এবং পরবধূর প্রতি স্পৃহাবান্ জনগণের কেবল রোমাঞ্চ-জনক নরকেই কামনা হয়। ৮১।

অতএব বৎস এই কুৎসিত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও। ইহাতে পাপ হয়। অশুচিস্পর্শে কুক্কুরদিগেরই রতি হইয়া থাকে। ৮২।

এইরূপে আর্য্য কাত্যায়ন কৃপাপূর্ব্বক নিষেধ করিলে ও মলিন বুদ্ধিবশতঃ আমি অনিবার্য্য অনুরাগে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করি নাই। ৮৩।

তৎপরে কাত্যায়ন আমি বিরত হই নাই জানিয়া আমার হিতার্থে উদ্যত হইয়া আমাকে শীলসমাদানরূপ দিনচর্য্যা দান করিলেন। ৮৪।

দিনে শীলসমাদান করায় এবং রাত্রিকালে পরস্ত্রী সঙ্গমবশতঃ পুণ্য ও পাপজনিত এই সুখ দুঃখময়ী অবস্থা হইয়াছে। ৮৫।

তুমি বাসবগ্রামে গিয়া আমার পুত্রকে বলিবে যে আমি অগ্নি-শালাতে গূঢ়ভাবে সুবর্ণ রাখিয়াছিলাম। তাহা উদ্ধার করিয়া আর্য্য কাত্যায়নকে পূজা করিবে এবং তাঁহার বৃত্তি করিয়া দিবে। তৎকর্ত্তৃক প্রণয়সহকারে এইরূপ কথিত হইয়া শ্রোণকোটিকর্ণ চলিয়া গেলেন। ৮৬-৮৭।

যাইতে যাইতে সম্মুখে রত্নবিমানগতা এক দিব্যললনাকে দেখিতে পাইলেন। ঐ ললনা লাবণ্যরূপ দুগ্ধাব্ধি হইতে অনায়াসে উদ্গতা লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরাকৃতি ছিল। ৮৮।

তাহার বিমানের চারিটী পাদে অতিদুর্দ্দর্শ ও স্নায়ুদ্বারা বদ্ধ প্রেত-চতুষ্টয় দেখিয়াছিলেন। ৮৯।

সেই ললনাও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া স্নিগ্ধ বাক্য দ্বারা সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দেবোচিত সরস পান ও ভোজন দিয়াছিলেন। ৯০।

তিনি ভোজন করিতেছেন এমন সময় প্রেতগণ দৈন্যসহকারে সঙ্কেত দ্বারা যাচ্ঞা করিলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক কাকিকে, যেমন পিণ্ড দেয় সেইরূপ তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। ৯১।

একজনের পিণ্ড বুষ হইল। অন্যের পিণ্ড লৌহ হইয়া গেল। তৃতীয়জনের পিণ্ড তাহার নিজমাংস হইল এবং চতুর্থজনের পিণ্ড পূয় হইয়া গেল। ৯২।

তিনি প্রেতগণের এইরূপ ভাব ও কষ্ট-চেষ্টা দেখিয়া কৃপাবশতঃ মুখকান্তিদ্বারা পদ্মের মলিনতাকারিণী ঐ ললনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯৩।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলে মৃগনয়না ললনা বলিয়াছিলেন যে হে শ্রোণকোটিকর্ণ তুমি ইহাদিগকে দান করিলেও তাহা দ্বারা ইহাদের তৃপ্তি হয় না। ৯৪।

আমি বাসবগ্রামবাসী নন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের ভার্য্যা আমার নাম সুনন্দা সেই ব্রাহ্মণ নন্দ এই বিমানের পূর্ব্বপাদ অবলম্বন করিয়া আছে। নিষ্ঠুর নামক আমার পুত্র দ্বিতীয় পাদে বদ্ধ রহিয়াছে। দাসী ও স্নুষা পশ্চাদ্‌ভাগের পাদদ্বয় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ৯৫-৯৬।

পূর্ব্বে নক্ষত্রযোগে পূজাকালে আমি ভোজ্যোপহার সজ্জীকৃত করিয়া রাখিলে আর্য্য কাত্যায়ন আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৯৭।

আমি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া পিণ্ডপাতদ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিয়াছিলাম। তিনিও কান্তিদ্বারা দিঙ্মুখের প্রতি বৈমল্যানুগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। ৯৮।

তৎপরে এই আমার পতি স্নান করিয়া আগমন করিলেন। আমি তাঁহার প্রমোদের জন্য কাত্যায়নের পিণ্ডপাতের কথা বলিলে ইনি তাহা শ্রবণ করিয়া কোপবশতঃ আমাকে বলিয়াছিলেন যে এখনও

পূজনীয়দিগের পূজা হয় নাই তুমি কেন বুষার্হ, বিশিখ, শঠ শ্রমণকে পূজা করিলে। ৯৯-১০০।

ইনি মোহবশতঃ এই কথা বলিলে পর এই পুত্রও আমাকে বলিয়াছিল পাকের প্রথম বস্তু ভোজনের অযোগ্য হইয়াও সে যে ভোজন করিয়াছে ইহা কি তাহার লৌহগুণ্ড ভোজন করা হয় নাই। ১০১।

এই স্নুষা সততই পূর্ব্বে ভক্ষণ করিত আমি সেই কথা বলিলে শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে সে যদি খাইয়া থাকে তাহা হইলে নিজমাংস ভক্ষণ করিয়াছে। ১০২।

এই দাসী ভোজ্য দ্রব্য চুরি করিয়া ব্যয় করিত আমি তিরস্কার করায় পূয় শোণিত ভক্ষণ করি বলিয়া শপথ করিয়াছিল। ১০৩।

এখন ইহারা প্রেতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নিজের বাক্যসদৃশ ইহাদের মুখ হইয়াছে। আমি আর্য্য কাত্যায়নের প্রসাদে দিব্য ভোগ সম্ভোগ করিতেছি। ১০৪।

তুমি স্বদেশে গিয়া আমার কন্যাকে বলিবে যে তাহার পিতার গৃহে চারিটী সুবর্ণ নিধান আছে। তাহা উদ্ধার করিয়া যথাযোগ্য কর্ম্ম করিয়া স্বজনের স্থিতি করিবে এবং পিতার ভ্রাতা কাত্যায়নকে সর্ব্বদা পূজা করিবে। ১০৫-১০৬।

অতএব হে শ্রোণকোটিকর্ণ তুমি দেশে যাও শ্রম ত্যাগ কর তুমি গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছ দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। ১০৭।

তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ঐ প্রেতচতুষ্টয়কে আদেশ করিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই নিদ্রিত শ্রোণকোটিকর্ণের স্বদেশগমন করিয়া দিলেন। ১০৮।

তিনিও সহসা স্বদেশের উদ্যানকানন হইতে উত্থিত হইয়া শুনিলেন যে তাঁহার পিতা ও মাতা তাঁহার বিয়োগ-শোকে অন্ধ হইয়াছেন। ১০৯।

দেবালয়ে ভিক্ষু, দ্বিজ ও অতিথিগণ পূজিত হইতেছিলেন এমন সময় তিনি নিজ পিতৃগৃহ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন।১১০।

সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক ও অনিত্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি স্নেহ ও অনুরাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেইখানে বসিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন। ১১১।

অহো এই নিরন্তরা মোহনিদ্রা দিবারাত্রি স্বপ্ন ও মায়াবিলাসদ্বারা অদ্ভুত বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে। ১১২।

মাতা জন্মের পথ প্রদান করেন। পিতা বীজবপনকারী পক্ষিস্বরূপ। এই দেহ পান্থগণের পূজার আসন। এ কিরূপ নিয়ম সমাগম বুঝিতে পারি না। ১১৩।

সংসার আকাশে পরিভ্রমণশীলা ও আঞ্চনকান্তিদ্বারা দিগন্তের উজ্জ্বলতাকারিণী লক্ষ্মী বিদ্যুতের ন্যায় চপল। এইদেহ ক্ষয় ও ভয়ের আশ্রয় এবং জরা, রোগ ও উদ্বেগের দ্বারা সতত সঙ্গত। ইহাতেও লোকের বৈরাগ্য হয় না। ১১৪।

স্বজনগণের মঙ্গল লাভের জন্য লক্ষ্মীর উদ্দেশে আমি এই অঞ্জলি বদ্ধ করিলাম। দাক্ষিণ্যবশতঃ লক্ষ্মী ক্ষমা করুন। স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রব্রজ্যাই আমার প্রিয়া। ১১৫।

তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া পিতা ও মাতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের লোচন লাভ করাইয়া শান্তিধাম বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথে বুদ্ধি নিবিষ্ট করিলেন। ১১৬।

তিনি সার্থভ্রষ্ট হইয়া বহুকাল পরে আসিয়াছেন এবং অত্যন্ত কৃশ হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার সত্ত্ববিভব লুপ্ত না হওয়ায় স্বজনেরও কৃপাস্পদ হন নাই। ১১৭।

ইনি সংসারক্লেশে বিহ্বল ইহাঁর প্রতি অনুকম্পা করুন। সম্পৎসম্পর্কে নিস্পৃহ সাধুজন কাহার কৃপাপাত্র না হন। ১১৮।

অনন্তর পশুপালক ও বিপ্রপত্নীর সংবাদ যথাকথিতরূপে তাহাদিগকে বলিয়া এবং কনকপ্রাপ্তি দ্বারা তাহাদের প্রত্যয় করাইয়া কাত্যায়নসকাশে গমনপূর্ব্বক শান্তিসম্পন্ন হইয়া পব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা মুগ্ধজনের বিষাদজনক তাহাই ধীমানের সন্তোষকর হয়। ১১৯, ১২০ !

তৎপরে তিনি বিশদ স্রোতঃপ্রাপ্তিফল এবং ক্রমে সকৃদাগামি, অনাগামি ও অর্হৎফল প্রাপ্ত হইয়া ত্রৈধাতুক, বীতরাগ, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানবান্ আকাশপাণি তুল্য এবং অসি ও চন্দনে সমজ্ঞানবান্ হইয়া ছিলেন। ১২১-১২২।

অনন্তর তিনি কাত্যায়নের আজ্ঞানুসারে শ্রাবস্তীনগরীতে জেতবন নামক বেণুকাননে অবস্থিত ভগবান্‌কে দেখিতে গিয়াছিলেন। ১২৩।

তথায় ভগবান্‌কে প্রণিপাত করিয়া ভগবৎপ্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ১২৪।

আপনি ধর্ম্মকায় ধারণ করিয়া আমাদের শ্রোত্রপথে অনুভূত হইয়াছেন। অধুনা পুণ্যবলে রূপকায়ে আপনাকে দেখিতেছি। ১২৫।

বহুপুণ্যলভ্য এই দর্শনামৃত পান করিয়া যাহারা তৃপ্তিলাভ করে না তাহারা নিতান্ত বঞ্চিত। ১২৬।

আপনি নিজে নিস্পৃহ হইলেও আপনার মূর্ত্তি কাহার স্পৃহা উৎপাদন না করে। আপনি নির্লিপ্ত হইলেও আপনার দৃষ্টি সকলকেই হর্ষলিপ্ত করে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। ১২৭।

আপনার কথা, আপনার চিন্তা, আপনার দর্শন ও আপনার সেবা এই সকলই কুশলমূলের স্ফীত ফলস্বরূপ। ১২৮।

ভগবান্ এই কথা শুনিয়া প্রসাদ দ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবানের আদেশে সমারাম নামক বিহারে গমন করিয়াছিলেন। ১২৯।

ভগবানও তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া মধুর ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্বাধ্যায়ের প্রশংসা করিতেন। ১৩০।

ভিক্ষুগণ শ্রোণকোটিকর্ণের এইরূপ প্রশমসম্পদ দেখিয়া ভগবান্‌কে পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন। ১৩১।

পুরাকালে বারাণসীতে কাশ্যপনামক নির্ব্বাণ ধাতু সম্যক্ সম্বন্ধ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়বশতঃ পরিনির্বৃত হইলে কৃকি নামক রাজা রত্ন দ্বারা চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চৈত্যটী যেন তাঁহার পুণ্যরাশি প্রকাশ করিবার জন্য স্বয়ং স্বর্গ হইতে আসিয়া উদ্‌গত হইয়াছিল। ১৩২-১৩৩।

ঐ চৈত্যের স্থপতিসংস্কার শীস্কার শীর্ণ হইলে কৃকিপুত্র রাজ্যলাভ করিয়া লোভবশতঃ ঐ চৈত্যে রক্ষিত ধন প্রদান করেন নাই। ১৩৪।

অতঃপর একদিন উত্তরাপথ হইতে সমাগত একজন ধনী সার্থবাহ ঐ চৈত্যের জন্য পৃথিবীর তুল্যমূল্য একটী কর্ণভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৩৫।

কিছুকাল পরে পুনরায় আসিয়া প্রচুর ধন প্রদানপূর্ব্বক ঐ সার্থবাহ প্রণিধান করিয়াছিলেন যে তিনি যেন পুণ্যবান্ হন। ১৩৬।

তিনিই এই শ্রোণকোটিকর্ণ পুণ্যবলে মহৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই জন্যই ইনি কর্ণভূষণ লক্ষণান্বিত হইয়াছেন। ১৩৭।

ইনি প্রস্থানসময়ে মাতাকে পরুষ বাক্য বলিয়াছিলেন এজন্য ইহার মহাপরিশ্রম হইয়াছিল। ১৩৮।

সৎকর্ম্মরূপ শুভ্রবর্ণ মহৎবস্ত্রের মধ্যে অসৎকর্ম্মরূপ সামান্য মাত্র কালিমাও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৯।

সৎকার্য্য সমন্বিত সত্ত্বোৎসাহ, প্রবাসসহিতা ধৃতি, বিষমতরণ বিষয়ে সেতু স্বরূপ বীর্য্য, বিপদে অধিক কৃপা এবং পর্য্যন্তকালে শান্তিসমন্বিতা প্রসাদময়ী বুদ্ধি এ সমস্তই পুণ্যপ্রাপ্তির মহাফল শালিনী পরিণতি। ১৪০।

বিংশ পল্লব

আম্রপাল্যবদান

দ্বিজিহ্বসঙ্গে কথমস্তি বৃত্তিরনেকমুখ্যে কথমস্তি সৌখ্যম্ ।
কর্ম্মান্তবন্ধেঽস্তি কথং স্বশক্তিঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষে কথমস্ত্যপায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিজিহ্ব অর্থাৎ খলজনের সংসর্গে জীবিকা কিরূপে হইতে পারে? বহুলোক প্রধান হইলে কিরূপে সুখ হইতে পারে? কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইলে কিরূপে নিজশক্তি থাকিতে পারে? এইরূপ প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হইলেও কোনরূপেই অপায় হয় না। ১।

বিদেহদেশে মিথিলানগরে জলসত্ত্ব নামে এক রাজা ছিলেন। ইহাঁর ভুজরূপ ভুজঙ্গের উপর সমগ্র পৃথিবীর ভার অবস্থিত ছিল। ২।

ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তিশালী এই রাজার খণ্ডনামে একজন মহামাত্য ছিলেন। ইনি সর্ব্বপ্রকার সন্ধিবিগ্রহাদি ষাড়্‌গুণ্যের পরিজ্ঞানবিষয়ে বৃহস্পতিতুল্য ছিলেন। ৩।

ইনি ভালরূপ নীতিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য ইহাঁর প্রতি গৌরবপ্রদর্শনার্থ রাজা স্পষ্টতঃ কোন রাজকার্য্যই দেখিতেন না। সমস্ত প্রজাগণ কার্য্য-বশতঃ ইহাঁরই মুখাপেক্ষী ছিল। ৪।

জলপ্রবাহ যেরূপ বার্য্যমাণ হইলেও গতানুগতিকতানিবন্ধন ক্রমশই বর্দ্ধিত হয়, স্বজনের কার্য্যভারও তদ্রূপ বর্দ্ধিত হয়। ৫।

সমস্ত রাজ্যই মন্ত্রিবর খণ্ডের আয়ত্ত দেখিয়া অন্যান্য মন্ত্রিগণ মাৎসর্য্যবশতঃ মিলিত হইয়া তাঁহার বিনাশের বিষয় চিন্তা করিয়াছিল। ৬।

ভেদনিপুণ মন্ত্রিগণ রাজার গৃহে প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ খণ্ডের প্রভাববিস্তারে অনিষ্টাশঙ্কা বর্ণনা করিত। ৭।

রাজা তাঁহাদের বাক্যে শঙ্কিত হইয়া ক্রমে খণ্ডের প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন। অবলা, বালক ও রাজা বর্ণনাবাকে, দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকে। ৮।

অবিশেষজ্ঞ চপল রাজগণ কাকের ন্যায় সর্ব্বদা শঙ্কিতস্বভাব। ইহারা অশঙ্কনীয় হইতেও শঙ্কিত হয় এবং শঙ্কাস্পদেও শঙ্কিত হয় না। ৯।

অমাত্যপুঙ্গব খণ্ড প্রভুর বিরক্তিচিহ্ন দেখিয়া সশঙ্ক হইয়াছিলেন এবং নিজ পুত্র গোপ ও সিংহকে ধীরভাবে বলিয়াছিলেন, ১০।

রাজা খল ও ধূর্ত্তগণের কথায় আমার প্রতি বিশ্বাসহীন হইয়াছেন। আমি হৃদয় বিদারণ করিয়া দেখাইলেও তিনি প্রত্যয় করেন না। ১১।

প্রভু বিরক্ত হইয়া আলাপ, দর্শন ও কথাশ্রবণ পর্য্যন্ত স্থগিত করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধের সেকের ন্যায় আমার পক্ষে শিথিল হইয়াছেন। ১২।

পিশুনজন কর্ত্তৃক প্রেমের ভেদ সম্পাদিত হইলে, তাহার আর সংযোজনা হয় না। মণি পাষাণদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলে, তাহার আর পুনরায় সংশ্লেষণ করা যায় না। ১৩।

রাজরূপ চন্দনবৃক্ষ গুণবান্ ও প্রয়োজনকারী হইলেও যদি খলরূপ সর্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উহা আশ্রয়ণীয় নহে। ১৪।

নৃপরূপ নিধানের প্রার্থী লোক ঘোর বিদ্বেষবিষে পরিপূর্ণ খলরূপ সর্পের আঘাতে বিহ্বল হইয়া কিরূপে মঙ্গল লাভ করিবে। ১৫।

অতএব আমরা এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। রাজার বিদ্বেষদোষে শঙ্কাশল্যময় এদেশে থাকিবার প্রয়োজন কি ? ১৬।

বিশালানগরীতে দক্ষ, রক্ষাক্ষম, শূর, প্রভূত ধনবান্ এবং সুসংযত সজ্জনগণ বাস করেন। সেখানে বাস করাই আমার অভিপ্রেত।১৭।

অমাত্য খণ্ড এই কথা বলিলে, তাঁহার পুত্রদ্বয়ও তাহাই অনুমোদন করিয়াছিল। তৎপরে তিনি পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া অনুচরগণ সহ উদ্যানবিহার ভান করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ১৮।

রাজা তাঁহার প্রয়াণকথা জানিতে পারিয়া নিবর্ত্তনের জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু বহুযত্নেও তাঁহাকে আর পান নাই। পরিত্যক্ত বস্তুর পুনরায় লাভ হয় না। ১৯।

মূর্খগণ সজ্জনের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া সে সময়ে তাঁহাদের দ্বারা বিমোহিত হয়। পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে প্রার্থনা করিলে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ২০।

ধীমান্ অমাত্য খণ্ড তাঁহার গুণাকৃষ্ট বিশালানগরীবাসী জনগণকর্ত্তৃক প্রণয়াচার দ্বারা পূজিত হইয়া সঙ্ঘমুখ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ২১।

ঐ পুরবাসী জনগণ ইহাঁর বুদ্ধিপ্রভাবে শ্রীমান্ হইয়াছিল এবং কখনও অন্যায়াচরণ করিয়া পরাভব প্রাপ্ত হয় নাই। ২২।

কালক্রমে খণ্ডের কনিষ্ঠপুত্র সিংহের চৈলানামে একটী গুণবতী কন্যা এবং উপচৈলা নামে আর একটী সুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যাদ্বয়ের জন্মকালেই একজন বিচক্ষণ দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন যে, চৈলার পুত্র একজন পিতৃঘাতী রাজা হইবে এবং উপচৈলার পুত্র গুণবান্ ও সম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত হইবে। ২৩—২৫।

অতিগর্ব্বিত খণ্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া গণাধিষ্ঠান উদ্যানের বিমর্দ্দন করায় সে সকলের বিদ্বেষপাত্র হইয়াছিল। ২৬।

খণ্ডের পুত্র বিদ্বেষপাত্র হইলেও তাহার পিতার প্রতি গৌরববশতঃ বিশালানগরীর প্রান্তভাগে দুই ভাইকে দুইটী জীর্ণ উদ্যান দেওয়া হইয়াছিল। ২৭।

একজন সেখানে সুকৃতানুসারে একটী সুগতপ্রতিমা স্থাপন

করিয়াছিল এবং অপর ভ্রাতা ভুবনাভরণস্বরূপ একটী বৃহৎ বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ২৮।

অতঃপর মন্ত্রী খণ্ড বলগর্ব্বিত নিজপুত্র গোপকে সঙ্ঘগণের কোপ-ভয়ে প্রত্যন্তমণ্ডলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ২৯।

কালক্রমে মন্ত্রিবর খণ্ড স্বর্গগামী হইলে, সঙ্ঘগণ তদীয় কনিষ্ঠপুত্র সিংহের সাধুতাবশতঃ তাহাকেই ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিল। ৩০।

গোপ সঙ্ঘগণ কর্ত্তৃক বিমানিত হইয়া পৈতৃক পদ না পাওয়ায় ঐ দেশে বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া দেশত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৩১।

বরং কণ্টকাকীর্ণ ও ব্যাঘ্রাধিষ্ঠিত বনে বাস করা ভাল, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী বহু প্রভু দ্বারা পরিচালিত বিশৃঙ্খল স্থানে থাকা উচিত নহে। ৩২।

সঙ্ঘগণের প্রত্যেকেরই মত ভিন্ন এবং কার্য্যকলাপও ভিন্ন। কিরূপে সকলকে আরাধনা করা যায়? একজনের যাহা অভিপ্রেত তাহাতে অন্যের অভিরুচি হয় না। ৩৩।

অভিমানী মন্ত্রিপুত্র গোপ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজগৃহ নগরে গমনপূর্ব্বক গুণগ্রাহী রাজা বিম্বিসারকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। ৩৪।

তিনি প্রীতিসহকারে রাজাকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং রাজার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র হইয়াছিলেন। গুণসঙ্গতি চিরকালই রুচিকর হয়। ৩৫।

অতঃপর রাজা বিম্বিসারের ভার্য্যা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বুদ্ধিমান্ গোপ রাজাকে বিয়োগসন্তপ্ত বুঝিয়া নিজ ভ্রাতৃকন্যা উপচৈলাকে তাঁহার বিবাহযোগ্যা বধূ বিবেচনাপূর্ব্বক রাজার আদেশানুসারে গূঢ়ভাবে বৈশালপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। ৩৬—৩৭।

বৈশালিকগণ পূর্ব্বেই স্বদেশে নিয়ম করিয়াছিল যে, এই কন্যা সঙ্ঘগণেরই উপভোগ্যা হইবে। কাহাকেও দান করা হইবে না। ৩৮।

ঐ পুরে দ্বাররক্ষার জন্য যক্ষস্থানে একটি ঘণ্টা লম্বমান করিয়া ঝুলান ছিল। ঐ ঘণ্টা অন্য কাহারও পুরপ্রবেশকালে মহা শব্দ করিত। ৩৯।

গোপ পুরে প্রবেশ করিয়া গূঢ়ভাবে উদ্যানচারিণী উপচৈলাকে আনয়ন করিতে গিয়া অবশেষে চৈলাকে পাইয়াছিলেন। ৪০।

তৎপরে তিনি ঘণ্টাশব্দবশাৎ আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত বীর-পুরুষগণকে হত্যা করিয়া চৈলাকে গ্রহণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রাজা বিম্বিসারের নগরে আসিয়াছিলেন। ৪১।

তিনি রাজাকে বলিয়াছিলেন যে এই দেবকন্যাটী পাইয়াছি, কিন্তু দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন যে, ইহার গর্ভজাত পুত্র পিতৃহন্তা হইবে। ৪২।

অতএব মহারাজ এ কন্যাটি আপনার মহিষী হওয়া উচিত নহে। আপনি জীবিত থাকিলে প্রজাগণের সকল সম্পদ্ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ৪৩।

তিনি এইকথা বলিলে পর, রাজা কন্যাটী দেখিয়া ও তাহার মুখশ্রী দ্বারা কর্ম্মসূত্রের ন্যায় নিরুদ্ধ হইয়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ৪৪।

রাজা বলিয়াছিলেন যে, পুত্র পিতাকে হত্যা করিয়াছে, ইহা কি কেহ কখন কোথায়ও দেখিয়াছে। যদি আমার পুত্র হয়, তাহা হইলে আমি নিজেই তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। ৪৫।

রাজা এই কথা বলিয়া কন্যাটীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। কৃতকর্ম্মের তরঙ্গনির্ম্মাণবিষয়ে বুদ্ধির কিছুই সামর্থ্য নাই। ৪৬।

এইরূপে ভোগাসক্ত রাজার কালক্রমে ঐ কন্যাগর্ভে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। জ্যোতিষ্কচরিতে সেই পিতৃদ্রোহী পুত্রের চরিতকথা বলা হইয়াছে। ৪৭।

তপোবনবর্ত্তী মৃগের প্রতি মৃগয়া করিতে আসক্তিবশতঃ রাজার প্রতি এই প্রকার মুনিশাপ পুত্রাকারে উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪৮।

ইত্যবসরে বৈশালিকগণের অগ্রগণ্য মহান্ আম্রবনে কদলীস্কন্ধ হইতে নির্গতা একটী কন্যাকে পাইয়াছিল। ৪৯।

ঐ কমনীয়া কন্যা মহানের গৃহেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে বিপুলা প্রীতি এবং কন্যাদানচিন্তাও হইয়াছিল। ৫০।

বন্ধুগণ প্রীতিবশতঃ ঐ কন্যার নাম আম্রপালী রাখিয়াছিল। ক্রমে ঐ কন্যা বাল্য উত্তীর্ণ হইয়া যৌবন প্রাপ্ত হইল। ৫১।

পিতা ঐ কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে, বৈশালিকগণ তাহাদের পূর্ব্বকৃত নিয়ম অর্থাৎ "কন্যা সঙ্ঘগণের উপভোগ্যা হইবে" এই নিয়মের ব্যতিক্রম সহ্য করিল না। ৫২।

কন্যাটী দুঃখসন্তপ্ত নিজ পিতার নিকট আসিয়া বলিল যে, যদি এইরূপ নিয়ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি গণেরই ভোগ্যা হইব ? ৫৩।

কিন্তু আমি স্বস্থানেই থাকিব এবং একজন থাকিতে অন্যের প্রবেশ হইবে না। প্রত্যহ পাঁচশত কার্ষাপণ আমার পণ নির্দ্দিষ্ট রহিল। ৫৪।

সপ্তাহ অন্তর আমার গৃহে বিচয় অর্থাৎ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অন্য সময় নহে। আমার এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম যে করিবে, সে বধ্য হইবে। ৫৫।

ঐ কন্যার এইরূপ নিয়ম জানিয়া তাহার পিতার বাক্যানুসারে গণেরা তাহাই স্বীকার করিয়া আদরসহকারে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছিল। ৫৬।

তৎপরে উৎকৃষ্ট রত্ন ও আভরণে ভূষিতা ঐ কন্যা সুবর্ণময় প্রাসাদে সমারূঢ় হইয়া দিন নির্দ্দেশ করিয়াছিল। ৫৭।

অনন্তর যে সকল পণীকৃত কামী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই, ঐ কন্যার প্রভাবে ক্ষীণতেজ হইয়াছিল। ৫৮।

তাহারা ভুজঙ্গবেষ্টিত চন্দনলতার ন্যায় ঐ কন্যাকে দেখিতেই সমর্থ হয় নাই, স্পর্শ করিতে পারা ত দূরের কথা। ৫৯।

তৎপরে ঐ সুন্দরী কন্যা যৌবনেরও যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার গুরুতর স্তনভারে যেন, মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া ভয় হইয়াছিল। ৬০।

তাহার সেই অদ্ভুতরূপ কামসম্ভোগ রহিত হওয়ায় শ্বভ্রোৎপন্ন হেমলতার পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছিল। ৬১।

কন্যা কৌতুকাশা বিনোদনের জন্য নানাদেশ হইতে সমাগত চিত্রকর দ্বারা গৃহমধ্যে রাজগণের প্রতিকৃতি করাইয়াছিল। ৬২।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজগণের চিত্র বিধান করিয়া ঐ কন্যা বিম্বিসারের রূপই কন্দর্পের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিল। ৬৩।

তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা কন্যার মনোভাব উদ্ভূত হইয়াছিল এবং কৌতূহলবশতঃ সেই চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ৬৪।

সখে! প্রীতিলতার পক্ষে বসন্তস্বরূপ এই রাজাটী কে? ইহাঁর সুধাময় কান্তি আমার লোচনদ্বয়ের অতিশয় প্রীতিপ্রদ হইতেছে। ৬৫।

কোন ধন্যা নারী ইহাঁর প্রণয়ভাগিনী হইয়াছে? সে নিশ্চয়ই উর্ব্বশীর সৌভাগ্যগর্ব্বকেও সংহার করিয়াছে। ৬৬।

কন্যা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, চিত্রকর তাহাকে বলিয়াছিল, ইনি রাজা বিম্বিসার। ইনি পুণ্যসম্পদের সারস্বরূপ। ৬৭।

স্বর্গবাসী দেবগণ ইহাঁর শৌর্য্য ও রূপের তুলনায় গ্রাহ্য হন না। বোধ করি, মন্মথও ইহাঁর সম্মুখে মনোরথভাজন হন না। ৬৮।

চিত্রকর এই কথা বলিলে, কন্যা ভূপালের দিকে লোচন নিক্ষিপ্ত

করিয়া রহিলেন। তিনি সহসাই অভিলাষ কর্ত্তৃক নূতন অভিমুখীকৃতা হইয়াছিলেন। ৬৯।

ইত্যবসরে রাজা বিম্বিসার নির্জ্জন স্বৈরগৃহে কথাপ্রসঙ্গে হাস্যদ্বারা অধরকান্তি ধবলিত করিয়া গোপকে বলিয়াছিলেন। ৭০।

সখে! আমার মনে যাহা কিছু আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। মিত্রের সহিত অবাধিত ও স্বচ্ছন্দ কথোপকথন সুধাবৎ মধুর হইয়া থাকে। ৭১।

শুনিতেছি যে, বৈশালিকগণ সেই রম্ভাগর্ভসমুদ্ভূতা রম্ভোরু কন্যাটীকে সাধারণভোগ্যারূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সে তেজস্বীর সহিত প্রণয়ের যোগ্য। তাহার প্রভাবে সকলেরই আশা বিনষ্ট হইয়াছে। এখনও মাতঙ্গ যেরূপ পদ্মিনীকে দূষিত করে, তদ্রূপ তাহাকে তাহারা দূষিত করিতে পারে নাই। ৭২—৭৩।

সেই অযোনিসম্ভূত স্ত্রীরত্নের নামশ্রবণেই কাহার মন আনন্দ ও কৌতুকরসে পরিপ্লুত না হয়। ৭৪।

আমার মন ও চক্ষু তাহাতে অভিলাষী হইয়াছে। মদীয় কর্ণ তাহার গুণশ্রবণে ধন্য হইয়াছে, একারণ আমার ইচ্ছা যে সততই তাহার গুণ শ্রবণ করি। ৭৫।

রাজা এই কথা বলিলে পর, গোপ তাঁহাকে বলিল, মহারাজ! সেই মন্মথনিধিটী ধূর্ত্তরূপ ভুজঙ্গগণে সংরুদ্ধ। ৭৬।

বিষমেষু কন্দর্প আপনাকে এই একটী বিষম পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এ পথ অতি দুর্গম। এখানে সামান্যমাত্রায় স্খলন হইলে, এরূপ ভাবে নিপাত হইবে যে, তাহা অতি দুঃসহ হইবে। ৭৭।

সে বাহিরে আসিতে পায় না। আপনারও তথায় গমন যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব এই নিরুপায় উভয়সঙ্কটে কি বলিব? ৭৮।

গোপ এই কথা বলিলেও রাজা উৎকণ্ঠা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তিও স্মরাতুর হইলে উচিতনীতির অনুসরণ করে না। ৭৯।

অতঃপর রাজা গোপের সহিত বৈশালিকপুরীতে গমন করিয়াছিলেন এবং অন্যবেশ ধারণ করিয়া হরিণেক্ষণার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৮০।

আম্রপালী চিত্রদর্শন দ্বারা চক্ষুর পরিচিত নরনাথকে বিলোকন করিয়া লজ্জায় ক্ষিতিতলে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৮১।

তিনি লজ্জায় নিরুত্তর হইলে কম্পবশতঃ শব্দায়মানা তদীয় রসনাই রাজার স্বাগতসম্ভাষণ করিয়াছিল। ৮২।

রাজা তথায় চিত্রে নিজ প্রতিকৃতি দেখিয়া ধন্যজ্ঞান করিয়াছিলেন এবং নয়নরূপ অঞ্জলি দ্বারা সেই লাবণ্যনদী পান করিয়াছিলেন। ৮৩।

সুন্দরী লজ্জাবশতঃ এবং রাজা আভিজাত্যবশতঃ মৌনাবলম্বন করিলে পর, গোপ হাস্যসহকারে আম্রপালীকে বলিয়াছিল, ৮৪।

তুমি চিত্রলিখিত আকারের একাগ্রভাবে ধ্যান করিয়াছ। সেই প্রভাবে মহারাজ অদ্য প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। ৮৫।

তুমি ইহাঁকে চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছ। ইনিও তোমাকে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। কে তোমাদের উভয়ের প্রেমদূত হইয়াছে তাহা জানি না। ৮৬।

ইত্যাদি কথাবন্ধ দ্বারা উভয়ের মনোরথ পরিপূর্ণ হইলে, কন্দর্প যাহা যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই আস্বাদন করা হইয়াছিল। ৮৭।

প্রচ্ছন্নকামুক রাজা বিম্বিসার সপ্তরাত্রি কাল আম্রপালীর ভবনে অদৃশ্য নির্জনস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৮৮।

ক্রমে পুষ্পিতা লতার ন্যায় আম্রপালী রাজা হইতে গর্ভ ধারণ করিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন এবং রাজাকে বৃত্তান্ত জানাইলেন। ৮৯।

তৎপরে বেশ্মবিচয় অর্থাৎ গৃহানুসন্ধান আসন্ন হইলে, রাজা ভাবিপুত্র পরিজ্ঞানের জন্য তাহাকে অঙ্গুরীয়কটী দিয়া চলিয়া গেলেন। ৯০।

সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বলকান্তি ও লোকলোচনের সম্মত রাজা চলিয়া গেলে সদ্যঃসমুদিত বিরহরূপ অন্ধকারের আক্রমণে আম্রপালীর মুখপদ্ম মলিন হইয়াছিল। সে নিশার ন্যায় সায়ন্তন মন্দবায়ুর সংস্পর্শে অভিভূতা হইয়া শোক ও উচ্ছ্বাসবশতঃ হাসহীনা হইয়াছিল। ৯১।

আম্রপালী পাণিপদ্ম দ্বারা কপোলদেশ, সঙ্কল্প দ্বারা রাজা এবং অঙ্গ দ্বারা নূতন কৃশতা বহন করিয়া নিমীলিত হইয়াছিলেন। ৯২।

কালক্রমে কল্যাণী আম্রপালী সুবুদ্ধি যেরূপ বিনয় প্রসব করে, তদ্রূপ পিতার প্রতিবিম্বসদৃশ একটী পুত্র প্রসব করিল। ৯৩।

পুত্রটী চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে, এটী রাজা বিম্বিসারের পুত্র এই কথাই লোকে প্রচার হইল। ৯৪।

যখন শিশুগণ ক্রীড়াপ্রসঙ্গে অমর্ষান্বিত হইয়া সেই সেই অনুচিত অপবাদ দ্বারা বালককে গালাগালি দিত, তখন আম্রপালী পুত্রকে বিদ্যার্জ্জনের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া অঙ্গুরীয়কটী আহার হস্তে দিয়া বণিক্-সম্প্রদায়ের সহিত তাহাকে পিতৃস্থানে পাঠাইয়াছিল। ৯৫-৯৬।

রাজা বিম্বিসারও সদৃশপ্রকৃতি আত্মজকে পাইয়া হর্ষসহকারে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯৭।

আম্রপালীর এই বৃত্তান্ত লোকমধ্যে বিশ্রুত হইলে, কৌতুকপরায়ণ ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ জিন বলিয়াছিলেন। ৯৮।

রাজগৃহপুরে রাজবল্লভ উদ্যানকাননে মালতী নামে এক উদ্যান-পালিকা ছিল। একদা সে যদৃচ্ছাসমাগত প্রসাদার্দ্র রাজর্ষি প্রত্যেক-বুদ্ধকে চূতপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়াছিল। ৯৯-১০০।

সে তাঁহার সম্মুখে চিত্তপ্রসাদপূর্ব্বক প্রণিধান করিয়াছিল যে, আমি যেন অযোনিজা ও রাজপত্নী হই। ১০১।

পুণ্যরূপ পুষ্প ও ফলের ভোগশালিনী সেই উদ্যানপালিকাই আম্র-পালীরূপে দিব্যদেহ লাভ করিয়াছে। ভিক্ষুগণ এইরূপ উদার চরিত শ্রবণ করিয়া সহসা বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। ১০২।

—০—

একবিংশ পল্লব

জেতবন প্রতিগ্রহাবদান

दृष्टं मुष्टिनिविष्टपारदकणाकारं नराणां धनं
धन्योऽसौ यशसा सहाक्षयपदं यद्यस्यविद्योतते ।
दीनानाथगणार्पणोपकरणीभूतप्रभूतश्रियः
पुण्यारामविहारचैत्यभगवद्बिम्बप्रतिष्ठादिभिः ॥१॥

মনুষ্যগণের ধনসম্পদ্ মুষ্টিনিবিষ্ট পারদকণার ন্যায়ই দেখা যায়। যাঁহার প্রভূত সম্পদ্ দীন ও অনাথগণের উপকারে আসে, সেই ব্যক্তিই ধন্য। পবিত্র আরাম, বিহার, চৈত্য ও ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাদির জন্য অক্ষয় যশের সহিত সেই ব্যক্তিই বিদ্যোতিত হন। ১।

শ্রাবস্তী নগরীতে দত্ত নামে এক গৃহপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুদত্ত পুণ্যসম্পদের আকর ছিলেন। ২।

সুদত্ত বাল্যকালেই যাচকগণকে নিজ অলঙ্কার প্রদান করিতেন। পূর্ব্বজন্মের বাসনাভ্যাস কাহারও কেহ নিবারণ করিতে পারেনা। ৩।

তাঁহার পিতা নিত্যই তাঁহাকে আভরণ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু সুদত্ত সদাই তাঁহাকে নদী হইতে সমুদ্ধৃত অন্য আভরণ দেখাইতেন। ৪।

সুদত্ত সর্ব্বত্র নিধি দর্শন করিতেন। তাঁহার পিতা স্বর্গগত হইলে তিনি দীন ও অনাথগণকে দান করিতেন বলিয়া অনাথপিণ্ডদ নামধারী হইয়াছিলেন। ৫।

দানকারী সুদত্ত কালক্রমে পুত্রবান্ হইয়া পুত্রবাৎসল্যবশতঃ পুত্রের বিবাহের জন্য একটী কন্যা অন্বেষণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ৬।

তিনি একটী কন্যা অন্বেষণ করিবার জন্য মধুস্কন্ধ নামক একটী সুদক্ষ ব্রাহ্মণকে, রাজগৃহনগরে পাঠাইয়াছিলেন। ৭।

ঐ ব্রাহ্মণ মগধদেশে গিয়া রাজগৃহনগরে গমনপূর্ব্বক মহাধন নামক গৃহপতির নিকট কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৮।

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন যে, শ্রাবস্তী নগরীতে অনাথপিণ্ডদ নামক বিখ্যাত গৃহপতির পুত্র সুজাতকে কন্যাটী প্রদান করুন। ৯।

মহাধন বলিলেন যে, এসম্বন্ধ আমাদের মনোনীত ও কুলোচিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের বংশে কন্যার শুল্ক অধিক লওয়া হয়। ১০।

শত শত উৎকৃষ্ট রথ, গজ, অশ্ব, অশ্বতর এবং দাসীনিচয় ও নিষ্ক যদি দিতে পারেন, তাহা হইলে দিউন। ১১।

মহাধন এই কথা বলিলে পর, ব্রাহ্মণ হাস্যসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, এই সামান্য শুল্ক অনাথপিণ্ডদের গৃহে দেওয়া হইবে। ১২।

ব্রাহ্মণ সমস্ত শুল্কের কথা অঙ্গীকার করিলে পর, মহাধন আদর পূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ১৩।

ব্রাহ্মণ তথায় অযন্ত্রিতভাবে নানাবিধ ভক্ষ্য ও ভোজ্য আহার করিয়া রাত্রিকালে বিসূচিকাক্রান্ত হওয়ায় বিপুল ব্যথাবশতঃ চীৎকার করিয়াছিল। ১৪।

যাহারা লোভবশতঃ রাত্রিকালে নিদ্রাসুখের নাশক অধিক অন্ন ভোজন করে, তাহারা পরলোকে সুখের জন্য পুণ্যকর্ম্ম কিরূপে করিবে? ১৫।

পরিজনগণ অশুচিভয়ে তাহাকে গৃহের বাহিরে ত্যাগ করিয়াছিল। শঠ দাসজন স্বভাবতঃই নিরপেক্ষতার আস্পদ হয়। ১৬।

ঐ ব্রাহ্মণের পুণ্যবলে করুণাপরায়ণ শারিপুত্র মৌদ্গল্যায়নের সহিত ঐ পথে আসিতেছিলেন। তিনি তাঁহার বংশদণ্ড দ্বারা মৃত্তিকা

গ্রহণ করিয়া তাহার অঙ্গে লিপ্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে প্রক্ষালন করিয়া ধর্ম্মোপদেশপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণও তাঁহাদের সম্মুখে চিত্ত প্রসন্ন করিয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক চতুর্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭,১৮,১৯।

তিনি তথায় বিশ্রবণের আদেশে মর্ত্ত্যলোকে নিজ নিকেতনের শিবিরদ্বারে পূজাধিষ্ঠানের জন্য একটী নিধি করিয়াছিলেন। ২০।

অনন্তর অনাথপিণ্ডদ পত্রদ্বারা সম্বন্ধ নিশ্চয় জানিতে পারিয়া যথা-কথিত শুল্ক গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং তথায় গিয়াছিলেন। ২১।

তিনি বৈবাহিকের গৃহে গমন করিয়া আশ্চর্য্যজনক পর্ব্বতাকার রাজভোগ্য ভক্ষ্যসামগ্রী দেখিয়াছিলেন! ২২।

স্বচ্ছমনাঃ অনাথপিণ্ডদ বিস্ময়বশতঃ গৃহপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এত প্রভূত ভক্ষ্যসম্ভার কেন? আপনি কি রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন? ২৩।

গৃহপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি সঙ্ঘসহ ভগবান বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। এজন্য আমার গৃহে এত মহোৎসব। ২৪।

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের নামশ্রবণেই রোমাঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় সহসা ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়াছিলেন। ২৫।

কাহারও নামমাত্র উচ্চারিত হইলে তাহার অর্থ না জানিলেও এক অনির্ব্বচনীয় পূর্ব্বজন্মানুবন্ধী স্বাভাবিক ভাব উদয় হয়। নূতন মেঘ গর্জ্জন করিলে ময়ূর হর্ষাভিলাষ প্রকাশ করিয়া সুন্দর নৃত্য ও চক্রাকার ভ্রমণ করিয়া থাকে। ২৬।

অনাথপিণ্ডদের মুখপদ্মে এক নূতন কান্তি উদিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, ভগবান্ বুদ্ধ কে। সঙ্ঘই বা কাহাকে বলে? ২৭।

গৃহপতি মহাধন অনাথপিণ্ডদ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া

হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন, অহো! তুমি এই ভুবনত্রয়মধ্যে একমাত্র শাস্তা ভগবান্ বুদ্ধকেও জান না। ২৮।

যে ব্যক্তি সংসারবন্ধনে ভীত ও শরণার্থিগণের শরণ্য ভগবান্ জিনকে জানে না, সে ইহলোকে কেবল বঞ্চিত হইয়াই রহিয়াছে। ২৯।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানসাগরের তরণের উপায়ভূত নিজ আয়ুঃকাল বৃথা ব্যয় করিয়াছে, এতাদৃশ মোহলীন ও বিফলজন্মা ব্যক্তির আবশ্যক কি? ৩০।

ভগবান্ গোতমবুদ্ধ শাক্যরাজবংশে উদ্ভূত হইয়াছেন; তিনি অনগারিক এবং অনুত্তরা সম্যকসম্বোধি লাভ করিয়াছেন। ৩১।

পশ্চাৎ তাঁহারই অনুগ্রহে প্রব্রজিত ও রাগবর্জ্জিত ভিক্ষুগণের সমূহকে সঙ্ঘ বলে। ৩২।

আমি নিজকুশল অভিলাষ করিয়া পুণ্যপণ লাভ আশায় সেই বুদ্ধ-প্রমুখ সঙ্ঘকে প্রণয়সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। ৩৩।

অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধাবলম্বন ভাবেই রাত্রিকালে নিদ্রাগত হইয়া-ছিলেন। ৩৪।

রজনী এক প্রহর অবশিষ্ট থাকিতেই তিনি সমাকৃষ্টবৎ উৎসুক হইয়া এবং প্রভাত হইয়াছে বুঝিয়া পুরদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া-ছিলেন। ৩৫।

তৎপরে শিবিকাদ্বারে গিয়া যেন দেবতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মধুস্কন্ধ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলের পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৬।

তৎপরে তিনি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেরূপ অমৃত লাভ করিয়া প্রমুদিত হয়, তদ্রূপ অনুপম প্রমোদে পরমসুখী হইয়া-ছিলেন। ৩৭।

পথিকজন যেরূপ ছায়াতরু পাইয়া গতসন্তাপ হয় এবং বিশ্রান্তি

লাভ করে, তদ্রূপ তিনি দূর হইতেই ভগবান্‌কে দেখিয়া সন্তাপ ত্যাগ-পূর্ব্বক বিশ্রান্তি লাভ করিয়া শীতল হইয়াছিলেন। ৩৮।

আকাশ যেরূপ শরৎসমাগমে মেঘান্ধকারবর্জ্জিত হয়, তদ্রূপ ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার মন বিমল হইয়াছিল। ৩৯।

পুণ্যশীল ও প্রসন্নচিত্ত জনগণের এক অনির্ব্বচনীয় অনুভাব হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা চিত্তবৃত্তির কোন বাধাই থাকে না। ৪০।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, অহো আমার মোহ বিলীন হইয়াছে। কি এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি হইয়াছে, ইহা আর উচ্ছেদ হইবে না। ৪১।

আমি পূর্ব্বে যে ভগবান্‌কে দেখি নাই, তজ্জন্য এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। এই মূর্ত্তি অধন্যগণের লোচনগোচর হয় না। ৪২।

ইহাঁর দৃষ্টি অমৃতের ন্যায় মধুর ও উদার। ইহাঁর দ্যুতি চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ। ইহাঁর ব্যবহার করুণাপূর্ণ এবং বুদ্ধি প্রসাদময়ী। ইনি আমার প্রত্যাসন্ন হইয়াই আমার অতিশয় বৈরাগ্য সম্পাদন করিতে-ছেন। যাঁহারা রজোগুণবর্জ্জিত, তাঁহাদের প্রিয় পরিজনগণও নিঃসং-সার হয়। ৪৩।

অনাথপিণ্ডদ চিত্ত প্রসন্ন করিয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভগ-বানের নিকট উপগত হইয়া সানন্দে তাঁহার পাদপদ্মে বন্দনা করিয়া-ছিলেন। ৪৪।

ভগবান্‌ও তাঁহাকে পাইয়া প্রসাদ ও আনন্দসূচক এবং করুণা-পূর্ণ মুখকান্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ৪৫।

তিনি তাঁহার জন্মরজঃ শুদ্ধি করিবার জন্য আশ্বাসজননী ও উজ্জ্বলা দৃষ্টিরূপ সুধানদী ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ৪৬।

অনন্তর ভগবান্ চতুর্বিধ আর্য্যসত্যের প্রতিভাববিধায়িনী ও মঙ্গল-জননী ধর্ম্মদেশনা তাহার প্রতি বিধান করিয়াছিলেন। ৪৭।

অনাথপিণ্ডদ ভগবানের শাসনে সমস্ত ক্লেশরাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ জন্ম বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিয়া নতভাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ৪৮।

হে ভগবন্! আমি সময় অতিক্রান্ত করিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। এখন আমি বাসনাভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি। আমার আর সংসারে প্রীতি নাই। ৪৯।

মহাজনের দর্শন অশুভ দূর করে, শুভ বিধান করে এবং উচিত আচরণ সূচনা করে। ৫০।

আমি নিজপুরীতে আপনার বিহারের জন্য পরমাদরে একটী রত্নসার ও উদার বিহার নির্ম্মাণ করিতেছি। ৫১।

আপনি তথায় সতত অবস্থান দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমরা সপর্য্যা ও পরিচর্য্যা দ্বারা আপনার সেবা করিব। ৫২।

ভগবান্ তাঁহার প্রার্থনায় তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন সাধুগণ প্রণয়িজনের প্রার্থনা ভঙ্গ করিয়া প্রগল্ভতা করেন না। ৫৩।

অনাথপিণ্ডদ ভগবান্‌কে এইরূপে আমন্ত্রণ করিয়া ভগবানের আদিষ্ট ভিক্ষু শারিপুত্রের সহিত শ্রাবস্তী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। ৫৪।

তথায় জেতকুমার কর্ত্তৃক দত্ত প্রভূত হিরণ্য গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বকথিত বিহারনির্ম্মাণের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ৫৫।

তাঁহার ভক্তি ও উৎসাহ প্রযুক্ত দেবগণ সেই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডদ বিহারটী ঠিক স্বর্গসদৃশ করিয়াছিলেন। ৫৬।

জেতকুমারও ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ তথা নিজযশঃ ও পুণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটী দ্বারকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৫৭।

অতঃপর তীর্থিকগণ সেই অদ্ভুত বিহারারম্ভ অবলোকন করিয়া দ্বেষবশতঃ অপবাদ বিবাদ করিয়া পরস্পর কলহ করিয়াছিল। ৫৮।

রক্তাক্ষপ্রমুখ ক্ষুদ্রপণ্ডিত তাহাদের প্রতি মাৎসর্য্যবশতঃ সদাই সম্মুখে থাকিয়া সপক্ষ কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভয়জনক হইয়াছিল। ৫৯।

অনাথপিণ্ডদ যতদিন বাদিজয় না হয়, সে পর্য্যন্ত বিহার নির্ম্মাণ-কার্য্য রোধ করিয়াছিলেন। তখন অনাথপিণ্ডদের কথানুসারে শারিপুত্র আগমন করিয়াছিলেন। ৬০।

অনন্তর রক্তাক্ষ নিজ প্রভাবোৎকর্ষ দেখাইবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ইন্দ্রজালবলে একটী উৎফুল্ল সহকারবৃক্ষ দেখাইয়াছিলেন। ৬১।

তৎপরে শারিপুত্রের প্রভাবে উত্থিত বিপুল তদীয় মুখানিলদ্বারা ঐ সহকারবৃক্ষ উন্মূলিত হইয়া তীর্থিকগণের উৎসাহের সহিত খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। ৬২।

তৎপরে রক্তাক্ষ প্রফুল্লকমলশোভিতা একটী সুন্দর পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিলে শারিপুত্রনির্ম্মিত একটী হস্তী উহাকে পঙ্কাবশেষ করিয়াছিল। ৬৩।

অনন্তর রক্তাক্ষ একটী সপ্তশীর্ষ মহাসর্প শারিপুত্রের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলে শারিপুত্রনির্ম্মিত গরুড়-পক্ষাগ্রমারুতদ্বারা উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ৬৪।

তখন রক্তাক্ষ একটী বেতালকে আহ্বান করিয়াছিল। শারিপুত্রের মন্ত্রপ্রভাবে প্রেরিত হইয়া ঐ বেতাল রক্তাক্ষকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ৬৫।

রক্তাক্ষ বেতাল কর্ত্তৃক অভিহন্যমান হইলে তাহার গর্ব্ব ও মান নষ্ট হইয়াছিল। তখন সে শারিপুত্রের পদানত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইয়াছিল। ৬৬।

রক্তাক্ষ এইরূপ পরাজয়ে শারিপুত্রের শরণাগত হওয়ায় বৈরাগ্যবশতঃ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধা বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৬৭।

অন্যান্য তীর্থিকগণ বিদ্বেষ ও ক্রোধে বিকৃত হইয়া ভিক্ষুগণের বধের উদ্দেশে কর্ম্মকর ব্যাজে তথায় অবস্থান করিয়াছিল। ৬৮।

কালক্রমে শারিপুত্র তাহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারাও তাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রেই মৈত্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। ৬৯।

তিনি তাহাদের আশয়, ধাতু ও প্রকৃতি বিচার করিয়া ধর্ম্মদেশনা দ্বারা তাহাদের অনুত্তরা দশা বিধান করিয়াছিলেন। ৭০।

অতঃপর এই বিহারের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে আরম্ভ হইলে, শারিপুত্র হাস্যসহকারে অনাথপিণ্ডদকে বলিয়াছিলেন, ৭১।

এই বিহারের সূত্রপাতের তুল্যক্ষণেই তুষিতনামক দেবস্থানে একটী হেমময় বিহার রচিত হইয়াছে। ৭২।

এই কথা শুনিয়া অনাথপিণ্ডদের অন্তরে দ্বিগুণ প্রসাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি হেম ও রত্নে বিহারটী অধিকতর সুন্দর করিয়াছিলেন। ৭৩।

অতঃপর অনাথপিণ্ডদ বিহারাগমনপথে রাজার্হ বিভব উপকল্পিত করিলে দেবগণকর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া ভগবান্ জিন দেবগণসহ তথায় আসিয়াছিলেন। ৭৪।

তাঁহার আগমনহর্ষে ভুবনত্রয় প্রসন্ন হইলে, অনাথপিণ্ডদ তাঁহার উদ্দেশে বারিধারা নিপাতিত করিয়াছিলেন। ৭৫।

সেই বারিধারা যখন ঐ প্রদেশে পতিত হইল না, তখন ভগবানের বাক্যানুসারে সত্বর উহা অন্য স্থানে পতিত হইয়াছিল। ৭৬।

ভিক্ষুগণ এই ব্যাপার দেখিয়া কৌতুকবশতঃ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা

করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, এই বারিস্তম্ভের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৭৭।

ইনি এই স্থানটী পূর্ব্বকালীন বুদ্ধগণকে প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। একারণ বারিধারা এখানে না পড়িয়া অন্যত্র পতিত হইল। ৭৮।

পুরাকালে ইনিই এই বরারামপ্রদেশ বিপশ্যীনামক সম্যক্‌-সম্বুদ্ধকে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ৭৯।

পুনরায় ইনি পুষ্যজন্মে শিখিনামক বুদ্ধকে এই ভূমি দান করিয়াছিলেন। তৎপরে রঘুজন্মে বিশ্বভূ নামক জিনকে দান করিয়াছিলেন। ৮০।

পুনশ্চ ইনি ভবদত্ত নামে উৎপন্ন হইয়া ককুচ্ছন্দকে এই ভূমি দিয়াছিলেন এবং বৃহস্পতি নামে উৎপন্ন হইয়া কনকাখ্য তপস্বীকে এই ভূমি দান করেন। ৮১।

পুনশ্চ ইনি আষাঢ়জন্মে কাশ্যপকে এইস্থান দিয়াছিলেন। এখন ইনি এইস্থান আবার আমাকে দিতেছেন। ৮২।

ইনি কালক্রমে সুধন নামে উৎপন্ন হইয়া মৈত্রেয়কে এই ভূমি প্রদান করিবেন। ইনি সত্ত্বসম্পন্ন এবং ক্ষমাশীলতানিবন্ধন অনেক নিধান দেখিতে পাইতেছেন। ৮৩।

পুনশ্চ ইনি হেমপ্রদনামে গৃহপতি হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধের পরিনির্বৃতি হইলে তাঁহার সংস্কার করিয়াছিলেন। ৮৪।

তাঁহার অস্থি রত্নকুম্ভে নিহিত করিয়া প্রণিধান করিয়াছিলেন। ঐ প্রণিধানবলে অধুনা ইনি রত্নকোষসম্পন্ন ও সুবর্ণভাজন হইয়াছেন। ৮৫।

ভিক্ষুগণ অমৃতসারের ন্যায় মধুর ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুণ্যানুষ্ঠায়ীর প্রতিষ্ঠাদি জন্য পূর্ণপুণ্যরূপ পুষ্পের সৌগন্ধে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৮৬।

দ্বাবিংশ পল্লব

পিতাপুত্র-সমাদান

अहो महार्हं मणिवन्महत्त्वं भव्या भजन्ते गुणगौरवेण ।

विना गुणं यद्वपुषां गुरुत्वं स्थूलोपलानामिव निष्फलं तत् ॥१॥

অহো, ভব্যগণ মণির ন্যায় গুণগৌরবে মহত্ত্ব লাভ করেন। গুণ না থাকিলে শরীরের গুরুত্ব স্থূল উপলের ন্যায় নিষ্ফল। ১।

পুরাকালে শাক্যপুরে শুদ্ধিসুধার নিধানস্বরূপ শুদ্ধোধন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বৈরাগ্যযোগবশতঃ সুগতভাবপ্রাপ্ত নিজ পুত্রের বিষয় স্মরণ করিয়া অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। ২।

তিনি চিন্তা করিতেন যে, আমি পুণ্য ও গুণের সৌরভে সুবাসিতা সরস্বতীর বাসস্থান পদ্মের শ্রীসম্পন্ন এবং মনঃপ্রসাদের বিলাসসৌধ-স্বরূপ পুত্রের বদন কবে দেখিতে পাইব? ৩।

তাঁহার দর্শনলালসায় তাঁহাকে আনিবার জন্য যে যে ব্যক্তিকে আমি জেতবনে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা সকলেই নির্নিমেষনয়নে তাঁহাকে বিলোকন করিয়া অমৃতপানে আসক্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতেছে। ৪।

আমার আত্মতুল্য প্রণয়বান্ উদায়ীকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছি, সেও আমার লিখন হস্তে করিয়া তথায় গিয়া স্বর্গসদৃশ মনোরম জেতবনে চিত্রপুত্তলীর ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। ৫।

আমি যে সন্দেশবাক্য তাহার দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা নিশ্চয়ই সে বিস্মৃত হইয়াছে। সকলেই নিজ হিত অভিলাষ করিয়া থাকে এবং পরকার্য্যে শীতলতা ধারণ করে। ৬।

হে পুত্র! সত্বর আসিয়া পীযূষধারাসদৃশ ত্বদীয় বিলোকন দ্বারা মদীয় অঙ্গ নিষিক্ত কর। তোমার নিঃসঙ্গতা মুহূর্ত্তকালের জন্য বিশ্রান্ত হউক। তুমি দয়া করিয়া বন্ধুকার্য্য কর। ৭।

আমার এইকথা শুনিয়া সে কেন আমাকে দর্শন দিতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিবে? (তাহা কখনও নহে) পল্লববৎ কোমল তদীয় চিত্তের এরূপ স্বভাব নহে যে কাহারও প্রণয়ভঙ্গ করে। ৮।

ধরাধিনাথ শুদ্ধোদন এইরূপ মনোরথদ্বারা তাঁহার দর্শনের জন্য অগ্রসর হইলে প্রব্রজ্যাদ্বারা তদীয় প্রসাদপ্রাপ্ত উদায়ী হর্ষভরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৯।

নৃপতি উদায়ীকে আনন্দপূর্ণমনা ও প্রব্রজ্যাদ্বারা তাঁহার কুমারের সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন দেখিয়া অতিশয় উৎকন্ঠিত ও অধৈর্য্য হইয়া সংমোহবশতঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০।

তৎপরে শীতল জলদ্বারা সংজ্ঞা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি আসিবেন? তখন উদায়ী বলিলেন যে, হে দেব! কতিপয় দিন মধ্যেই তিনি সাদরে আপনার নিকট আসিবেন। ১১।

তৎপরে কয়েক দিন অতীত হইলে, ভগবান্ কুমার ভিক্ষুগণানুযাত হইয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধিসম্পন্ন দেবগণসহ শনৈঃ শনৈঃ আকাশমার্গে আসিয়াছিলেন। ১২।

কুমার স্বর্গীয় সুন্দরীগণের পাণিপদ্মদ্বারা সমর্পিত মন্দারমালায় ভূষিত হইয়া স্বর্গগঙ্গার ফেণকূটদ্বারা হাস্যময়বৎ পরিদৃশ্যমান হিমাদ্রির ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন। ১৩।

মেঘের সহিত সঙ্ঘট্টন হওয়ায় প্রস্খলিত এবং শব্দায়মান সুবর্ণ-ঘণ্টিকাসমন্বিত বহু বিমান দ্বারা দিঙ্মুখসকল যেন শাস্তার প্রতি ভক্তিবশতঃ স্তব করিতেছিল। ১৪।

বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণসমন্বিত দেবগণ শ্বেতছত্র দ্বারা সূর্য্য ও তারকা-

মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া গগনমার্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনে গগন নিরন্তর, অর্থাৎ অবকাশরহিত হইয়াছিল। ১৫।

আকাশ হইতে, দিঙ্মুখ হইতে এবং পৃথিবী হইতে সমাগত সকল ব্যক্তিই ক্ষণকালের জন্য সর্ব্বলোকের উপকারপরায়ণ, সর্ব্বাকার-সম্পন্ন ও সর্ব্বময়প্রকাশ ভগবান্‌কে দেখিয়াছিল। ১৬।

জনগণ লোকলোচনের হর্ষজনক, পুণ্য ও উৎসবের নিধান এবং তেজোনিধি ভগবান্‌কে বিলোকন করিয়া অদ্ভুতরসে আপ্লুত হইয়াছিল। ১৭।

ভূমিপতি উদায়ীকর্ত্তৃক কথিত, আশ্চর্য্যভূত ও মনোজ্ঞ কুমারের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দূর হইতে জগদ্‌গুরু কুমারকে প্রণাম করিয়াছিলেন। ১৮।

অনন্তর কুমার অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রণয়সহকারে রাজা কর্ত্তৃক সংপূজ্যমান ও আর্য্যজনগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া প্রভাদ্বারা দিঙ্মুখ উদ্ভাসিত করিয়া ন্যগ্রোধবৃক্ষশোভিত রত্নভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৯।

ত্রিভুবনের শাস্তা কুমার তথায় রত্নপ্রভাচিত্রিত ও পাদপীঠসঙ্গত হেমময় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বোধ হইয়াছিল, যেন সূর্য্য সুমেরুপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ২০।

রাজা নিজ মনোরথ ও প্রার্থনানুসারে উপস্থিত কুমারের মানসরূপ চন্দ্রের অমৃতপ্রবাহসদৃশ নয়ন বিলোকন করিয়া নির্বৃতিবশতঃ নির্নিমেষ হওয়ায় ক্ষণকাল ত্রিদশভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২১।

রাজা অত্যন্ত হর্ষবশতঃ অশ্রুদ্বারা নিরুদ্ধকণ্ঠস্বর হইয়া এবং হারস্থ রত্নে প্রতিবিম্বিত কুমারকে হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া প্রীতি-সহকারে বলিয়াছিলেন, ২২।

সকলেই স্বভাবতঃ সন্তোষবশতঃ হিমাচলবৎ শীতল কুশলস্থলীতে

রত হয়। কিন্তু তুমি কি জন্য আমাদিগের পক্ষে বিরহোপদেশ করিয়াছ। ইহাতে অবশ্যই সাধুজনের উপকার হইতেছে। ২৩।

স্নেহ, প্রমোদ ও গুণগৌরব বশতঃ মদীয় বুদ্ধি আলিঙ্গন জন্য, স্থিরসঙ্গম জন্য ও পাদপ্রণাম জন্য যুগপৎ বলপূর্ব্বক তোমাতে ধাবিত হইতেছে। ২৪।

আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা গুণহীন বা বিরস হইলেও প্রণয়োপরোধে তোমাকে শুনিতে হইবে। স্নেহ ও মোহের অবাচ্য কিছুই নাই। ২৫।

তুমি উজ্জ্বলরত্নে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের প্রভায় প্রাবৃত এই সকল হেমময় প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য জনশূন্য বনে যাইতেছ। ২৬।

তুমি কামিনীগণের করদ্বারা আবর্জিত হেমকুম্ভস্থ সুরভি জলদ্বারা স্নান করিতে অভ্যস্ত হইয়া কিরূপে ধূলিদ্বারা সন্তপ্তজলা মরুস্থলীতে একাকী স্নান কর। ২৭।

কুণ্ডলরত্নের কান্তি তোমার গণ্ডস্থল হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, ইহাই তুমি ভূষণ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। অকস্মাৎ কেন তোমার সুখেচ্ছ বিগত হইল? চন্দ্রবৎ শুভ্র চন্দনও কেন তোমার আনন্দদায়ক হয় না? ২৮।

মহাবিতানশোভিত, শেষাহিবৎ শুভ্র রাজযোগ্য শয্যায় কেন শয়ন করনা? লক্ষ্মীর নূতন আলিঙ্গনের যোগ্য ত্বদীয় দেহ কিরূপে কুশয্যা সহ্য করে। ২৯।

কামিনীগণের হাস্যচ্ছটারূপ অংশুকাবরণের যোগ্য তোমার অঙ্গ কিরূপে চীবরের যোগ্য হইতে পারে। লীলাকমলাস্পদ তোমার এই হস্তে অধুনা কেন ভিক্ষাপাত্র প্রিয় হইল। ৩০।

কান্তাগণের সোৎকণ্ঠ ভুজবন্ধনের যোগ্য ত্বদীয় এই কণ্ঠপীঠ

হারশূন্য হওয়ায় সম্ভোগলক্ষ্মীর প্রমোদ নাশ করিয়া অকস্মাৎ প্রণয়ভঙ্গ করিতেছে। ৩১।

ত্বদীয় রূপ দ্বারা পুষ্পচাপ কন্দর্প লজ্জাপ্রাপ্ত হন। তোমার বিভূতি মত্তহস্তীর কুম্ভসদৃশ উচ্চকুচশালিনী এবং তোমার যৌবন রতির বিলাসকাননস্বরূপ। বৈরাগ্য কিছুতেই তোমার উপযুক্ত নহে। ৩২।

শীলনিধি কুমার এই কথা শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রলেখার ন্যায় সুললিত হাস্যচ্ছটা দ্বারা বহুতর রাজগণের মুকুটরত্নের প্রভায় রঞ্জিতা রাজলক্ষ্মীকে আচ্ছাদিত করিয়া বলিয়াছিলেন। ৩৩।

হে রাজন্! জীববৃত্তি যদি তরঙ্গের ন্যায় লোলা এবং জরা ও রোগ দ্বারা উপহতা না হইত, তাহা হইলে প্রহর্ষরূপ অমৃতবর্ষী বিষয়াভিলাষ কাহার না প্রিয় হইত। ৩৪।

যাঁহারা শান্তিরূপ অমৃত পান করিয়া সুস্থির হইয়াছেন, তাঁহাদের বনান্তভূমি হইতে পতন হয় না। যাঁহারা বিভূতির লীলায় মদবিহ্বল হন, তাঁহাদের অন্তকালে প্রাসাদ হইতে নিপাত হইয়া থাকে। ৩৫।

রাজগণ কুঙ্কুমমিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করিয়া থাকেন এবং উহাদ্বারা তাঁহারা সরাগতা প্রাপ্ত হন; কিন্তু সন্তোষশীল ব্যক্তি চিত্তপ্রসাদরূপ বিশুদ্ধ জলে ধৌত হইয়া বিমল হইয়া থাকেন। ৩৬।

শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাই কর্ণ ভূষিত হয়, কুণ্ডল দ্বারা হয় না। দান দ্বারাই পাণি ভূষিত হয়, কঙ্কণ দ্বারা হয় না। করুণাকুল ব্যক্তির দেহ পরোপকার দ্বারাই শোভিত হয়, চন্দন দ্বারা হয় না। ৩৭।

ভূভৃদ্‌গণের উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট বিভূষণ সজ্জনগণের ভোগ্য নহে। মুক্তার কিরণ রূপ শুভ্রহাস্য দ্বারা শোভিত বিভূষণ মোহাহত ব্যক্তিগণেরই প্রিয় হয়। ৩৮।

রাগাতুর, রিপুতাপিত এবং ধনচিন্তাপরায়ণ রাজগণের সুখস্পর্শ শয্যাতেও নিদ্রা হয় না। কিন্তু শান্তিশীল জন সর্ব্বত্রই সুখে শয়ন করেন। ৩৯।

অহিনির্মোকবৎ সূক্ষ্ম মূল্যবান্ বস্ত্র দ্বারা ভুজঙ্গের ন্যায়ই স্বভাব হইয়া থাকে। ভিক্ষাপাত্রে পতিত পবিত্র অন্ন অমৃততুল্য হয়। ৪০।

ছত্র মুখমণ্ডলকে অত্যন্ত অপ্রকাশ করে। ব্যজনের বায়ুপ্রবাহ মনকে চঞ্চল করে এবং হরিচন্দনাদ্র হার রাজগণের হৃদয়ে অধিকতর জাড্য উৎপাদন করে। ৪১।

বিভূতি বিয়োগ ও রোগের অনুগতা। ক্ষণকালেই কান্তার অস্ত হয়। বিলাসে কোন রস নাই। যাহাতে অপায় সতত বিদ্যমান রহিয়াছে, এরূপ ভোগের উপভোগ কখনই সুভগ নহে। ৪২।

ভোগ্যবস্তুর উপভোগ সততই জৃম্ভাসহ জড়তা উৎপাদন করে এবং তৃষ্ণা, ভ্রম, মোহ ও মূর্চ্ছা সম্পাদন করে। ইহা বলপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইলে, ইহার সরসতা অসহ্য বলিয়াই বোধ হয়। ৪৩।

মুখশ্রী যখন নব চন্দ্রলেখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, যৌবনও প্রভাত-পুষ্প সদৃশ এবং শরীর কর্ম্মরূপ তরঙ্গমালায় আকুলিত, তখন আমার কিছুতেই আর অনুরাগ নাই। ৪৪।

রাজলক্ষ্মী স্বভাবতঃই চঞ্চলা। রাজলক্ষ্মীর অঙ্গভূত চামর, ধ্বজাপট, ঘোটকের স্কন্ধ ও লাঙ্গূলাদির লোম এবং হস্তীর কর্ণতাল সমস্তই চঞ্চল। সকল বিলাসই ক্ষণভঙ্গুর। ৪৫।

কুমার রাজার কুশলের জন্য এইরূপ বাক্য বলিয়া, তাঁহার চিত্ত-প্রসাদ বিধানপূর্ব্বক দৃষ্টিদ্বারা শান্তিতরঙ্গের সুধাধারা বিকিরণ করিয়া পার্ষদগণকে বিলোকন করিয়াছিলেন। ৪৬।

তিনি শাক্যকুলোদ্ভূত সপ্তাযুতসংখ্যক মনীষিগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তন্মধ্যে সপ্তসহস্রকে বিশেষরূপে পর্য্যাপ্তিপ্রাপ্ত করিয়াছিলেন। ৪৭।

ঐ গণমধ্যে কুশলোপপন্ন শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন প্রভৃতি সহস্রসংখ্য ব্যক্তি সুমহান্ চিত্তপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৮।

কেহ কেহ শ্রাবকবোধিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ প্রত্যেকবোধি নিরত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ সম্যক্‌সম্বোধি ও অনুত্তরবোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং অন্যান্য কতকগুলি লোক গগনপ্রপন্ন হইয়াছিলেন। ৪৯।

কেহ স্রোতঃপ্রাপ্তিফল, কেহ সকৃৎফল, কেহ আগামিফল, কেহ অনাগামিফল, কেহ অর্হৎফল এবং কেহবা ক্লেশবিমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫০।

তন্মধ্যে পাপ ও শাপসম্পন্ন দেবদত্ত নামে এক ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধকারে মুগ্ধ হইয়া সভামধ্যেই সত্যস্থিতিকে উপহাস করিয়া 'ইহা মায়া' এই কথা বলিয়াছিল। ৫১।

বাৎসল্যনিলীন রাজার মনে পুত্রের অভ্যুদয়দর্শনে একটু দর্পভাবের উদয় হইয়াছিল। ভিক্ষু মৌদ্‌গল্য জিনশাসনানুসারে মহর্দ্ধি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাকে বীতমদ করিয়াছিলেন। ৫২।

রাজা ভগবানের প্রভাব দেখিয়াও আশ্চর্য্য বোধ করেন নাই। তিনি উহা একটা পুরুষকার বলিয়াই জ্ঞান করিয়াছিলেন। অভ্যাসলীন সোৎকর্ষ কর্ম্ম কখনই জনগণের বিস্ময়কর হয় না। ৫৩।

তৎপরদিনে ভগবান্ সুমেরুশিখরের সমানকান্তি, দেবরাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত সুবর্ণময় মহাবিমানে রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ৫৪।

তৎপরে পৃথুপ্রভাশালী ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথায় উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের উষ্ণীষের কিরণচ্ছটায় দিঙ্মুখ যেন চন্দ্রকিরণ দ্বারা শোভিত হইল। ৫৫।

দেবগণ পরস্পরের সংঘর্ষে বিলোলহার হইয়া তথায় প্রবেশ করিতেছিলেন এমন সময় রাজা সেই জনাকীর্ণ স্থানে আগমন করিয়া চারিটী দ্বারেই প্রবেশপথ পান নাই। ৫৬।

কুবেরপ্রভৃতি দেবগণ ভ্রূভঙ্গ দ্বারা তাঁহার প্রবেশ নিবারণ করিলে রাজার বদন কান্তিহীন হইয়াছিল। তিনি স্খলিতভাবে কথা কহিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্প্রতিভ হইয়াছিলেন। ৫৭।

তৎপরে তিনি জিনের আজ্ঞানুসারে দেবগণকর্ত্তৃক প্রবেশিত হইয়া সেই উত্তম ভূমিতে গমন পূর্ব্বক চিত্তপ্রসাদ সহকারে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৫৮।

ভগবান্ শাস্তা তাঁহাকে চতুর্বিধ আর্য্যসত্যের প্রবোধিকা ধর্ম্মকথা উপদেশ দিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মকথা জ্ঞানদ্বারা তাঁহার বিংশতিশৃঙ্গ সমন্বিত সৎকায়দৃষ্টি অর্থাৎ দেহাত্মজ্ঞানরূপ ভূধরকে চূর্ণ করিয়াছিল। ৫৯।

তৎপরে কৃতার্থজন্মা রাজা শুদ্ধোদন শুক্লোদনের নিকট গিয়া তাঁহাকে নিজের রাজ্য ভোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে ভগবানের উপবিষ্ট আজ্ঞাবাক্যই আমার মনোরম বোধ হইতেছে। রাজ্য আমার মনোনীত নহে। ৬০।

দ্রোণোদন এবং অমৃতোদন বৈরাগ্যযোগবশতঃ রাজ্যগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলে ভদ্রক শুদ্ধোদন প্রদত্ত রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬১।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পবিত্রভাবে প্রণীত রাজার্হভোগদ্বারা ভগবান্ জিনকে পূজা করিয়া এবং তাঁহার জন্য ন্যগ্রোধধাম সম্পাদন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। ৬২।

দ্রোণোদনেরও দুইটী পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র অনিরুদ্ধ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মহান্ রাজার আজ্ঞায় এবং মাতার প্রেরণায় গৃহী হইয়াছিলেন। ৬৩।

অনন্তর রাজা ভদ্রকেরও মনে বিরাগ উদয় হইয়া বনগমনে অভিলাষ হইয়াছিল। নবলব্ধা লক্ষ্মীও বিবেকী জনের প্রশমপ্রবৃত্ত মনকে রোধ করিতে পারে না। ৬৪।

তৎপরে তিনি রাজ্যাভিষেকে অভিলাষবান্ দেবদত্তকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন যে আমার এখন প্রব্রজ্যার কাল উপস্থিত হইয়াছে তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর। ৬৫।

দেবদত্ত রাজ্যাভিলাষী হইলেও বিবেকী বলিয়া দম্ভ থাকায় সভা-স্থলে আত্মগোপন করিয়া প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। হে রাজন্! রাজ্য গ্রহণে আমার অভিলাষ নাই। আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া আপনার মত হইব। ৬৬।

রাজা কুটিল ও মিথ্যাবিনীত দেবদত্তের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই শাক্যগণই তোমার মনোগত অভিলাষের সাক্ষী হইতেছেন। ৬৭।

অতঃপর দেবদত্ত অনুতাপদগ্ধ হইয়া ভোগানুরাগবশতঃ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে আমি কি অসঙ্গত কথা বলিলাম। ইনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও বোধ হয় রাজ্য ভোগ করিবেন। ৬৮।

শুদ্ধোদন নিজরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যখন গমন করিতেছিলেন তখন শাক্যবংশীয় কুমারগণ সদাচরণে প্রীতিবশতঃ ভদ্রকাদির সহিত রথ ও হস্তীতে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। ৬৯।

অনন্তর সকলে রাজার অনুগমন করিলে পর দেবদত্ত আমিষার্থী শ্যেন যেরূপ রক্তাক্ত মাংসখণ্ড গ্রহণ করে তদ্রূপ প্রভাপিঞ্জরিতদিঙ্‌মণ্ডল রাজার মুকুটসংসক্ত, বৃহৎ পদ্মরাগ মণিটী হরণ করিয়াছিলেন। ৭০।

নৈমিত্তিকগণ ইঁহার লক্ষণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে ইঁহার উগ্রনরকে পতন হইবে। সদোষ চিত্তই প্রধান দুর্নিমিত্ত। নির্দ্দোষ চিত্তকে সকলেই সুনিমিত্ত বলিয়া থাকেন। ৭১।

তন্মধ্যে তীর্থাদি উপাধিধারী ও মদগর্ব্বিত কোকালি, খণ্ডোৎকট এবং মোরক প্রভৃতির তথাবিধ অত্যধিক বহুতর দুর্লক্ষণ সংসূচিত হইয়াছিল। ৭২।

অতঃপর ভদ্রকও রাজার প্রতি প্রমোদবশতঃ দেবদত্ত প্রভৃতির সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া চীবর ও পাত্রযোগে পৃথিবীকে যেন বৈরাগ্যময়ী করিয়াছিলেন। ৭৩।

উপালী সজলনয়নে হার, অঙ্গদ ও কুণ্ডলবিরহিত রাজা এবং রাজকুমারগণের কেশ মুণ্ডন করিয়া তাঁহাদের কল্পক হইয়াছিলেন। ৭৪।

উপালী মূর্খ ও নীচজাতি হইলেও জিনের আজ্ঞায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পূজ্যতর হইয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য বা জাতি পরম চিত্তপ্রসাদের কারণ নহে। ৭৫।

অতঃপর রাজা ভদ্রক ঐ সভামধ্যে উপালীকেই ভগবানের পার্ষদিক জানিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, আমি রাজা হইয়া কিরূপে এই নীচ জাতির পাদবন্দনা করিব। তিনি এরূপ ভাবিয়া তখন নিশ্চল হইয়াছিলেন। ৭৬।

ভগবান্ ভদ্রককে অস্খলিতাভিমান ও সন্দিগ্ধচিত্ত দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মোহানুবন্ধী জাতিময় অভিমান প্রব্রজ্যাদ্বারা অপগত হয়। ৭৭।

এই কথা শুনিয়া রাজা ভদ্রক ও রাজপুত্রগণ উপালীকে প্রণাম করিলে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। কঠোরভাষী দেবদত্ত ভগবানের বাক্যেও উপালীর পাদবন্দনা করেন নাই। ৭৮।

তৎপরে ভগবান্ পৃথিবীকম্প দর্শনে বিস্মিতমানস ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক

জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, এই রাজা জন্মান্তরেও এই কল্পকের পাদবন্দনা করিয়াছিলেন। ৭৯।

পুরাকালেকাশীপুরে সুন্দরক নামক এক দরিদ্র যুবক ভদ্রানাম্নী গণিকাকে বিলোকন করিয়া অনুরাগবশতঃ তাহার সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনুরাগই সর্ব্বপ্রকার ব্যসনের উপদেশক হয়। ৮০।

সুন্দরক গণিকা কর্ত্তৃক পুষ্পচয়নের জন্য প্রেরিত হইয়া ভৃঙ্গের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অধিকার্থী হইয়াছিলেন এবং ঐ গণিকাসঙ্গমকামনায় অত্যন্ত শ্রমসহকারে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ৮১।

ইত্যবসরে মৃগয়াপ্রসঙ্গে ঐ বনে সমাগত ও পরিশ্রান্ত রাজা ব্রহ্মদত্ত সুন্দরককে দেখিয়া লতামধ্যে প্রচ্ছন্নদেহ হইয়া তাহার গান শুনিয়াছিলেন। ৮২।

হে মধুকর! কেন তুমি এরূপ নূতন নূতন কুসুমাশায় তাপিত হইতেছ শীঘ্র গমন কর। বিকসিত কমলমুখী সেই পদ্মিনী দিবাবসানে সঙ্কুচিত হইতেছে। ৮৩।

রাজা সুন্দরকের গীত শ্রবণ করিয়া হাস্যপ্রভাদ্বারা নিজহারকান্তি বিঘট্টিত করিয়া বলিয়াছিলেন। সখে! এই প্রচণ্ড রৌদ্রতাপমধ্যে তোমার গীতরসে এত অনুরাগ কেন। ৮৪।

সুন্দরক বলিয়াছিলেন হে রাজন্ রবি তত উত্তপ্ত নহে কামই রবি অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত। নিজ কর্ম্মজনিত দুঃখই লোককে সন্তাপিত করে। গ্রী তপ্ত মরুস্থল তত সন্তাপিত করে না। ৮৫।

সুন্দরকএইরূপ যর্থথা বাক্য বলায় রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সুভাষিতের কথোপকথন কাহার না আদরপাত্র হয়। ৮৬।

সুন্দরক বিজন প্রদেশে শীতল উপচার দ্বারা শ্রমাতুর রাজার সন্তাপ অপনোদন করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ রাজা প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই নিজ রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন। ৮৭।

তথায়, "ইনি আমার জীবন প্রদান করিয়াছেন" এই কথা প্রকট করিয়া সন্তোষপূর্ণচিত্ত রাজা নিজ রাজ্যার্দ্ধ তাঁহাকে দান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। মনোনীত ব্যক্তিকে কিছুই অদেয় থাকে না। ৮৮।

রাজা রাজ্যার্দ্ধ দানে উদ্যুক্ত হইলে সুন্দরক তাহা কৃপা বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ভদ্রাকে না পাইলে রাজ্য-সুখে আমার কি হইবে। তাহার প্রীতিসুধাসিক্ত ব্যক্তিই ধন্য। ৮৯।

তৎপরে সুন্দরক মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, অর্দ্ধেক রাজ্য আমার মনোনীত হইতেছে না। অখণ্ডিত সম্পত্তি অল্প হইলেও তাহাই ভাল। এক সম্পত্তি উভয়ে ভোগ করিলে সদাই বিবাদ হয়। দুই জনের ভোগে মূর্ত্তিমান কলহ উপস্থিত হয়। ৯০।

অতএব আমি সুযোগমতে রাজাকে নিপাত করিয়া সমস্ত রাজ্য আয়ত্ত করিয়া নিজে পরিপূর্ণ হইব। সুন্দরক ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া অনুতাপবশতঃ পুনর্বার নিজমনের তীব্রতাবিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। ৯১।

আমি কি নিন্দনীয় বিষয় চিন্তা করিলাম। এ কি ভয়ানক তীক্ষ্ণতার কথা। কৃতঘ্নতার কথা চিন্তা করিয়াই যে কলঙ্কলেখা হইয়াছে অহো তাহাতেই নিজমনে লজ্জা বোধ হইতেছে। ৯২।

রাজ্যের মঙ্গল হউক। সুখকে নমস্কার। সংমোহজননী লক্ষ্মী ক্ষমা করুন। যাহাকে আস্বাদ না করিয়াই কেবল মাত্র চিন্তা করিয়াই এইরূপ বুদ্ধি উদয় হইয়াছে। লক্ষ্মীর প্রথম স্বভাবই এইরূপ। ৯৩।

অহো লক্ষ্মী বিষলতার ন্যায় আঘ্রাণ মাত্রেই চিত্তভ্রম বিধান করে, মূর্চ্ছা সম্পাদন করে, মনুষ্যকে অধঃপতিত করে এবং অজ্ঞান বৃদ্ধি করে। অধিক কি ইহার আঘ্রাণমাত্রেই পুরুষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৯৪।

সুন্দরক বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলেন। তিনি পরদিন প্রভাত কালেই বিমলস্বভাব প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াছিলেন।

তখন তাঁহার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হওয়ায় রাজা কর্তৃক প্রার্থ্যমান হইয়াও তিনি রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। ৯৫।

কালক্রমে মহর্দ্ধিসম্পন্ন রাজা প্রত্যেকবুদ্ধভাবপ্রাপ্ত সুন্দরককে দেখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে নিজ মুকুট ও মালা অর্পণ পূর্ব্বক চিত্ত-প্রসাদোপযুক্ত এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। ৯৬।

সৎকর্ম্মের বিপাক দ্বারা উৎপন্ন ও প্রশমাভিষিক্ত সেই অনির্ব্ব-চনীয় বিবেকই একমাত্র বন্দনীয়। যাহার প্রভাবে নিস্পৃহ জনগণের পক্ষে রত্নাকরমেখলা পৃথিবীও পরিত্যাজ্যা হয়। ৯৭।

সুন্দরক, রাজা কর্তৃক কথিত এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় তদীয় মনোরথ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবক গঙ্গপাল তদীয় কল্পক হইয়া শান্তিপদ পাইয়াছিলেন। ৯৮।

উত্তম কর্ম্মযোগে ও প্রব্রজ্যাদ্বারা সজ্জনের পূজ্যভাবপ্রাপ্ত গঙ্গ-পালকেও রাজা প্রণত হইয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। তখনও পৃথিবীর ষট্‌প্রকার কম্প হইয়াছিল। ৯৯।

এই প্রণত রাজা ভদ্রকই ব্রহ্মদত্ত ছিলেন। এই উপালীই কুশলবান্ ও কল্পক গঙ্গপাল ছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত এইরূপ আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে স্বচ্ছ চিত্তই পুণ্যরূপ আশ্রয় লাভের হেতু। ১০০।

ত্রয়োবিংশ পল্লব

বিশ্বন্তরাবদান

চিন্তারত্নাদধিকরুচয়ঃ সর্ব্বলোকেষ্বনিন্দ্যাঃ
বন্দ্যা স্তেঽন্যে পুরুষমণয়ঃ কেঽপ্যপূর্ব্বপ্রভাবাঃ।
যেষাং নৈব প্রিয়মপি পরং পুত্রদারাদি দত্ত্বা
সত্ত্বার্থীনাং ভবতি বদনম্লানতা দৈন্যদূতী ॥ ১ ॥

চিন্তামণি অপেক্ষাও অধিকতর কান্তিসম্পন্ন, সমস্তলোকমধ্যে প্রশংসনীয় এবং অপূর্ব্বপ্রভাবসম্পন্ন সেই সকল অনির্বচনীয় পুরুষ-রত্নগণই সকলের বন্দনীয় হন। ইঁহারা নিজ প্রিয়তম পুত্র ও দারাদি অন্যকে প্রদান করিলেও সত্ত্বগুণপ্রভাবে ইঁহাদের দৈন্যভাবব্যঞ্জক বদনের ম্লানতা হয় না। ১।

পুরাকালে শাক্যপুরবর্ত্তী ভগবান্ জিন দেবদত্তকথাপ্রসঙ্গে ভিক্ষু-গণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ২।

লক্ষ্মীর বিশ্বাসবসতিস্বরূপা এবং বিশ্বজনের উপকারপ্রসক্ত পুণ্যের জন্মভূমিভূতা বিশ্বানামে এক পুরী ছিল। ৩।

তথায় অমিত্ররূপ অন্ধকারের নাশক সূর্য্যসদৃশ এবং চন্দ্রের ন্যায় নয়নানন্দদায়ক ও বিচিত্রচরিত্রবান্ সঞ্জয়নামে এক রাজা ছিলেন। ৪।

সঞ্জয়ের পুত্র বিশ্বন্তর অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। ইনি অপূর্ব্ব ত্যাগ-শক্তি দ্বারা কল্পতরুরও যশ হরণ করিয়াছিলেন। ৫।

বিদগ্ধ বিশ্বন্তর সত্যদ্বারা বাণীকে, দান দ্বারা শ্রীকে এবং শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকে যুগপৎ ভূষিত করিয়াছিলেন। ইহারাও পরস্পর ঈর্ষ্যা-পরায়ণ ছিল না। ৬।

কেতকীপুষ্পের গর্ভপত্রের ন্যায় বিশদ তদীয় যশঃ অদ্যাপি দিগ্বধূগণের কর্ণাভরণস্বরূপ হইয়া শোভিত হইতেছে। ৭।

একদা বিশ্বন্তর একজন যাচককে দিব্যরত্নালঙ্কৃত, বিজয়সাম্রাজ্যপ্রদ এবং কান্তিদ্বারা মনোহর নিজ রথটী প্রদান করিয়াছিলেন। ৮।

ঐ রথটী প্রদত্ত হইলে রাজ্যস্থ সমস্ত লোকই বিস্মিত হইয়াছিল। এবং রাজাও অত্যন্ত চিন্তাক্রান্তহৃদয় হইয়াছিলেন। ৯।

অতঃপর হর্ষহীন রাজা উদ্বেগ ও চিন্তায় আক্রান্তচিত্ত হইয়া মহামাত্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ১০।

কুমার সেই জয়শীল ও শত্রুমর্দ্দনকারী রথটী দান করিয়াছেন। ঐ রথপ্রভাবেই আমি এই মহারথ সেনাগণকে অর্জন করিয়াছি। ১১।

সেই শৌর্য্যসম্পন্ন রথ ও জয়কুঞ্জনামক কুঞ্জর এই দুইটীতেই আমার লক্ষ্মী নিশ্চলভাবে সুখে নিষণ্ণা হইয়া আছেন। ১২।

মন্ত্রিগণ রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে হে রাজন্ আপনি বাৎসল্যবশতঃ অসাবধান হইয়াছিলেন ইহা আপনারই দোষ। ১৩।

ধর্ম্ম কাহার না হর্ষজনক হয়। দান কাহার সম্মত নহে। পরন্তু বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিলে ফলার্থিগণ আর তথায় আসে না। ১৪।

সেই ব্রাহ্মণ রথটী পাইয়াই পরদেশে বিক্রয় করিয়াছে। মন্ত্রিগণ এই কথা বলিয়া সকলেই শল্যবিদ্ধের ন্যায় হইয়াছিলেন। ১৫।

অতঃপর মদনোৎসবজনক, হৃদয়ানন্দদায়ক এবং পুণ্যের বিপাকস্বরূপ বসন্তকাল উপস্থিত হইলে স্বয়ংগ্রহোপজীবী মধুকরগণকর্তৃক প্রার্থিত ও বসন্তের যশঃস্বরূপ পুষ্পবনদ্বারা জগৎ শুভ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৬-১৭।

বসন্তকাল সন্নদ্ধ হইলে লোকোপকারে উদ্যত অশোকবৃক্ষ ভয়ে বিধূত হইয়া কলিকাদ্বারা জগৎ অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ১৮।

অর্থিগণের কল্পতরুস্বরূপ রাজপুত্র ফুল্লকুসুমশোভিত বন্যতরু সন্দর্শনমানসে রাজ্যবর্দ্ধন কুঞ্জরে আরোহণ করিয়া বনে গিয়াছিলেন্। ১৯।

পথে গমনকালে প্রতিপক্ষ সামন্তগণকর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া স্বস্তিবাদপূর্ব্বক রাজপুত্রকে বলিয়াছিলেন। ২০।

আপনি জগতে প্রশংসনীয় গতিশীল চিন্তামণিস্বরূপ। আপনার দর্শনমাত্রেই যাচকগণ লক্ষ্মীকর্ত্তৃক গাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত হয়। ২১।

দানেতে আর্দ্রহস্ত আপনি ও স্থিরোন্নতিশালী এই গজটী এই দুইটীই ইহ জগতে বিখ্যাত উৎকর্ষশালী ও সার্থকজন্মা। ২২।

হে মহাপুণ্যবান্! এই হস্তীটী আমাদিগকে প্রদান করুন্। আপনি ভিন্ন অন্য কোন দাতাই এ বস্তু দান করিতে পারে না। ২৩।

রাজপুত্র ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া উৎসাহসহকারে শঙ্খ, ধ্বজ ও চামরসমন্বিত সজীব সাম্রাজ্যসদৃশ হস্তীটীকে প্রদান করিলেন। ২৪।

বিশুদ্ধবুদ্ধি রাজপুত্র বোধিপ্রধান প্রণিধানদ্বারা রথরত্ন ও গজরত্ন প্রদান করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ২৫।

রাজা বিখ্যাত জয়কুঞ্জরটী দান করা হইয়াছে শুনিয়াই মনে মনে স্থির করিলেন যে রাজলক্ষ্মীকে আর রক্ষা করা যায় না। ২৬।

অতঃপর কুমার রাজ্যভ্রংশভীত, কুপিত রাজাকর্ত্তৃক নিষ্কাসিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। ২৭।

তিনি মাদ্রীনাম্নী নিজদয়িতা, জালিননামক পুত্র ও কৃষ্ণানাম্নী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বনে গিয়াছিলেন। ১৮।

রাজকুমার বনেতেও অবশিষ্ট বাহনাদি অর্থিগণকে দান করিয়াছিলেন। মহাজনের সত্ত্ব সম্পৎকাল ও বিপৎকাল উভয়েতেই সমান থাকে। ২৯।

একদা মাদ্রী পুষ্প, মূল ও ফল আহরণার্থে গমন করিলে একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজপুত্রকে বলিয়াছিলেন। ৩০।

হে মহাসত্ত্ব! আমার পরিচারক নাই। এই চতুর বালক দুইটী আমাকে প্রদান করুন। আপনি সর্ব্বদ বলিয়া বিখ্যাত। ৩১।

রাজপুত্র এইকথা শ্রবণ করিয়াই কোন বিচার না করিয়া পরম-প্রিয় বালকদ্বয়কে প্রদান করিয়া তদীয় বিরহব্যথা সহ্য করিয়া-ছিলেন। ৩২।

ধন, পুত্র ও কলত্রাদি কাহার প্রিয় নহে। কিন্তু দয়াবান্ বদান্য-গণের দান ভিন্ন অন্য কিছুই প্রিয় নহে। ৩৩।

অনন্তর পুত্রবৎসলা মাদ্রী আসিয়া পতির সম্মুখে বালকদ্বয়কে দেখিতে না পাওয়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। ৩৪।

শোকাগ্নিতপ্তা মাদ্রী ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া শিশুপ্রদানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াই প্রলাপ করিতে লাগিলেন। ৩৫।

অপত্যস্নেহের দুঃসহ দুঃখাগ্নি প্রিয়প্রেমের অনুস্যূত হইয়া তাঁহার চিত্তে পুটপাকবৎ হইয়াছিল। ৩৬।

ইত্যবসরে বিপ্ররূপধারী ইন্দ্র তথায় আসিয়া ভৃত্যকামনায় রাজ-পুত্রের নিকট তাঁহার পত্নীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৩৭।

সত্ত্বসাগর রাজপুত্র তৎকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া জায়াবিয়োগজ শোক বুদ্ধিদ্বারা স্তম্ভ করিয়া তাঁহাকে নিজদয়িতা প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৮।

সহসা প্রদান করায় তরলা ও ভয়বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় দয়িতাকে বিলোকন করিয়া রাজপুত্র অন্তরে বোধিবাসনা করিয়া বলিয়াছিলেন।৩৯।

হে কল্যাণি সমাশ্বস্ত হও। শোক করা উচিত নহে। এ প্রিয়-সঙ্গম অসত্য ও স্বপ্নপ্রণয়সদৃশ জানিবে। ৪০।

এই ব্রাহ্মণের শুশ্রূষাদ্বারা তোমার মতি ধর্ম্মে রত হউক। চঞ্চল লোকযাত্রায় একমাত্র ধর্ম্মই স্থিরতর সুহৃৎ। ৪১।

স্বজন, সুজন ও বন্ধুজন সমস্তই দেখিয়াছি এবং অনুভব করিয়াছি। ক্ষণকালমাত্র পরিমলদায়িনী এবং পরক্ষণেই ম্লানিপ্রাপ্তা মিত্ররূপ মালা কণ্ঠে বিন্যাস করিয়াছি। যৌবন ও জীবন দার ও পুত্রে সতত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত কিছুই আপ্ত বা স্থিরপরিচয় দেখিলাম না। ৪২।

রাজকুমার নিজ দয়িতাকে এইকথা বলিয়া লোভ পরিত্যাগ করায় বদনে দ্যুতি ও চিত্তে ধৈর্য্যবৃত্তি বহন করিয়াছিলেন। ৪৩।

দেবরাজ ইন্দ্র মাদ্রীকে বিয়োগশোকে বিহ্বলা দেখিয়া কৃপাকুল হইয়াছিলেন এবং নিজরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ৪৪।

হে পুত্রি! তুমি বিষাদ করিওনা। আমি দেবরাজ ইন্দ্র। তোমার স্বামী তোমাকে অন্যযাচকের হস্তে দিতেন এ জন্য আমি তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছি। ৪৫।

অধুনা তুমি তোমার স্বামীর নিকট ন্যাসস্বরূপ রক্ষিতা হইলে। ন্যস্তধন ইনি অন্যকে দিতে পারিবেন না। পরস্ব কিরূপে দান করা যায়। ৪৬।

আমি নিশ্চয়ই তোমার বালকদ্বয়ের সহিত সমাগম করিয়া দিব। দেবরাজ এই কথা বলিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। ৪৭।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অর্থলোভবশতঃ বিশ্বামিত্রনগরে গমন করিয়া বালক দুইটীকে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ৪৮।

বিশ্বামিত্র বালকদুইটীকে রাজপুত্রের অপত্য জানিতে পারিয়া বিপুল অর্থদ্বারা সবাষ্পনয়নে বালকদুইটীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪৯।

কালক্রমে রাজা বিশ্বামিত্র স্বর্গগত হইলে বিশ্বন্তর পুরবাসী ও অমাত্যগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫০।

বিশ্বন্তর রাজ্যে বিরক্ত ছিলেন এবং দানে অত্যন্তাসক্ত ছিলেন।

তাঁহার সত্বগুণে সকলেরই সমৃদ্ধি হইয়াছিল, এ কারণ কেহই তাঁহার নিকট যাচক হইয়া উপস্থিত হয় নাই। ৫১।

বিশ্বন্তরের ধনে পরিপূর্ণবিভব সেই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ লোকসমাজে বলিত যে তাহার নিজপ্রভাবে এইরূপ সম্পদ্ হইয়াছে। এজন্য সে জম্বূক হইয়াছে। ৫২।

আমিই সেই বিশ্বন্তর ছিলাম এবং দেবদত্ত নামে সেই ব্রাহ্মণও আমিই ছিলাম। ভগবান্ এই কথা বলিয়া ভিক্ষুদিগকে দানধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। ৫৩।

দানই মনুষ্যগণের শ্বভ্রপাতে আলম্বনস্বরূপ। দানই ঘোর অন্ধকারমধ্যে চিরস্থায়ী আলোকস্বরূপ। দুঃসহ দুঃখসময়ে দানই আশ্বাসকারী। দানই পরলোকে একমাত্র বন্ধু। ৫৪।

চতুর্ব্বিংশ পল্লব

অভিনিষ্ক্রমণাবদান

হসতি সকললোকালোকসর্গায় ভানুঃ
পরমমমৃতবৃষ্ট্যৈ পূর্ণতামেতি চন্দ্রঃ।
দ্বয়তি জগতি পূজ্যং জন্ম গৃহ্লাতি কশ্চিৎ
বিপুলকুশলসেতুঃ সত্ত্বসন্তারণায়। ১।

সূর্য্য সমস্তলোকের আলোকসৃষ্টির জন্যই উদিত হন্। চন্দ্রও অমৃত বৃষ্টি করিবার জন্য (ক্ষীণ হইয়াও) পূর্ণতা প্রাপ্ত হন্। এই বিশাল জগৎমধ্যে কেহ বা পূজনীয় জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনিই প্রাণিগণের উদ্ধারের জন্য কুশলকর্ম্মদ্বারা নিজে বিপুলসেতুস্বরূপ হইয়া থাকেন। ১।

পুরাকালে শাক্যপুরে শ্রীমান্, যশস্বী ও দ্বিতীয় সুধাসিন্ধুর ন্যায় শুদ্ধোদননামে এক রাজা ছিলেন। ২।

লক্ষ্মী গুণিজনে অর্পিতা হইলেও সম্ভবতঃ খলজনে আসক্তা হন। কিন্তু আশ্চর্য্যকারী রাজা শুদ্ধোদন লক্ষ্মীকে সজ্জনের পক্ষপাতিনী করিয়াছিলেন। ৩।

অদ্যাপি ইঁহার বিমল যশঃ চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী তীর্থ ও বনে সংসক্ত হইয়া যেন বিবেকী হইয়া মুনিব্রত ধারণ করিছে। ৪।

পুরাকালে বিশ্বকর্ম্মসুত "আমি যেন শুদ্ধমাতা হই" এইরূপ প্রণিধান করিয়া বিমলদ্যুতি ধারণপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছিলেন।৫।

তদীয় মহিষী মহামায়া কীর্ত্তি যেরূপ সৎপুরুষের প্রিয়া হয় এবং কুমুদিনী যেরূপ চন্দ্রের প্রিয়া হইয়াছেন তদ্রূপ তাঁহার প্রিয়া ছিলেন।৬।

মহিষী মহামায়া স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, একটী শ্বেতহস্তী আকাশ-মার্গে আসিয়া তাঁহার কুক্ষিতে প্রবেশ করিল। তিনি শৈলে আরোহণ করিলেন এবং মহাজনগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ৭।

এই সময়ে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব লোকানুগ্রহমানসে তুষিতনামক দেবালয় হইতে মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। ৮।

মহামায়া ত্রিভুবনের আনন্দদায়ক বোধিসত্ত্বকে গর্ভে বহন করিয়া চন্দ্রগর্ভা দুগ্ধাব্ধির বেলার ন্যায় পাণ্ডুরদ্যুতি হইয়াছিলেন। ৯।

সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা মহামায়া ইক্ষ্বাকুরাজবংশীয় ভগবান্ বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করায় নিধানবতী পৃথিবীর ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন। ১০।

গর্ভকালে মহামায়ার দান ও পুণ্যকার্য্যবিষয়েই দোহদ হইয়াছিল। সহকারবৃক্ষের সৌরভ অঙ্কুরাবস্থাতেও বিসম্বাদী হয় না। ১১।

কালক্রমে লুম্বিনীবনে অবস্থিতা মহামায়া অদিতি যেরূপ দিবা-করকে প্রসব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সম্পূর্ণলক্ষণ তনয় প্রসব করিয়াছিলেন। ১২।

ভগবান্ মাতার গর্ভস্থ মল স্পর্শ না করিয়াই তাঁহার কুক্ষি ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাকে বিগতব্যথা ও স্বস্থাঙ্গী করিয়াছিলেন। ১৩।

ভগবানের নির্গমকালে ইন্দ্র বল পরীক্ষা করিবার জন্য ক্ষণকাল পথরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বজ্রের ন্যায় কঠিনাঙ্গ ভগবান্‌কে রোধ করিতে পারেন নাই। ১৪।

শিশুরূপী ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াই সপ্তপদ গমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক বিলোকন করিয়া সুব্যক্তাক্ষর বাণীদ্বারা বলিয়াছিলেন, এই পূর্ব্বদিক্ নির্ঋতি। দক্ষিণ দিক্ লোকের গতি। পশ্চিম দিক্ জাতি। উত্তর দিক্ সংসারের বহির্ভূত। ১৫-১৬।

ভগবান্ যখন এই কথা বলেন, তখন পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি অক্ষয়বলশালী জগদ্‌গুরুকে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। ১৭।

ভগবান্ আকাশ হইতে পতিত জলধারাদ্বারা ধৌত হইয়াছিলেন এবং দেবতারা তাঁহার যশঃশুভ্র ছত্র ও চামর ধারণ করিয়াছিলেন। ১৮।

ইত্যবসরে কিষ্কিন্ধ্যাদ্রিস্থিত অসিত মুনি প্রভাদর্শনে বিস্মিত তদীয় ভাগিনেয় নারদকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, শতসূর্য্যের আলোকের ন্যায় এই অপূর্ব্ব আলোক কোথা হইতে দেখা যাইতেছে। এই আলোকে গিরিগহ্বরপর্য্যন্ত আলোকিত হইয়াছে। ১৯-২০।

দিব্যচক্ষু অসিত মুনি নারদকর্ত্তৃক বিস্ময় সহকারে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, বোধিসত্ত্বের জন্ম হওয়ায় এইরূপ পুণ্যালোকের বিকাশ হইয়াছে। ২১।

বৎস, শীঘ্র আমরা কুশললাভের জন্য তাঁহাকে দর্শন করিব। অসিত মুনি এই কথা বলিয়া আনন্দাতিশয়বশতঃ বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করিয়াছিলেন। ২২।

শুদ্ধোধন তাঁহার পুত্র জন্ম হওয়ায় সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, ইহাঁর নাম রাখিয়াছিলেন সর্ব্বার্থসিদ্ধ। ২৩।

শাক্যপুরে শাক্যবর্দ্ধন নামে এক যক্ষ ছিলেন। শাক্যবংশীয় শিশুগণ ঐ যক্ষকে প্রণাম করিয়া নিরুপদ্রব হইত। ২৪।

শুদ্ধোদন ঐ যক্ষকে প্রণাম করিবার জন্য সিদ্ধার্থকে পাঠাইয়াছিলেন। যক্ষ তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব বিলোকন করিয়া তাঁহারই পদে পতিত হইয়াছিলেন। ২৫।

অতঃপর রাজা হৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক নৈমিত্তিকগণকর্ত্তৃক কথিত তদীয় দেহের লক্ষণসকল বিলোকন করিয়াছিলেন। ২৬।

তৎপরে লক্ষণজ্ঞ নৈমিত্তিকগণ বিস্মিত হইয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন—হে দেব! লক্ষণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এটী দিব্যকুমার। ২৭।

ত্রিভুবনের শাসনকর্ত্তা এবং ইন্দ্রেরও অধিপতি, চক্রবর্ত্তী ভগবান্ তথাগত ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ২৮।

ইহাঁর কমনীয় চরণদ্বয় দীর্ঘ অঙ্গুলিদলে শোভিত, চক্রলাঞ্ছিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, অরুণবর্ণ এবং কমলের ন্যায় কোমল। ২৯।

ইহাঁর এই শোভাসম্পন্ন জানুযুগল রাজহংসের ন্যায় প্রাংশু এবং অঙ্গুলিপল্লবমণ্ডিত ও আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়ে ভূষিত। ৩০।

ইহাঁর গুহ্যদেশ হস্তীর ন্যায় কোষসমন্বিত। ইহাঁর পরিমণ্ডল ন্যগ্রোধবৃক্ষের ন্যায়। দক্ষিণাবর্ত্ত রোমচিহ্নও আছে। আকারও বিশাল ও উন্নত। ৩১।

ইহাঁর কান্তি তপ্ত সুবর্ণের ন্যায়। লেশমাত্রও রজোমল স্পর্শ করে নাই। হস্ত, পদ, স্কন্ধ ও কণ্ঠাগ্রে সপ্তচ্ছদের ন্যায় আকৃতি স্পষ্ট রহিয়াছে। ৩২।

ইহাঁর পূর্ব্ব কায়ার্দ্ধ সিংহের ন্যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বৃহৎ ও সুস্পষ্ট। চল্লিশটী দন্ত সমভাবে সজ্জিত ও শুক্ল। নাসিকাটীও সুন্দর। ৩৩।

ইহাঁর জিহ্বা দীর্ঘ ও সূক্ষ্মাগ্র। কণ্ঠস্বর মেঘদুন্দুভির ন্যায়। চক্ষু নীলবর্ণ ও চক্ষুরোম গোরুর ন্যায়। ইহাঁর মস্তকে স্বাভাবিক উষ্ণীষ রহিয়াছে। ৩৪।

ভ্রূমধ্যে ঊর্ণাচিহ্ন আছে। উরঃস্থলে উজ্জ্বল স্বস্তিকচিহ্ন আছে। হস্তে শৃঙ্গ ও পদ্মরেখা আছে এবং মস্তকটী ছত্রাকার। ৩৫।

হে রাজন্! আপনার এই পুত্রটী হয় চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন অথবা সম্যক্সম্বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। ৩৬।

নৈমিত্তিকগণ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে, রাজা অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। শাস্তার' জননী সাত দিন মধ্যেই স্বর্গগামিনী হইয়াছিলেন। ৩৭।

তাঁহার জন্ম হইলে, শাক্যবংশীয়গণ মুনির ন্যায় শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া শিশুর নাম শাক্যমুনি রাখা হইয়াছিল। ৩৮।

রাজা শিশুর তেজ দর্শন করিয়া, ইনি দেবতাদিগেরও দেবতা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ইহাঁর নাম দেবাতিদেব রাখিয়াছিলেন। ৩৯।

অতঃপর তত্ত্বদর্শী অসিত মুনি কুমারকে দর্শন করিবার জন্য আদর সহকারে নারদের সহিত তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ৪০।

তিনি বালার্কসদৃশ ও কল্পপ্রকাশক বোধিসত্ত্বকে বিলোকন করিয়া কমলতুল্য নিজ মুখপদ্মের বিকাশশোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪১।

অসিত মুনি আতিথ্যকারী ও প্রণত রাজাকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! আপনি যেমন গুণগণে স্পৃহণীয় তদ্রূপ এই পুত্রটীদ্বারাও স্পৃহণীয় হইয়াছেন। ৪২।

শিশুর এই সকল লক্ষণ মোক্ষসম্পদ্ সূচনা করিতেছে এবং চক্রবর্ত্তীর সম্পদ্ও সূচিত হইতেছে। এই সকল লক্ষণের ফল বিনশ্বর নহে। ৪৩।

ইনি বোধিপ্রভাবে সম্বুদ্ধ হইবেন। ধন্য ব্যক্তিই ইহার মুখপদ্ম নেত্রদ্বারা বিলোকন করিবে। ৪৪।

বিবুধগণ বোধিরূপ দুগ্ধের মহোদধিস্বরূপ এই শুদ্ধসত্ত্ব কুমারের বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইবেন। ৪৫।

এ জগৎ এখন পুণ্যবান্। একমাত্র আমিই বঞ্চিত হইলাম। যেহেতু আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। ইহাঁর দর্শন আমার দুর্লভ হইল। ৪৬।

অসিত মুনি এই কথা বলিয়া এবং রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া আকাশমার্গে তপোবনে গমনপূর্ব্বক মনঃ সুপ্রসন্ন করিয়া দেহত্যাগের বিষয় ভাবিয়াছিলেন। ৪৭।

নারদ শেষসময়ে তাঁহার নিকট উপদেশ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, বৎস! এই কুমার তোমাকে মোক্ষ উপদেশ করিবেন। ৪৮।

এই রাজপুত্র হইতে অবিনশ্বর মোক্ষকথা লাভ করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ৪৯।

নারদ তাঁহার শরীরের সৎকার করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক কাত্যায়ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫০।

অতঃপর কুমার দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববিদ্যায় পারগ হইয়াছিলেন। লিপিপ্রবীণ কুমার নূতন ব্রাহ্মী লিপি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৫১।

অযুত নাগতুল্য বলবান্ কুমার জগতে খ্যাতি লাভ করিলে বৈশালিকগণ ইহাঁর সন্তোষের জন্য একটী মত্তহস্তী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ৫২।

ইনি চক্রবর্ত্তী হইবেন এবং এই হস্তীটী উপঢৌকন পাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া বিদ্বেষবশতঃ দেবদত্ত সেই মহাগজটীকে হত্যা করিয়াছিল। ৫৩।

নন্দ ভূমিপতিত সেই মহাগজটীকে সপ্তপদমাত্র আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু কুমার উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ৫৪।

কুমার একটী বাণদ্বারা সপ্ততাল ভেদ করিয়া মহীতল ভেদ করিয়াছিলেন। ছেদ্য, ভেদ্য, অস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় তিনিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ৫৫।

তৎপরে শুদ্ধশীল ব্যক্তি যেরূপ উন্নতি লাভ করে, তদ্রূপ কুমার তাঁহার তুল্যগুণবতী যশোধরানাম্নী বিখ্যাতা পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। ৫৬।

ইত্যবসরে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ মহাবাতাঘাতে পতিত হইয়া এবং সপ্তযোজন পথ রুদ্ধ করিয়া নদীর প্রবাহ রোধ করিয়াছিল। ৫৭।

ঐ বিপুল তরুদ্বারা সংরুদ্ধা রোহিকানাম্নী নদী শীলভ্রষ্টা বনিতার ন্যায় প্রতিলোমগামিনী হইয়াছিল। ৫৮।

রাজপুত্র ঐ বৃক্ষটী উৎক্ষিপ্ত করিয়া এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রজা, মৎস্য ও জলকল্লোলের বিপ্লব নিবারণ করিয়াছিলেন। ৫৯।

তৎপরে একদা দেবদত্ত উদ্যানমধ্যে একটী হংসকে নিশিত বাণদ্বারা নিহত করিয়াছিল। কুমার তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ৬০।

দেবদত্ত ইহা দেখিয়া অধিকতর সন্তাপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কুটিলগণ তুল্যবংশীয় লোকের গুণোন্নতি সহিতে পারে না। ৬১।

একদা গোপিকানাম্নী রাজকন্যা কন্দর্পসদৃশরূপ কুমারকে বিলোকন করিয়া অত্যন্ত উৎসুকা হইয়াছিল। ৬২।

রাজা শুদ্ধোদন গোপিকাকে মনোনীত বধূ বিবেচনা করিয়া পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া মন্মথের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। ৬৩।

তৎপরে নৈমিত্তিকগণ আসিয়া দৃঢ়নিশ্চয়সহকারে রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনার পুত্র সপ্তম দিনে চক্রবর্ত্তী অথবা মুনি হইবেন। ৬৪।

রাজা এই কথা শুনিয়া এবং পুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন; পরন্তু পুত্রের চক্রবর্ত্তীপদলাভের জন্য দিন গুণিতে লাগিলেন। ৬৫।

লক্ষ্মী শান্তা ও স্থিরসুখা হইলেও, সকলেই তাঁহাকে লোলা বলিয়াই জানে। তথাপি ভোগাসক্ত জনগণ কেবল সম্পদেরই আদর করিয়া থাকে। ৬৬।

একদা কুমার উদ্যানবিহার-মানসে সুন্দর ও বৃহদাকার তুরঙ্গ-সমন্বিত রথে আরোহণ করিয়া নগরের বাহিরে গিয়াছিলেন। ৬৭।

কুমার পথিমধ্যে জরাজীর্ণ, শীর্ণকেশ এবং শুষ্ক ও কঠোরাকৃতি একটী পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। ৬৮।

কুমার ঐ পুরুষকে দেখিয়া এবং নিজদেহ বিলোকন করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, অহো এই দেহের এইরূপ নিন্দনীয় পরিণাম। ৬৯।

এই ব্যক্তি পর্য্যাপ্ত বয়স পাইয়াও পর্য্যাপ্ত বোধ করিতেছে না। এ জন্য জরা পলিতচ্ছলে এই বৃদ্ধকে উপহাস করিতেছে। ৭০।

এই বৃদ্ধ সন্তত স্নায়ুপাশদ্বারা বদ্ধ ও অস্থিপঞ্জরবিশিষ্ট দেহপিঞ্জরে মোহবিহঙ্গকে পোষণ করিতেছে। আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। ৭১।

হে সারথে! এ ব্যক্তি কি করিতেছে। কেন তপোবনে যাইতেছে না। এই বৃদ্ধের বুদ্ধিও দেহের সহিত সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইতেছে। ৭২।

এই বৃদ্ধ যষ্টি অবলম্বন করিতেছে; কিন্তু ধর্ম্মময়ী বুদ্ধি অবলম্বন করিতেছে না। জরাদ্বারা ইহার দেহ বক্র হইয়াছে। এ অতি নির্বিবেক-স্বভাব। ৭৩।

এই বৃদ্ধ দন্তচ্যুত হওয়ায় প্রস্খলিতভাবে লালালবমিশ্রিত বাক্য দ্বারা জুগুপ্সা-ভাব প্রকাশ করিতেছে। ৭৪।

দৃষ্টি নষ্ট হইয়াছে। শরীর কৃশ হইয়াছে। শক্তি লুপ্ত হইয়াছে। শ্রবণশক্তিও গিয়াছে, তথাপি তরুণী বৃদ্ধের প্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। ৭৫।

এই বৃদ্ধ কি গর্হিত ধবলতা ধারণ করিতেছে। ইহার লোল দেহ বিরক্ত হইলেও ইহার অত্যন্ত প্রিয় দেখিতেছি। ৭৬।

কুমার এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং দেহকে আপদের আস্পদ ও বিনশ্বর বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭৭।

অন্য এক সময়ে কুমার ব্যাধিযুক্ত, পূয়ব্যাপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ ও মৃতপ্রায় একটী মনুষ্যকে দেখিয়াছিলেন। ৭৮।

কুমার ইহাকে দেখিয়া নিজদেহ-উদ্দেশে চিন্তা করিয়াছিলেন, অহো এই দেহে স্বভাবতঃই নানারোগের উদ্‌গম হয়। ৭৯।

এই মাংসময় দেহ ক্ষণকালমাত্র পর্য্যুষিত হইলেই ক্লেদময় হয়। ইহাই মহাশ্চর্য্য। ৮০।

কুমার উদ্বেগের সহিত এইরূপ চিন্তা করিয়া, শরীরের প্রতি বিচিকিৎস হওয়ায় রাজ্যসম্ভোগে হতাদর হইয়াছিলেন। ৮।

অন্য এক সময়ে কুমার মাল্য ও বস্ত্রাচ্ছাদিত একটী শবদেহ দেখিয়াছিলেন। ইহার বন্ধুজন ঐ দেহ সৎকার করিবার জন্য, ব্যগ্র হইতেছিল। ৮২।

তিনি ঐ শবটী দেখিয়া সহসা উদ্বেগ, দয়া, দুঃখ ও ঘৃণায় আকুল হইয়া বহুক্ষণ এই নিঃসার সংসারের পরিহারবিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। ৮৩।

এই ব্যক্তি মহাপ্রস্থানযাত্রায় হৃদয়ে সংলগ্না কর্ম্মময়ী মালার ন্যায় একটী দীর্ঘমালা বহন করিয়া প্রেতবনে গমন করিতেছে। ৮৪।

অহো বিষয়াভ্যাস ও বিলাসে অধ্যবসায়বান্ মনুষ্যগণের অন্তকালে এই কষ্টকর কাষ্ঠ ও পাষাণের তুল্যাবস্থা প্রাপ্তি হয়। ৮৫।

উদ্বেগরূপ বারিময় ভবসাগরের বুদ্বুদতুল্য, কালরূপ বায়ুদ্বারা আকুলিত, কর্ম্মময় লতাগ্রন্থিত পুষ্পসদৃশ এবং মায়াবধূর নয়ন-বিলাসসদৃশ এই দেহে পুরুষগণের কেন স্থিরতাভিমান হয়। ৮৬।

পরহিতযুক্ত কোন কথাই বলা হয় নাই। ধর্ম্মযুক্ত কোন কথাই শ্রবণ করি নাই। কুশলকুসুমের আঘ্রাণও করি নাই। সত্যের রূপও দেখি নাই। এবং শান্তিপদ স্পর্শও করি নাই। এবম্বিধ হৃদয়াসক্ত চিন্তায় বিশ্রান্ত হইয়াই গতায়ুঃ ব্যক্তি সহসা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়। ৮৭।

রাজপুত্র শরীরকে এইরূপ বিপদাপ্লুত বিবেচনা করিয়া সর্ব্বপ্রকার বিষয়াসক্তিতে অত্যন্ত নিঃস্নেহ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেম। ৮৮।

অতঃপর শুদ্ধাবাসকায়িক নানক দেবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, পাত্র ও কাষায়ধারী একটী প্রব্রজিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ৮৯।

ইহাকে দেখিয়াই কুমারের মতি প্রব্রজ্যাভিমুখী হইয়াছিল। ঈপ্সিত বিষয়ের আলোকনে প্রীতিপ্রকাশদ্বারা স্বভাব অনুমিত হয়। ৯০।

সারথি পদে পদে রাজপুত্রের বৈরাগ্যকারণ দেখিয়া রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছিলেন। ৯১।

অতঃপর কুমার পিতার বাক্যানুসারে গ্রামদর্শনে কৌতুকী হইয়া পথে যাইতে যাইতে কতকগুলি বিবৃত নিধান দেখিতে পাইয়াছিলেন। ৯২।

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক ন্যস্ত ঐ সকল নিধান উত্থিত হইলেও যখন তিনি গ্রহণ করিলেন না, তখন সেগুলি সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। ৯৩।

তৎপরে কুমার ধূলিধূসরমস্তক, বিদীর্ণপাণিচরণ, ক্ষুধা, পিপাসা ও শ্রমে আতুর, হল ও কুদ্দালের আঘাতে ব্রণপীড়িত ও অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত কৃষকগণকে দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাকুল হইয়াছিলেন। ৯৪-৯৫।

ধর্ম্মনিরত কুমার দয়াবশতঃ ধনদ্বারা তাহাদিগকে অদরিদ্র করিয়া বৃষগণেরও ক্লেশ মোচন করিয়াছিলেন। ৯৬।

তৎপরে সানুজ রাজকুমার মধ্যাহ্নের উগ্র রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া এবং রথঘোষে উন্মুখ শিখিগণদ্বারা দিগন্তর শ্যামল করিয়া স্বেদাকীর্ণকলেবরে স্নিগ্ধপ্রভাসম্পন্ন বনস্থলীতে আসিয়াছিলেন। ৯৭-৯৮।

রাজকুমার রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে, তদীয় গণ্ডস্থল হইতে কুণ্ডল স্খলিত হইয়াছিল। তিনি বিশ্রামলাভের জন্য একটী জম্বুবৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়াছিলেন। ৯৯।

কুমার তদীয় দেহসংসর্গে সুললিতা ও হারসদৃশী স্বেদবিন্দুসন্ততি হৃদয়ে বহন করিয়াছিলেন। ১০০।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৃক্ষের ছায়া পরিবৃত্ত হইল, কিন্তু তিনি যে জম্বুচ্ছায়ায় বসিয়াছিলেন তাহা স্বল্পমাত্রও তাঁহার দেহ হইতে অপসৃত হয় নাই। ১০১।

তীব্র বৈরাগ্যবাসনা যেরূপ সংসারবিরত জনের তাপক্লেশ দূর করে, তদ্রূপ সেই শীতল ছায়া তাঁহার তাপক্লান্তি দূর করিয়াছিল।১০২।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুত্রদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেইস্থানে আসিয়াছিলেন। আগমনকালে বেগে গমনজন্য ত্রস্ত ও উড্ডীয়মান্ গজমস্তকস্থিত ভ্রমরগণের পক্ষসকলই চামরের ন্যায় হইয়াছিল। ১০৩।

রাজা কুমারের প্রভাবে নিশ্চলা বৃক্ষচ্ছায়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং প্রণত কুমারকে প্রণাম করিয়াছিলেন। ১০৪।

তৎপরে কুমার পিতার সহিত নগরগমনে উদ্যত হইয়া পুরপ্রান্তে শবসঙ্কুল শ্মশানভূমি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ১০৫।

কুমার শবাকীর্ণ, অমঙ্গলময় শ্মশানভূমি দেখিয়া ক্ষণকাল রথগতি স্থগিত করিয়া উদ্বেগসহকারে সারথিকে বলিয়াছিলেন। ১০৬।

হে সারথে! প্রাণিগণের এই দেহনাশের দশা দেখ। ইহা দেখিয়াও মোহমত্ত জনগণের মন অনুরাগে আর্দ্র হয়? ১০৭।

দেখ একটা কাক পরস্ত্রীদর্শনে তৃপ্ত, ইহার নয়ন ভক্ষণ করিয়া পরে ইহার অসত্যবতী জিহ্বা আকর্ষণ করিতেছে। ১০৮।

এই গৃধ্র মদমত্ত কামীর ন্যায় এই স্ত্রীশবের স্তনাগ্রে নখোল্লেখ করিয়া তাহার উপর সুখে অবস্থানপূর্ব্বক অধর খণ্ডিত করিতেছে। ১০৯।

তত্রস্থ পাদপগণ গৃধ্রকর্ত্তৃক অসকৃৎ বিদার্য্যমাণ ও ছিন্ননাড়ী-সম্বলিত শব দেখিয়া এবং পচা শবের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া যেন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া নিজ শাখাস্থিত বায়সগণের বিষ্ঠাচ্ছলে নিষ্ঠীবন করিতেছে। আবার বাতদ্বারা লোল পল্লবরূপ করদ্বারা যেন আচ্ছাদন করিতেছে। ১১০।

এই জম্বুকী ব্যক্তকামা ও অনুরাগবতীর ন্যায় মত্তবৎ নিশ্চল এই শবের কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে, নখোল্লেখ করিতেছে এবং ক্ষণকাল এই যুবকের অধরদলে দন্তাঘাত করিয়া যেন অনঙ্গক্রিয়ায় অত্যন্ত রভস আবিষ্কার করিতেছে। ১১১।

কুমার এই কথা বলিয়া সংসারের প্রতি বীভৎস ও কুৎসাদ্বারা বিরক্ত হইয়া এবং মনে মনে ক্লেশের নিরোধবিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১১২।

পুরপ্রবেশকালে মৃগমদসৌরভিণী, মৃগনয়না মৃগজানাম্নী একটী সৎকুলসম্ভূতা কন্যা হর্ম্ম্যশিখর হইতে কুমারকে দেখিয়াছিল। ১১৩।

কন্যার দৃষ্টি কুমারকে দেখিয়াই সহসা সরাগ, তরল এবং কর্ণান্ত-পর্য্যন্ত বিস্ফারিত হইয়াছিল। ১১৪।

ঐ কন্যা কুমারের বিলোকনমাত্রেই কন্দর্পকর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট হইয়া লজ্জাত্যাগপূর্ব্বক সম্মুখস্থিতা সখীকে বলিয়াছিল। ১১৫।

ইহজগতে কে এরূপ ধন্যা ললনা আছে, যাহার মদনসন্তপ্তা তনু কুমারের এই চন্দ্রবৎ কমনীয় দেহস্পর্শে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। ১১৬।

কুমার নিজ অভিপ্রেত নির্ব্বাণশব্দ শ্রবণ করিয়াই মুখ উত্তোলন করিয়া নয়নকান্তিদ্বারা পদ্মশোভা বিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে দেখিয়াছিলেন। ১১৭।

তিনি তাহার সেই বাক্যে এবং দেহদর্শনে প্রসন্ন হইয়া ঐ কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া সুবৃত্ত হার এবং গুণোজ্জ্বল চিত্ত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১১৮।

রাজা উভয়ের বিলোকনানুকূল্যে মনোভাব জানিতে পারিয়া ঐ কন্যাটীকে আনিয়া পুত্রের অন্তঃপুরমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ১১৯।

তৎপরে রাজপুত্র শান্তিকেই অধিকতর প্রিয় বিবেচনা করিয়া ষট্‌সহস্র কান্তাপরিবৃত নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১২০।

ইত্যবসরে নৈমিত্তিকগণ রাজাকে স্পষ্টই বলিয়াছিল যে আপনার পুত্র কল্য প্রাতঃকালেই মুনি অথবা চক্রবর্ত্তী হইবেন। ১২১।

রাজা পুত্রের প্রব্রজ্যাভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া এবং অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পুরদ্বারে গমনাগমন রোধ করিয়া দিলেন। ১২২।

তিনি দ্রোণোদন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে দ্বারে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং অমাত্য ও সৈনিকগণ সহ নগরের মধ্যদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১২৩।

তখন যশোধরা দেবী রাজপুত্র হইতে গর্ভ ধারণ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলদ্বারা পাণ্ডুরদ্যুতি শরৎকালীন আকাশের ন্যায় শোভমানা ছিলেন। ১২৪।

নগরের দ্বাররক্ষাকার্য্যের একরাত্রমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সূর্য্যও শান্তিপ্রাপ্ত হইলেন এবং সেই দিনটীও যেন প্রব্রজ্যাভিমুখ হইয়াছিল। ১২৫।

দিবাকর বহুক্ষণ এই সংসারে বিচরণ করিয়া শান্তিপ্রাপ্ত হইলে, সন্ধ্যা কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া নয়নগোচর হইলেন। ১২৬।

ক্রমে চন্দ্র উদিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থিত অন্ধকাররূপ মোহের বিরাম হওয়ায় বিমলা পৃথিবীকে পূর্ণালোকে আলোকিত করিলেন। ১২৭।

সানুরাগ ও প্রতপ্ত চিত্তের ন্যায় সরাগ ও তাপযুক্ত রবি অস্তগত হইলে শুদ্ধ চন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আকাশের অনির্ব্বচনীয় ও অবিপ্লব প্রসাদ উদয় হইয়াছিল। ১২৮।

এমন সময়ে রত্নময় প্রাসাদে প্রতিফলিত জ্যোৎস্নাচ্ছলে হাস্যময় এবং কান্তাগণপরিব্যাপ্ত অন্তঃপুরমধ্যে বর্ত্তমান রাজপুত্র সমস্তই অসার ও বিরস বিবেচনা করিয়া গগনের স্বচ্ছতা ও স্বচ্ছন্দতা দর্শনে উচ্ছলিতস্মৃতি হইয়া বলিয়াছিলেন। ১২৯-১৩০।

এই নারীবৃন্দ মদনরূপ দহনের এক একটী শিখাস্বরূপ। ইহাতে তীব্র সন্তাপ ও নানা বিপদ্ আছে। অতএব ইহা পরিত্যাগ করাই উচিত। এখন আমার গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিসুখনিলয়, লতা-মণ্ডিত এবং শীতল তরুতল আশ্রয় করাই উচিত। ১৩১।

এই উদ্যানমধ্যে এই সকল প্রহরিণী নারীগণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় মদমত্ত হইয়া শয্যাতে বস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক নিদ্রায় মুদিতনয়না হইয়াছে। ইহাদের স্কন্ধদেশ কেশদ্বারা সংচ্ছাদিত হইয়াছে। স্বপ্নবশতঃ ইহাদের অনেক অনুচিত বচন শুনা যাইতেছে। ইহারা যেন মন্দানিলে চলিত দীপগণকে লজ্জিত করিতেছে। ১৩২।

ইহারা সরল ভাবে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে এবং নির্লজ্জভাবে বিবসন হইয়াছে। নিদ্রিত ও মৃত জনের কিছুই প্রভেদ নাই। ১৩৩।

এই কথা বলিয়া তিনি যাইতে উদ্যত হইলে, নগরের দ্বাররক্ষক-গণের মধ্যে পরস্পর কথা সম্ভূত হইয়াছিল। ১৩৪।

অহে, কে কে জাগিয়া আছে। জাগিয়া থাকিলে কোন বিপ্লব

হয় না। প্রভুর চিত্তরঞ্জনের জন্য ব্যগ্র হইয়া সকলেই জাগরিত আছে। ১৩৫।

এই সংসাররূপ গৃহমধ্যে মনীষী ব্যক্তিই জাগ্রত আছেন এবং প্রমত্ত জন মোহান্ধকারমধ্যে নিদ্রা যাইতেছে। ইহলোকে জাগরণই জীবন। মৃতব্যক্তি ও সুপ্তজনে কিছুই প্রভেদ নাই। ১৩৬।

হর্ম্ম্যস্থিত রাজপুত্র এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া নিজ মনোরথ সৎপথেই প্রস্থিত হইয়াছে মনে করিলেন। ১৩৭।

কুমার ক্ষণকাল নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে নিবৃত্তির লক্ষণ দেখিয়া অনুত্তর জ্ঞাননিধিকে নিকটবর্ত্তী মনে করিয়াছিলেন। ১৩৮।

তৎপরে দেবী যশোধরা স্বপ্নদর্শনে ভীত হইয়া এবং সহসা জাগরিতা হইয়া দয়িতের নিকট তৎকালোপগত স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলেন। ১৩৯।

হে বিভো, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে পর্য্যঙ্ক, আভরণ ও অঙ্গ সকলই ভগ্ন হইয়াছে। লক্ষ্মী চলিয়া যাইতেছেন এবং সূর্য্য ও চন্দ্র তিরোহিত হইয়াছেন। ১৪০।

কুমার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হে মুগ্ধে, এই অসত্য সংসারই একটী স্বপ্ন। স্বপ্নেতে আবার কিরূপ স্বপ্ন হইবে। ১৪১।

আমি আজ স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমার নাভিসঞ্জাতা একটী লতা আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমি মেরুপর্ব্বতে মস্তক নিহিত করিয়া ভুজদ্বয়দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর ধরিয়া আছি এবং আমার চরণদ্বয় দক্ষিণ সাগরে গিয়া লাগিয়াছে। হে ভদ্রে, এ স্বপ্ন তোমার পক্ষে মঙ্গল। স্বামীর মঙ্গলই স্ত্রীলোকের মঙ্গল। ১৪২-১৪৩।

বোধিসত্ত্ব এই কথা বলিলে, যশোধরা আর কিছুই বলেন নাই। তিনি পুনরায় নিদ্রায় মুদিতনয়না হইয়াছিলেন। ১৪৪।

অতঃপর ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তথায় আগমন করিয়া বোধিসত্ত্বের সত্ত্বোৎসাহের পূরণ করিয়াছিলেন। ১৪৫।

তাঁহারা মহাবেগবান্ এবং পৃথিবী, শৈল ও সমুদ্রের ধারণক্ষম চারিজন দেবপুত্রকে তাঁহার গমনের সাহায্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৪৬।

শক্রাদিষ্ট পাঞ্চিকনামক যক্ষকর্তৃক নির্ম্মিত সোপান হর্ম্ম্যে সংসক্ত করা হইলে, কুমার তাহাদ্বারা অবতীর্ণ হইয়া বিনির্গত হইয়াছিলেন। ১৪৭।

কুমার নিদ্রিত ছন্দকনামক সারথিকে জাগরিত করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং মূর্ত্তিমান্ উৎসাহসদৃশ কণ্ঠকনামক তুরঙ্গটী লইয়াছিলেন। ১৪৮।

তিনি লক্ষ্মীর কটাক্ষের ন্যায় চঞ্চল, দ্রুতগামী ও মনোজ্ঞ সেই অশ্বটীর মস্তকে পাণিদ্বারা স্পর্শ করিয়া সংযত করিয়াছিলেন। ১৪৯।

সুমনাগণের শমোদ্যম অনির্ব্বচনীয়। উহা অন্তর ও বহিঃ উভয়ত্রই সমান। ইহাদের প্রভাবে পশুগণও চপলতা ত্যাগ করে। ১৫০।

অতঃপর তিনি বলপরীক্ষার জন্য একটী চরণ পৃথিবীতে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। দেবপুত্রগণ উহা কম্পিত করিতেও না পারিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৫১।

তিনি ছন্দকের সহিত সেই অচপল তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া নিজ আশয়ের ন্যায় বিমল মহাকাশে অবগাহন করিয়াছিলেন। ১৫২।

গমনকালে প্রবাহিত বায়ুর হিল্লোলে কুমারের উষ্ণীষপল্লব তরলভাবে আবর্ত্তিত ও নর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহা পৃথিবীর শোকোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রতীয়মান্ হইয়াছিল। ১৫৩।

তাঁহার আভরণরত্নের কিরণলেখায় চিত্রিত আকাশ যেন বিচিত্র সূত্ররচিত পত্রালামণ্ডিত চীবর গ্রহণ করিয়াছিল। ১৫৪।

গমনকালে অন্তঃপুরদেবতাগণ দৃশ্য হইয়া অশ্রুবিন্দুব্যাপ্ত ও বিলোল নয়নোৎপলদ্বারা তাঁহাকে বিলোকন করিয়াছিল। ১৫৫।

কুমার সংসারের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নৃপ ও বান্ধবগণ সমন্বিত পুরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া দূর হইতে 'ক্ষমা কর' এই কথা বলিয়াছিলেন। ১৫৬।

রাত্রি ক্ষণমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে এবং সমস্ত লোক নিদ্রাভিভূত হইলে মহান্‌নামক রাজবান্ধব জাগরিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। ১৫৭।

মহান্ আকাশগত কুমারকে দেখিয়া, প্রথমে চন্দ্র-শঙ্কা করিয়াছিলেন; পরে অনেকক্ষণ বিচার করিয়া সবাষ্প নয়নে বলিয়াছিলেন। ১৫৮।

হে কুমার! তুমি বন্ধুজনের জীবনসদৃশ। তোমার এরূপ বৈরাগ্য বড়ই আশ্চর্য্য। হে রুচিরাকার! এটা তোমার যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ১৫৯।

তোমার পিতা বংশের উৎকর্ষকামনায় তোমাতে আশা নিবদ্ধ করিয়াছেন। হে সর্ব্বাশাভরণ! তাঁহাকে কেন নিরাশ করিতেছ। ১৬০।

রাজপুত্র শাক্যবংশীয় মহানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে বন্ধো বান্ধবপ্রীতিই বন্ধনশৃঙ্খল। ১৬১।

মিথ্যা গৃহসুখের প্রিয় এই দেহ ক্ষয় পাইতেছে। বিষয়রূপ উগ্র বিষে পীড়িত জনগণের পক্ষে বনই অমৃতায়তন। ১৬২।

প্রমাদী ব্যক্তি এই সংসারবর্ত্তী বিষয়সমূহে প্রমোদবান্ হইয়া হস্তদ্বারা ত্রিফণী সর্পকে আকর্ষণপূর্ব্বক মস্তকে বিন্যস্ত করিতেছে। উৎকট বিষলতারচিত লোলমালা কণ্ঠে ধারণ করিতেছে এবং হুতাশনপরিব্যাপ্ত দুর্গমপথে অবগাহন করিতেছে। ১৬৩।

আকাশগামী কুমার এই কথা বলিয়া ক্ষণমধ্যে নগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক অশ্বারোহণে বহির্দ্দেশে আসিয়া বেগে চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৬৪।

শাক্যমুখ্য মহান্‌কর্ত্তৃক জাগরিত রাজা এবং অন্তঃপুরবর্ত্তী কান্তা-গণের তখন একটা মহান্ করুণস্বর উদ্ভূত হইয়াছিল। ১৬৫।

অতঃপর রাজপুত্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও কুবের প্রভৃতি দেবগণপরি-বেষ্টিত হইয়া দ্বাদশ যোজন অতিক্রমপূর্ব্বক বনে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। ১৬৬।

তথায় তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া এবং আভরণসকল উন্মোচন করিয়া বদনকান্তিদ্বারা আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক ছন্দককে বলিয়াছিলেন। ১৬৭।

তুমি এই সব আভরণ ও অশ্বটীকে লইয়া গৃহে গমন কর। এখন আমার মায়াবন্ধনস্বরূপ এই সকল বস্তুর কোন প্রয়োজন নাই। ১৬৮।

এই বনমধ্যে আমি একাকী থাকিব। শান্তি ও সন্তোষই আমার বান্ধব। প্রাণী একাকী উৎপন্ন হয় এবং একাকীই মরিয়া থাকে। ১৬৯।

বিষম বিষয়াসক্তি ও ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক কে সরস রতিক্লেশ বর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়? এই পরিভবাস্পদ সংসারমধ্যে আমাদের এইরূপই নির্ম্মাণ হইয়াছে। আমি মদনক্লান্তি প্রশমিত করিয়া শান্তিকেই আশ্রয় করিতেছি। ১৭০।

কুমার এই কথা বলিয়া উজ্জ্বল আভরণগুলি ছন্দকের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিলেন। আভরণস্থ মুক্তাগুলি যেন শোকাশ্রুর ন্যায় প্রতীয়মান্ হইয়াছিল। ১৭১।

তিনি খড়্গদ্বারা মস্তকস্থ চূড়া কর্ত্তন করিয়া আকাশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র উহা গ্রহণ করিয়া আদরপূর্ব্বক স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ১৭২।

মহাত্মা কুমার যে স্থানে ক্লেশবৎ কেশ কর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেখানে সজ্জনগণ কেশপ্রতিগ্রহনামক একটী চৈত্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ১৭৩।

ছন্দকও অশ্ব লইয়া সাতদিনে ধীরে ধীরে নগরপ্রান্তে আসিয়াছিলেন এবং শোকার্ত্ত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন যে, রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া শূন্য অশ্ব লইয়া কিরূপে প্রলাপকারী রাজার সহিত দেখা করিতে পারিব। ১৭৫।

ছন্দক এইরূপ চিন্তা করিয়া অশ্বটীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সেইখানেই কিছু বিলম্ব করিয়াছিলেন। শূন্যাসন অশ্ব মূর্ত্তিমান্ শোকের ন্যায় স্বয়ং পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ১৭৬।

অন্তঃপুরজন এবং অমাত্যসহ রাজা ঐ অশ্বটী দেখিয়া অধিকতর প্রলাপ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়াছিলেন। ১৭৭।

অশ্বটীও সোৎকণ্ঠ আর্ত্তস্বরদ্বারা বিষাদ প্রকাশ করিয়া অশ্রুত্যাগপূর্ব্বক জীবনত্যাগ করিয়াছিল। সকলেই ঐ অশ্বের অশ্রু গ্রহণ করিয়াছিল। ১৭৮।

ঐ অশ্বটী বোধিসত্ত্বের সংস্পর্শপুণ্যে পবিত্রিত হইয়া সংসারমুক্তির জন্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ১৭৯।

কুমার যে স্থানে ইন্দ্রপ্রদত্ত কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে মহাজনগণ কাষায়গ্রহণনামক একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮০।

মহাজনের বিভবও সংসারাসক্তির নিবর্ত্তক হয়। জন্মগ্রহণও পুনর্জ্জন্মনিবারক হয়। এবং বিজনবাসও মোহগর্ত্ত হইতে রক্ষাকর হয়। কুশলকামী কুমার এইরূপে কামনা ও অনুরাগ ত্যাগ করিয়া গুণদ্বারা লোকের অনুরাগভাজন হইয়া শ্লাঘনীয় হইয়াছিলেন। ১৮১।

পঞ্চবিংশতিতম পল্লব

মারবিদ্রাবণাবদান

জয়ন্তি তে জন্মভয়প্রমুক্তা ভবপ্রভাবাভিভবাভিযুক্তাঃ।
যৈঃ সুন্দরীলোচনচক্রবর্ত্তী মারঃ কৃতঃ শাসনচক্রবর্ত্তী। ১।

যাঁহারা সুন্দরীগণের লোচনচক্রে বর্ত্তমান কন্দর্পকে নিজ শাসনা-ধীন করিয়াছেন, তাঁহারাই জন্মভয় হইতে প্রমুক্ত এবং সংসারের প্রভাবকে অভিভব করিবার জন্য উদ্যত হইয়া জয়লাভ করেন। ১।

তৎপরে বোধিসত্ত্ব এই তপোবনে তপস্যানিরত হইলে তাঁহার উপস্থাপক পাঁচ জন বারাণসীতে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২।

অতঃপর শাক্যমুনি ক্রমে মুনীন্দ্রগণের স্পৃহণীয় হইয়া স্বয়ং পাদ-চারিকা দ্বারা সেনায়নীগ্রামে গিয়াছিলেন। ৩।

তথায় সেননামক একটী গৃহস্থের নন্দা ও নন্দবলা নামে দুইটী সুচরিত্রা কন্যা ছিল। ৪।

তাহারা রাজা শুদ্ধোদনের বিখ্যাত পুত্রের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিয়াছিল। ৫।

মালার অভ্যন্তরে যেমন সূত্র থাকে সেইরূপ আমোদপ্রিয়া বালা-দিগের মনেও একটা স্বাভাবিক অভিলাষ থাকে। ৬।

এই কন্যাদ্বয় বৎসগণের দুগ্ধপানের পর পুনঃ পুনঃ স্ফটিকময় স্থালীতে দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া ব্রতান্তে পায়স প্রস্তুত করিয়াছিল। ৭।

বিধিপূর্ব্বক ঐ পায়স সিদ্ধ হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণ করিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৮।

কন্যাদ্বয় হর্ষসহকারে অতিথির ভাগ উদ্ধৃত করিলে, ইন্দ্র বলিলেন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণবান্‌কে অগ্রে দেও। ৯।

ইন্দ্র বলিলেন এই ব্রাহ্মণ আমা অপেক্ষা অধিক গুণবান্ ও প্রথম-গণ্য। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন যে, আমা অপেক্ষাও অধিকতর দেব শুদ্ধাবাসনিকায়িক একজন আছেন। ব্রহ্মা এই কথা বলিলে গগণ-স্থিত দেবগণ বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট তপঃকৃশ বোধিসত্ত্ব নিরাঞ্জনা নদীতে অবগাহন করিয়া জলে অবস্থান করিতেছেন।১০—১২।

কন্যাদ্বয় এই কথা শুনিয়া মণিভাজনে সেই মধুপায়স অবস্থাপিত করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলেন। ১৩।

তৎপরে বোধিসত্ত্ব রত্নপাত্রী গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে দিয়া-ছিলেন। কন্যাদ্বয় বলিলেন "ইহা আমরা দিয়াছি পুনশ্চ গ্রহণ করিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না। ১৪।

তখন তিনি সেই প্রভাবতী রত্নপাত্রী নদীতে নিক্ষিপ্ত করিলে, নাগগণ তাহা লইয়া গেল। ইন্দ্র গরুড়রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বিক্ষোভিত করিয়া উহা কাড়িয়া লইলেন। ১৫।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব প্রসন্ন হইয়া কন্যাদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। দানেতে প্রণিধান করার জন্য তোমরা কি অভিলাষ কর। ১৬।

তাহারা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে শুদ্ধোদনপুত্র, আনন্দনিধি, কুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ আমাদের পতি হউন ইহাই আমাদের অভিলাষ। ১৭।

কন্দর্পলীলার উদ্যমস্বরূপ তাহাদের সেই সরস বাক্য জল যেমন পদ্মপত্রকে লিপ্ত করিতে পারে না তদ্রূপ তাঁহার মনকে লিপ্ত করিতে পারে নাই। ১৮।

তিনি বলিলেন যে শুদ্ধোদনপুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা শুন নাই। রাজ্যসম্পদের লোললোচনা স্ত্রীগণও এখন তাঁহার প্রিয় নহে। ১৯।

কন্যাদ্বয় এইরূপ অনভিপ্রেত বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ-পূর্ব্বক বলিয়াছিল যে এই দানধর্ম্ম তাঁহারই সিদ্ধির নিমিত্ত হউক।২০।

অদৃষ্ট ও স্নেহে জড়িত এবং বহুকাল অভ্যস্ত পক্ষপাত একবার অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে উহা আর পরাঙ্মুখ হইয়া নিবৃত্ত হয় না। ২১।

বোধিসত্ত্ব উহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তিনি উহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বিশ্রামের জন্য বনমধ্যে গমন করিলেন। ২২।

তিনি পায়সামৃতভোগ লাভ করায় দিব্য বল লাভ করিয়া তরুচ্ছায়া-মণ্ডিত মহীধরে আরোহণ করিয়াছিলেন। ২৩।

বোধিসত্ত্ব তথায় পর্য্যঙ্কনামক আসনবন্ধ করিয়া সুখে অবস্থান করিলে, অহঙ্কারের ন্যায় উচ্চশিরা ঐ পর্ব্বত বিশীর্ণ হইয়াছিল। ২৪।

পর্ব্বত বিশীর্ণ হইলে তিনি বিষণ্ণ হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি এমন কি পাপ কর্ম্ম করিয়াছি যে এরূপ হইল। ২৫।

তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলে ব্যোমদেবতা-গণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, হে সাধো, তুমি কিছুই অন্যায় কার্য্য কর নাই। তুমি অচ্ছিন্নভাবে কুশল কর্ম্ম করিতেছ, এ জন্য পৃথিবী তোমাকে ধারণ করিতে পারিতেছেন না। তুমি এরূপ তপস্যা করায় উন্নত শত শত শৈল অপেক্ষাও গুরুভার হইয়াছ। এই নিরজনা (ইহাকে 'নিরঞ্জনা' নদীও বলে) নদী পার হইয়া বোধিসত্ত্বগণের সিদ্ধিপ্রদ বজ্রাসননামক নিশ্চল দেশে গমন কর। ২৬ –২৮।

যখন তিনি দেবতাকথিত পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন ভূতলে তাঁহার পাদবিন্যাস সুবর্ণময় পদ্মপংক্তির ন্যায় উদ্ভূত হইয়াছিল। ২৯।

তাঁহার গমনকালে পৃথিবী উচ্ছ্বলিত সমুদ্রজলে আকুলা হইয়া ও কাংস্যপাত্রীর ন্যায় শব্দ করিয়া নতা ও উন্নতা হইয়াছিলেন। ৩০।

তিনি তখন সেই সকল শুভসূচক নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া-ছিলেন। অনুত্তর জ্ঞাননিধানের সাধনই উহার ফল। ৩১।

নিরঞ্জনাপ্রদেশবাসী কালিকাভিধ অন্ধ নাগ বুদ্ধকর্ত্তৃক উৎপাটিত-নয়ন হইয়া ভূমির শব্দ শ্রবণে নির্গত হইয়াছিল। ৩২।

ঐ নাগ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন ও তপ্তকাঞ্চনকান্তি বোধিসত্ত্বকে বিলোকন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিয়াছিল। ৩৩।

হে নলিননয়ন! তুমি কমনীয়দেহ হইয়া এই যৌবনকালেই রাজলক্ষ্মীকে বিরহবেদনা প্রদানপূর্ব্বক বনে বিচরণ করিতেছ। তুমি অনুপম শান্তির উন্মেষদ্বারা সন্তোষজনক হইয়া প্রাণিগণের ভবসাগরে যথার্থই সেতুস্বরূপ হইতেছ। ৩৪।

এই সকল হরিণগণ এখানে ভয়বশতঃ তরলভাব ত্যাগ করিতেছে। পক্ষিগণ নিকটে আসিয়া ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতেছে। দুর্ব্বল ও সবল সকলেরই হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আশ্বাসভাব হইয়াছে। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, ইহা নিশ্চয়ই আয়াসরহিত ও সুখপ্রদ বুদ্ধের দেহই হইবে। ৩৫।

করিশাবক পদ্মপ্রীতিবশতঃ সিংহের উপরে নিজশুণ্ড স্থাপিত করিতেছে। ময়ূরগণ নিজ পিচ্ছদ্বারা বীজন করিয়া স্নিগ্ধালাপ-দ্বারা সুখিত করিতেছে। এই লোলাপাঙ্গা হরিণী সম্মুখেই প্রণয়োন্মুখী হইতেছে। এ সমস্তই শান্তিসময়ের পবিত্র প্রসাদময়ী অবস্থা। ৩৬।

অদ্যই তুমি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া এবং বিশুদ্ধ বোধি লাভ করিয়া পূর্ণচন্দ্র যেরূপ সদ্যঃপ্রসাদ ও প্রমোদভরে উল্লসিত কুমুদ্বতীকে আনন্দিত করে তদ্রূপ ত্রিভুবনকে আনন্দিত করিবে। ৩৭।

দিননাথের ন্যায় প্রদীপ্ত তেজঃসম্পন্ন তদীয় বিলোকনে কমল-প্রবোধের ন্যায় সমস্ত লোকের দিব্যজ্ঞান উদয় হওয়ায়, তাহাদের হৃদয়-পদ্ম হইতে মধুপশ্রেণীর ন্যায় মোহান্ধকারাবলী নির্গত হইতেছে এবং পুনর্ব্বার বন্ধনভয়ে আর উহাতে প্রবেশ করিতেছে না। ৩৮।

নাগরাজ বিনয়সহকারে এই কথা বলিলে, প্রসন্নবুদ্ধি বোধিসত্ত্ব উহাকে সম্ভাষণ করিয়া নদী পার হইয়া চলিয়া গেলেন। ৩৯।

তিনি বজ্রাসনসমন্বিত ও নির্জন বোধিমূলে গমন করিয়া, শক্রদত্ত দক্ষিণাগ্র কুশদ্বারা সংস্তরণ করিয়াছিলেন। ৪০।

তিনি তথায় পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ধ্যান-মগ্ন হওয়ায় মস্থাবসনে বিশ্রান্ত দুগ্ধাব্ধির ন্যায় শোভিত হইয়া-ছিলেন। ৪১।

ধীর ও সরলাকৃতি এবং অসাধারণ ক্ষমার আধার ও কাঞ্চনকান্তি ভগবান্ অপর সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন। ৪২।

তিনি নিজ স্মৃতিকে প্রতিকূলমুখীন করিয়া এবং নিজ আসন যাহাতে স্থির ও অক্ষয় হয় এরূপ সঙ্কল্প করিয়া পর্য্যঙ্কাসন বন্ধন করিয়া-ছিলেন। ৪৩।

ইত্যবসরে সংযমবিদ্বেষী কন্দর্প পত্রবাহকরূপে সত্বর তথায় আগমন করিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিয়াছিলেন। ৪৪।

এ কিরূপ তোমার নিষ্কামভাব। এইরূপ নিষ্কামভাবই বন্ধনপ্রদ হয়। তোমার মতি অকালোৎপন্ন কলিকার ন্যায়। ইহার আবার কামনা কি। ৪৫।

দেবদত্ত নিঃশঙ্কভাবে তোমার রাজধানী অধিকার করিয়াছে। এবং অন্তঃপুরিকাগণকে নিরুদ্ধ করিয়া রাজা শুদ্ধোদনকেও বন্ধন করিয়াছে। ৪৬।

ভগবান্ কন্দর্পের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক বা ক্রোধরূপ বিষে ব্যথিত না হইয়া নির্বিকারচিত্তে চিন্তা করিয়াছিলেন। ৪৭।

হায়! কন্দর্প আমার তপস্যার বিঘ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ অত্যন্ত দুর্বৃত্ত। এ ময়ূরক্রীড়ার ন্যায় জগৎকে নর্ত্তিত করে। ৪৮।

হে কন্দর্প! তোমার দৌর্জ্জন্যের এখনও বিরাম হয় নাই। তুমি একমাত্র হিংসাযজ্ঞদ্বারা এইরূপ কমনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছ। ৪৯।

আমি যজ্ঞ, দান ও তপস্যা জন্য আত্মশ্লাঘা করিতে চাহি না। নিজ গুণ উচ্চারণ করিলে পুণ্যরূপ পুষ্প ম্লান ও শীর্ণ হইয়া থাকে। ৫০।

সমস্ত প্রাণীর চিত্তচোর কন্দর্প ভগবান্‌কর্ত্তৃক এইরূপ ভৎর্সিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ ও হতোদ্যম হইয়া চলিয়া গেলেন। ৫১।

অতঃপর সুললিতলোচনা ও ভৃঙ্গমণ্ডিত চূতলতার ন্যায় কমনীয়া তিনটী কন্যা দৃষ্টিগোচর হইল। ৫২।

কন্দর্পনির্ম্মিত ঐ তিনটী কন্যা পাদপদ্মবিন্যাসদ্বারা তপোবনকে রাগরঞ্জিত করিয়াছিল। ৫৩।

তাহারা তথায় বিলোচনশোভাদ্বারা হরিণীকে, গতিবিভ্রমদ্বারা করিণীকে এবং মুখপদ্মদ্বারা নলিনীকে মলিন করিয়াছিল। ৫৪।

তাহাদিগের যৌবনসম্পন্ন অঙ্গ, অনুরাগরূপ বিলেপন এবং লাবণ্যরূপ বসনদ্বারা অচেতনদিগেরও কামোদ্ভব হইয়াছিল। ৫৫।

তাহারা ভগবান্‌কে বজ্রাসনে সমাহিত ও ধ্যানে নিশ্চললোচন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়সহকারে চিন্তা করিয়াছিল। ৫৬।

ভগবানের সংকল্পবলে তাহারা মত্ততা ও অনুরাগময় যৌবন পরিত্যাগ করিয়া সহসা জরাপ্রাপ্ত হইয়া লজ্জিত হইয়াছিল। ৫৭।

ঐ কন্যাগণ এইরূপ অপ্রতিভ হইলে মন্মথের মনোরথ ভগ্ন হইল। তিনি উদ্যমসহকারে সৈন্যযোজনা করিতে লাগিলেন। ৫৮।

সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রসমন্বিত ও নানা প্রাণিসঙ্কুল ষট্‌ত্রিংশৎকোটি-সংখ্যক কন্দর্পসৈন্য উদ্যোগী হইয়াছিল। ৫৯।

স্বয়ং কন্দর্পও ক্রূর শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন। ৬০।

কন্দর্পকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত পাংশু, বিষ ও প্রস্তরখণ্ডসমন্বিত শস্ত্রবৃষ্টি বোধিসত্ত্বের পক্ষে মন্দার ও পদ্মসদৃশ হইয়াছিল। ৬১।

পুনর্ব্বার কন্দর্পসৈন্যগণকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত শস্ত্রবৃষ্টি ক্ষমাবান্ বোধিসত্ত্বের উপর পতিত হইয়াছিল, কিন্তু দেবতাগণ তাহা আকর্ষণ করিয়া বজ্রমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ৬২।

কন্দর্পও নষ্টসংকল্প হইয়া সমাধির ব্যাঘাতকারী ও ঘণ্টার ন্যায় অত্যন্ত শ্রুতিকটু শব্দকারী একটি স্ফটিকময় বৃক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৬৩।

ব্যোমদেবতাগণ সেই উৎকট শব্দকারী বৃক্ষ এবং সৈন্যগণ ও অস্ত্রসমন্বিত কন্দর্পকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৬৪।

অতঃপর ভগবান্ প্রসন্নতা ও নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্রগ এবং জাতিস্মর হইয়াছিলেন। ৬৫।

তিনি তথায় অনুত্তর জ্ঞানদ্বারা সম্যক্‌সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মপ্রবাহনির্ম্মিত সমস্ত প্রাণীর গতি দর্শন করিয়াছিলেন। ৬৬।

অনন্তর কন্দর্প আকাশবাণীদ্বারা শাক্যপুরে প্রবাদ প্রচার করিয়াছিলেন যে বোধিসত্ত্ব তপঃক্লেশবশতঃ অস্তগত হইয়াছেন। ৬৭।

রাজা শুদ্ধোদন এই কথা শুনিয়া পুত্রস্নেহরূপ বিষে আতুর হইয়া বজ্রাহতবৎ ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। ৬৮।

রাজা ও অন্তঃপুরিকাগণ প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলে সুচরিতের পক্ষপাতী ব্যোমদেবতাগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ৬৯।

তোমার পুত্র অমৃত পান করিয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতদ্বারা লোকেরও মৃত্যুভয় থাকে না। ৭০।

রাজা, অমাত্য ও অন্তঃপুরিকাগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুধাসিক্তবৎ ক্ষণমধ্যেই প্রত্যাগতপ্রাণ হইয়াছিলেন। ৭১।

সেই মহোৎসব ও আনন্দসময়ে বোধিসত্ত্ব-বধূ যশোধরা চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে একটি কমনীয় পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ৭২।

রাহুল নামক সেই বালকের জন্মবিষয়ে শঙ্কিত রাজার কথায় তদীয় জননীকর্ত্তৃক শুদ্ধির জন্য শিলাসহ জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও বালক ভাসিয়াছিল। ৭৩।

ভগবানও সপ্তাহকাল বজ্রপর্য্যঙ্কনামক আসনবন্ধদ্বারা নিশ্চলদেহ হইয়া থাকায় দেবতাগণের বিস্ময় বিধান করিয়াছিলেন।। ৭৪।

পরমানন্দরূপ সুধাধারাদ্বারা পরিতৃপ্ত ভগবান্ ব্রহ্মকায়িকনামক দেবতাদ্বয়কর্ত্তৃক বিরোধিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ৭৫।

অহো! আমি এই সুখস্থিতিকে পূর্ব্বেই জানিয়াছি। যাহাদ্বারা সুরাসুরগণের ঐশ্বর্য্যসুখও দুঃখগণমধ্যে পরিগণিত হয়। ৭৬।

লাবণ্যরূপ জলে প্লাবিতাঙ্গী তরুণীগণ, এবং পীযুষসিক্ত স্বর্গীয় সম্ভোগসকল এই সর্ব্বত্যাগজনিত সুখের তুলনায় পাংশুবৎ নিঃসার বলিয়া গণ্য হয়। ৭৭।

আমি বিষয়রূপ বিষম ক্লেশময় সংসারপথের পথিক হইয়া সন্তপ্ত এবং ক্লান্ত হইয়াছিলাম। এখন চন্দনচ্ছায়ার ন্যায় শীতল শান্তির আশ্রয় লাভ করিয়াছি, আমার এই সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপিনী নির্ব্বৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। শান্তিরূপ শীতলবনে বিশ্রান্ত জনগণের সুখের তুলনা কোথায়ও নাই। ৭৮।

এমন সময়ে পুণ্যবলে ত্রপুস ও ভল্লিকনামক দুইটী বণিক্ বহুলোক সহ সেই বনে আসিয়াছিল। ৭৯।

দেবতাপ্রেরিত ঐ বণিক্দ্বয় ভগবানের নিকট আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক ভিক্ষাগ্রহণের জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিল। ৮০।

দয়াপরায়ণ সর্ব্বজ্ঞ এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বতনগণ পাত্রেতেই ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন হস্তে গ্রহণ করেন নাই। ৮১।

তিনি এরূপ চিন্তা করিলে মহারাজনামক দেবতাগণ আসিয়া চারিটী স্ফটিকময় পাত্র তাঁহাকে দিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ৮২।

ভগবান্ পাত্রে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহ করিয়া শরণত্রয় শাসনদ্বারা তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ৮৩।

মহাপুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ, পুণ্যসম্পাদনে নিপুণ, অশেষবিপদের বিনাশকারী, প্রার্থনায় কল্পবৃক্ষস্বরূপ এবং শুভপরিণতিসম্পাদনে তৎপর সাধুসঙ্গ কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির পুণ্যবলে ঘটিয়া থাকে। ৮৪।